নজরুল-রচনাবলী

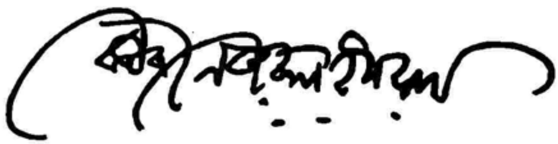


নজরুল-রচনাবলী

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

দ্বাদশ খণ্ড

হস্তলিপি



বাংলা একাডেমী ঢাকা

নজরুল-রচনাবলী

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

দ্বাদশ খণ্ড

হস্তলিপি

সম্পাদনা-পরিষদ

রফিকুল ইসলাম
সভাপতি

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌
সদস্য

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
সদস্য

আবদুল মান্নান সৈয়দ
সদস্য

আবুল কাসেম ফজলুল হক
সদস্য

নজরুল-রচনাবলী

প্রথম সংস্করণের সম্পাদক

আবদুল কাদির

নতুন সংস্করণের (১৯৯৩) সম্পাদনা-পরিষদ

আনিসুজ্জামান
সভাপতি

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম
সদস্য

রফিকুল ইসলাম
সদস্য

মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্
সদস্য

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
সদস্য

মনিরুজ্জামান
সদস্য

আবদুল মান্নান সৈয়দ
সদস্য

করুণাময় গোস্বামী
সদস্য

সেলিনা হোসেন
সদস্য-সচিব

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমী নজরুল জন্মশতবার্ষিক উৎসবের পরপরই কবির ইতোপূর্বে বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলা একাডেমী-প্রকাশিত রচনাবলীর একটি কালক্রমিক, পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত ও অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ বিন্যাস ও নবসংযোজনযুক্ত নতুন সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। কারণ, নজরুল এমন এক বিস্ময়কর প্রতিভা ও বিপুলপ্রজ কবি যে, স্বল্পসময়ের সাহিত্য জীবনেও তাঁর রচনাসংখ্যা বেশুমার ; এবং সেই অবিরল ধারায় সৃষ্ট রচনা কবি কখন, কোথায়, কীভাবে লিখেছেন তার হদিস পাওয়া যেমন সহজ নয়, তেমনি তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছেন কি-না সে সম্পর্কেও নিশ্চিত সংশয় আছে। ধারণা করা হয়, তাঁর সে-সব বিপুল রচনার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন জনের সংগ্রহে অগ্রন্থিত অবস্থায় থেকে গিয়েছিল ; এবং কিছু রচনা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও তা সংগৃহীত না হওয়ায় কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি। জন্মশতবার্ষিক অনুষ্ঠানের পর এদিকে লক্ষ্য রেখে কবির রচনাবলীর একটি পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমী ২০০৫ সালে 'নজরুল রচনাবলী জন্মশতবর্ষ সংস্করণ' প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ-কাজে কবি আবদুল কাদিরের সুদক্ষ সম্পাদনায় প্রকাশিত আদি নজরুল রচনাবলীর ভিত্তিমূলক সংস্করণ, অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে গঠিত সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে চারখণ্ডে বাংলা একাডেমী-প্রকাশিত নজরুল রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'নজরুল ইসলামের রচনাসমগ্র' এবং নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ও তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের বিভিন্ন সংস্করণের পাঠপর্যালোচনার পর সম্পাদকমণ্ডলী বর্তমান সংস্করণের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন।

নজরুল রচনাবলির দ্বাদশ খণ্ড মূলত নজরুলের হস্তলিপি, আলোকচিত্র ও প্রতিকৃতির প্রতিলিপির সংকলন। নজরুল রচনাবলীর বর্তমান সংস্করণ প্রস্তুত করার ব্যাপারে নজরুল-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম যে-নিষ্ঠায় সামগ্রিক কাজের তত্ত্বাবধান করেছেন এবং দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তা অতীব প্রশংসনীয়। কবি-সমালোচক-প্রবন্ধকার আবদুল মান্নান সৈয়দ, অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ও অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক তাঁদের স্ব স্ব কাজে যে আন্তরিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এ গ্রন্থ প্রকাশের আগেই অন্যতম সম্পাদক আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রয়াত হয়েছেন। তিনি এই গ্রন্থ দেখে যেতে পারলেন না। এ জন্য আমরা গভীরভাবে মর্মাহত।

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও প্রকাশনার কাজে সম্পাদকমণ্ডলীকে সার্বক্ষণিকভাবে সহযোগিতা করেছেন গসফো–র পরিচালক, সংকলন উপবিভাগের উপপরিচালক ও কর্মকর্তা ফারহানা খানম। বাংলা একাডেমী প্রেসের ব্যবস্থাপক সমীর কুমার সরকার ও তাঁর সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানাই।

বাংলা একাডেমী, ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮ ॥ ২৫শে মে ২০১১

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রসঙ্গে

'নজরুল-রচনাবলী'র তিনটি খণ্ড প্রখ্যাত কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় 'কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড' থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৭০ সালে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালে 'কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড' একীভূত হয় 'বাংলা একাডেমী'র সঙ্গে। সরকার কর্তৃক এই পরিবর্তন ও ব্যবস্থা গ্রহণের পর বাংলা একাডেমী থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড দুই ভাগে ১৯৮৪ সালে (প্রথমার্ধ জুনে ও দ্বিতীয়ার্ধ ডিসেম্বরে) কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায়ই প্রকাশিত হয়। 'নজরুল-রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে এবং তা পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৩ সালে। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৭৬ এবং ১৯৮৪ সালে। ১৯৮৪ সালেই প্রকাশিত হয় তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ। আগেই বলেছি, চতুর্থ খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড যথাক্রমে ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয়। চতুর্থ খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৪ সালে। কবি আবদুল কাদিরের জীবদ্দশায়, তাঁর সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র সব খণ্ডেরই নতুন সংস্করণ এবং পুনর্মুদ্রণ হয়েছে সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে ও তাঁর লেখা 'সম্পাদকের নিবেদন'সহ।

'নজরুল-রচনাবলী'র ব্যাপক চাহিদা থাকায় অল্পকালের মধ্যেই রচনাবলী-র সব খণ্ড বিক্রি ও নিঃশেষ হয়ে যায়। এই পটভূমিতেই 'নজরুল-রচনাবলী' পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ উদ্দেশ্যে এবং মরহুম কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশের জন্য ১৯৯২ সালে 'বাংলা একাডেমী' নয় সদস্য বিশিষ্ট সম্পাদনা-পরিষদ গঠন করে। এই পরিষদের সম্পাদনায় ১৯৯৩ সালে চার খণ্ডে 'নজরুল-রচনাবলী'র পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ব্যাপক চাহিদার ফলে 'নজরুল-রচনাবলী'র এই নতুন সংস্করণও যথারীতি নিঃশেষ হয়ে যায়। এই নতুন সংস্করণের প্রতিটি খণ্ড একাধিকবার পুনর্মুদ্রণের পরও 'নজরুল-রচনাবলী'র চাহিদা শেষ হয়নি। ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'-র নতুন সংস্করণ (১৯৯৩) একাধিকবার পুনর্মুদ্রিত হওয়া সত্ত্বেও, নজরুল-জন্মশতবার্ষিকীর সময় থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র অধিকতর সংশোধিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বাংলা একাডেমী 'নজরুল-রচনাবলী'র জন্মশতবর্ষ

সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং একটি নতুন সম্পাদনা পরিষদের ওপর এই কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে।

'নজরুল-রচনাবলী : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ দ্বাদশ খণ্ড, হস্তলিপি', মূলত নজরুলের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি-সংকলন। কবির হস্তাক্ষর সম্বলিত ছয়টি পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করে এই খণ্ডের পর্ব বিন্যস্ত হয়েছে। খণ্ডটিতে নজরুলের ছবি, বিভিন্ন শিল্পীর অঙ্কিত প্রতিকৃতি এবং নজরুলের গ্রন্থের প্রচ্ছদ রয়েছে। 'নজরুল রচনাবলী'র এই সংস্করণে 'গান', 'কবিতা', 'সংগীত-গবেষণা' 'গীতি-আলেখ্য', 'নাটক', 'আধ্যাত্মিকতা', 'চিঠি', 'বেতারভাষণ' এবং 'বিবিধ' পর্ব শিরোনামে তাঁর হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি সংকলিত। খণ্ডটির শুরুতে বার পৃষ্ঠার প্রথম দশ পৃষ্ঠায় নজরুল ও নজরুল বিষয়ক দশটি আলোকচিত্র রয়েছে। তার মধ্যে পাঁচটি আলোকচিত্র কল্যাণী কাজী সম্পাদিত নজরুল অ্যালবাম থেকে নেয়া হয়েছে। বাকী দুই পৃষ্ঠায় আছে 'নজরুল রচনাবলী' দ্বাদশ খণ্ড যে সাতটি পাণ্ডুলিপির সমন্বয়ে বিন্যস্ত হয়েছে সেসব পাণ্ডুলিপির প্রচ্ছদ। এছাড়াও গ্রন্থটির শেষে নজরুল গ্রন্থের ৩১টি প্রচ্ছদ এবং বিভিন্ন শিল্পীর অঙ্কিত আটটি প্রতিকৃতি রয়েছে। এই খণ্ডে নজরুলের প্রায় ৩১৮টি গানের হস্তলিপি বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে।

দ্বাদশ খণ্ডের পাণ্ডুলিপি হিসাবে ব্যবহৃত ছয়টি পাণ্ডুলিপি হলো : সেলিনা বাহার জামান সম্পাদিত 'নজরুল পাণ্ডুলিপি', আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত 'লেখায় রেখায় রইল আড়াল' এবং 'পাণ্ডুলিপি : নজরুল-সংগীত', আসাদুল হক সম্পাদিত 'কার গানের তরী যায় ভেসে', মুহম্মদ নুরুল হুদা সম্পাদিত 'নজরুলের হারানো গানের খাতা' এবং বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল সঙ্গীত সম্ভার'। 'নজরুল সঙ্গীত সম্ভার' গ্রন্থে জনাব নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানের সংগৃহীত ১০৩টি গান রয়েছে। এই ছয়টি পাণ্ডুলিপি ছাড়াও আবদুল আজীজ আল-আমান সম্পাদিত 'অপ্রকাশিত নজরুল' গ্রন্থ থেকে 'আধ্যাত্মিকতা' ও 'তবলাচর্চা' বিষয়ক প্রতিলিপির অংশ এতে সংকলিত হয়েছে। এই খণ্ড প্রকাশের ফলে প্রতিলিপিগুলো অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে। এই সংকলনে প্রতিলিপির পুনরাবৃত্তি যথাসম্ভব পরিহার করা হয়েছে, তবে যেক্ষেত্রে প্রতিলিপিগুলোর ভিন্নতা নজরে পড়েছে সেগুলো বাদ দেওয়া হয় নি। 'নজরুল-রচনাবলী'র নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণের এটাই শেষ খণ্ড। তাঁর হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি, নানান সময়ের আলোকচিত্র, বিভিন্ন গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণের প্রচ্ছদ, বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা প্রতিকৃতি সম্বলিত এই খণ্ডটি প্রকাশের মাধ্যমে জন্মশতবর্ষ সংস্করণটির বারোটি খণ্ড একটি প্রামাণ্য রূপ পেল। হস্তাক্ষরের প্রতিলিপিগুলোকে সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত করতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

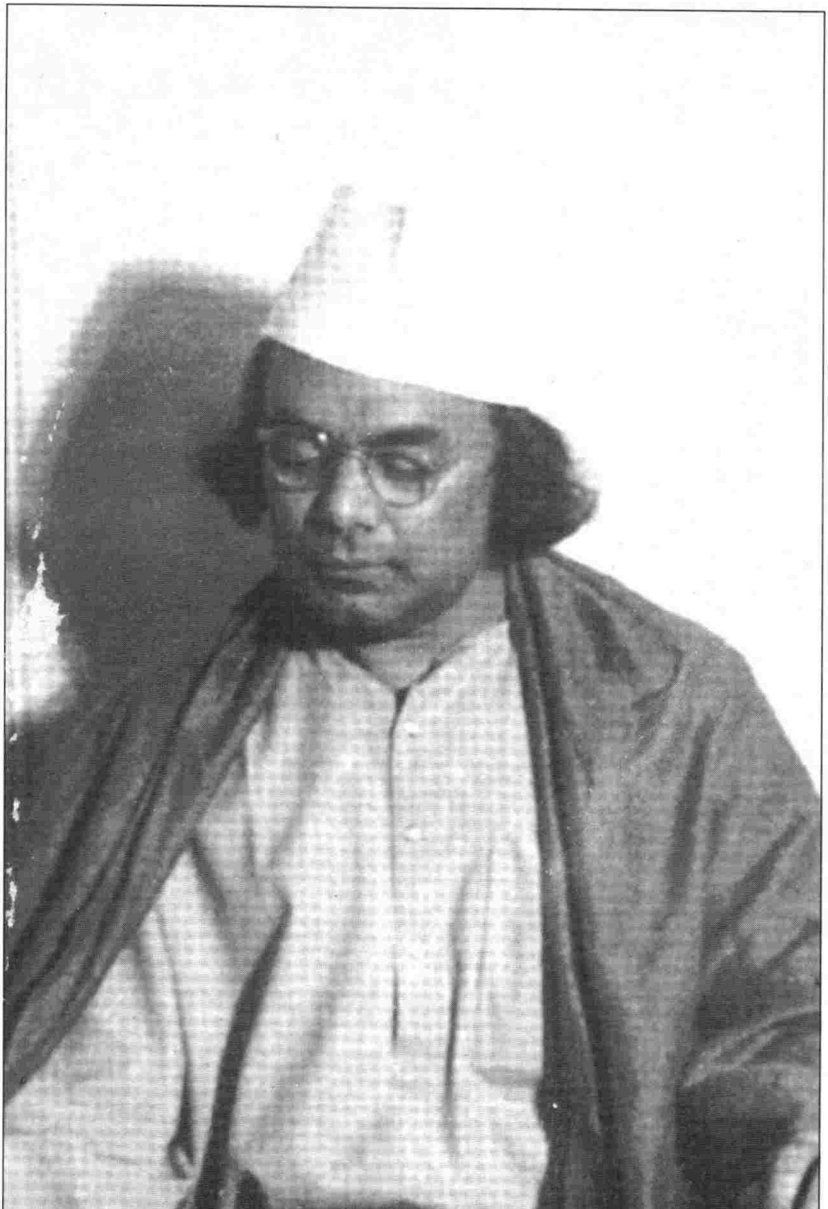
উল্লেখ্য যে, 'নজরুল-রচনাবলী' সম্পাদনার পথিকৃৎ কবি আবদুল কাদির। কবি আবদুল কাদিরের প্রয়াণের পর প্রকাশিত বিভিন্ন সংস্করণ নতুন সম্পাদনা-পরিষদ কর্তৃক পরিমার্জন এবং কিছু রচনা সংযোজন করা হলেও 'নজরুল-রচনাবলী'র আদি ও মূল সম্পাদক আবদুল কাদির। বাংলা একাডেমী 'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে একটি জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করলেন। সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য প্রয়াত আবদুল মান্নান সৈয়দ এই দ্বাদশ খণ্ডের প্রকাশনা দেখে যেতে পারেন নি। এটি আমাদের জন্য গভীর পরিতাপের বিষয়। এই সংস্করণের 'সম্পাদনা পরিষদ'-এর পক্ষ থেকে আমরা বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

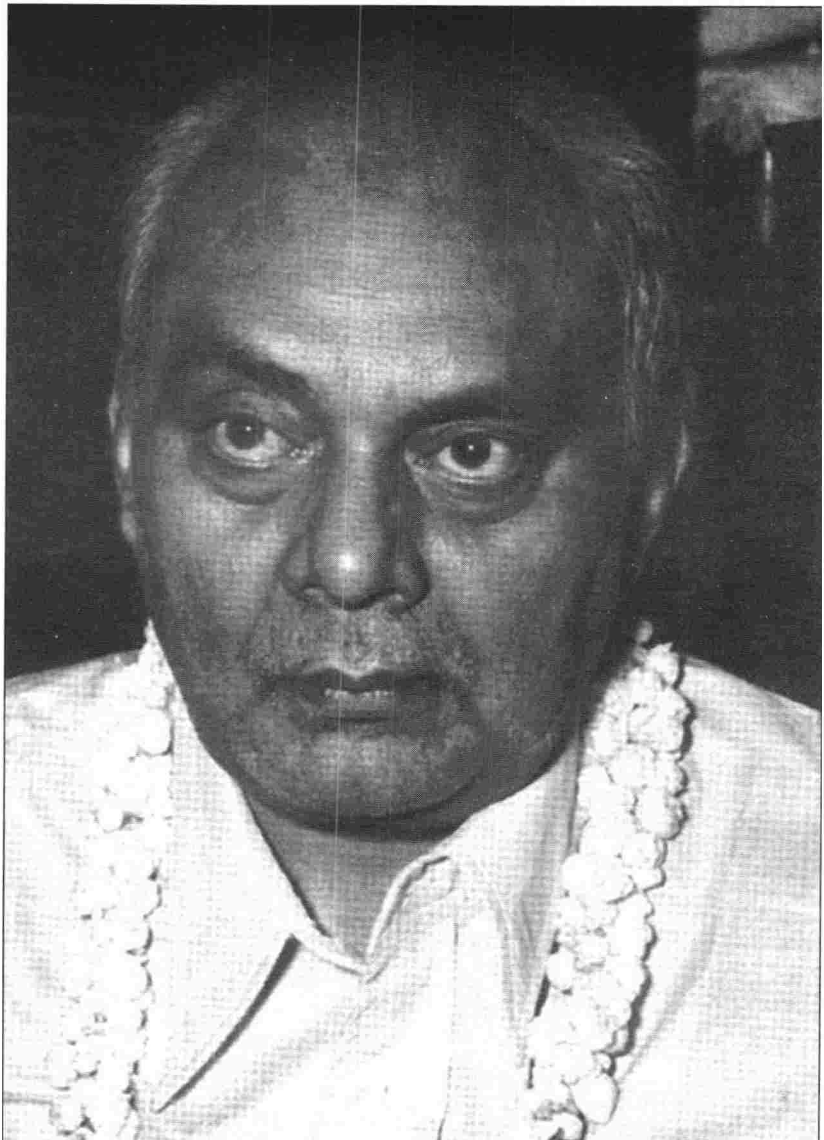
ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭॥ ২৫শে মে ২০১০

রফিকুল ইসলাম
সম্পাদনা-পরিষদের সভাপতি

সূচিপত্র



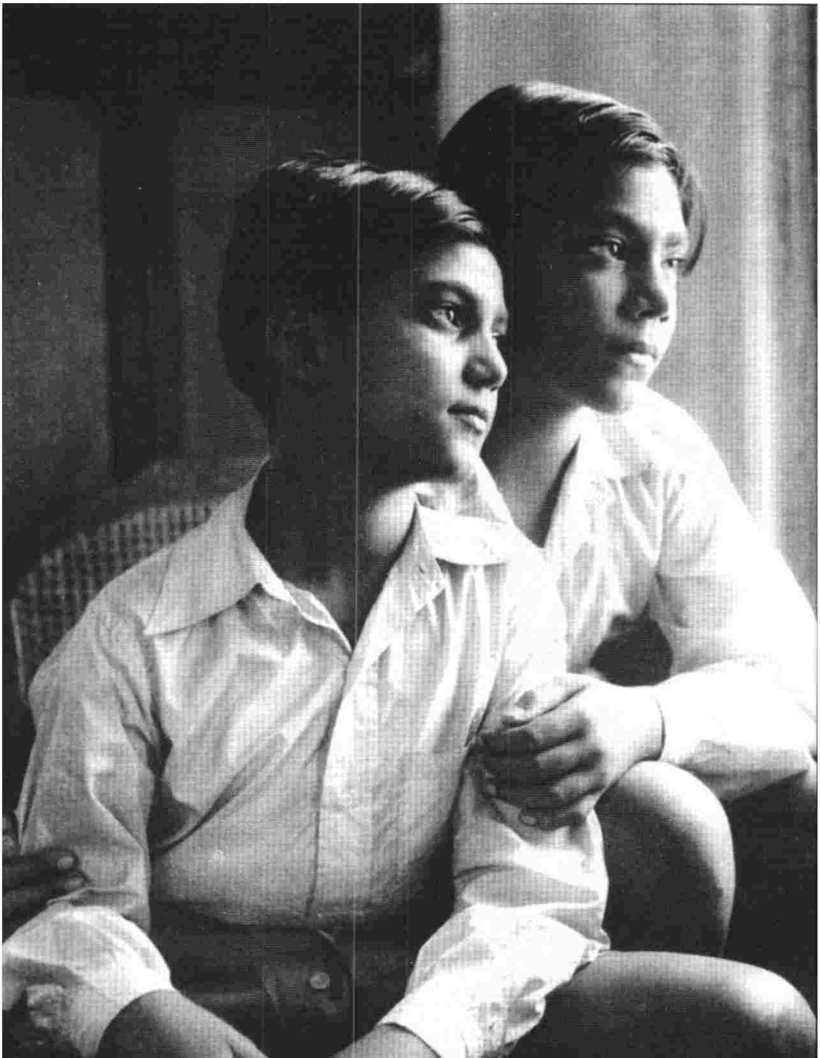
কাজী নজরুল ইসলাম



কাজী নজরুল ইসলাম



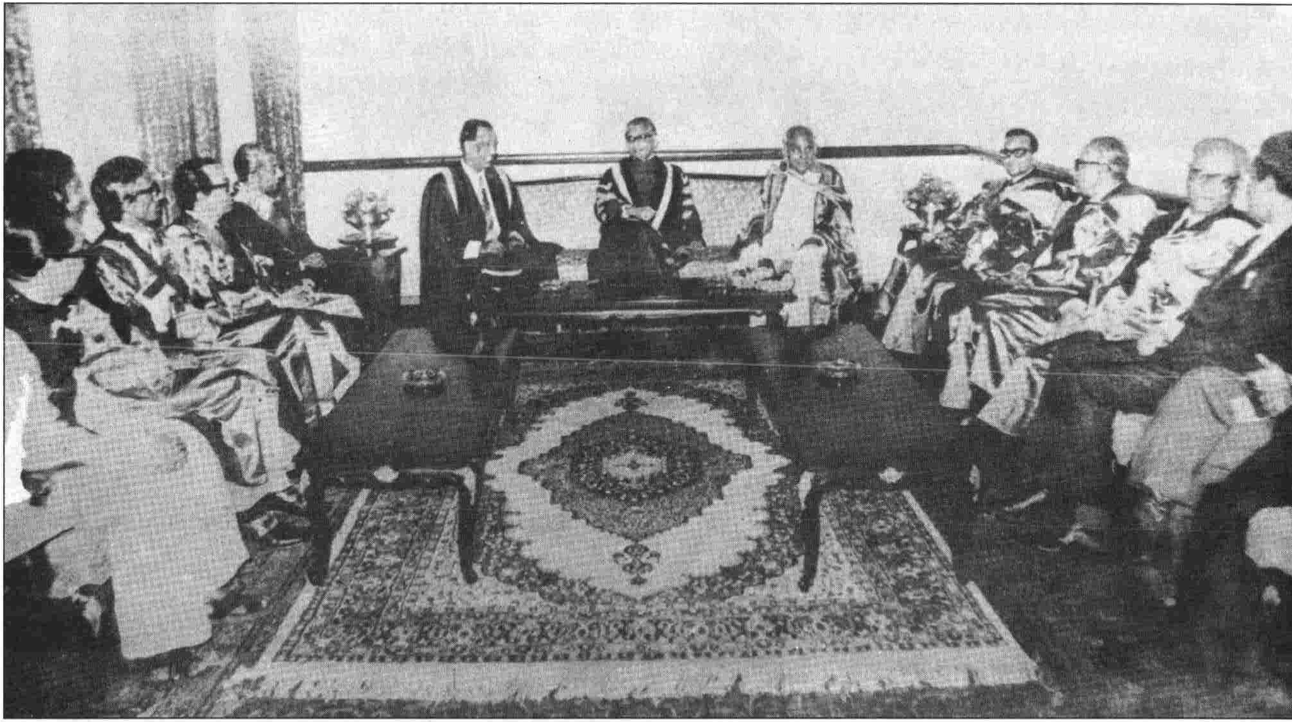
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম



কবি পুত্রদ্বয় সব্যসাচী ও অনিরুদ্ধ



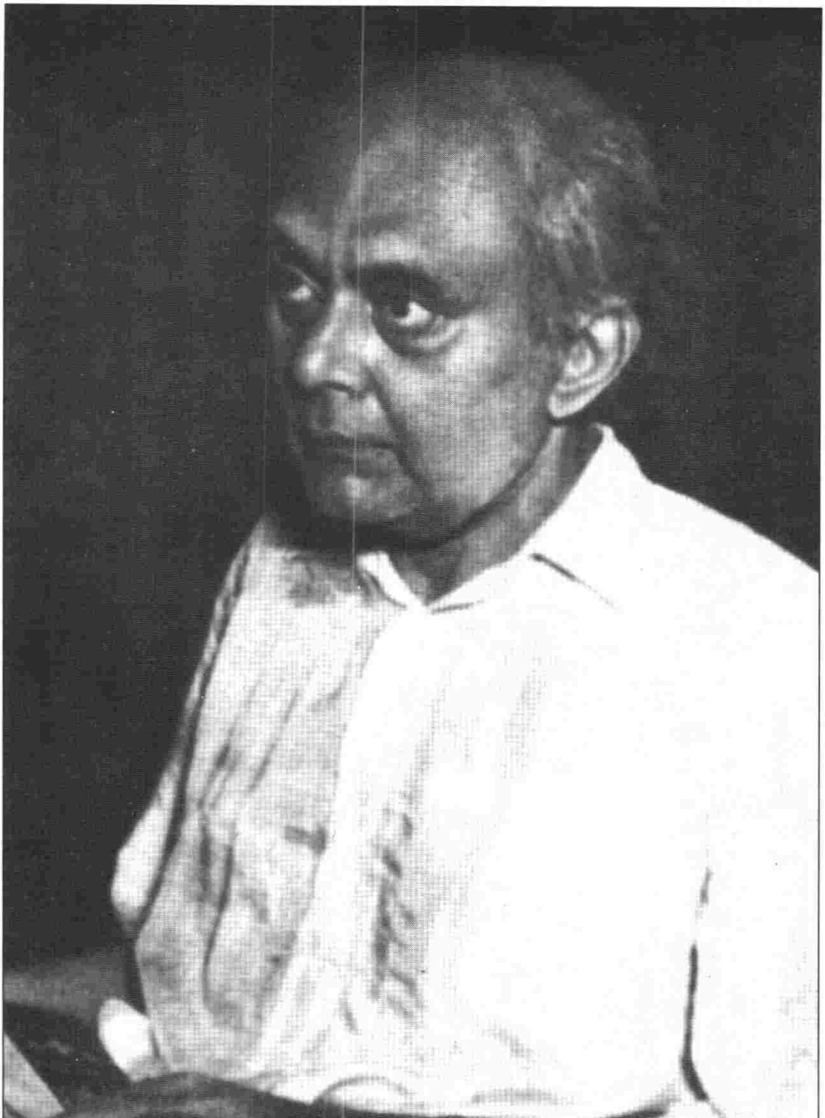
কবিপত্নী প্রমীলা



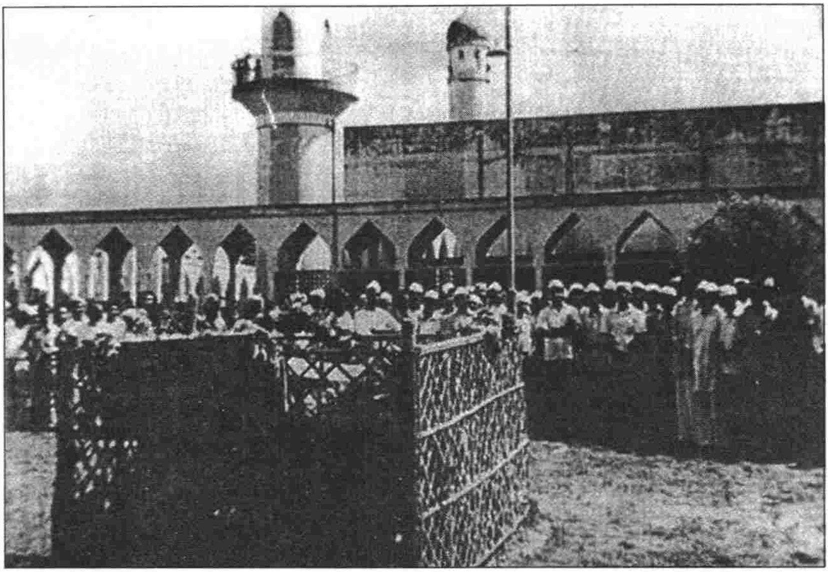
১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে সম্মানসূচক ডি.লিট. উপাধি প্রদান-উপলক্ষে (ডান থেকে বামে) কাজী নজরুল, রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর মোহাম্মদউল্লাহ, উপাচার্য আবদুল মতিন চৌধুরী ও অন্যান্য



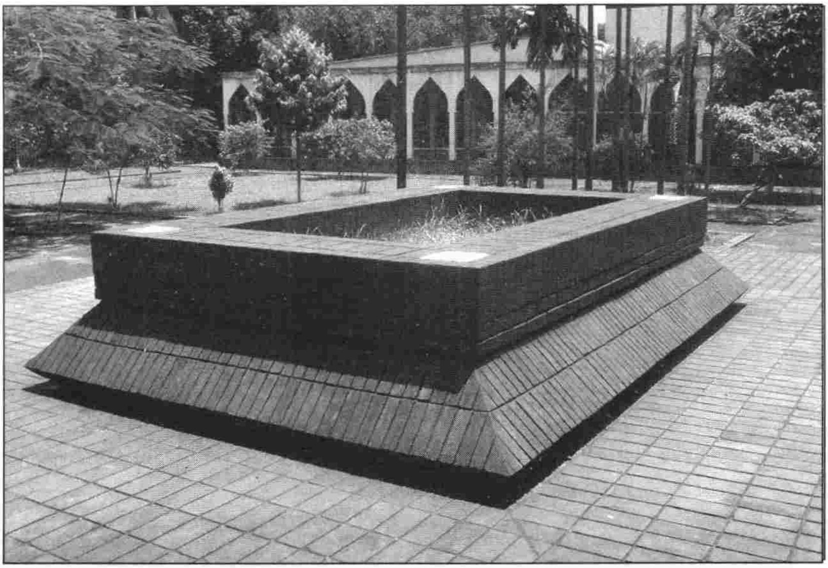
পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে চুরুলিয়ায় স্বগৃহে আত্মীয়-পরিজনদের মাঝে কাজী নজরুল ইসলাম



অসুস্থার প্রথম দিকে নজরুল



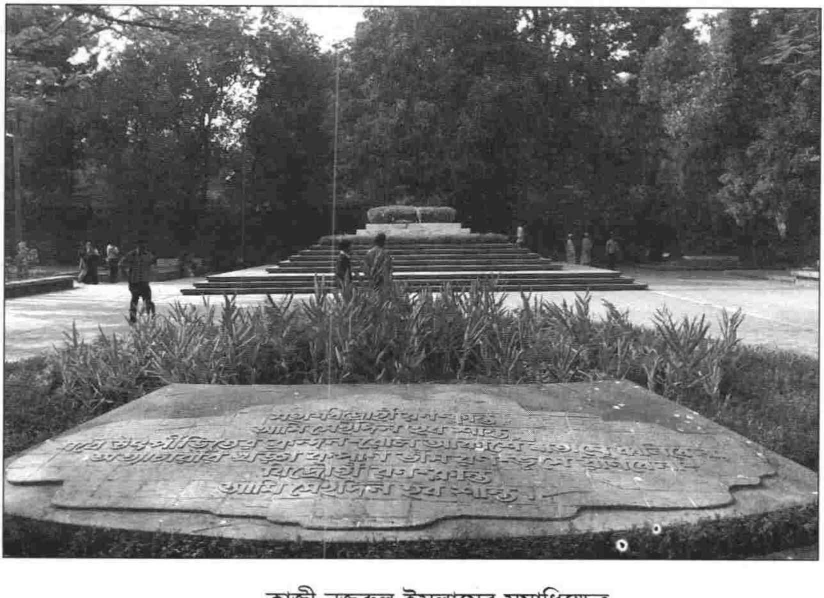
প্রাথমিক অবস্থায় বেড়া দিয়ে ঘেরা নজরুলের সামধি



কাজী নজরুল ইসলামের সমাধি

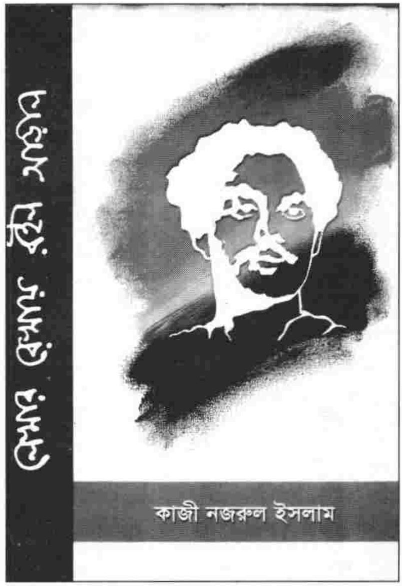


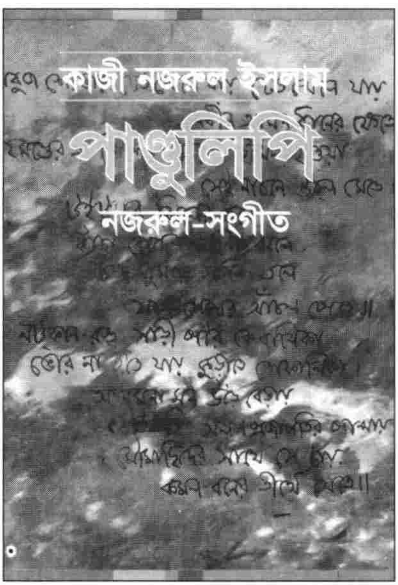
কাজী নজরুল ইসলামের সমাধির বর্তমান রূপ

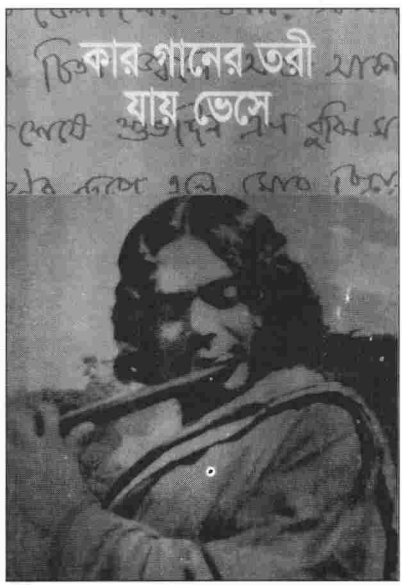


কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিক্ষেত্র



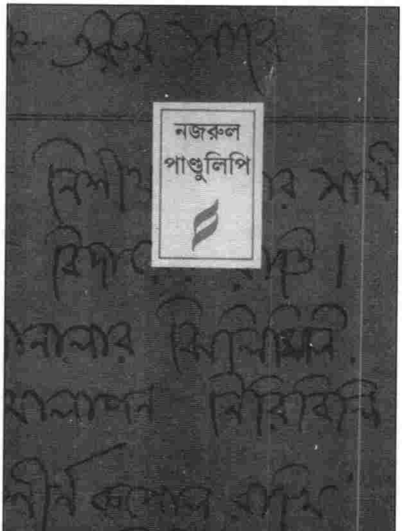


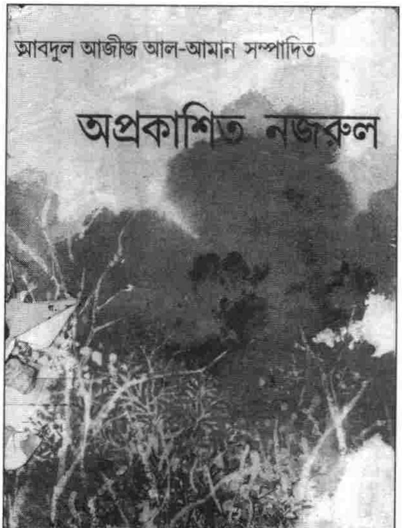




নজরুলের হস্তলিপি সংকলন - গ্রন্থ



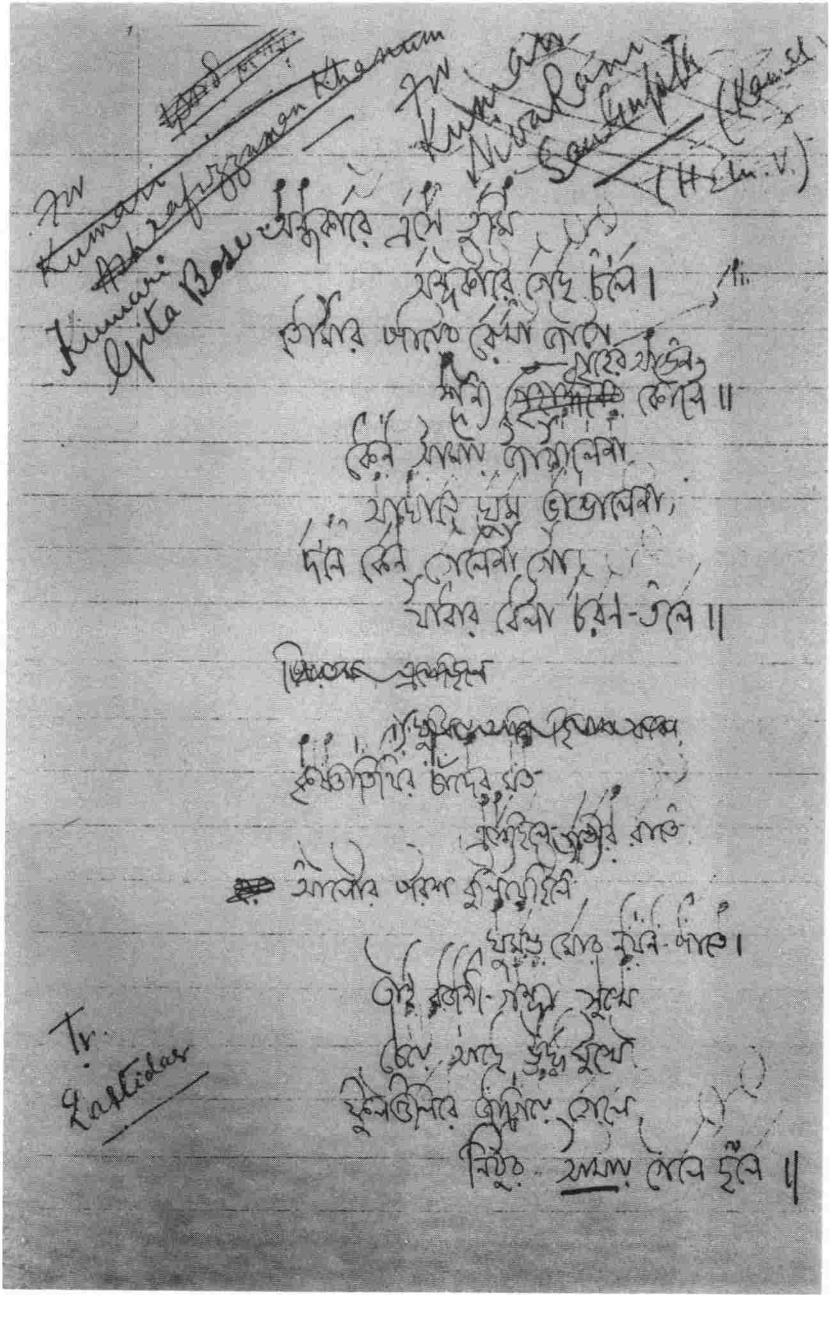


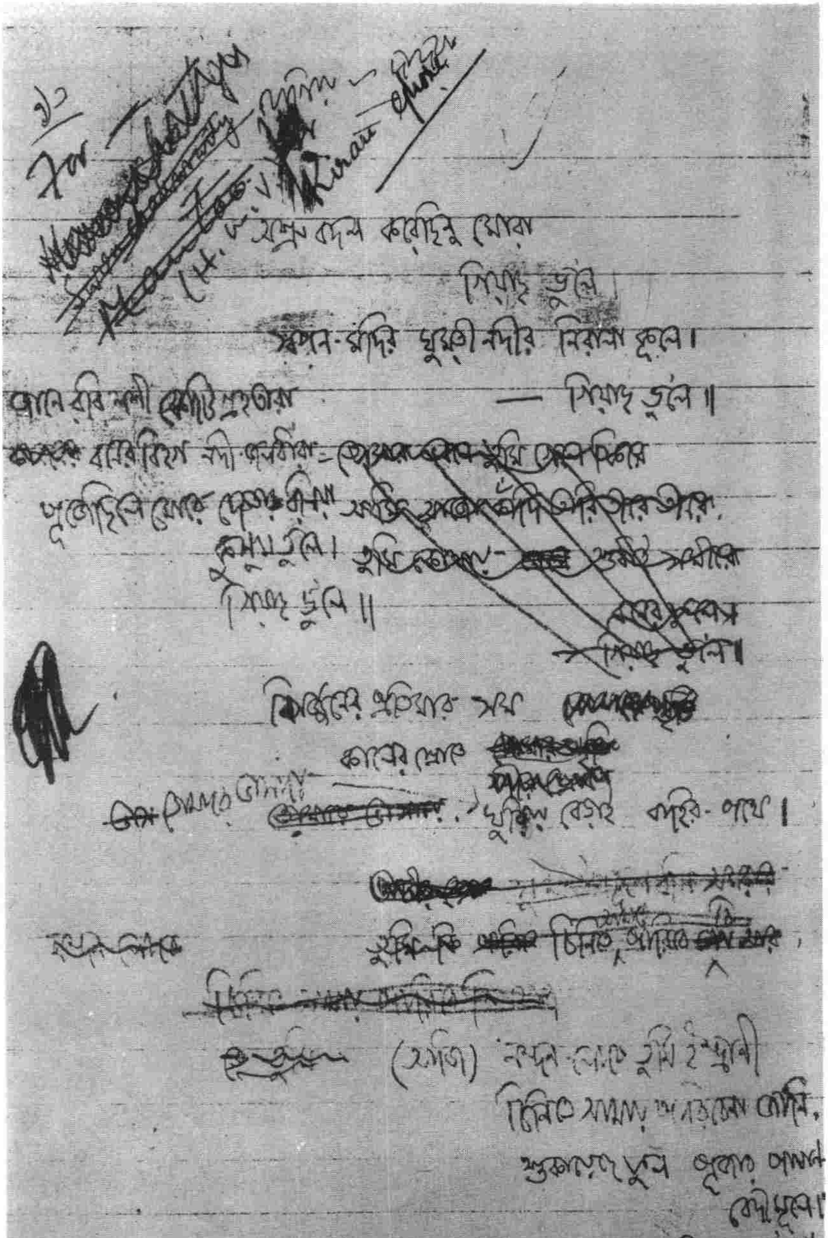


নজরুলের হস্তলিপি সংকলন - গ্রন্থ

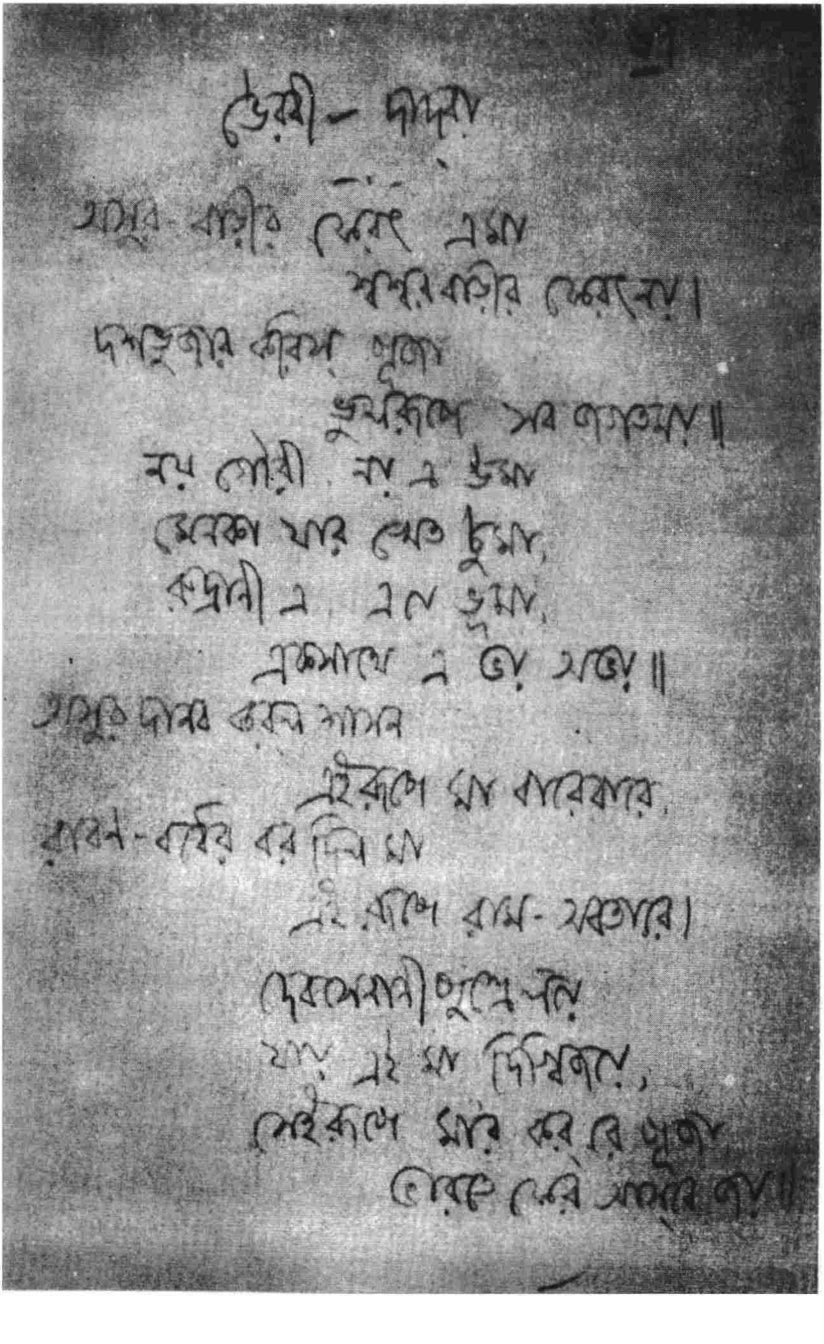


গান


অন্ধকারে এসে তুমি
অন্ধকারে গেছ চলে।
তোমার আসা কেমন করে
...
কেন এমন জাগালে না,
আমার ঘুম ভাঙালে না,
দিনে কেন গেলে না মোর
যাবার বেলা নয়ন-জলে॥
কৃষ্ণতিথির চাঁদের মত
এসেছিলে গভীর রাতে
আসার পরশ বুলিয়েছিলে
ঘুমন্ত মোর নয়ন-পাতে।
আঁধার রজনী-পাখী সুখে
চেয়ে আছে তুমি মুখে
ফুলগুলিরে জাগিয়ে গেলে
নিঠুর অসময় গেলে চলে॥

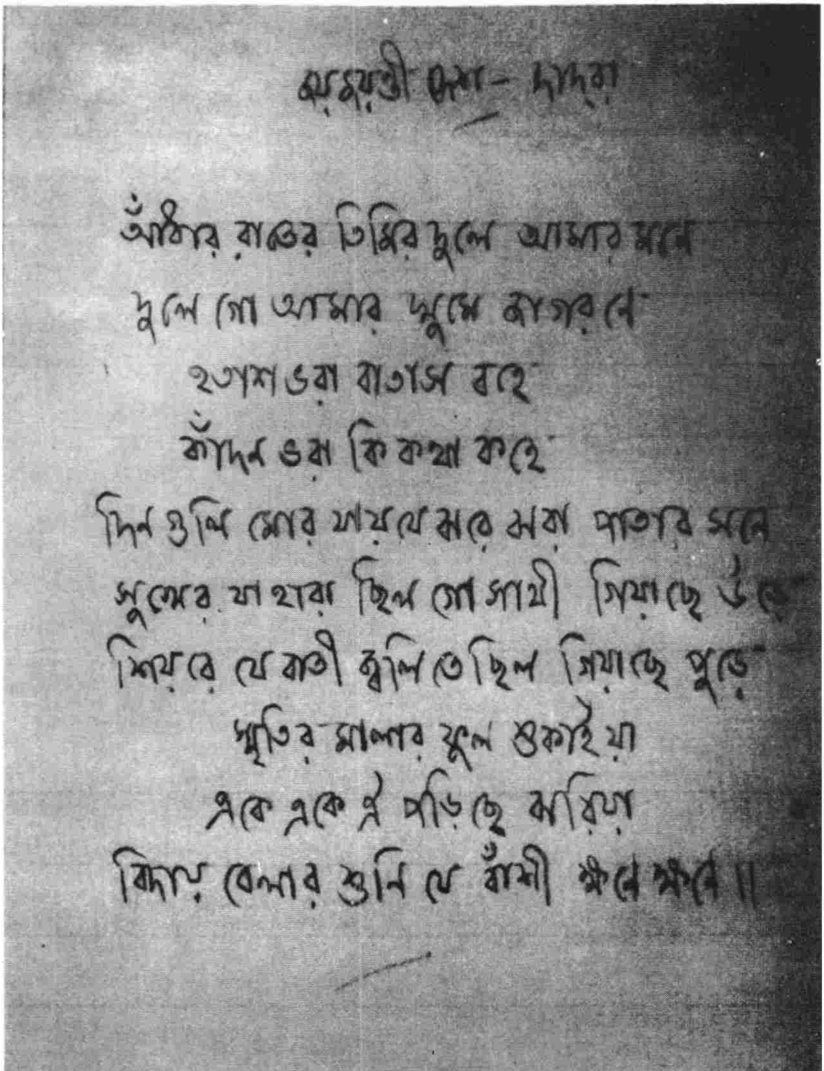


অশ্রু বদল করেছিনু মোরা
পিয়াছি ভুলে
স্বপন-মদির ঘুমতী নদীর নিরালা কূলে।



ভৈরবী — দাদরা

অসুর-বাড়ীর ফেরৎ এমা
শ্বশুরবাড়ির ফেরৎ নয়।
দশভুজার কিসের পূজা
ভুবনরূপে সব জগন্ময়॥
নয় গৌরী নয় এ উমা
মেনকা যার খেত চুমা,
রুদ্রাণী এ এল ভূমা,
একসাথে এ ভয় অভয়॥
অসুর দানব করল শাসন
এইরূপে মা বারেবার,
রাবণ-বধের বর দিল মা
এই রূপে রাম-অবতারে।
দেবসেনানী তুলে নিল
যায় এই মা দিগ্বিজয়ে,
সেইরূপে মায় কর রে পূজা
ভারতে ফের আসবে জয়॥



জয়জয়ন্তী মিশ্র – দাদ্‌রা

আঁধার রাতের তিমির দুলে আমার মনে
দুলে গো আমার দুখের জাগরণে
হুতাশভরা বাতাস বহে
কাঁদনভরা কি কথা কহে
দিনগুলি মোর যায় যে ঝরে ঝরা পাতারি সনে
সুখের যাহারা ছিল গো সাথী গিয়াছে উড়ে
শিয়রে যে বাতী জ্বলিতেছিল গিয়াছে পুড়ে
স্মৃতির মালার ফুল শুকাইয়া
একে একে নুয়ে পড়িছে ঝরিয়া
বিদায় বেলার শুনি যে বাঁশী ক্ষণে ক্ষণে॥

৪/ গান

আজ গানে গানে ঢাক্‌ব আমার গভীর অভিমান।
আজ কাঁটার ঘায়ে কুসুম (ফুটুক) (ফুলের মোর) প্রাণ ॥

২। গান গেয়ে মোর কাটবে বেলা,
১। ভুলতে তোমার অবহেলা
৩। আঘাতে যত হানবে বীণায় উঠবে তত গান ॥

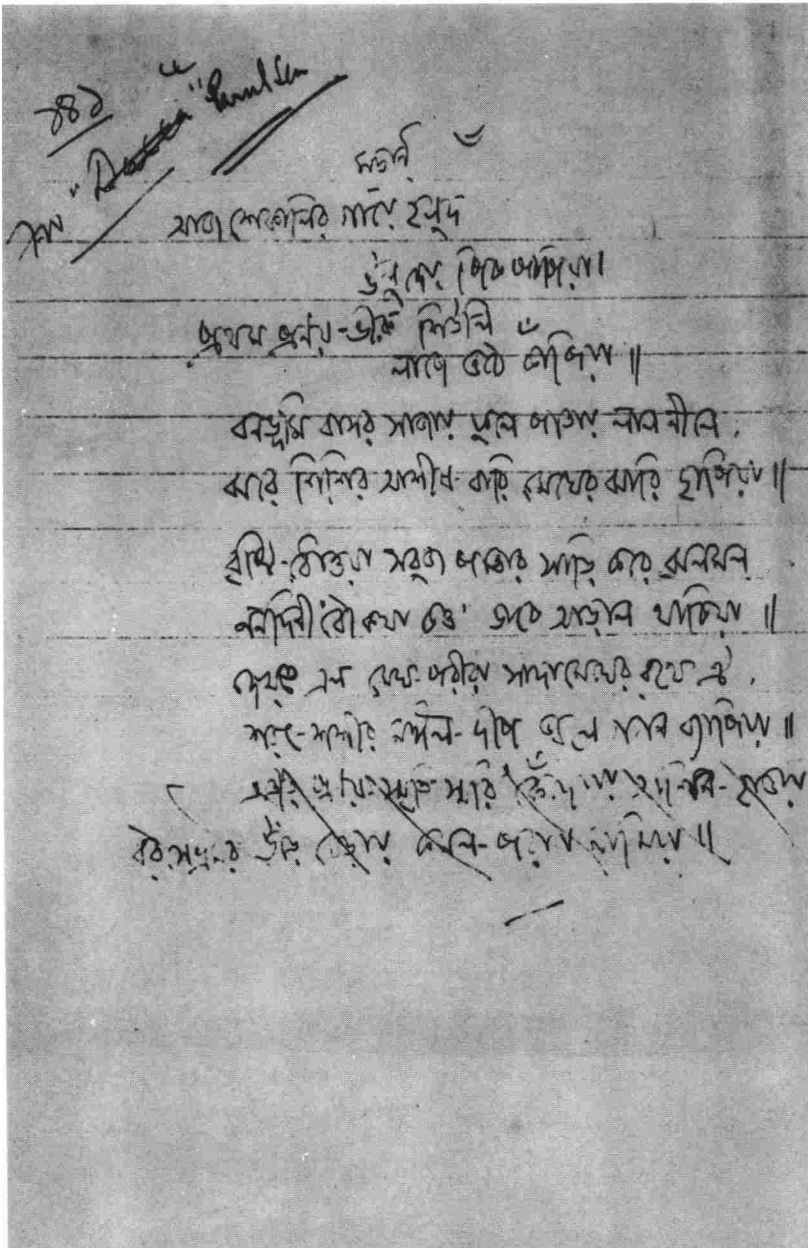
ছিঁড়লে যে ফুল মনের ভুলে
গাঁথব মালা সেই সে ফুলে.
আসবে তোমার বন্ধু যখন . করব তারে দান ॥

অসীম রোদন মনের মাঝে
[illegible] দুলে দুলে
সেই রোদনে গানের হিয়া [illegible] স্নান ॥

কথায় কথায় মিলায়ে মিল
কবি রে তোর ভরল কি দিল?
শূন্য হিয়া শূন্য নিখিল — মিল পেলো প্রাণ ॥

২৭-৬-৩১
দার্জিলিং
রবিবার – সন্ধ্যা

নজরুল ইসলাম



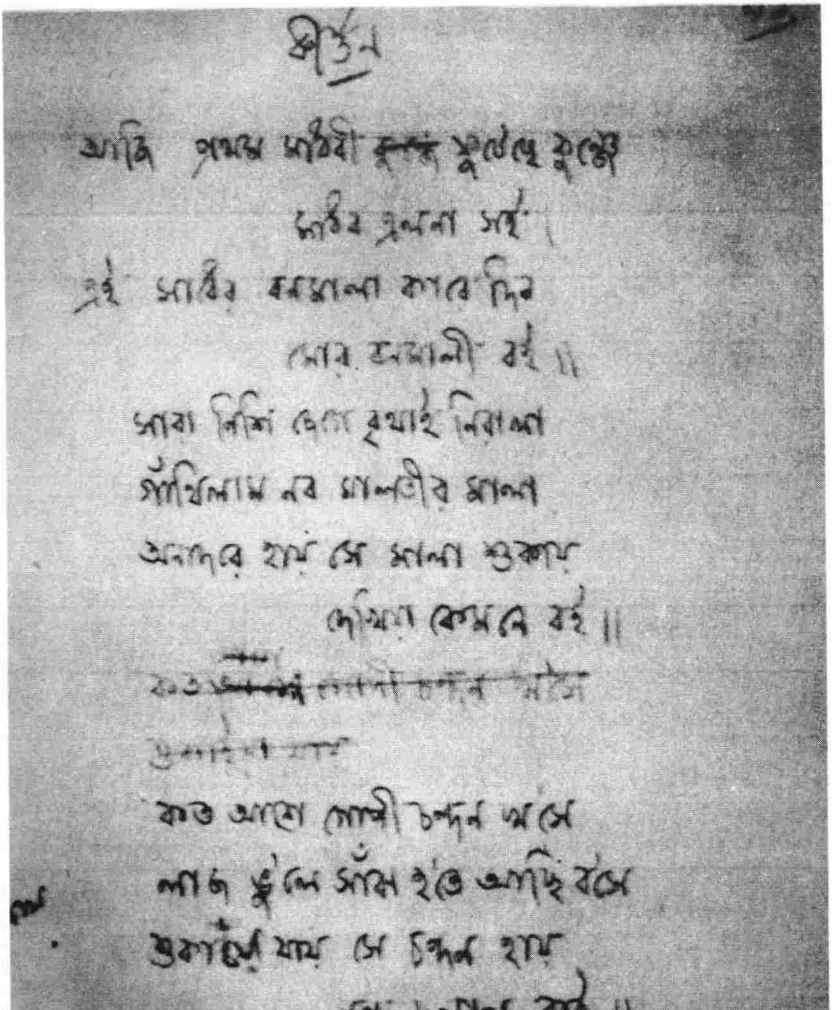
আজ শেফালির গায়ে হলুদ
উৎসবে কি জাগিয়া।
প্রথম প্রণয়-ভীরু কিশোরী
লাজে ওঠে রাঙিয়া॥
বনভূমি বাসর সাজায় ফুলে ভাসায় সমীরে;
ঝরে শিশির আশীষ-বারি মেঘের ঝারি হাসিয়া॥
বৃষ্টি-ভিজানো সবুজ [illegible] শাড়ি করে ঝলমল
ননদিনী বৌ-কথা-কও ডাকে আড়াল থাকিয়া॥
দেয়ালী এল মেঘ-তরীর সাদা মেঘের রথে ঐ,
শরৎ-লক্ষ্মী মঙ্গল-দীপ জ্বেলে যায় জাগিয়া॥

For Kumari ~~[illegible]~~ Mira Devi

৭৩

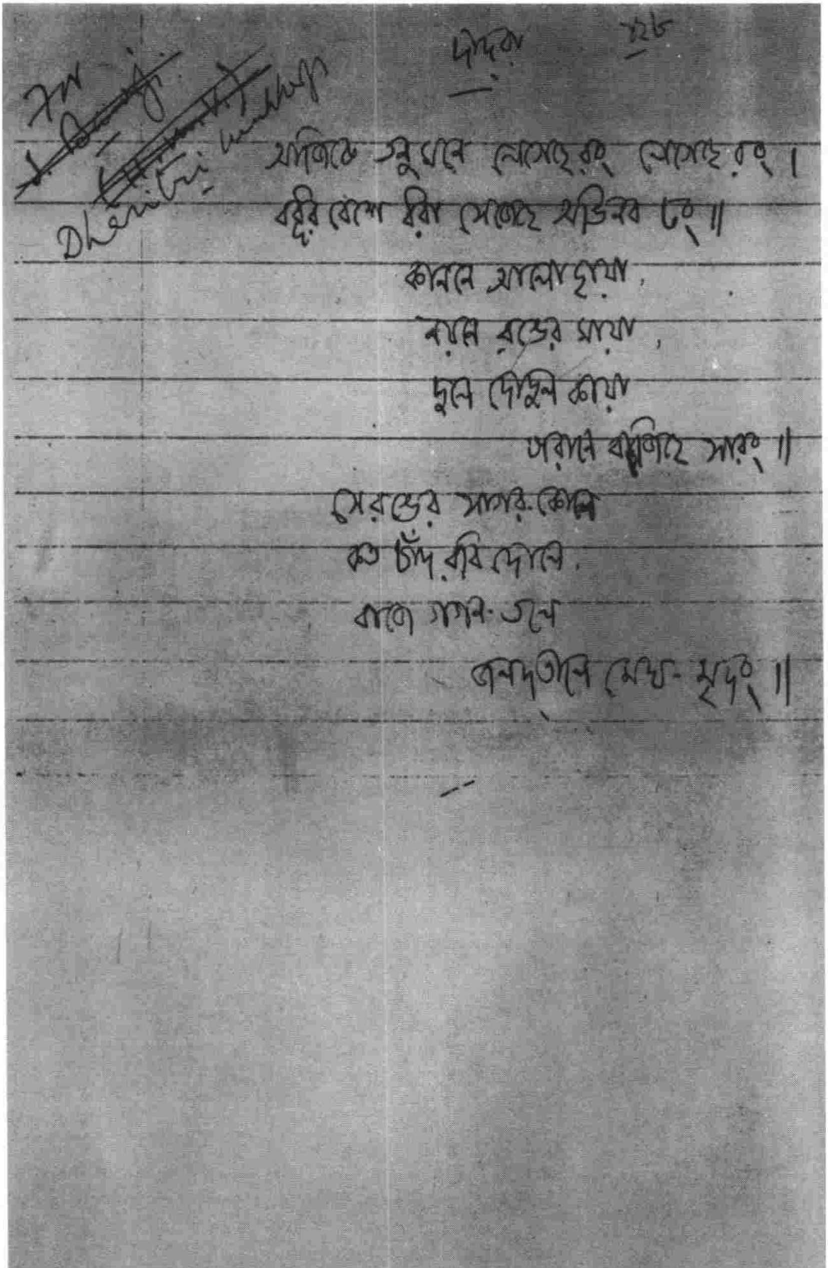
Modern

আজি কুসুম-দীপালি জ্বলিছে বনে।
জ্বলে দীপ-শিখা আম-মুকুলে
রাঙা পলাশে অশোক বকুলে;
আসে সে আলোর টানে বন-জন
যে-মাধবী প্রজাপতি দলে দলে,
পুড়ে মরিতে সে রূপ-শিখাতে
প্রাণ সঁপিতে বাসন্তিকাতে
পরিমল-অঞ্জন মাখি-মাখি [illegible]॥
হের ঝিমায় আকাশ চাঁদের [illegible]।
জ্বলে গগনে তারার দীপালি
আজি বিরাট আকাশে বিভাবরী;
ধরি চাঁদের পেয়ালা ভরিয়া
মধু জ্যোৎস্না ঢালে সে ভরিয়া।
পান করিতে সে মধু [illegible]
আসে নেমে কাননে [illegible]।
বাজে উৎসব-বাঁশী গগনে [illegible]।
হের ঝিমায় [illegible] [illegible] [illegible]॥

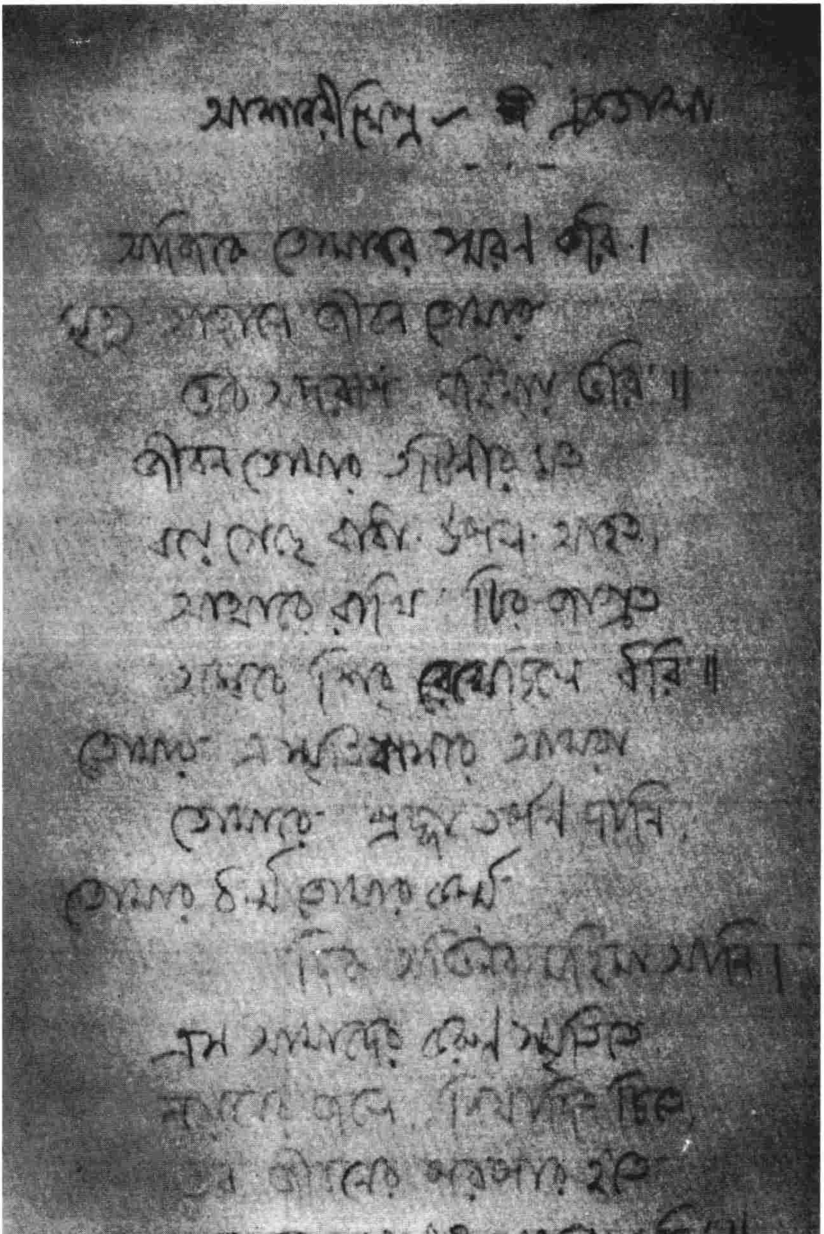


কীর্ত্তন

আজি প্রথমে মাধবী ~~ফুটেছে~~ ফুটেছে কুঞ্জে
মাধব এলনা সই।
এই মাধবীর বনমালা কারে দিব
মোর বনমালী বই॥
সারা নিশি জেগে বৃথাই নিরালা
গাঁথিলাম নব মালতীর মালা
অনাদরে হায় সে মালা শুকায়
দেখিয়া কেমনে রই॥
~~কত আসে গোপী চন্দন ঘসে~~
~~ভুলাইয়া যায়~~
কত আসে গোপী চন্দন ঘসে
লাজ ভুলে সাঁঝ হতে আছি বসে
শুকায়ে যায় সে চন্দন হায়
নন্দদুলাল কই॥
চলিলাম আমি যথা প্রাণ চায়,
প্রভাতে আসিলে মোর শ্যামরায়
বলিস, আঁধারে হারাইয়া, যায়,
গেছে রাধা কলঙ্কী॥


দাদরা ১২৮

আজিকে তনু মনে লেগেছে রং লেগেছে রং।
বহুরূপী বেশে ধরা সেজেছে অভিনব ঢং॥
কাননে আলোছায়া,
নয়নে রঙের মায়া,
দুলে দোদুল কায়া
পরানে বাজিছে সারং॥
সে রঙের সাগর-কোলে
কত চাঁদ রবি দোলে,
বাজে গগন-তলে
জলদতালে মেঘ-মৃদং॥



For Kamal Gupta

20

"কাওয়ালী"

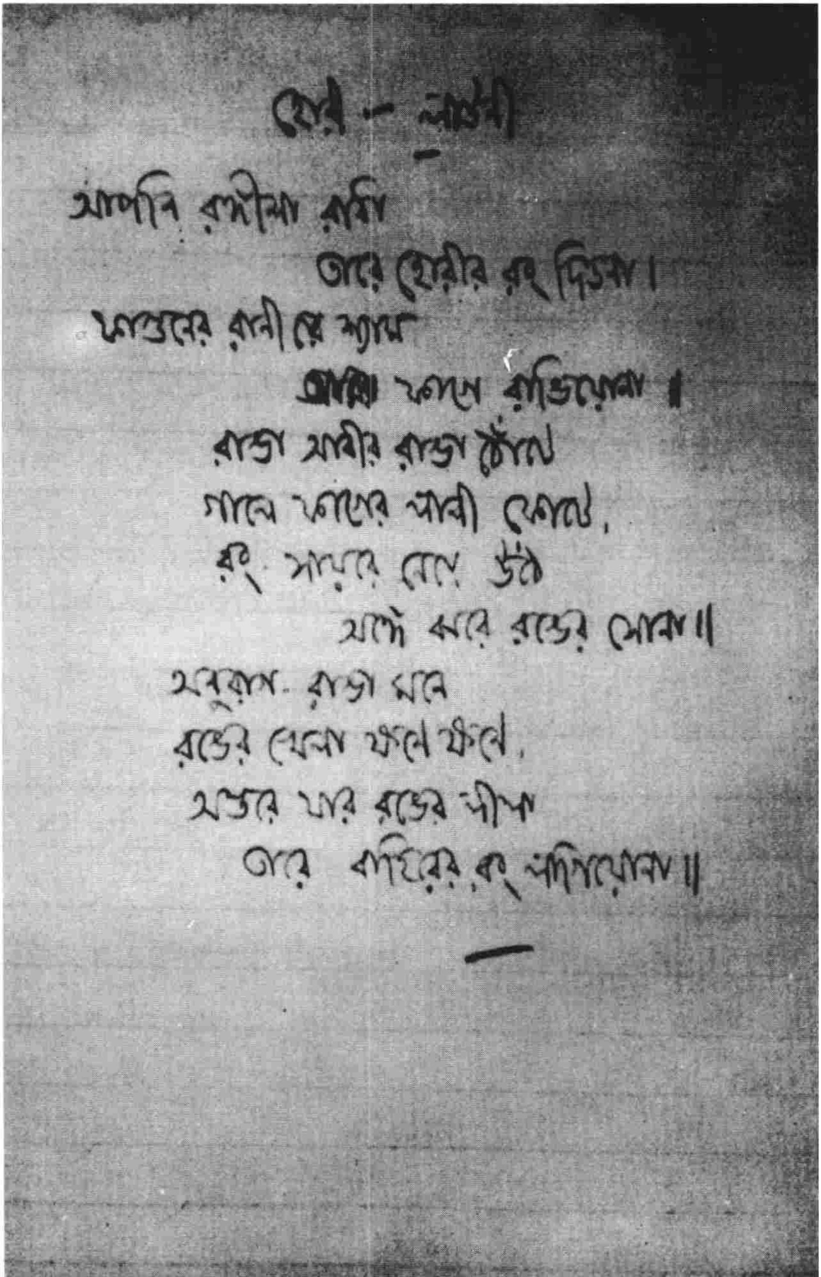
আধো-আধো বোল
লাজে বাধো-বাধো বোল —
বলো কানে কানে।
যে কথাটি আধো রাতে
মনে লাগায় দোল —
বলো কানে কানে॥
যে কথার কলি সখি আজও ফুটিল না
শরমে মরমে তাতে দোলে আনমনা,
যে কথাটি ঢেকে রাখে বুকের আঁচল —
বলো কানে কানে॥
যে কথা লুকায়ে থাকে লাজ-নত চোখে
না বলিতে যে কথাটি জানাজানি লোকে
যে কথাটি ধরে রাখে অধরের কোল —
লুকিয়ে তোলা নিরালায় ~~বলো কানে কানে ॥~~ [illegible]
যে কথাটি বলিতে চাও বেণু-ছুঁয়ার ছলে —
যে কথা দেয় বলি তব তনু পলে পলে
যে কথাটি বলিতে সই গালে পড়ে টোল —
বলো কানে কানে॥

For Ascharyamay

হোরী

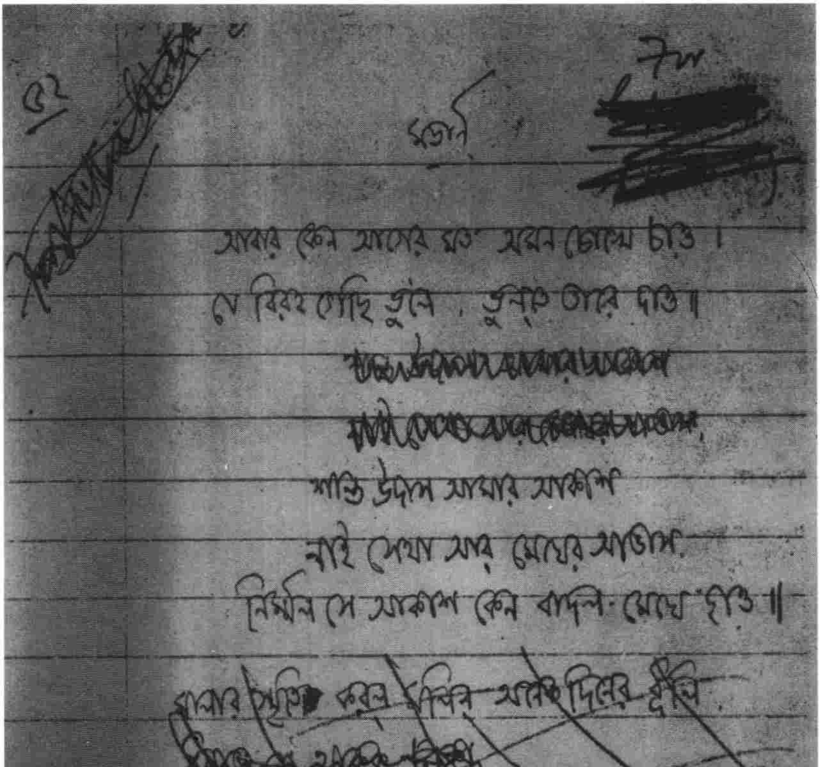
৭

আনন্দ-দুলালী ব্রজ-বালার সনে
নন্দ-দুলাল খেলে হোলী।
রঙের মাতন লেগে যেন শ্যামল মেঘে
খেলিছে রাঙা বিজলি॥
রাঙা মুঠি-ভরা রাঙা আবীর-রেণু
রঙিন পীতঝিড়া শিশি-ভাসা বেণু
রঙিন সাড়ি কাঁচলি॥
লচকিয়া নাচে মুচকিয়া হাসে
মারে আবীর পিচকারি,
চাঁদের হাট তোরা দেখে যা রে দেখে যা
রঙে মাতোয়ালা নর নারী।
পিয়ায় পিয়ায় সুরার শিহরণ
রাধ' অঙ্গে পড়ে ঢলি॥



হোরী – লাউনী

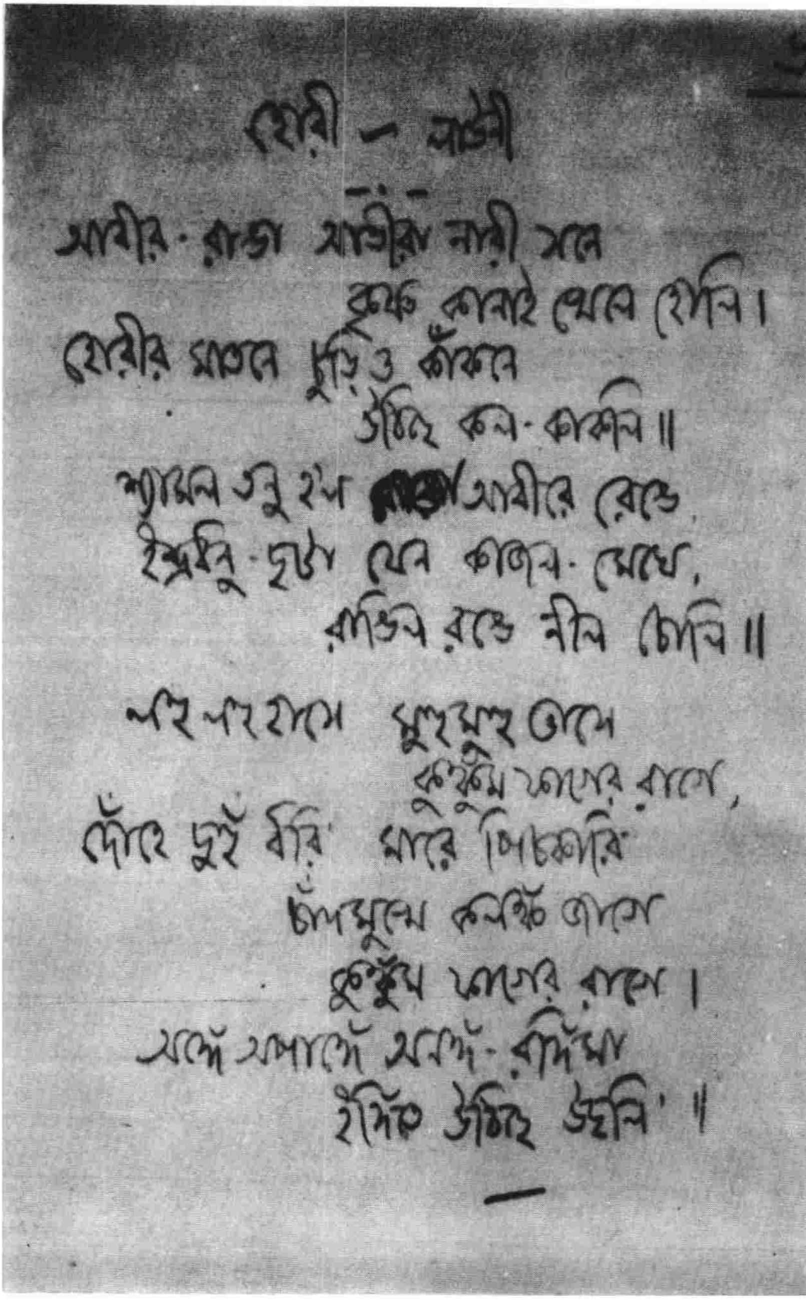
আপনি রঙ্গীলা রাধা
তারে হোরীর রং দিওনা।
ফাগুনের রানী রে শ্যাম
আবির ফাগে রাঙিয়োনা॥
রাঙা শাড়ীর রাঙা আঁচলে
গালে ফাগের লালী খেলে,
রং সায়রে নেয়ে উঠে
যাচে ঝরে রঙের সোনা॥
অনুরাগ-রাঙা মনে
রঙের খেলা খেলে খেলে,
অন্তরে যার রঙের লীলা
তারে বাহিরের রং দিয়োনা॥



আবার কেন আগের মত অমন চোখে চাও।
যে বিরহ গেছি ভুলে, ভুলিতে তারে দাও॥

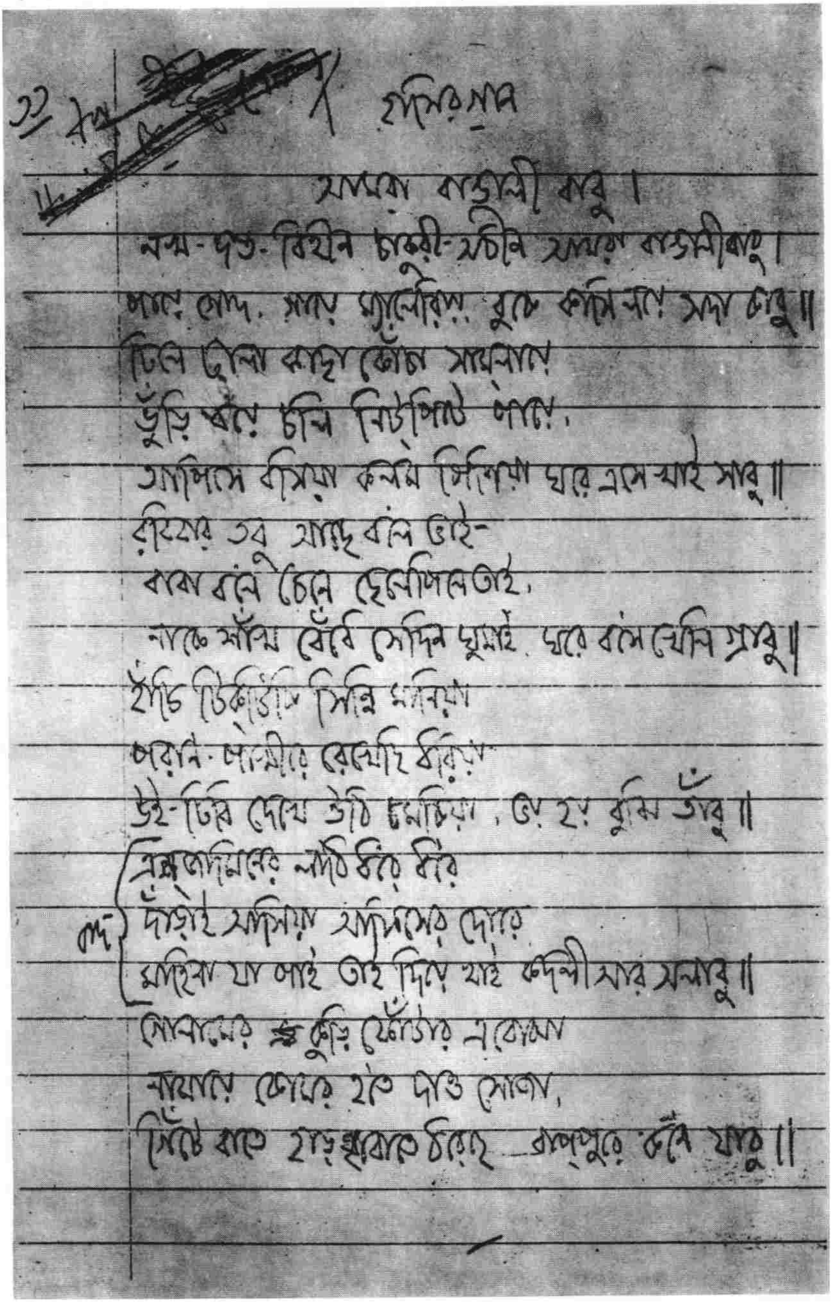
শান্ত উদাস আমার আকাশ
নাই সেথা আর মেঘের আভাস,
নির্মল সে আকাশ কেন বাদল-মেঘে ছাও॥

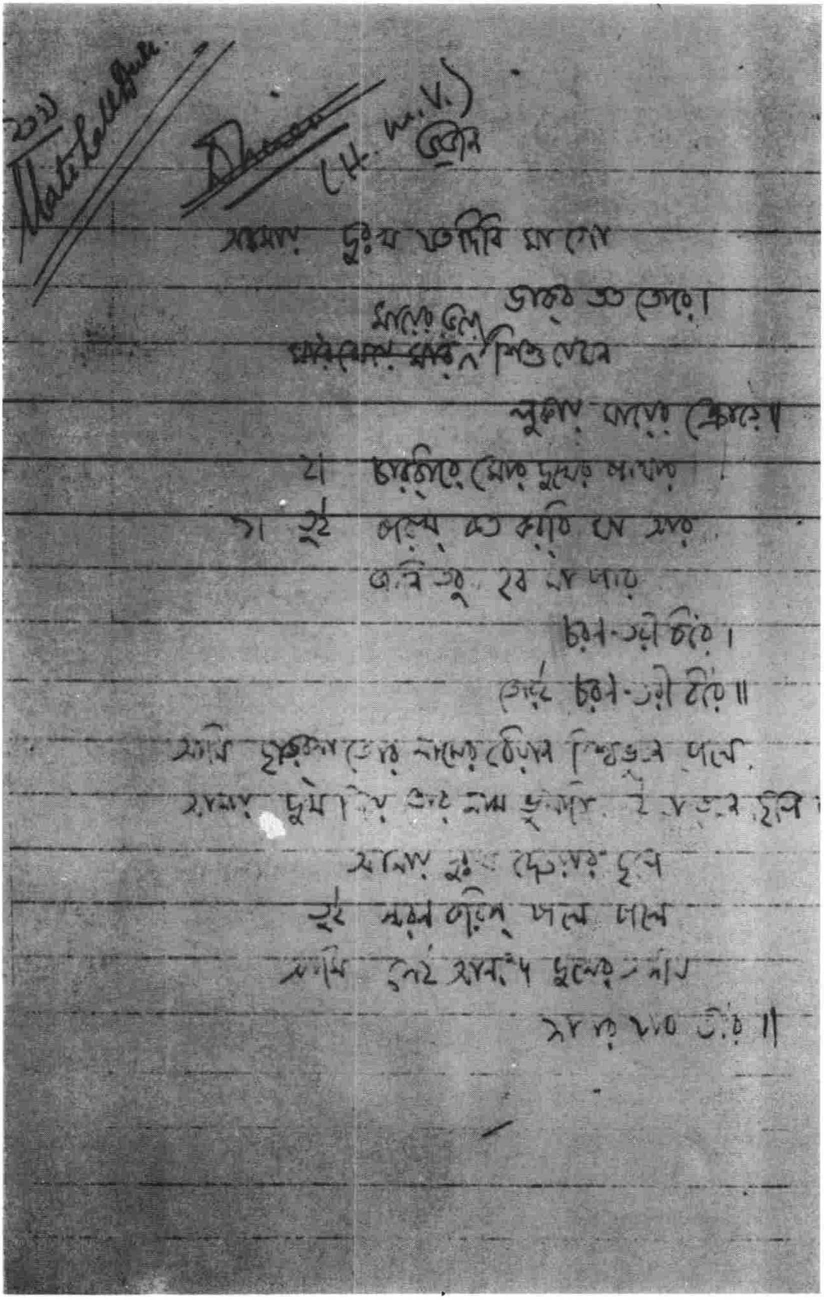
বিপুল বিরহ দূর নিরালায়
একটুখানি পেয়েছি ঠাঁই
নিঠুর, তুমি আবার আগুন জ্বেলো না সেথাও॥

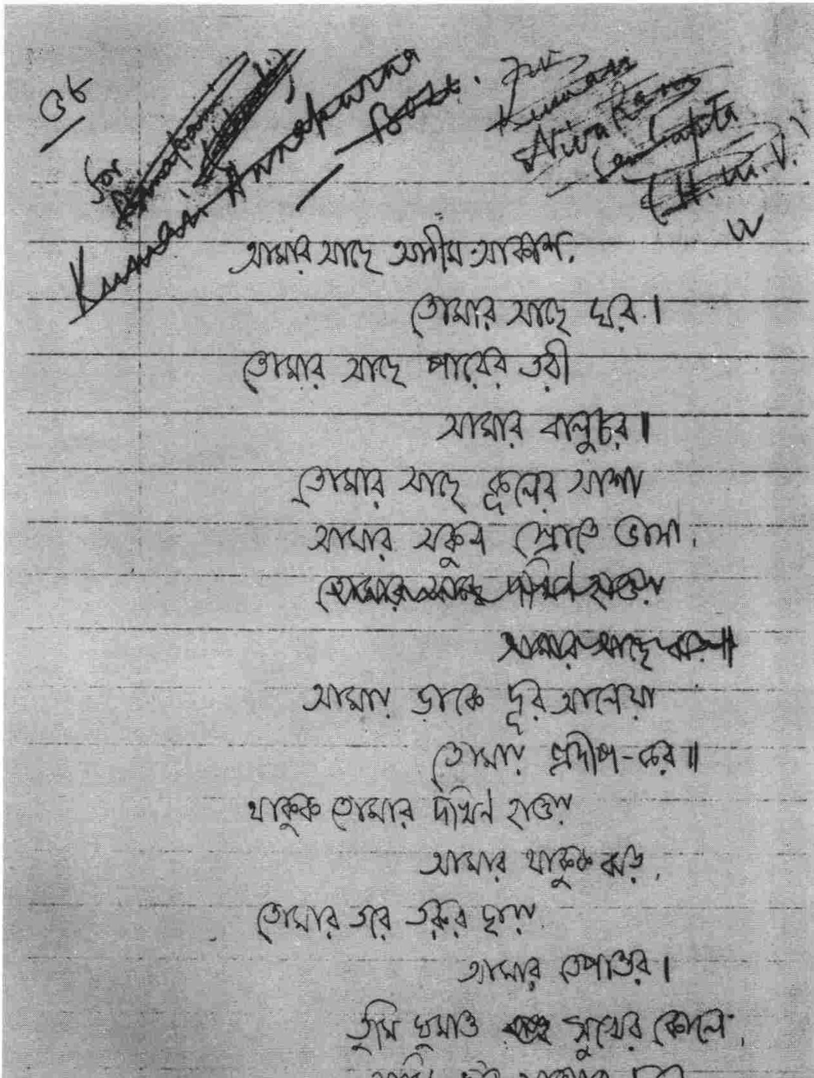

হোরী —

আবীর-রাঙা আভীরা নারী সনে
কৃষ্ণ কানাই খেলে হোলি।
হোরীর মাতনে চুড়ি ও কাঁকনে
উঠিছে কল-কাকলি॥
শ্যামল তনু হ'ল আবীরে রেঙে
ইন্দ্রধনু-ছটা যেন কাজল-মেঘে,
রাঙিল রঙে নীল চোলি॥

লহ-লহ হাসে মুহুমুহু ভাসে
কুঙ্কুম ফাগের রাগে,
দোঁহে দুহুঁ বরি' মারে পিচকারি
চাঁদমুখে কলঙ্ক জাগে
কুঙ্কুম ফাগের রাগে।
অঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গ-বাঁধিয়া
ইঙ্গিত উঠিছে উছলি'॥

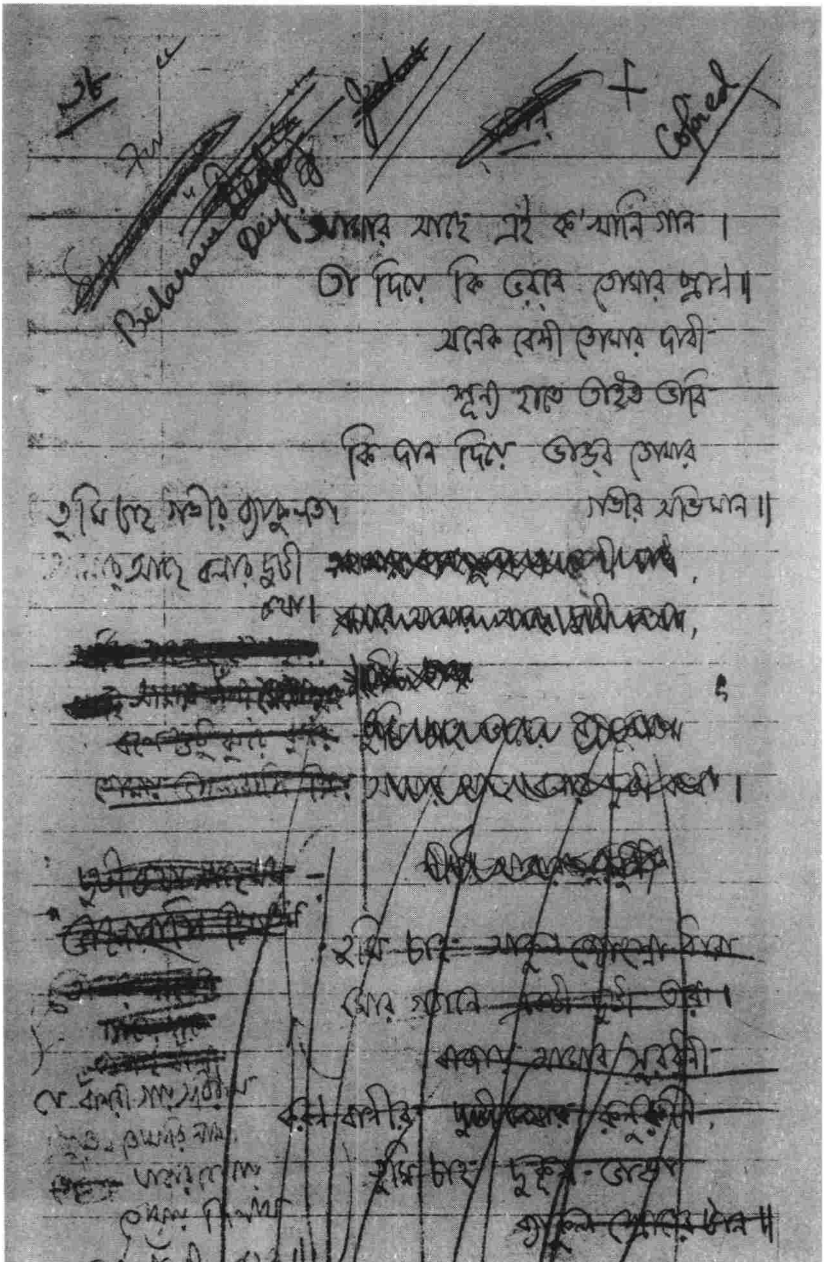

আমরা বাঙালী বাবু।
অস্ত্র-দন্ত-বিহীন চাকুরী-অধীন আমরা বাঙালীবাবু।
পায়ে গোদ, গায়ে ম্যালেরিয়া, বুকে কাসি নিয়ে সদা কাবু॥
ঢিলে ঢোলা কাছা কোঁচা সামলায়ে
ভুঁড়ি থুয়ে চলি নিটপিট পায়ে,
আপিসে বসিয়া কলম পিষিয়া ঘরে এসে খাই সাবু॥
দাঁড়াই আসিয়া আপিসের দোরে


আমায় দুঃখ যত দিবি মা গো

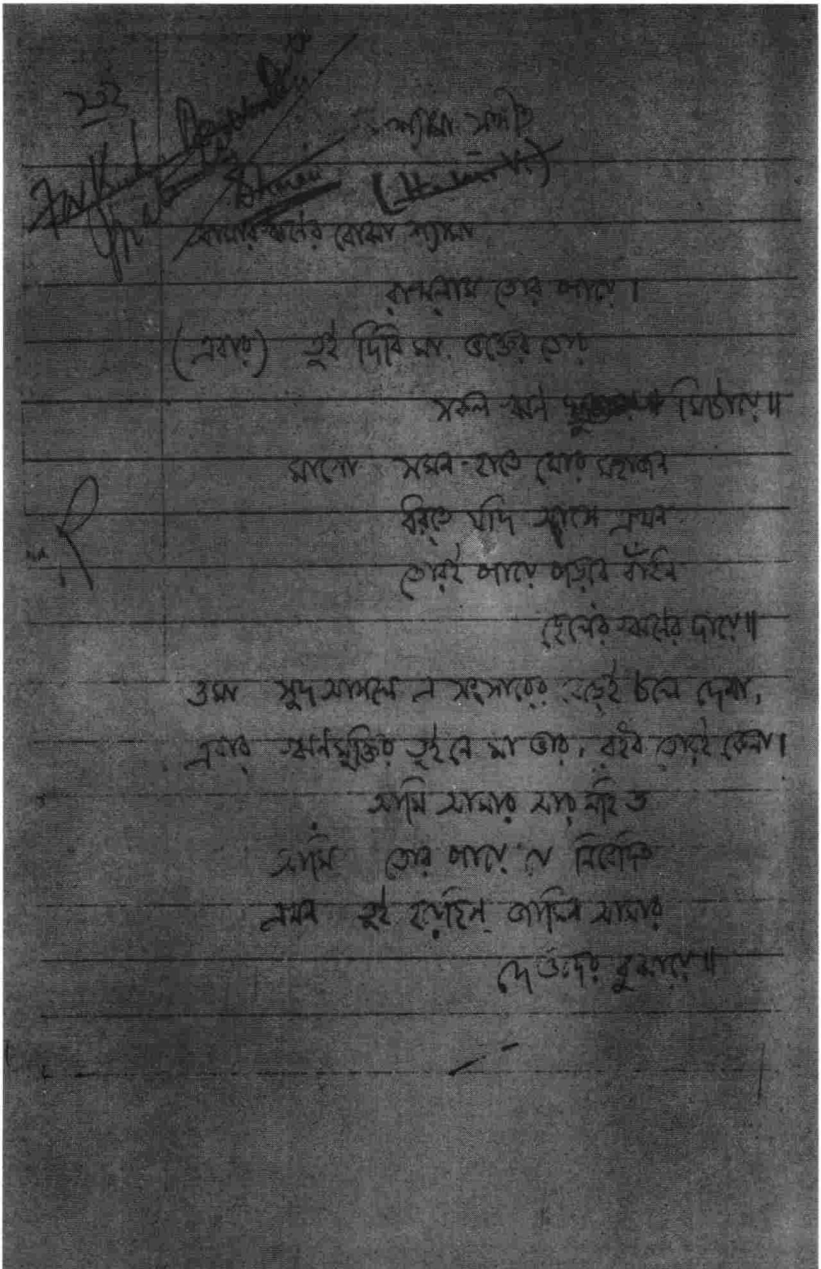


৩৮

আমার আছে অসীম আকাশ,
তোমার আছে ঘর।
তোমার আছে পায়ের তরী
আমার বালুচর।
তোমার আছে কূলের আশা
আমার অকূল স্রোতে ভাসা,
~~তোমার আছে দখিন হাওয়া~~
~~আমার আছে ঝড়।~~
আমায় ডাকে দূর আলেয়া
তোমায় প্রদীপ-কর॥
থাকুক তোমার দখিন হাওয়া
আমার থাকুক ঝড়,
তোমার তরে তরুর ছায়া
আমার তেপান্তর।
তুমি ঘুমাও সুখের কোলে,
আমি ভুলি-যাওয়ার দলে,
হারিয়ে তোমায় মোর ধরণী
হ'ল বিধুরতর॥



আমার আছে এই ক'খানি গান।
তা দিয়ে কি ভরবে তোমার প্রাণ॥
অনেক বেশী তোমার দাবী
শূন্য হাতে তাইত ভাবি
কি দান দিয়ে ভাঙ্গব তোমার
গভীর অভিমান॥



আমার ঋণের বোঝা শ্যামা

কমলায় তোর পায়ে।

(এবার) তুই দিবি মা ভক্তের বেশে

সকল ঋণ [illegible] মিটায়ে॥

মাগো [illegible] হতে মোর [illegible]

[illegible] যদি আসে এমন

তোরই পায়ে পড়বে বাঁধন

ছেলের ঋণের দায়ে॥

ওমা সুদ আসলে এ সংসারে [illegible] চলে দেখা,

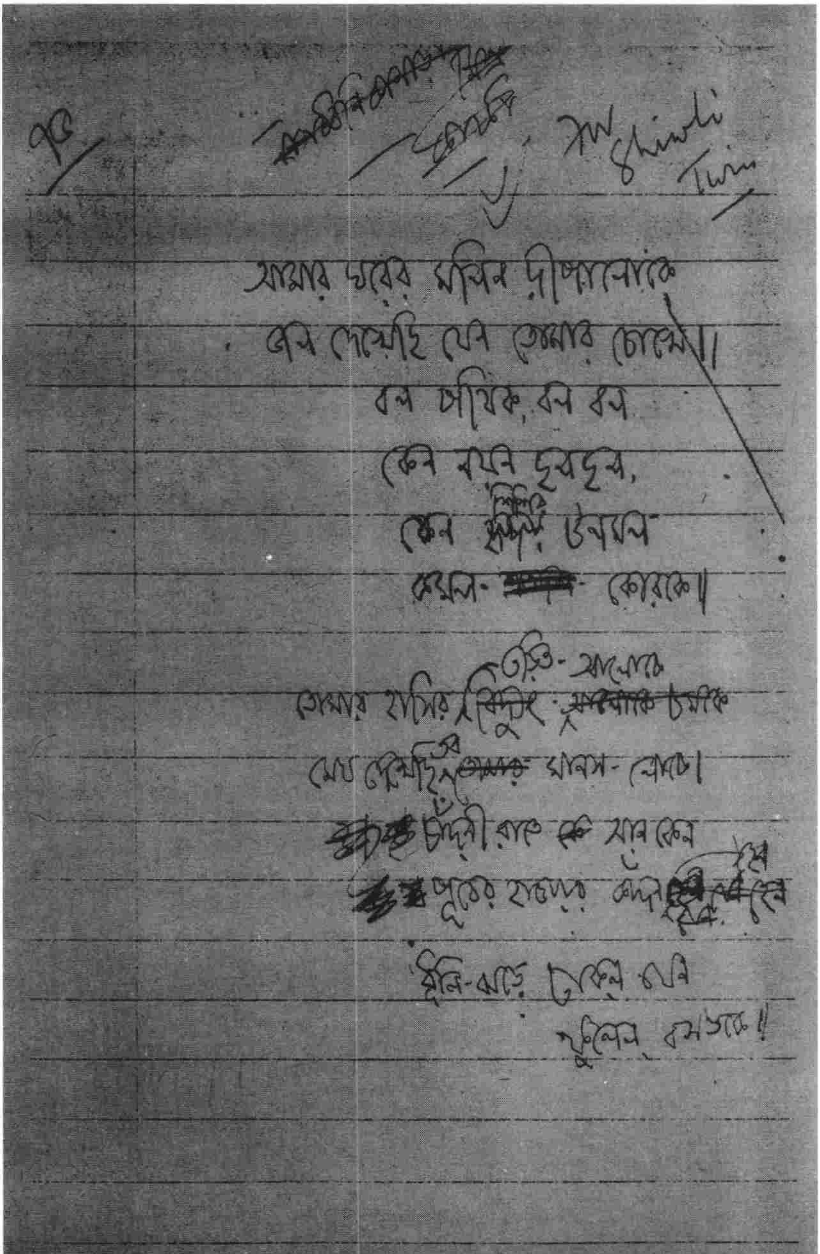
এবার ঋণমুক্তির তুই যে মা ভার, [illegible]।

আমি আমার সব [illegible]

আমি তোর পায়ে যে নিবেদি

যখন তুই হয়েছিস জামিন আমার

দেউলে [illegible]॥


আমার ঘরের মলিন দীপালোকে
জল দেখেছি যেন তোমার চোখে।।
বল পথিক, বল বল
কেন নয়ন ছলছল,
কেন শিশির টলমল
কমল-কোরকে।।
তোমার হাসির বিজুলি-আলোকে
মেঘ দেখেছি মানস-লোকে।
চাঁদনী রাতে কে যায় কেন
পুবের হাওয়ায় কেঁদে হেন
ধূলি-ঝড়ে উঠলো যেন
ফুলের বসন্তে।।

৭৫

আমার ঠনঠনিয়ার চটি।

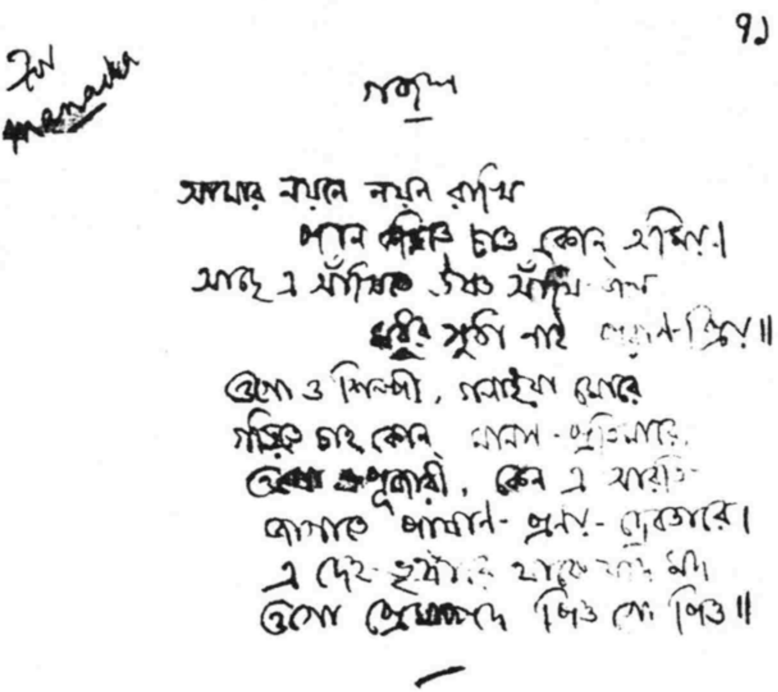
হায় যাত্রা শুনতে কাহার সাথে গেলি তুই পালাটি (রে)॥
হায় মোর শ্রীচরণ-ভরসা গেলি কাহার পায়ে গলে,
তুই দু বছর পায় ছিলি, তোরে জানতাম সতী বলে,
তুই কাহার গোদা চরণ দেখে গেলি লোভে পটি॥

তোরে নিয়ে গেছেন যিনি তাঁর চটি যান ফেলি-
এ চটি ত নয় বাবু-চটিতং আছেন বদন মেলি (সদাই)
যেন অষ্টাবক্র বেঁকে গেছেন ঠিক হাঁসা-বটী॥
ওতে চামড়া এত লেগেছিল শোনে একটা গরুর
তাঁর পায়ের মাপে মনে হয় সে ভাই রাবণের গুরুর
এক পায়ে দিয়ে এক পা চলতে তিন পা পিছু হটি॥
চটি কেন তোরে রাখিনিকো বগল-দাবা করে,
বুঝি এখন সে হাঁটিয়ে তোরে ফেলেছে পা ভরে,
শেষে আস্তাকুঁড়ে দেবে ফেলে হবে চটি মাটি॥
আমি ভাবি এ তাঁর পায়ের জুতো, না তাঁর পায়ের নিমা,
ওরে আমার চটির পাশে ইনি ঠিক যেন দিদিমা
ওরে চটিরে তোর দিদি হলেও চলত মোটামুটি॥
তুই চেষ্টা করে আস্তে চলে যা – [illegible] চটি॥

Mrinal

Modern

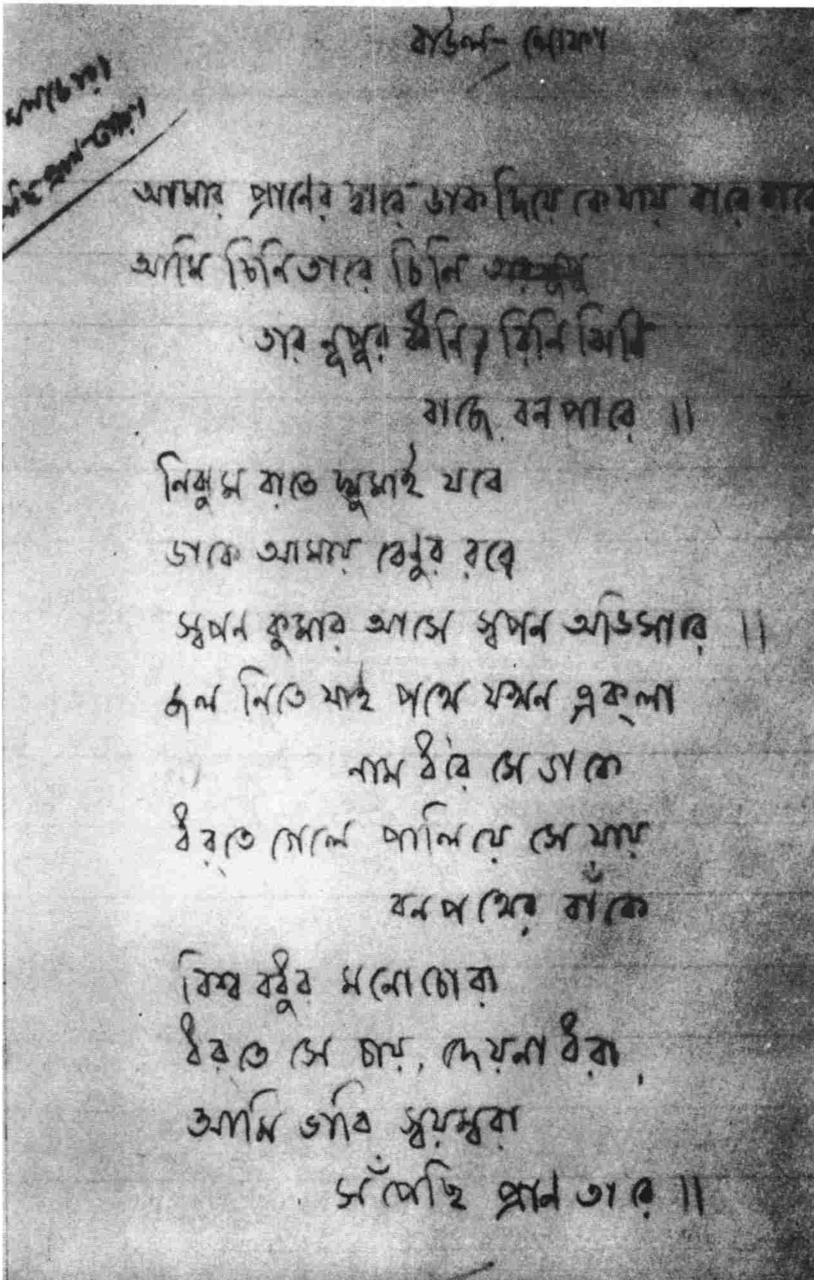
আমার-দেওয়া ব্যথা ভোলো, ভোলো।
আজ যে যাবার সময় হোলো॥
নিব্‌বে যখন আমার বাতি
আসবে তোমার নূতন সাথী,
আমার কথা তারে বোলো॥
ব্যথা-দেওয়ার ব্যথা
জানি আমি, জানে দেবতা।
জানিলেনা কি অভিমান
করেছে হায় আমায় পাষাণ,
দাও যেতে দাও, দুয়ার খোলো॥



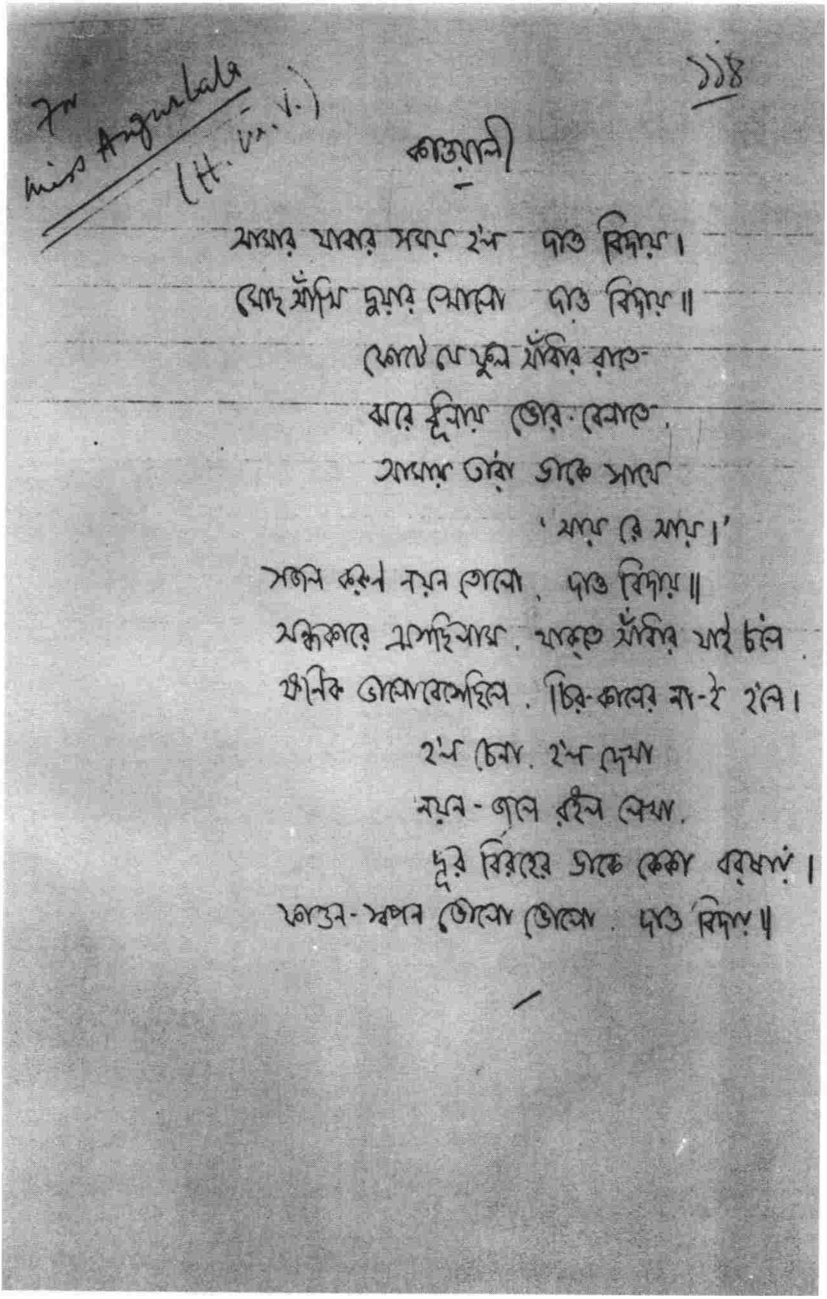
৭১

গজল

আমার নয়নে নয়ন রাখি
পান করিতে চাও কোন্ হাসি।
আছে এ আঁখিতে উদাস আঁখি-জল
মধুর সুধা নাই প্রাণ-প্রিয়।।
ওগো ও শিল্পী, গলাইয়া মোরে
গড়িতে চাহ কোন মানস-প্রতিমারে।
ওগো রূপ-পূজারী, কেন এ মায়া-
জাগাও আমার প্রণয়-দেবতারে।
এ দেহ-[illegible]
ওগো প্রেমানন্দ দিও গো দিও।।



আমার প্রাণের দ্বারে ডাক দিয়ে কে যায় বারে বারে
আমি চিনি তারে চিনি
তার নূপুরে ঝিনি ঝিনি ঝিনি
বাজে বনপারে ।।
নিঝুম রাতে ঘুমাই যবে
ডাকে আমায় বেণুর রবে
স্বপন কুমার আসে স্বপন অভিসারে ।।
জল নিতে যাই পথে যখন একেলা
নাম ধরে সে ডাকে
ধরতে গেলে পালিয়ে সে যায়
বনপথের বাঁকে
বিশ্ব বধূর মনোচোরা
ধরতে সে চায়, দেয়না ধরা
আমি তারি স্বয়ম্বরা
সঁপেছি প্রাণ তারে ।।

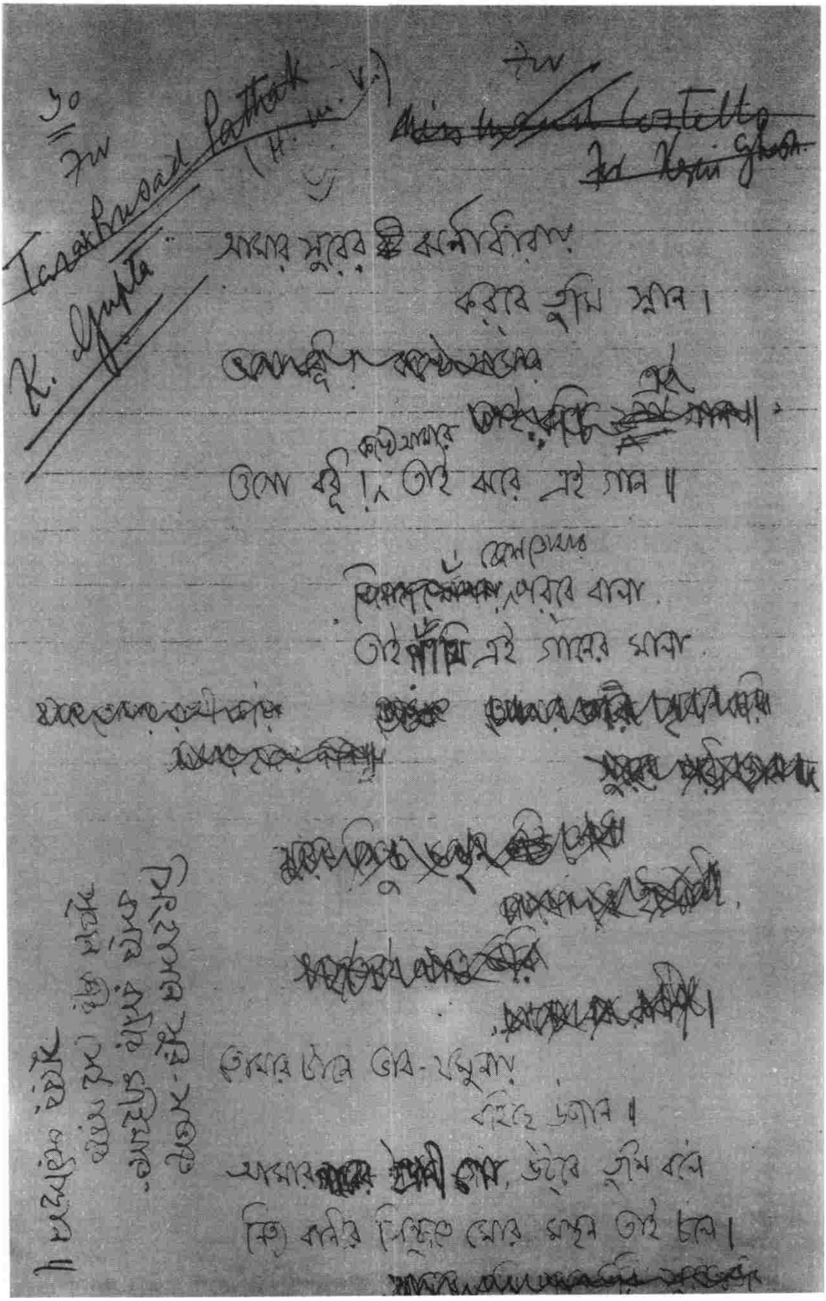


To Miss Angurbala (H. vx. i.)

১১৪

কাওয়ালী

আমার যাবার সময় হ'ল দাও বিদায়।
মোছ আঁখি দুয়ার খোলো দাও বিদায়॥
ফোটে যে ফুল আঁধার রাতে
ঝরে ধূলায় ভোর-বেলাতে,
আমায় তারা ডাকে সাথে
'আয় রে আয়।'
সজল করুণ নয়ন তোলো, দাও বিদায়॥
অন্ধকারে এসেছিলাম, থাকতে আঁধার যাই চলে,
ক্ষণিক ভালোবেসেছিলে, চির-কালের না-ই হ'লে।
হ'ল চেনা, হ'ল দেখা
নয়ন-জলে রইল লেখা,
দূর বিরহের ডাকে কেকা বরষায়।
ফাগুন-স্বপন ভোলো ভোলো, দাও বিদায়॥


আমার সুরের ঝর্ণাধারায়
করাব তুমি স্নান।
ওগো কবি! তাই করে এই গান॥
তাই গাঁথি এই গানের মালা
তোমার চরণে তব-যমুনায়
বহিছে উজান॥
নিত্য কবির নিভৃতে মোর মহান তাই চলে।

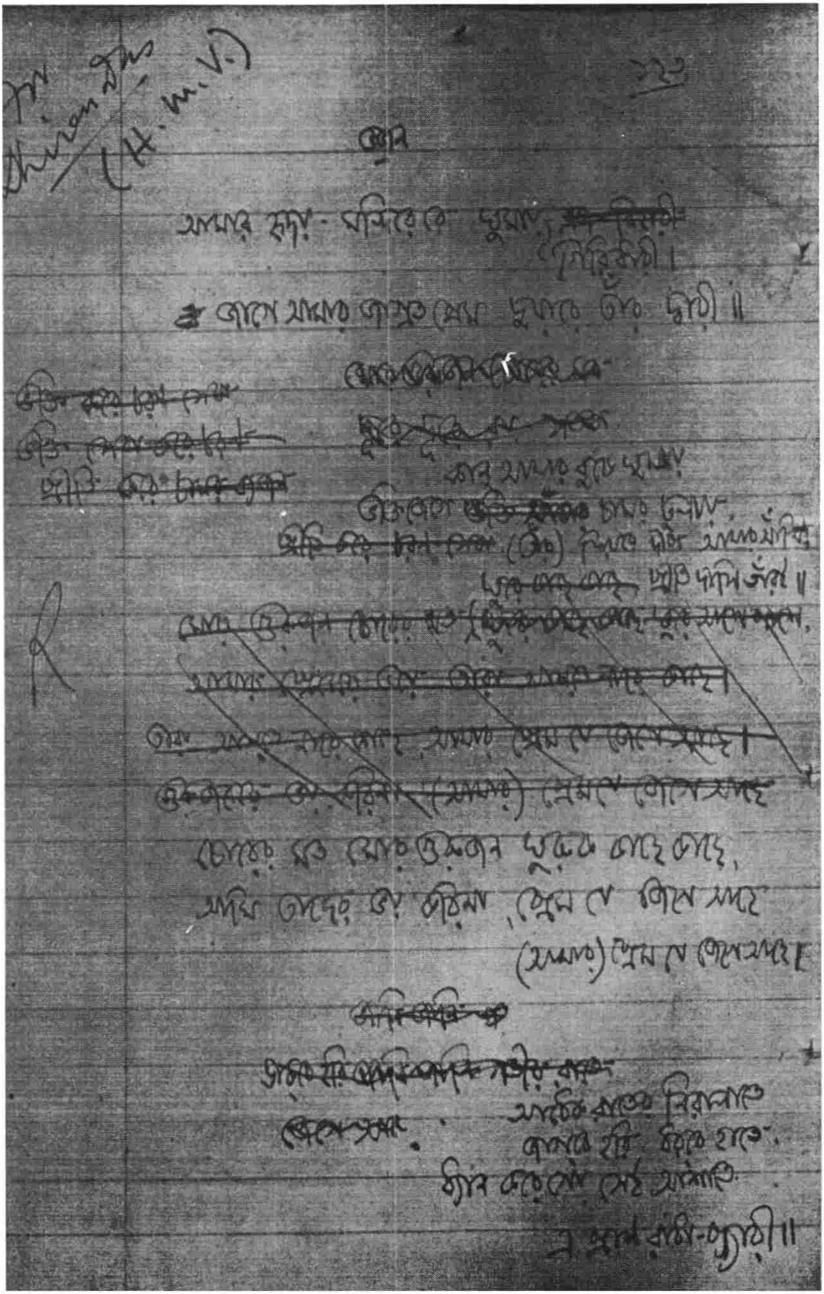
আমার হাতে কালি মুখে কালি।

আমার কালি-মাখা মুখ দেখে মা
পাড়ার লোকে হাসে খালি॥

মোর পড়া-লেখা হ'লনা মা
'ম' দেখলেই ভাবি শ্যামা
'ক' দেখলেই কাঁদি, কালী বলে
দিয়ে করতালি॥

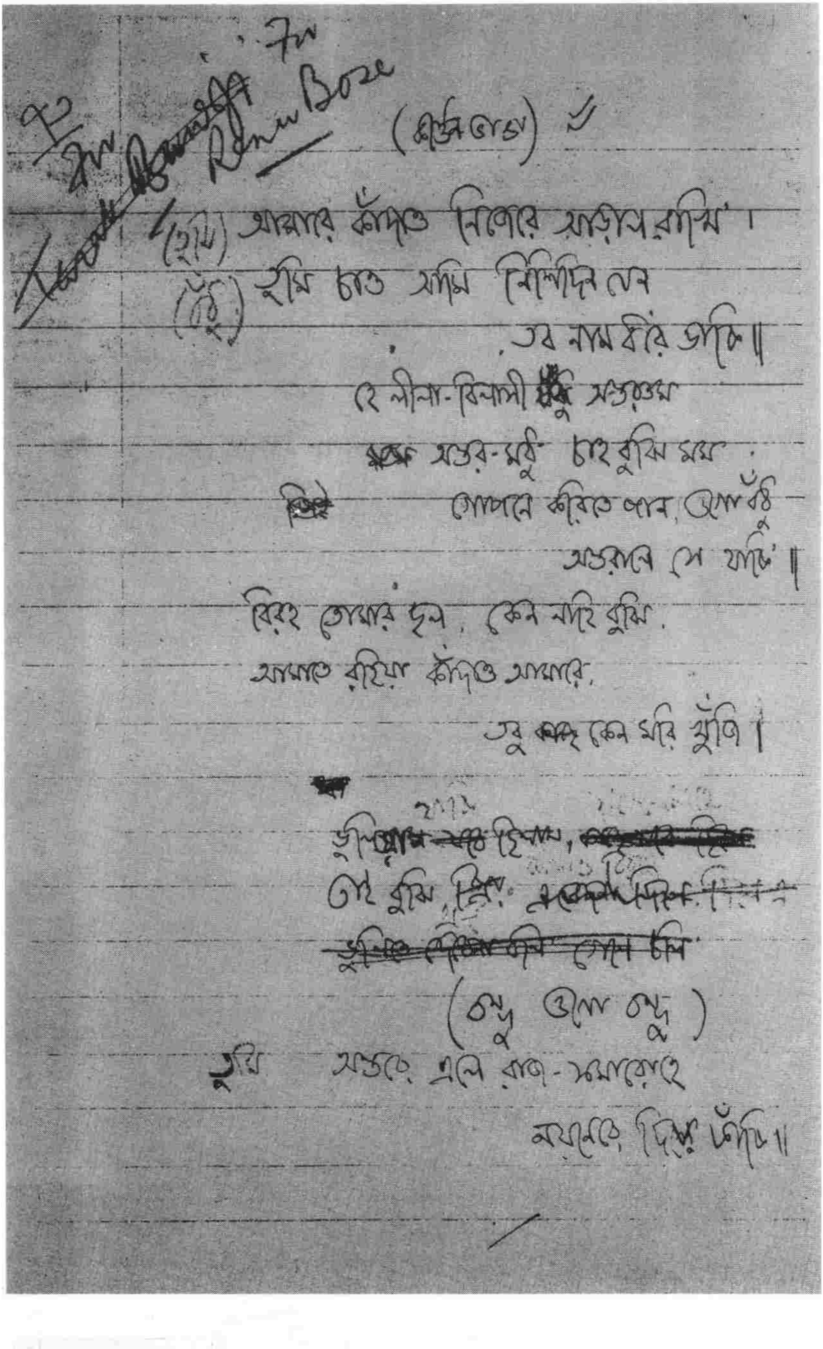
কালো আঁক দেখে মা ধারাপাতে
ধারা নামে আঁখি-পাতে,
মোর বর্ণ পরিচয় হ'লনা তোর বর্ণ বিনা কালি।

মা তুই যা লিখিস বনের পাতায়
সাগর-জলে আকাশ-খাতায়
আমি সে লেখা তো পড়তে পারি
(লোকে) মূর্খ বলে দিলো গালি॥


ভজন

আমার হৃদয়-মন্দিরে রে ঘুমায় গিরিধারী।

জাগে আমার অমৃত প্রেম দুয়ারে তাঁর দ্বারী॥


Renu Bose
(ঝিঁঝিট ভৈরবী)
(তুমি) আমারে কাঁদাও নিজেরে আড়াল রাখি।
তুমি চাও আমি নিশিদিন যেন
তব নাম ধরি ডাকি॥
হে লীলা-বিলাসী অন্তরতম
অন্তর-মধু চাহ বুঝি মম
গোপনে করিতে পান, তাই বঁধু
অন্তরালে সে থাকি॥
বিরহ তোমার ছল, কেন নাহি বুঝি,
আমাতে রহিয়া কাঁদাও আমারে,
তবু কেন মরি খুঁজি।
তুমি অন্তরে এলে রাজ-সমারোহে
নয়নেরে দিলে ফাঁকি॥

২

গান

আমি অগ্নি-শিখা, মোরে বাসিয়া ভালো —
যদি চাও, তব অন্তরে প্রদীপ জ্বালো ॥
মোর দাহন-জ্বালা রবে আমারি বুকে,
তব শিশির-রাতে হবে রঙীন আলো ॥

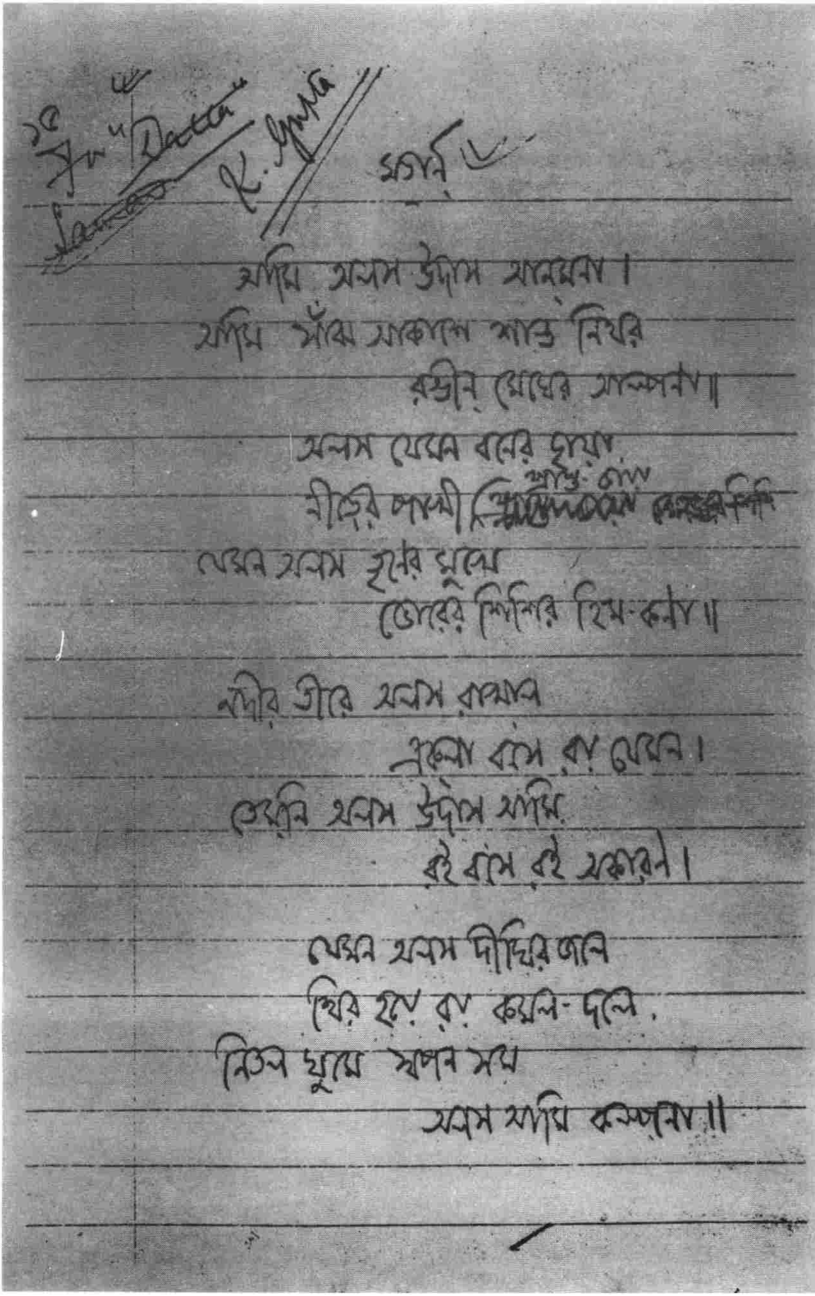
হবে তোমার প্রেমে নব উদয়-রবি,
আমি মুছিব প্রাণের তব বিষাদ কালো ॥
সয়ে দাহ-দাহ, প্রিয়! করোনা খেলা।
কবে লাগিবে আগুন, হায়, ভাঙিবে মেলা!

শেষে আমার মত কেন মরিবে জ্বলি,
তুমি মেঘের মায়া, শুধু সলিল ঢালো ॥

মোরে আঁচলে ঢেকে তুমি বাঁচাতে যায়ে
আজ তুমিই আবার নিভায়োনা গো ॥

২৭-১-৭১
রবিবার-সকালে

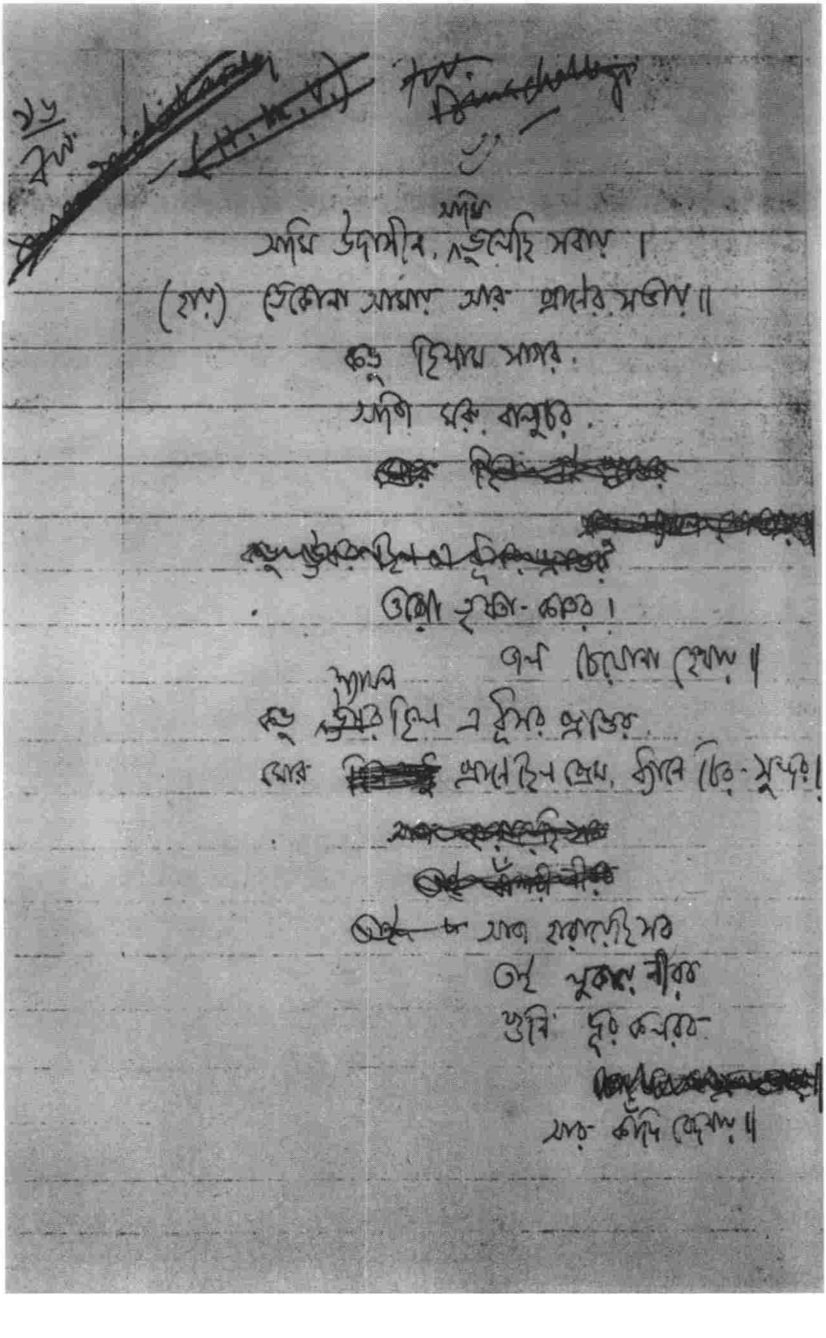
নজরুল ইসলাম



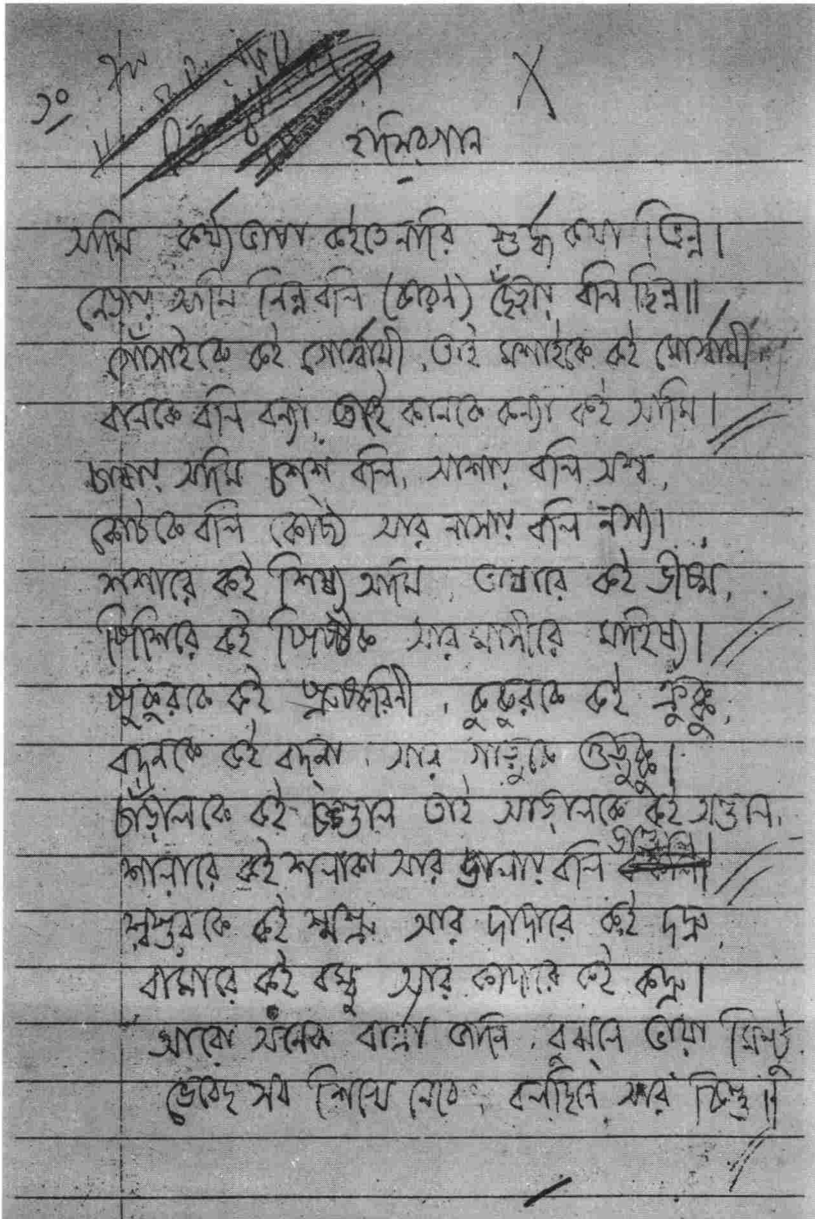
আমি অলস উদাস আনমনা।
আমি সাঁঝে আকাশে শান্ত নিথর
রঙীন মেঘের আল্পনা॥
অলস যেমন বনের ছায়া
নীড়ের পাখী [illegible]
যেমন অলস ফুলের মুখে
ভোরের শিশির হিম-কণা॥

নদীর তীরে অলস রাখাল
একলা বসে রয় যেমন।
তেমনি অলস উদাস আমি
রই বসে রই অকারণে।

যেমন অলস দীঘির জলে
স্থির হয়ে রয় কমল-দলে
নিতল ঘুমে স্বপন সম
অলস আমি কল্পনা॥



আমি উদাসীন, আমি ভুলেছি সবায়।
(হায়) চেনো না আমায় আর প্রাণের সভায়॥
বন্ধু হৃদয় সাগর
আজি মরু বালুচর
আর চেয়ো না হেথায়॥
বন্ধু আমার ছিল এ হিয়ার প্রান্তর
মোর প্রাণে ছিল প্রেম
যাহা হারায়েছি সব
ওই লুকায় নীরব
তুমি দূর করো
আর কেঁদো না হেথায়॥



১০

হাসির গান

আমি কথ্য ভাষা কইতে নারি শুদ্ধ কথা ভিন্ন।
সেজন্য আমি নিম্ন বলি (চেকন) ছেঁড়ারে বলি ছিন্ন॥
গোঁসাইকে কই গোস্বামী, তাই মশাইকে কই মোস্বামী
বানকে বলি বন্যা, তাই কানাকে কন্যা কই আমি।
চাষায় আমি চর্ষণ বলি, আশায় বলি অশ্ব,
কোটকে বলি কোষ্ঠ আর নাসায় বলি নস্য।
শশারে কই শিষ্য আমি, ভীমেরে কই ভীষ্ম,
সিসিরে কই সিস্টার আর মাসীরে মহিষ্য।
পুকুরকে কই পুষ্করিণী, কুকুরকে কই কুক্কু,
বদনকে কই বদনা আর গাড়ুকে উড্ডুক্ক।
চাড়ালকে কই চণ্ডাল তাই সাড়ালকে কই সণ্ডাল,
শালারে কই শ্যালক আর ডালায় বলি [illegible]।
শ্বশুরকে কই শ্মশ্রু আর দাদারে কই দদ্রু,
বামারে কই বম্বু আর কাদারে কই কদ্রু।
আরো অনেক বাক্য জানি, বুঝলে ভায়া মিন্টু
ভেবেছ সব শিখে নেবে, বলেছিলে আর কিন্তু॥

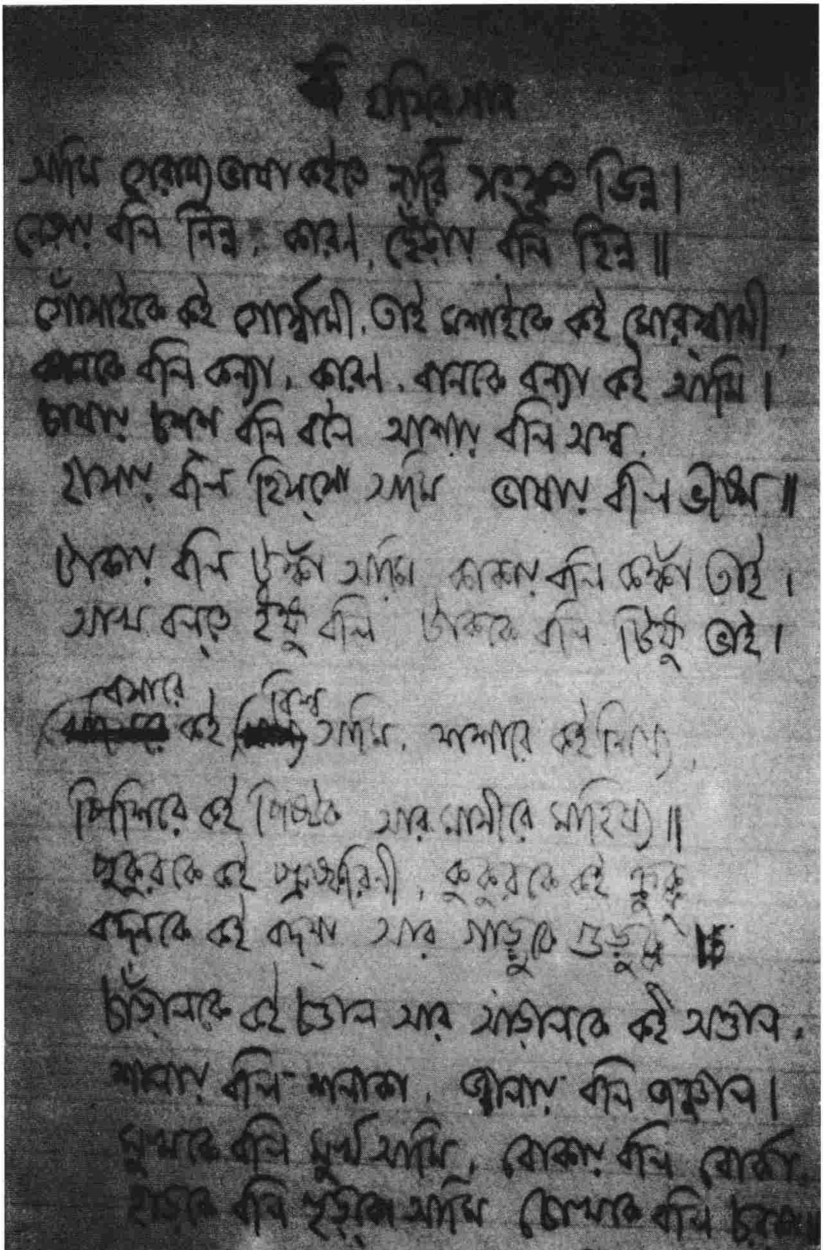
H.W.
J. K. Roy

ভৈরবী

আমি কৃষ্ণচূড়া হ'তাম যদি
হ'তাম ময়ূর-পাখা ॥ (সখা হে)
R
তোমার বাঁকা চূড়ায় শোভা পেতাম
ওগো শ্যামল বাঁকা ॥
আমি হইলে গোপী-চন্দন শ্যাম
অলকা তিলক হ'তাম
ও চাঁদ-মুখে অলকা তিলক হ'তাম,
ঐ শ্রী অঙ্গেরই পরশ পেতাম
হইলে পদ্ম-পাখা ॥

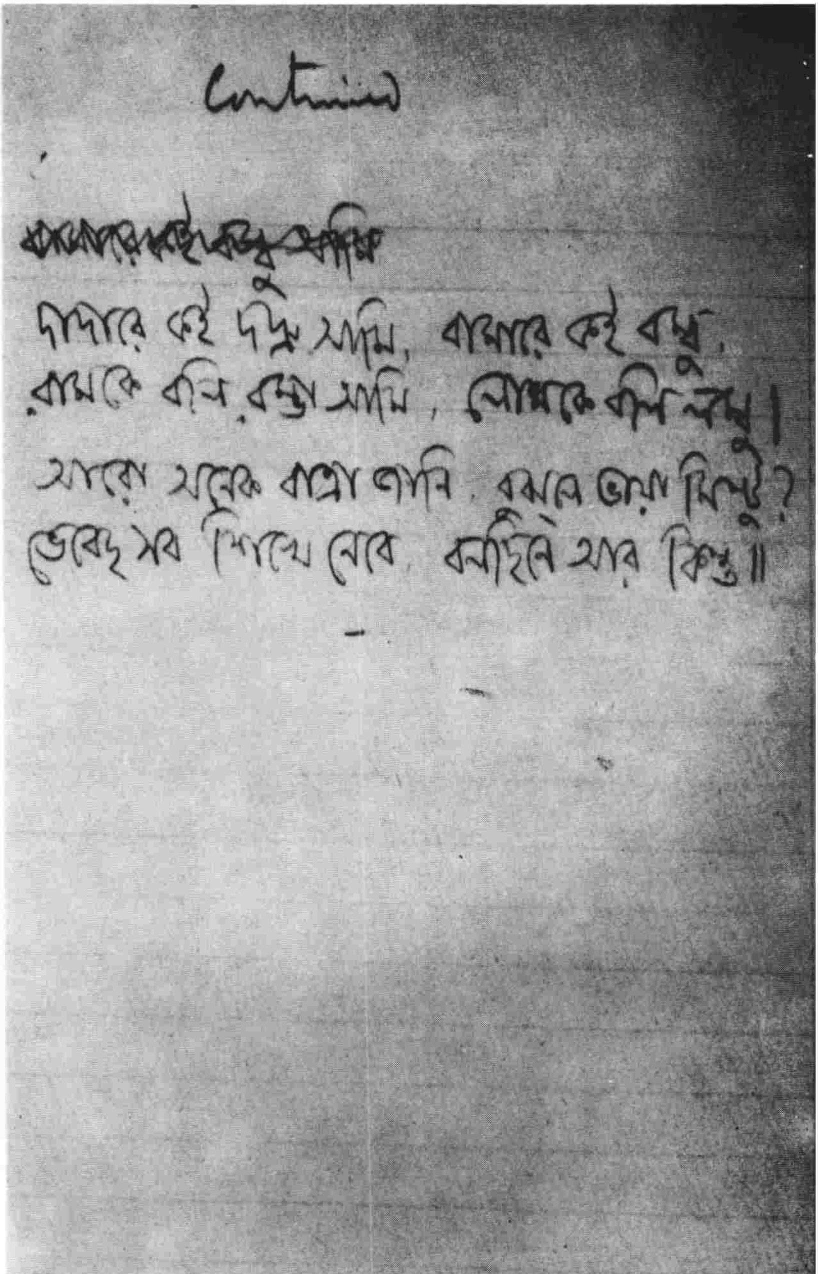
আমি বৃন্দাবনে বন-কুসুম হ'তাম যদি কালা
তোমার গেঁথে দিতে মোরে তোমায় হায় বন-মালা

আমি নূপুর যদি হ'তাম হরি
কাঁদিতাম শ্রী চরণ ধরি
ব্রজ-ধূলি হ'লে রইত বুকে চরণ-চিহ্ন আঁকা ॥



[illegible]

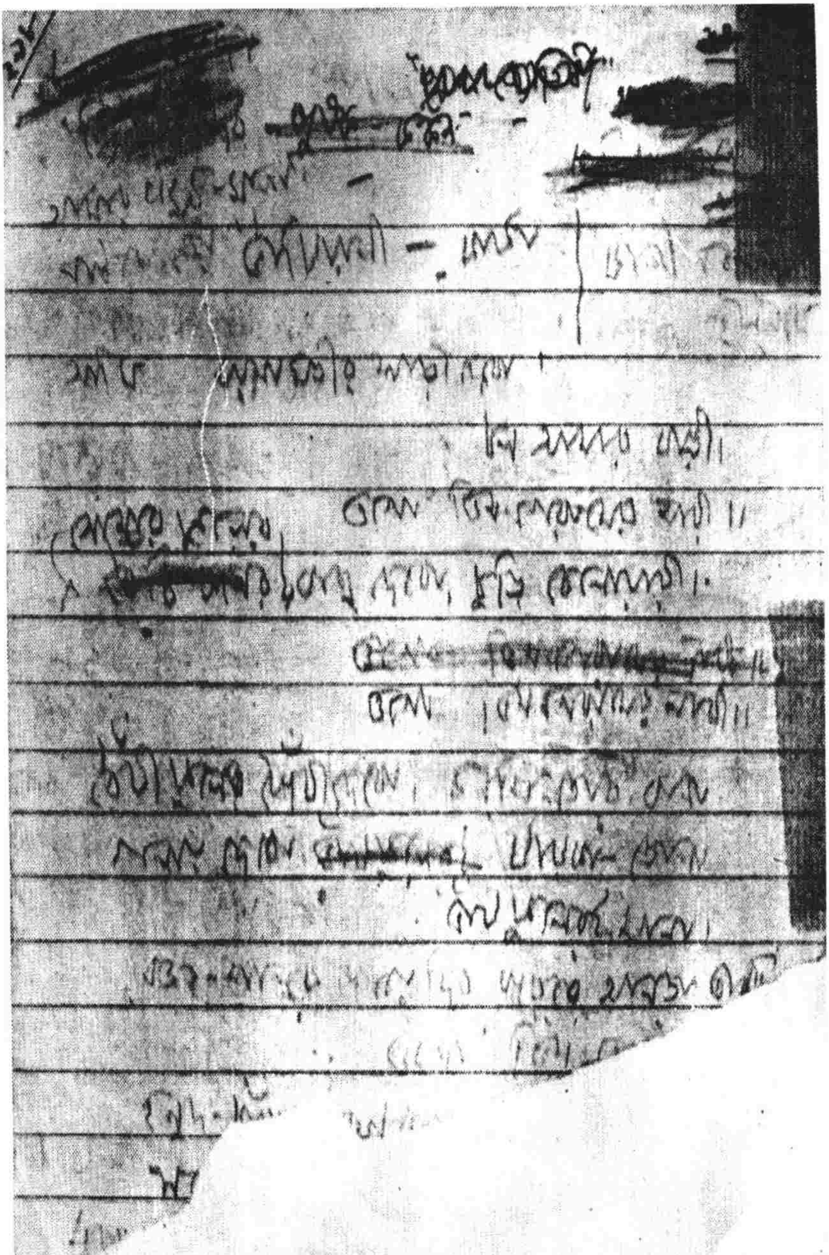
আমি গেরাম্য ভাষা কইতে নারি সংস্কৃত ভিন্ন।
[illegible] বলি নিন্ন; কারন, ছেঁড়ায় বলি ছিন্ন ॥
গোঁসাইকে কই গোস্বামী, তাই মশাইকে কই মোরস্বামী,
[illegible] বলি কন্যা, কারন, বানকে বন্যা কই আমি।
ভাষায় [illegible] বলি বসে আশায় বলি অশ্ব,
হাঁসায় বলি হিংসো আমি ভাষায় বলি ভীষ্ম ॥
টেকায় বলি টঙ্কা আমি কেকায় বলি কেঙ্কা তাই।
আখ বলতে ইক্ষু বলি টেকিকে বলি টিক্ষু ভাই।
বসারে কই বিশ্ব আমি, [illegible] কই নিশ্ব,
শিশিরে কই শিশুর আর মাসীরে মাসীহব্য ॥
পুকুরকে কই পুষ্করিণী, কুকুরকে কই কুক্কু
বান্দরকে কই বন্দর আর বাদুরে [illegible]
চাঁড়ালকে কই চণ্ডাল আর ষাঁড়ালকে কই [illegible],
শালায় বলি শালাকা, জ্বালায় বলি [illegible]।
[illegible] বলি মূর্খ আমি, বোকায় বলি বোক্কা,
[illegible] বলি [illegible] আমি [illegible] বলি [illegible]
P.T.O



Continued

~~বাবারে কই বন্ধু আমি~~

দাদারে কই দদ্রু আমি, বাবারে কই বন্ধু,
রামকে বলি রম্ভা আমি, শ্যামকে বলি শম্ভু।
আরো অনেক বাক্য জানি, বুঝলে ভায়া কিন্তু?
ভেবেছ সব শিখে নেবে, বলছিনে আর কিন্তু॥



To Haldar Bangla Guha

হাসির গান   3

আমি মূলতানী গাই।

শ্রোতারা বাবুর সব মুখ পানে চেয়ে রয়
ধন্য ধন্য তোলে হাই॥

[illegible] সুরের দাড়ি সাপটে তান মারি
গামকে ঠিক দিই, মীড়ের মাড় চড়াই॥

বোল-তান খেলি হাড্ডুডু কিৎকিৎ
বাঁটের চাঁট মেরে সুরে করি চিৎ
তানের শিং দিয়ে বেদম গুঁতাই।

(আমার) মুখের হাঁ দেখে হিপোপোটেমাস
আফ্রিকার জঙ্গলে ভয়ে করে বাস
(আমি) যত নাহি গাই তার অধিক হাঁকাই॥

ভজন R ৪

আমি রচিয়াছি নব ব্রজধাম হে মুরারি! –২
এসো করিবে লীলা, নব গোলোক-বিহারী॥ –২

'45 মোর কামনার কালি-দহ করি' মন্থন
কালিয়-নাগে হরি করিও দমন।
আছে গিরি গোবর্ধন মোর অন্তরে
যদি সখি যায় সেই গিরি ধরো গিরিধারী॥

1·37 আছে ষড় রিপু, কংসের অনুচর দল,
আছে অবিদ্যা-পুতনা, লোক-দানবদল,
আছে সাত জনমের সাধ আশা হৃদি-কুঞ্জে
আছে অবহেলা রোদনের যমুনা-বারি॥

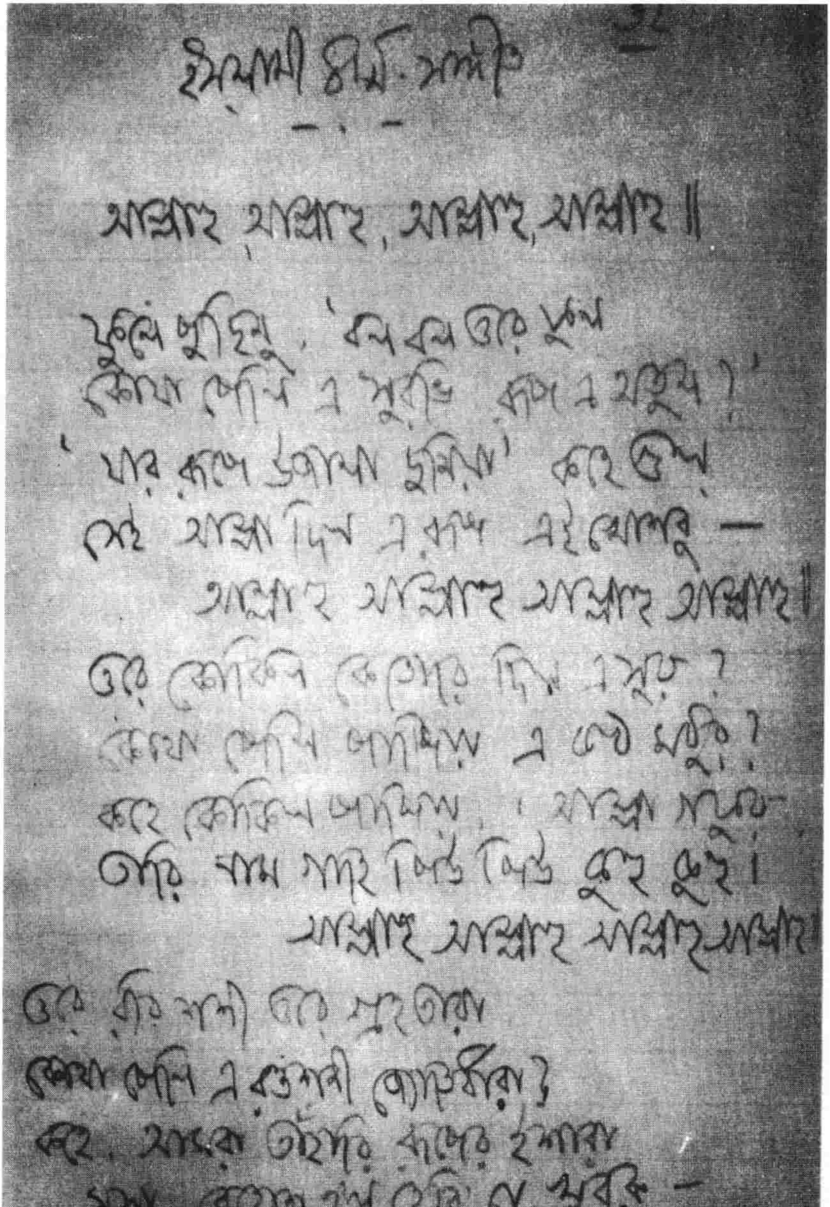
2·15 আছে [illegible] প্রেমের বাঁশি,
হরি সব আছে, নাই শুধু আনন্দ-রাশি
তুমি আসিলে হরি ব্রজে রাসেশ্বরী
আসিবে [illegible]॥

[illegible]

Mr K. C. Burman (Tune) ২২৭

শ্যামা সঙ্গীত

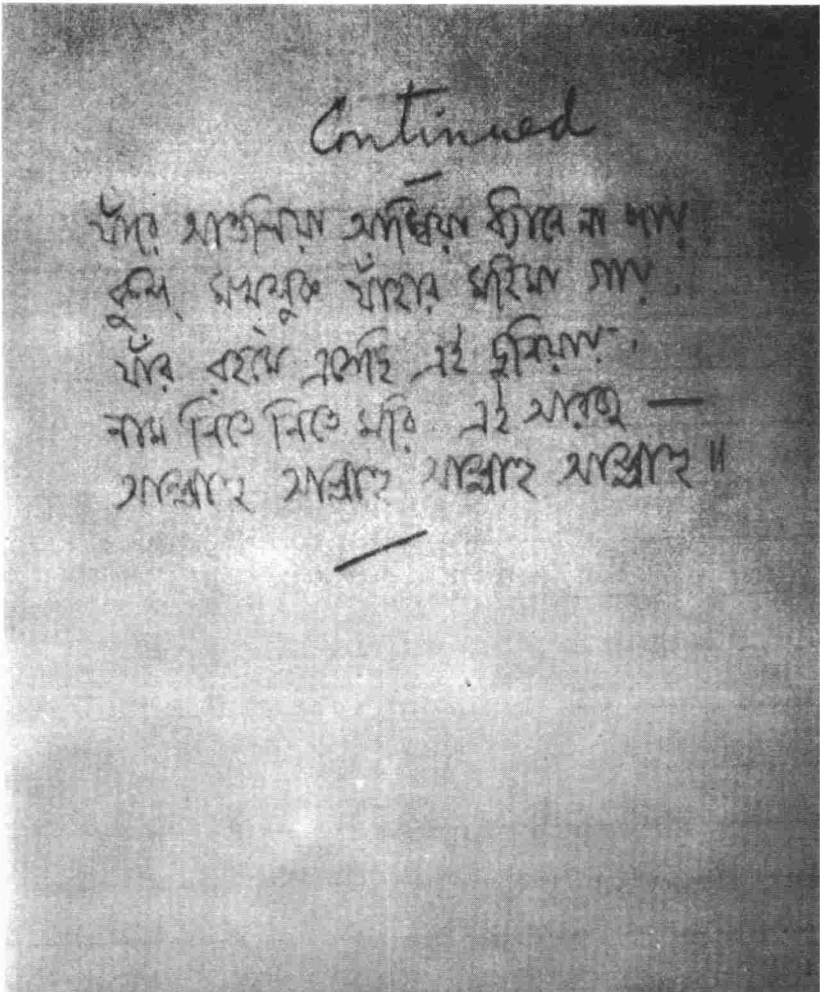
(আমায়) আর কতদিন মহামায়া
বাখবি মায়ার ঘোরে।
মোরে কেন মায়ার ঘূর্ণিপাকে
ফেললি এমন করে॥
ও মা কত জনম করেছি পাপ
কত লোকের কুড়িয়েছি শাপ,
তবু মন তোর নাই কি গো মা
ভুলবি কিসে রে॥
এমনি করে সন্তানে তোর
ফেললি মা অকূলে,
তোর নাম যে জগমাতা
তাও, গেছি হায় ভুলে।
পাছে মা তোর লাজে মরিস
তাই কাঁদি দিবস রজনী,
কবে মুক্ত হব মুক্তকেশী
(তোর) রক্ত চরণ ধরে॥

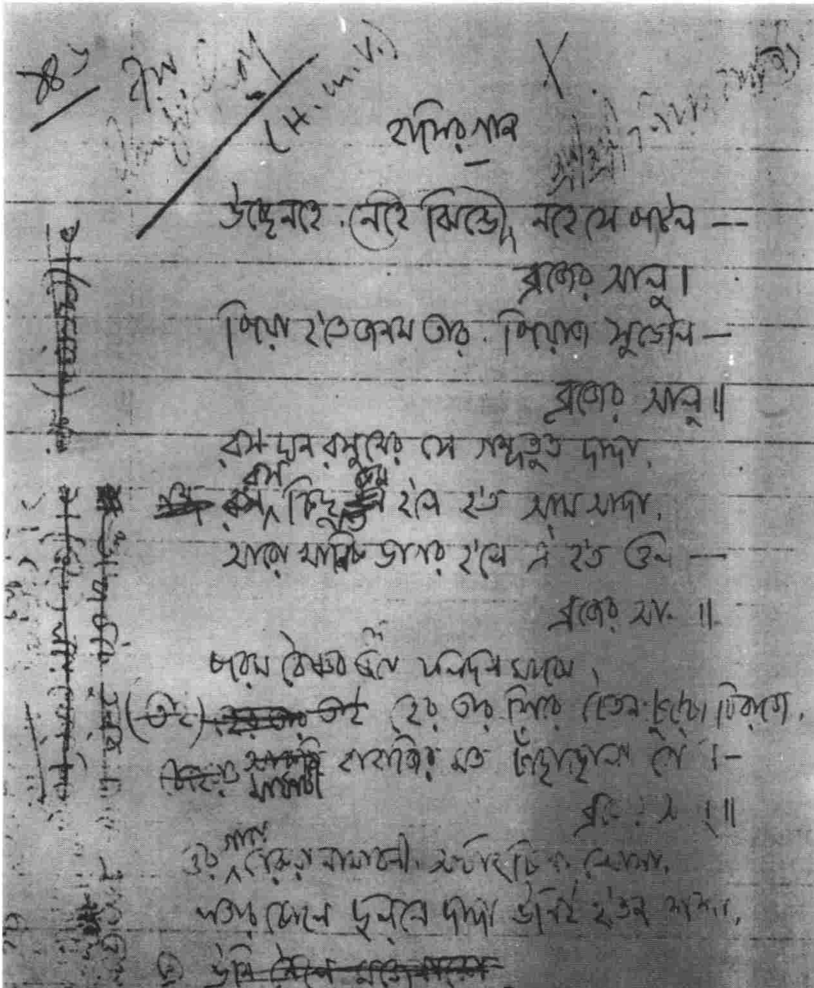


ইসলামী ধর্ম-সঙ্গীত

আল্লাহু আল্লাহু, আল্লাহু, আল্লাহু ॥

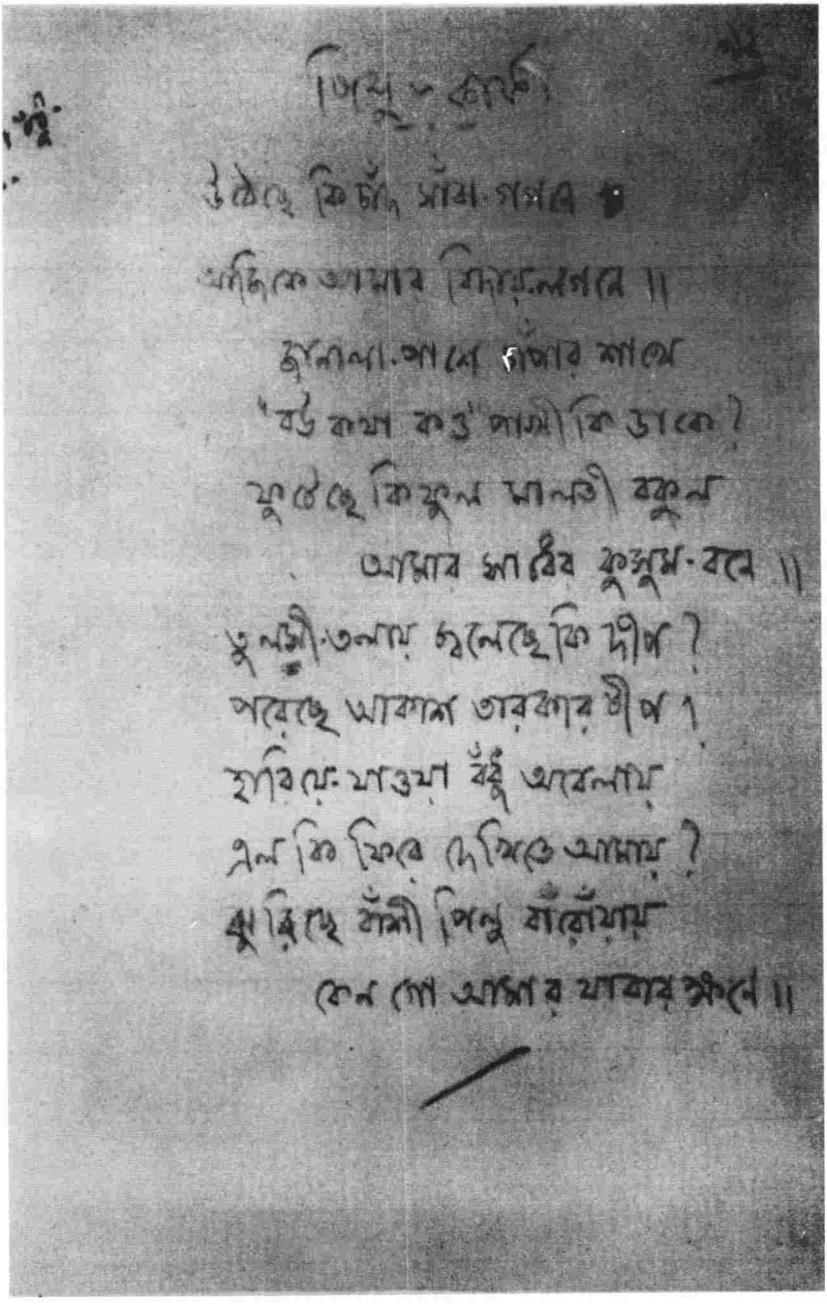
ফুলে পুছিনু, 'বল বল ওরে ফুল
কোথা পেলি এ সুরভি রূপ এ অতুল?'
'যার রূপে উজালা দুনিয়া' কহে গুল
সেই আল্লা দিল এ বাস এই খোশবু —
আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু ॥
ওরে কোকিল কে তোরে দিল এ সুর?
কোথা পেলি পাপিয়া এ কণ্ঠ মধুর?
কহে কোকিল পাপিয়া, 'আল্লা গফুর
তাঁরি নাম গাহি ফিরি ফিরি দূরে দূরে।
আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু ॥
ওরে রবি শশী ওরে গ্রহ তারা
কোথা পেলি এ রওশনী জ্যোতিধারা?
কহে, আমরা তাঁহারি রূপের ইশারা
মুসা বেহোশ হলো হেরি যে খুবি —
আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু ॥ P.T.O.


Continued
যাঁরে আউলিয়া আম্বিয়া ঠাহরে না পায়
কুল্ মখলুক যাঁহার মহিমা গায়,
যাঁর রহমে এসেছি এই দুনিয়ায়,
নাম নিতে নিতে মরি এই আরজু —
আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু ॥


হাসির গান

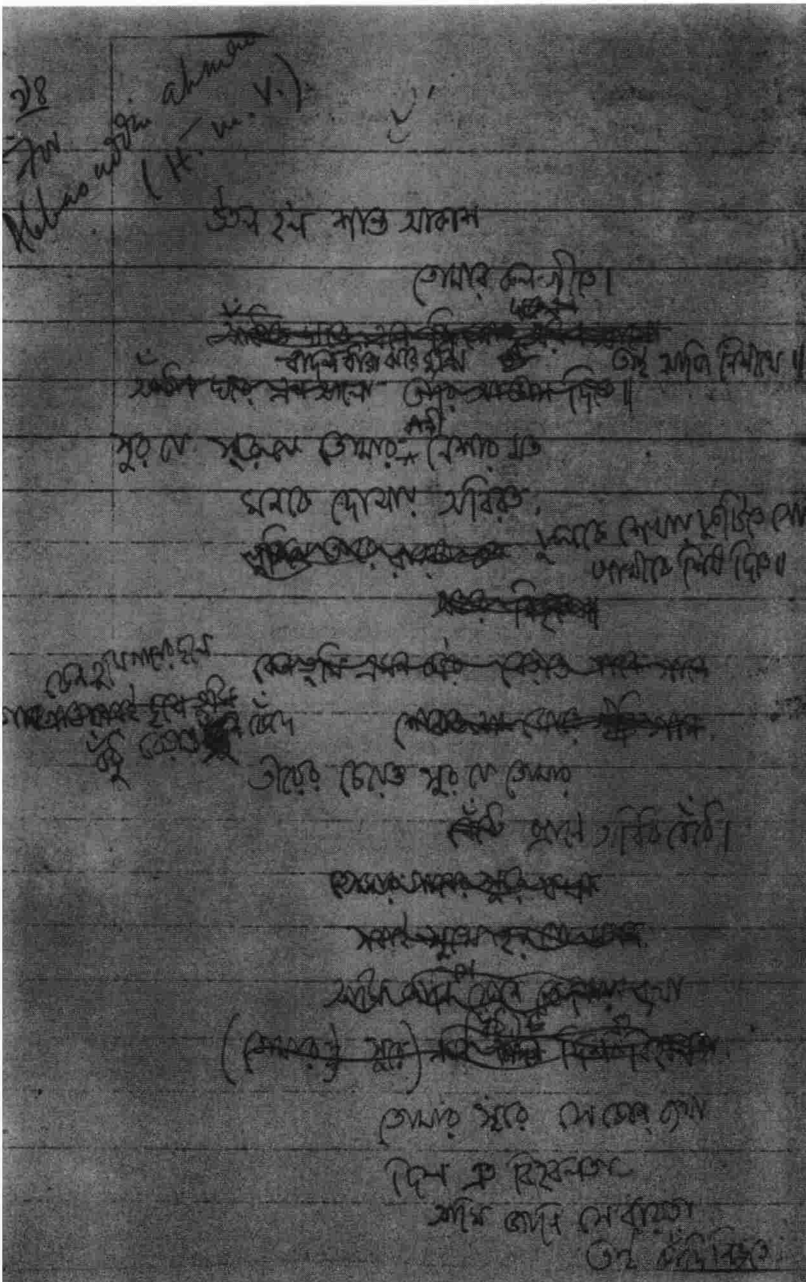
উচ্ছে নহে, নহে ঝিঙে, নহে সে পটল —

ব্রজের মানুষ।

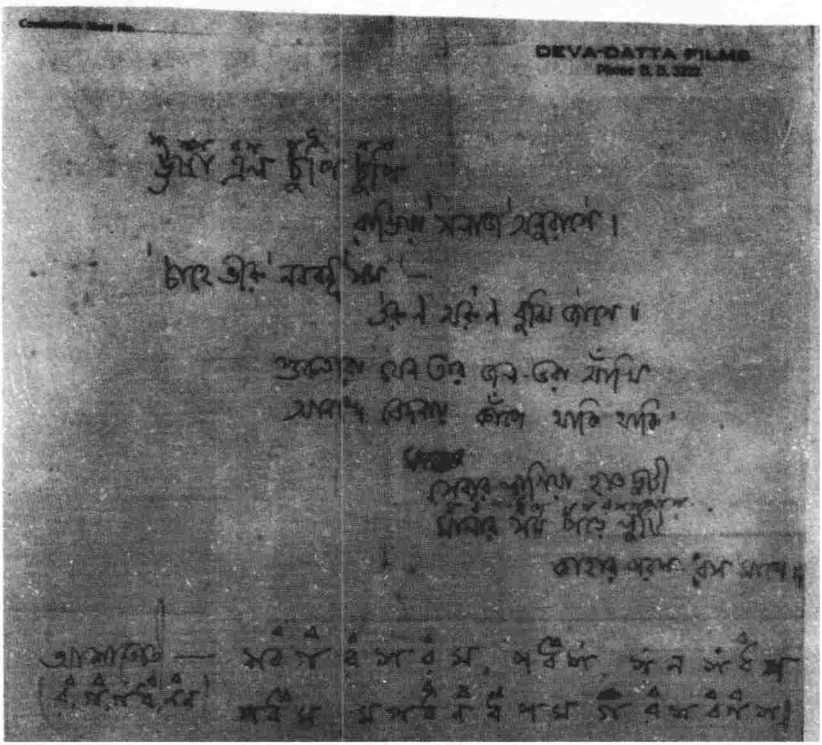


পিলু — কার্ফা

উঠেছে কি চাঁদ সাঁঝ-গগনে
এদিকে আমার বিদায়-লগনে ॥
ঝাউলতা-পাশে বাঁশের শাখে
'বউ কথা কও' পাখী কি ডাকে?
ফুটেছে কি ফুল মালতী বকুল
আমার সাধের কুসুম-বনে ॥
তুলসী-তলায় জ্বলেছে কি দীপ?
পরেছে আকাশ তারকার টীপ?
হারিয়ে-যাওয়া বঁধু অবেলায়
এল কি ফিরে দেখিতে আমায়?
ঝুরিছে বাঁশী পিলু বারোঁয়ায়
কেন গো আমার যাবার ক্ষণে ॥



উতল হল শান্ত আকাশ



DEVA-DATTA FILMS

ঊষা এল চুপি চুপি
রাঙিয়া সলাজ অনুরাগে।
চাহে ভীরু নববধূ সম —

পল্লীসঙ্গীত

একূল ভাঙে ওকূল গড়ে এইত নদীর খেলা
(রে ভাই) এইত বিধির খেলা।
সকাল বেলা আমির রে ভাই ফকির সন্ধ্যাবেলা॥

সেই নদীর ধারে কোন ভরসায়
(ওরে বেভুল) বাঁধলি [illegible] সুখের নেশায়
যখন ধরল [illegible] পেলিনে কূল
[illegible] করলি হেলা॥

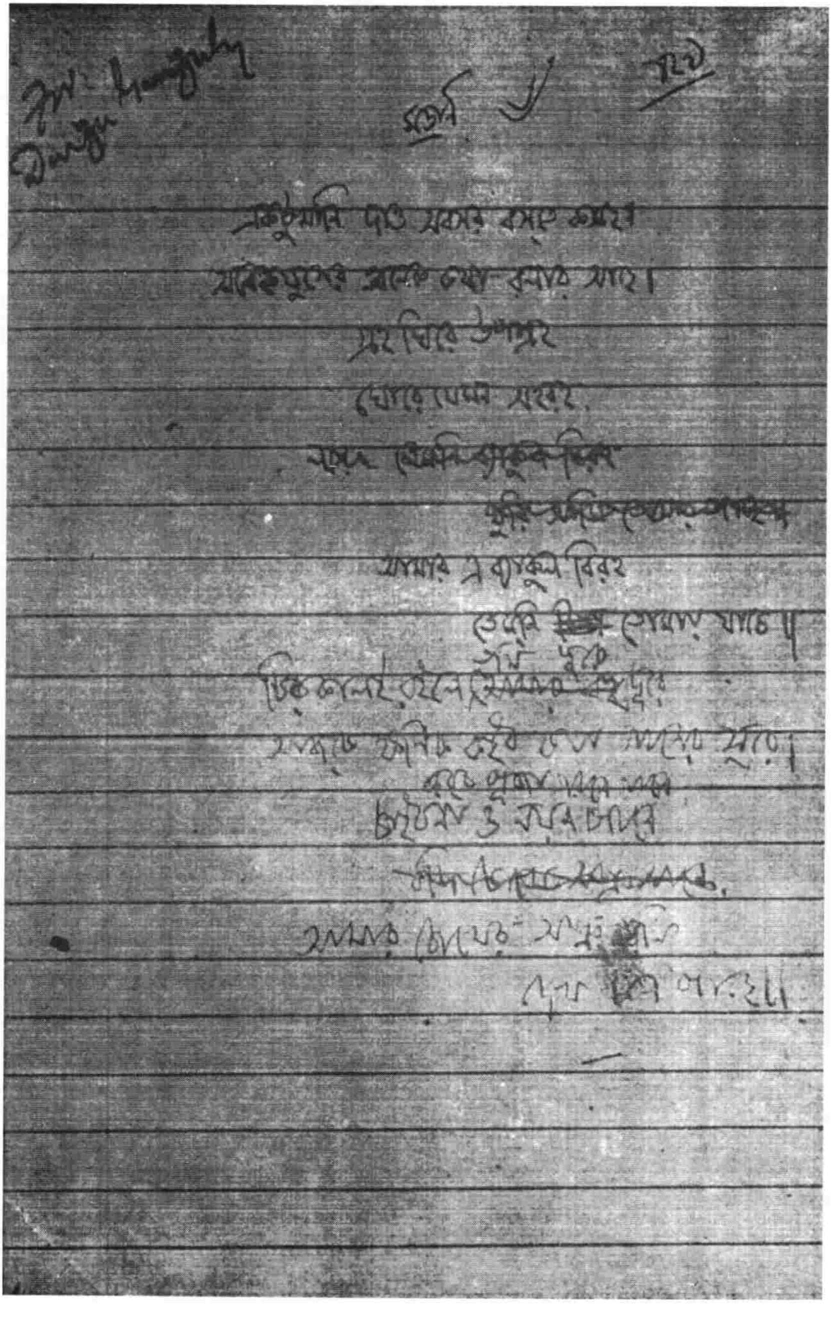
এই দেহ ভেঙে হয়রে মাটী, [illegible] হয় দেহ,
যে কুমোর গড়ে সেই দেহ তার খোঁজ নিলি কেহ

রাজ্যে রাজার সাজে [illegible] মাঠ-ময়দানে
দিনে [illegible]
সেথা শ্মশান-ঘাটে গিয়ে দেখ
সবাই মাটির ঢেলা॥

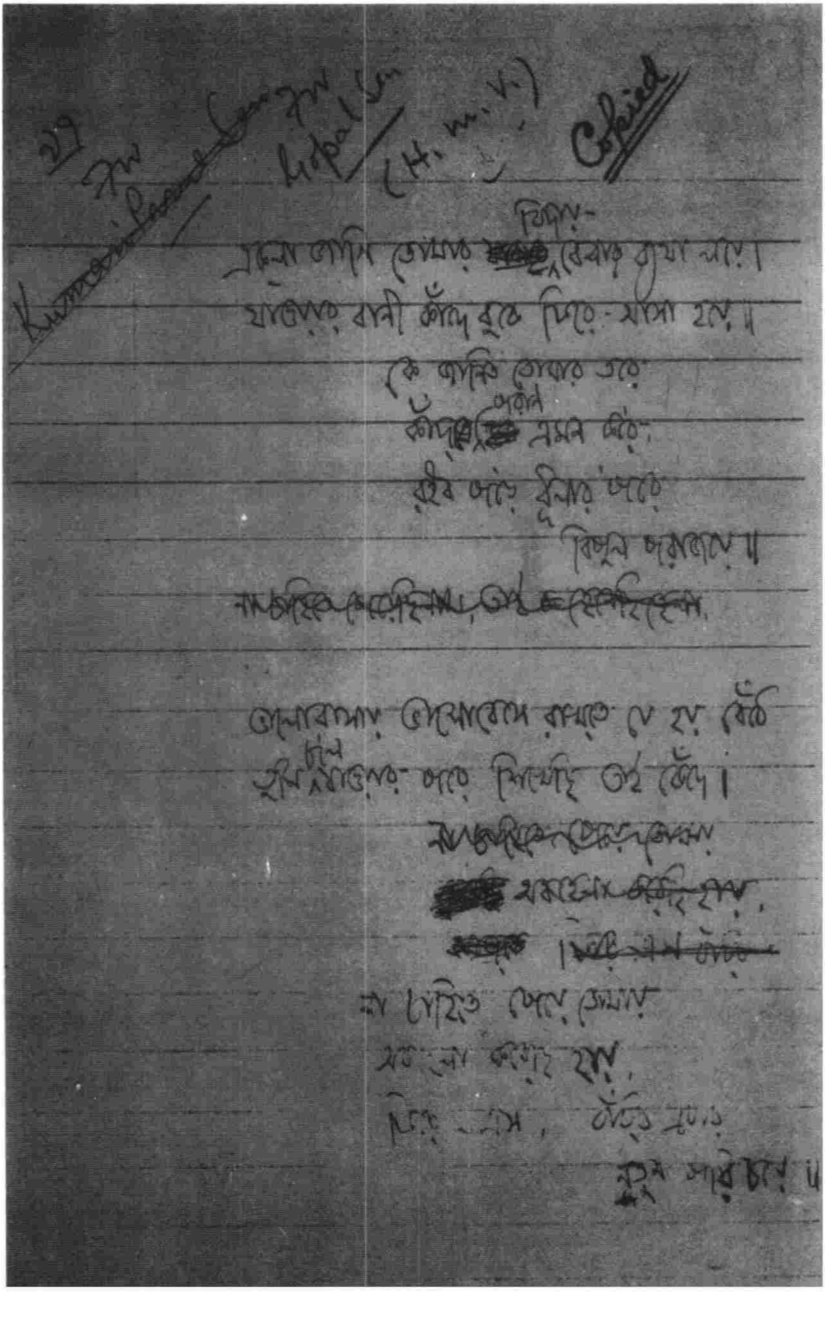
২

গজল

এ কুঞ্জে পথ ভুলি কোন্ বুলবুলি আজ
গাইতে এলে গান।
বসন্ত গত মোর আজ পুষ্প-বিহীন-
লতিকা-বিতান॥
এলে কি দলিতে আজ ঝরা চাঁপা
ফুল সমাধি মোর,
নাহি আর চৈতী হাওয়া, বহে গ্রীষ্মের
বৈশাখী তুফান॥
সাজায়ে ফুলের বাসর ছিনু তব পথ চেয়ে,
সে বাসর বাসি হ'ল কেঁদে নিশি
হ'ল অবসান॥
বাজে মোর তোরণ-দ্বারে
বেলা-শেষের বিদায়-বাঁশরী,
ফিরে যাও শেষ অতিথি, দাও যেতে দাও
লয়ে অভিমান॥



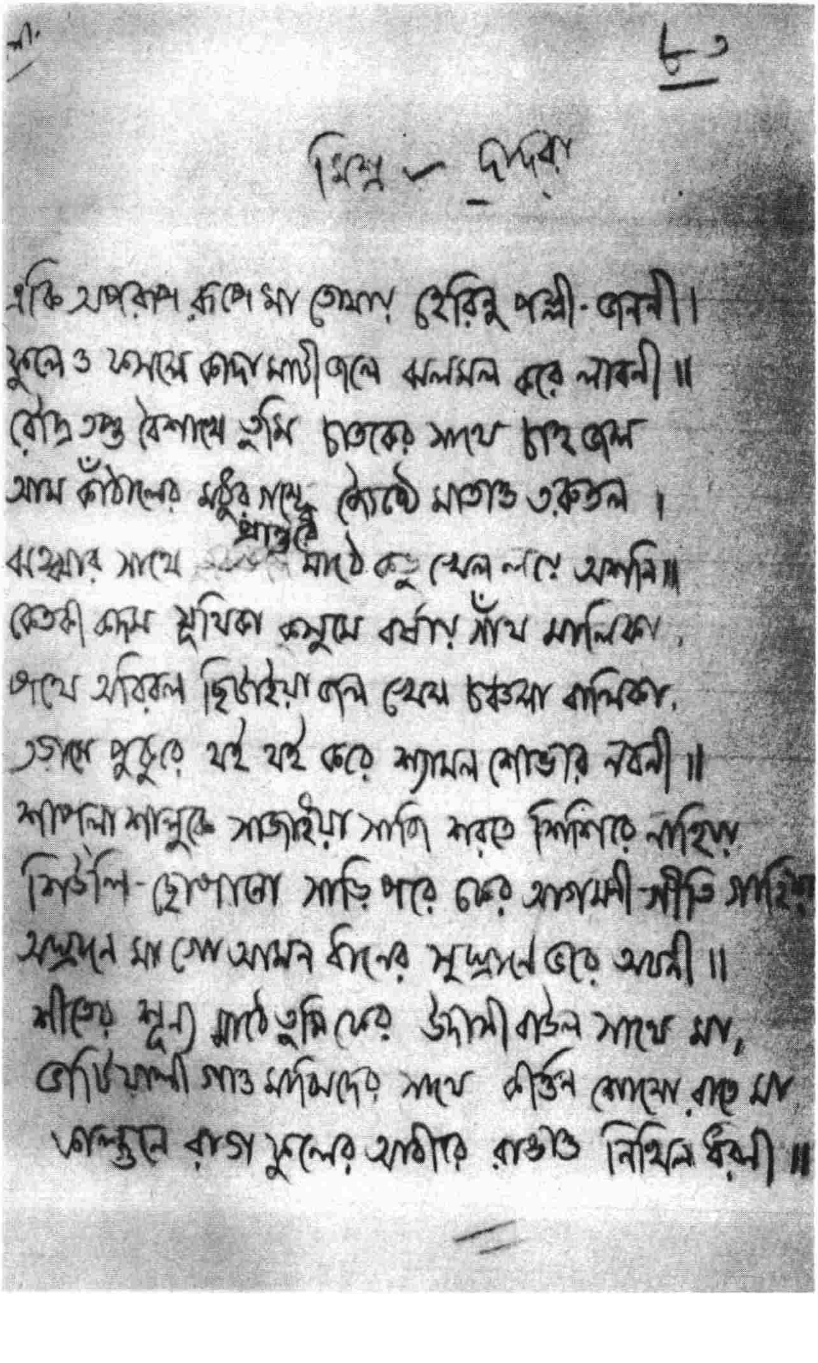
একটুখানি দাও অবসর বস্‌তে কাছে
বকুল ফুলের মালা তোমায় দেবার আছে।



বিদায়-

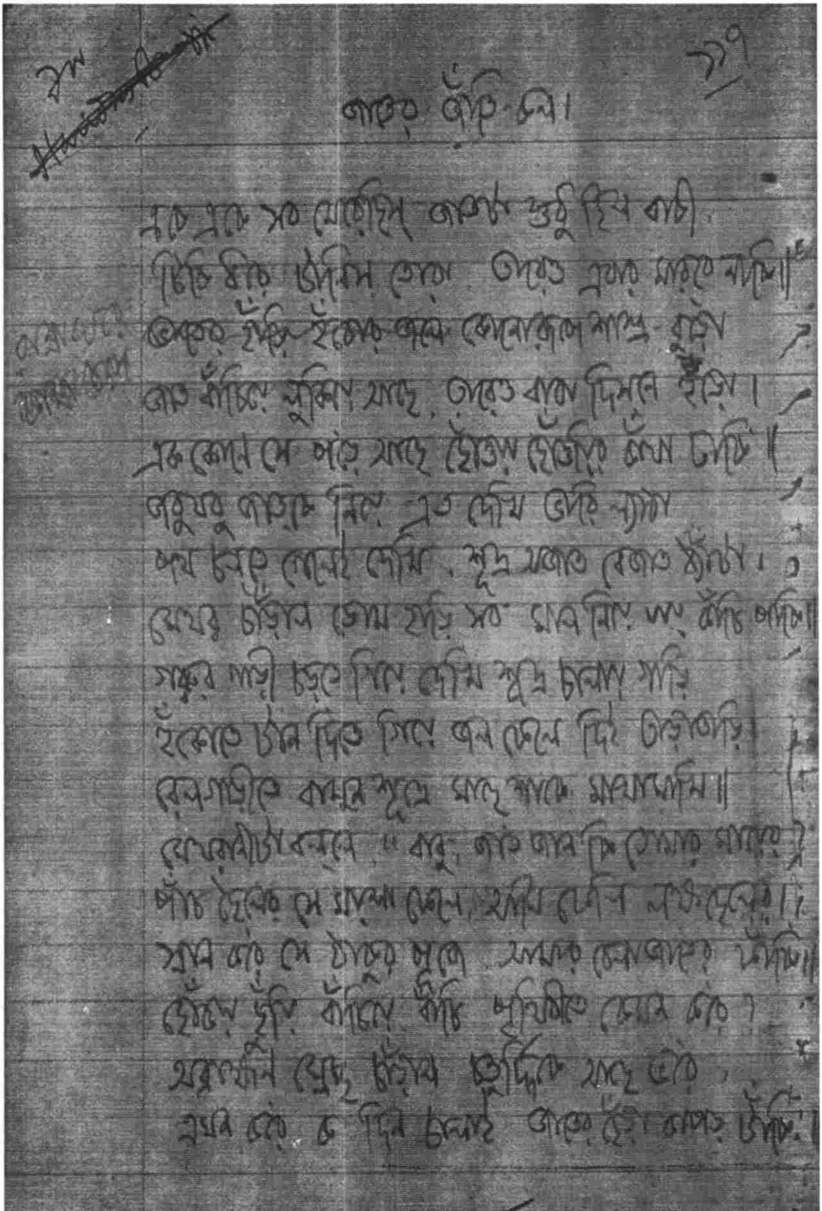
একলা জাগি তোমার বিদায় বেলার ব্যথা লয়ে।
যাওয়ার বাণী কাঁদে বুকে ফিরে-আসা হয়ে॥
কে জানিত তোমার তরে
কাঁদবে পরান এমন করে,
রইব জেগে ধূলার ঘরে
বিপুল অবসাদে॥

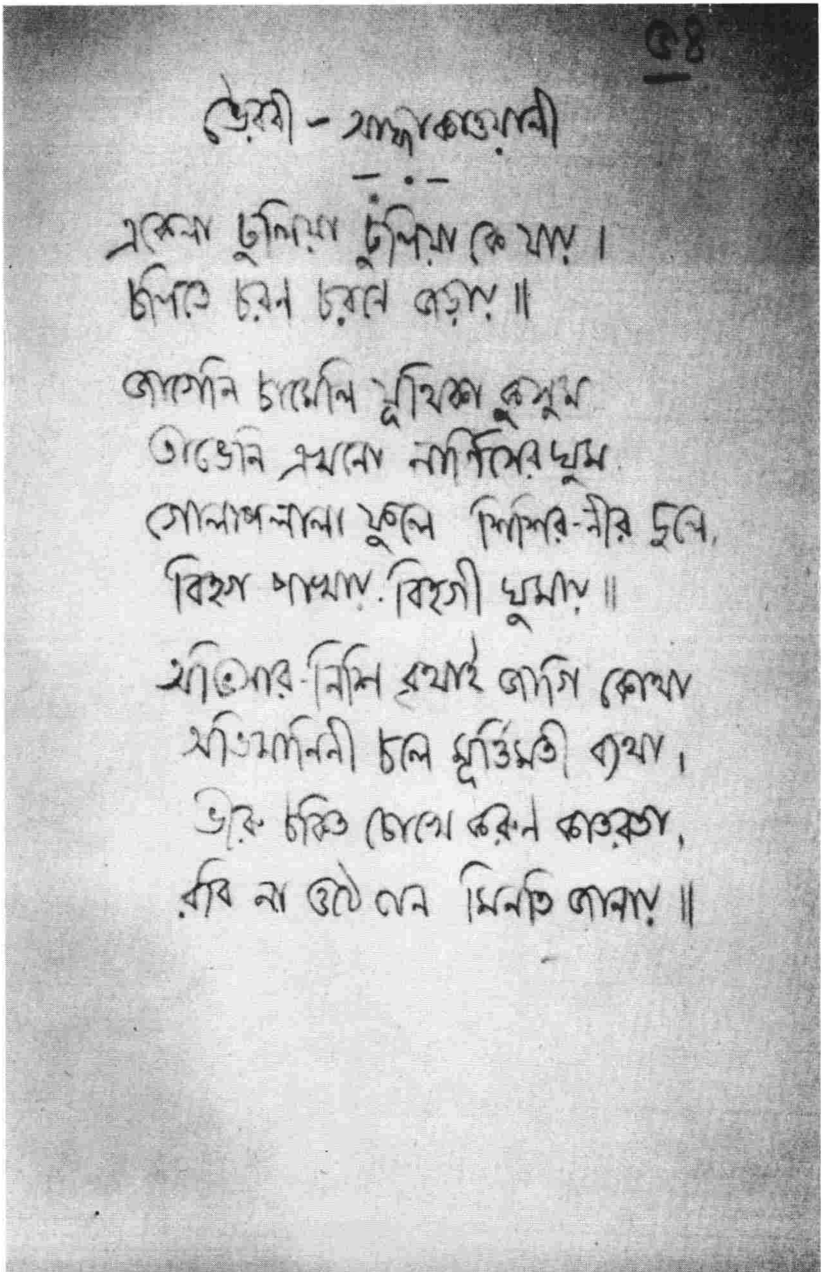
ভালোবাসায় উদাসীনে রাখতে যে হয় বেঁধে
তুমি চলে যাওয়ার পরে শিখেছি তাই কেঁদে।
না চাহিতে পেয়ে তোমায়
যত না কাঁদায় হায়,
ফিরে পেলে, তারি ব্যথায়
নূতন সাধে চায়॥


৮৩

মিশ্র — দাদ্রা

একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী।
ফুলে ও ফসলে কাদা মাটী জলে ঝলমল করে লাবনী॥
রৌদ্র তপ্ত বৈশাখে তুমি চাতকের সাথে চাহ জল
আম কাঁঠালের মধুর গন্ধে জ্যৈষ্ঠে মাতাও তরুতল।
ঝঞ্ঝার সাথে প্রান্তরে মাঠে কভু খেল লয়ে অশনি॥
কেতকী কদম যূথিকা কুসুমে বর্ষায় গাঁথ মালিকা,
পথে অবিরল ছিটাইয়া জল খেল চঞ্চলা বালিকা,
তড়াগে পুকুরে থই থই করে শ্যামল শোভার নবনী॥
শাপলা শালুকে সাজাইয়া সাজি শরতে শিশিরে নাহিয়া
শিউলি-ছোপানো সাড়ি পরে ফের আগমনী-গীতি গাহিয়া
অঘ্রাণে মা গো আমন ধানের সুঘ্রাণে ভরে অবনী॥
শীতের শূন্য মাঠে তুমি ফের উদাসী বাউল সাথে মা,
ভাটিয়ালী গাও মাঝিদের সাথে কীর্ত্তন শোনো রাতে মা
ফাল্গুনে রাঙা ফুলের আবীরে রাঙাও নিখিল ধরণী॥

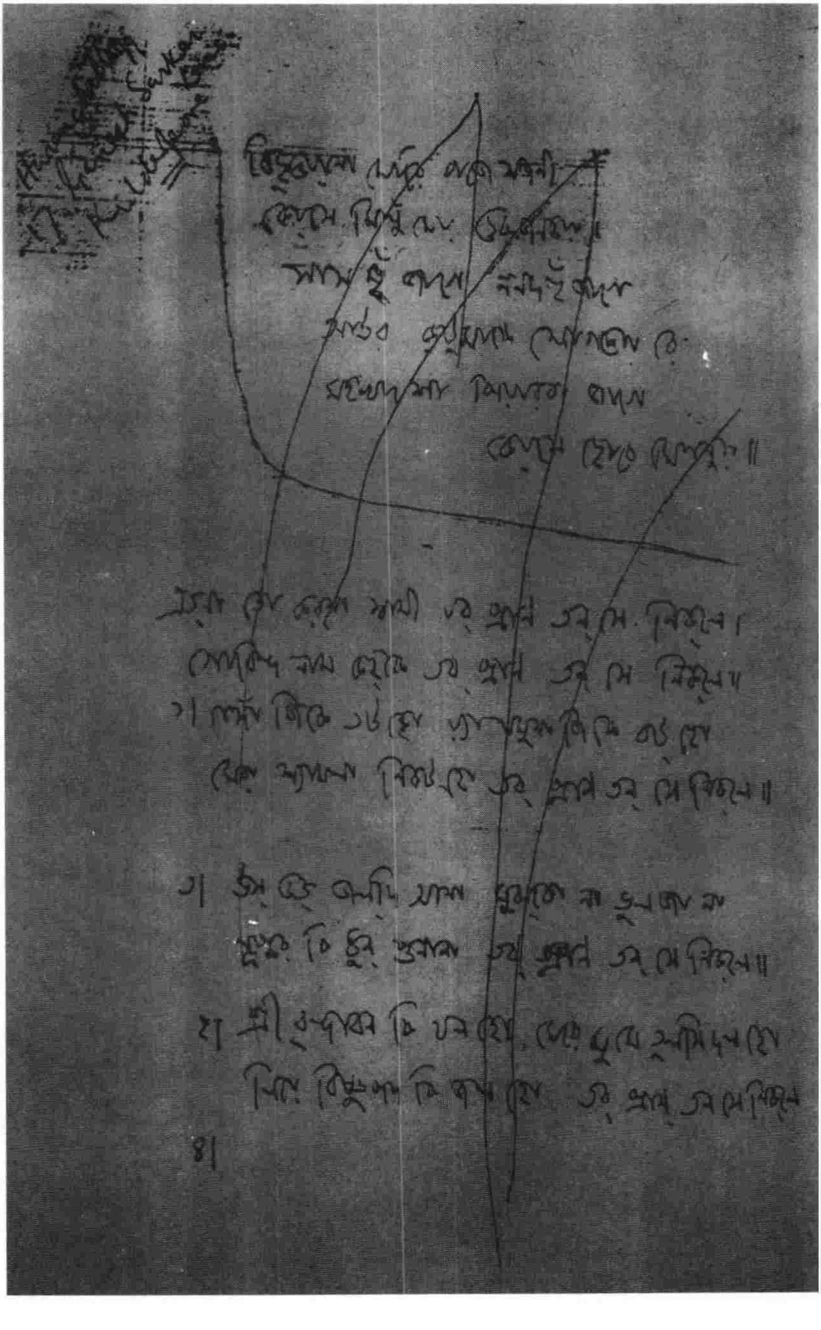

একে একে সব মেরেছিস্ জাতটা শুধু ছিল বাকী


৫৪

ভৈরবী – আদ্ধা কাওয়ালী

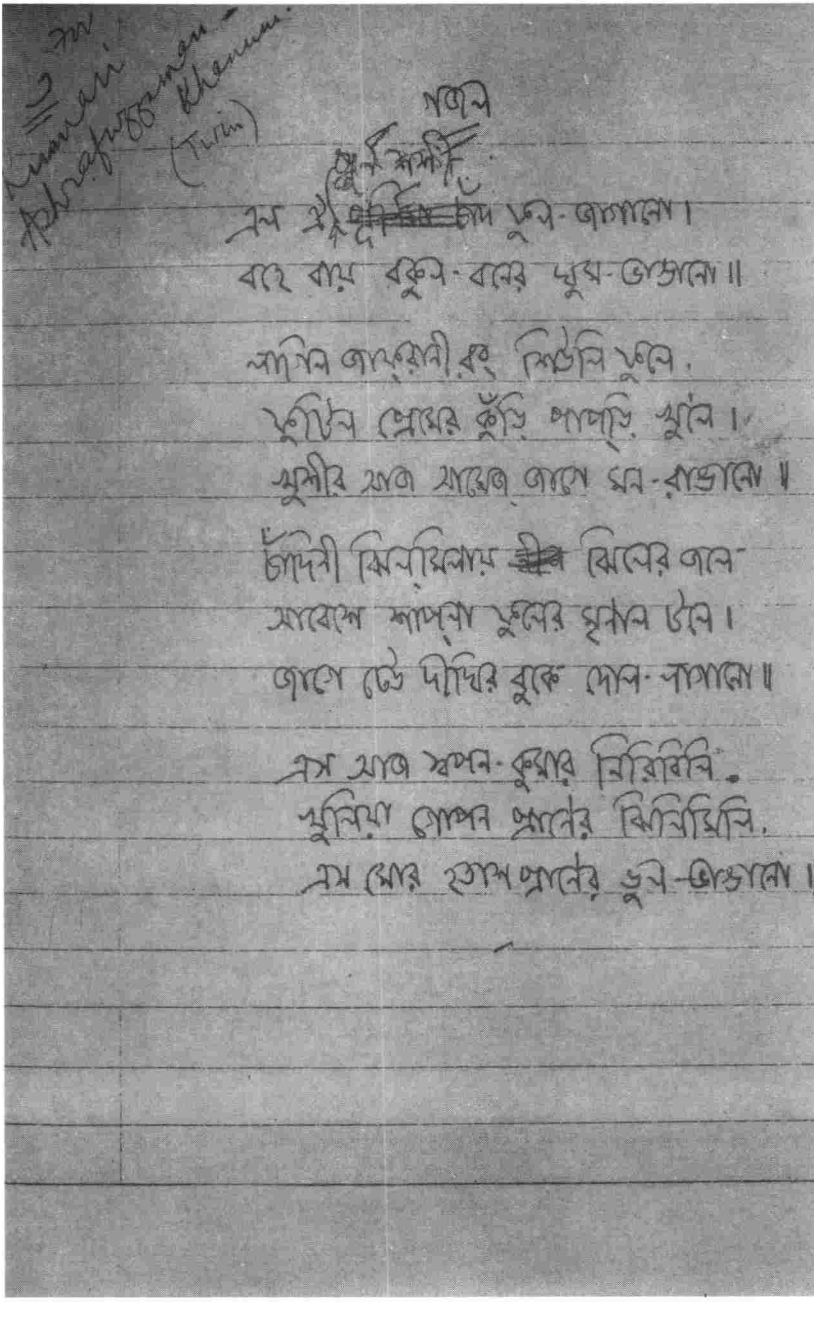
একেলা ঢুলিয়া ঢুলিয়া কে যায়।
চলিতে চরণ চরণে জড়ায়॥

জাগেনি চামেলি যূথিকা কুসুম
ভাঙেনি এখনো নার্গিসের ঘুম
গোলাপ-বালা ফুলে শিশির-নীর দুলে,
বিহগ শাখায় বিহগী ঘুমায়॥
অভিসার-নিশি এখনই জাগি কোথা
অভিমানিনী চলে মূর্তিমতী ব্যথা,
ভীরু চকিত চোখে করুণ কাতরতা,
রবি না উঠে যেন মিনতি জানায়॥



মঢ়ী

এনেছ রূপের সুধা, তনুর পেয়ালা ভরি'
পিয়াসী আঁখির মম কেমনে বারণ করি ॥
তব মনের লজ্জা টুটে
ওঠে আঁখি যে-ভোমর ফুটে
বসন ভূষণে তাহা ঘিরিতেছে সম্বরি'।
পিয়াসী আঁখির মম কেমনে বারণ করি ॥
তব অন্তর-মধু-নির্ঝর বাহিরে উছলি' যায় -
বল সে কি অপরাধ মম, (যদি) অধরে সে মধু চায়।
জ্বালি' হৃদয়ে আমার বাতি -
তুমি কেন জাগো সারা রাতি ?
মন-ভ্রমর মম তাই চাহে জুড়ে মরি ॥



গজল

এল ঐ পূর্ণশশী চাঁদ ফুল-জাগানো।
বহে বায় বকুল-বনের ঘুম-ভাঙানো॥

ছাপিল জাফ্‌রানী রং শিউলি ফুলে,
ফুটিল প্রেমের কুঁড়ি পাপড়ি খুলে।
খুশীর রঙ রঙ্গে জাগে মন-রাঙানো॥

চাঁদনী ঝিলমিলায় ঝিলের জলে
আবেশে শাপলা ফুলের মৃণাল টলে।
জাগে ঢেউ দীঘির বুকে দোল-লাগানো॥

এস আজ স্বপন-কুমার নিরিবিলি,
খুলিয়া গোপন প্রাণের ঝিলিমিলি,
এস মোর হতাশ প্রাণের ভুল-ভাঙানো॥

গান

এলে কি স্বপন মায়া আবার আমায় গান গাওয়াতে।
নিদাঘের দগ্ধ শেষে করুণ শীতের দূর-হাওয়াতে ॥

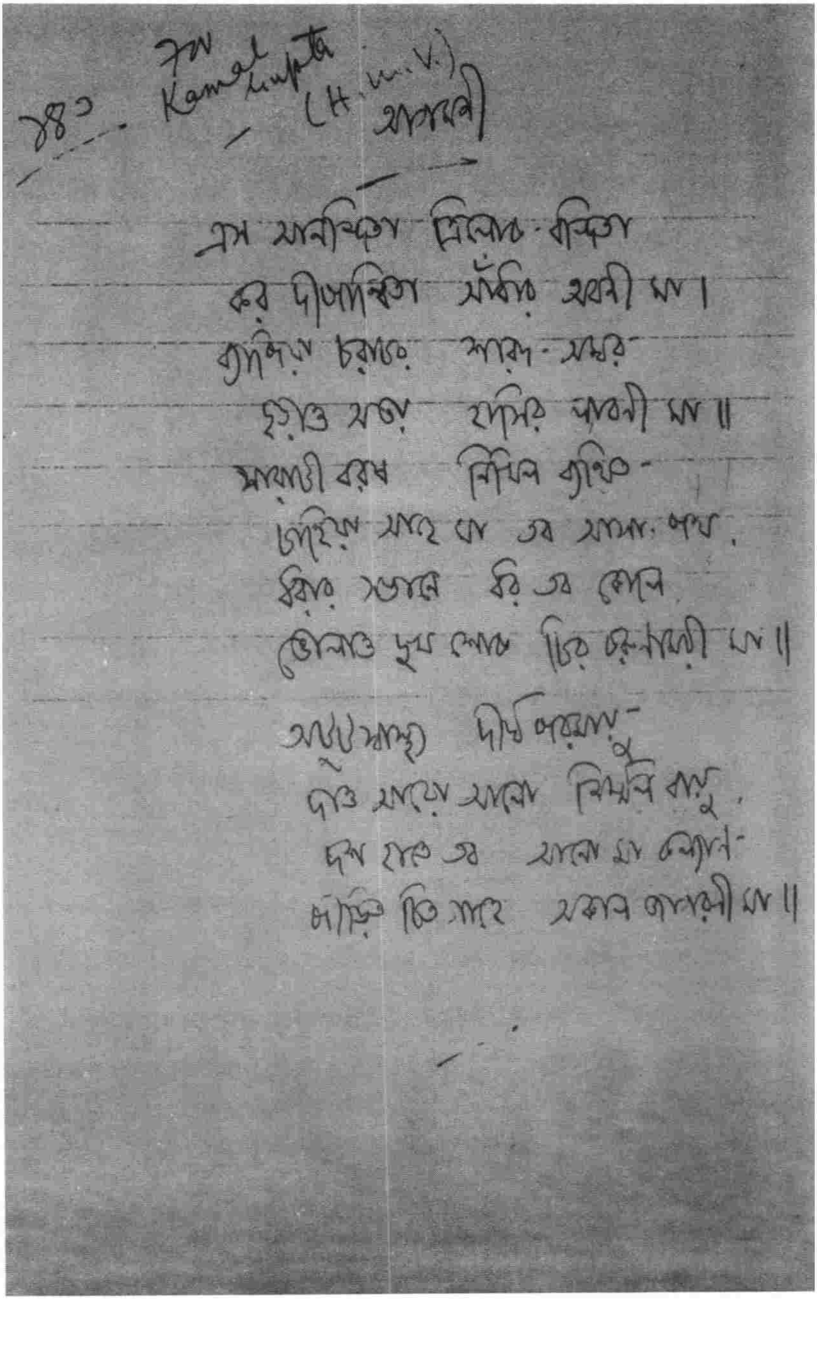
ছিল যে পাষাণ চাপা আমার গানের উৎস-মূলে —
তারে আজ মুক্তি দিতে ঐ রাঙা চরণ আঘাতে ॥

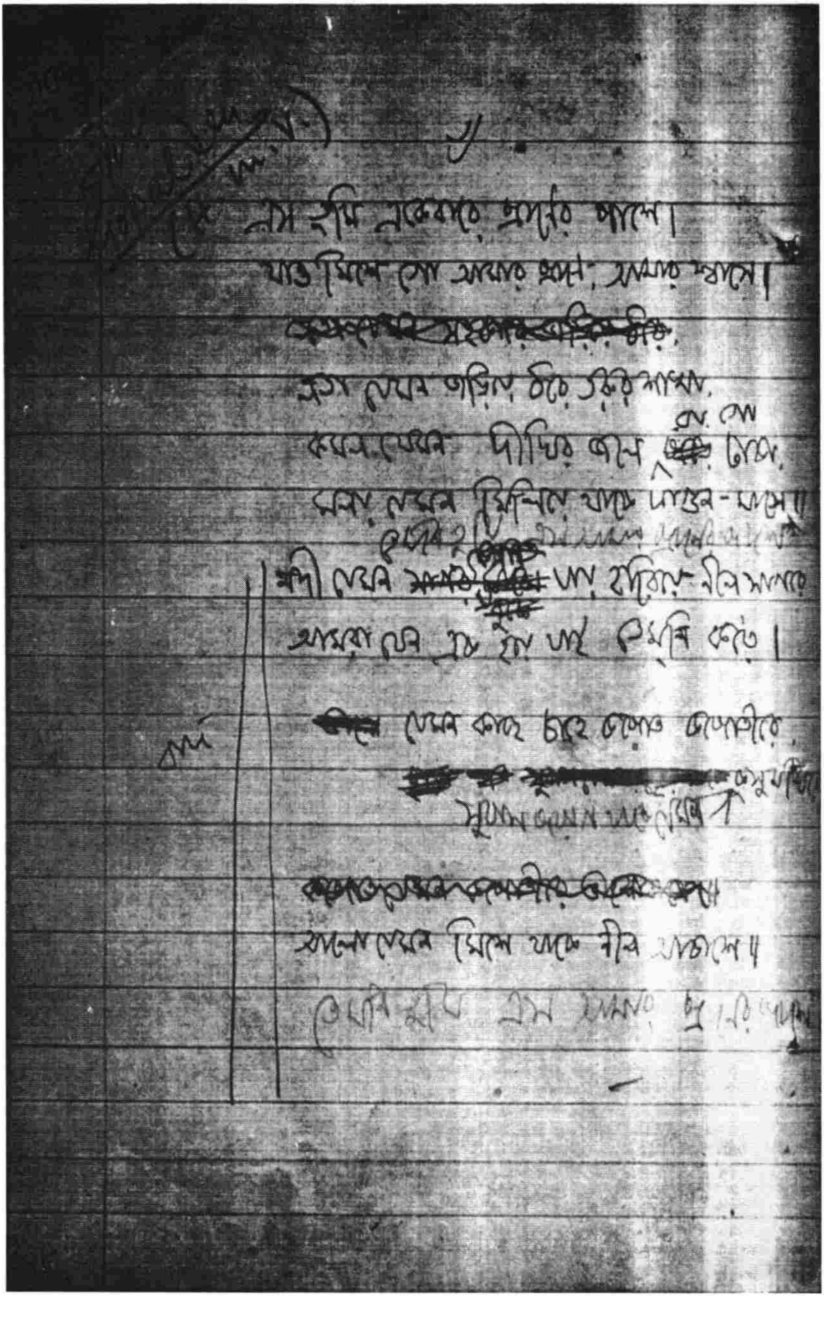
এলে কি বর্ষা-রানী নিরশ্রু মোর নয়ন-লোকে,
বহাতে আবার সুরের সুরধুনী — বেদনাতে ॥
এসেছ ~~[illegible]~~ ঘূর্ণি হাওয়া হয়ত বা ভুল এক নিমেষের,
এসেছ সঙ্গে নিয়ে বজ্র-ভরা ঝঞ্ঝা-রাতে।
তবু ঐ ভুল যে প্রিয় ভুলে ভুলে ~~[illegible]~~ [illegible],
আকাশের অশ্রু নয়ন মুছিয়ে গেল ঐ চাওয়াতে ॥

তোমার ঐ সোনার হাতের সোনার চুড়ির তালে তালে
নাচে মোর গানের শিখী এবার [illegible] ॥
এলে কি অন্তর দেশের হারিয়ে-যাওয়া [illegible] পরী ~~[illegible]~~,
শ্রান্ত বন-বীথি মোর গানের [illegible] ফুল ফোটাতে ॥
এলে আজ বাদল-শেষে ইন্দ্রধনুর রঙিন মায়ায়,
ফোটাতে সুর উজান স্রোতে, ~~[illegible]~~

নির্দেশ: — [illegible]
[illegible] রক্ষিত —

কাজী নজরুল ইসলাম


Kamal Gupta
(H.M.V.)
এস আনন্দিতা ত্রিলোক-বন্দিতা
কর দীপান্বিতা আঁধার অবনী মা।
বন্দিয়া চরণে শারদ-অম্বর
চাহিয়া আছে যে তব আসার পথ,

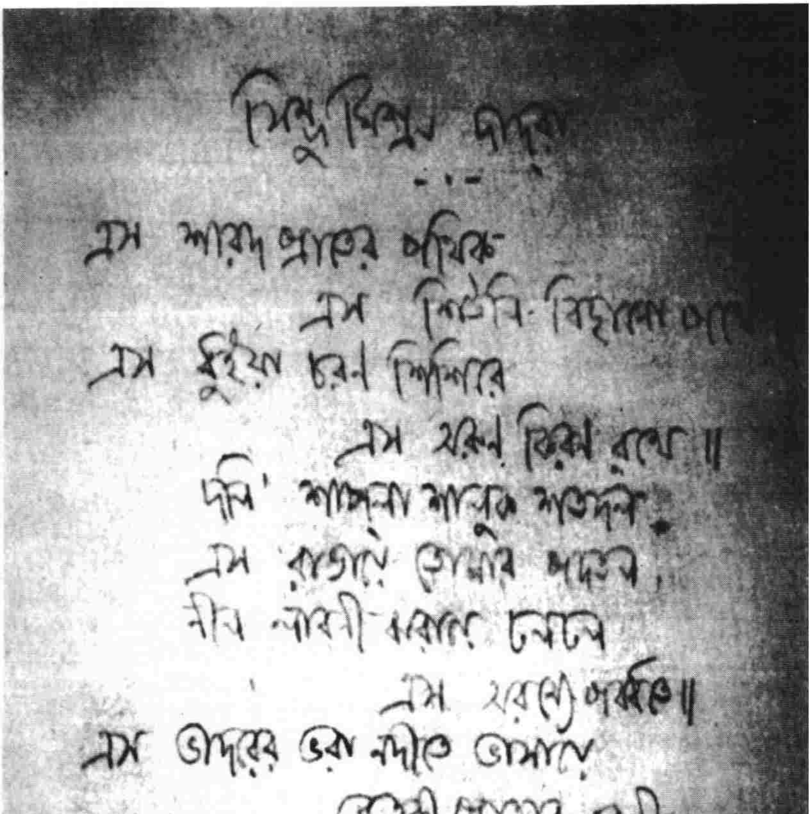


এস তুমি একেবারে প্রাণের পাশে।
যাও মিশে গো আমার প্রাণে, আমার শ্বাসে।
ফুল যেমন জড়িয়ে থাকে বৃক্ষ শাখায়,
কমল যেমন দীঘির জলে রয় সে ভেসে,
মলয় যেমন মিশিয়ে যায় সাগর-বাসে॥
নদী যেমন যায় হারিয়ে নীল সাগরে
আমরা যেন তেমনি হয়ে যাই
যেমন কাছে চাহে জোনাক জোনাকীরে,
ফাগুন যেমন মিশে যায় নীল আকাশে॥
তেমনি তুমি এস আমার প্রাণের পাশে

৫৮

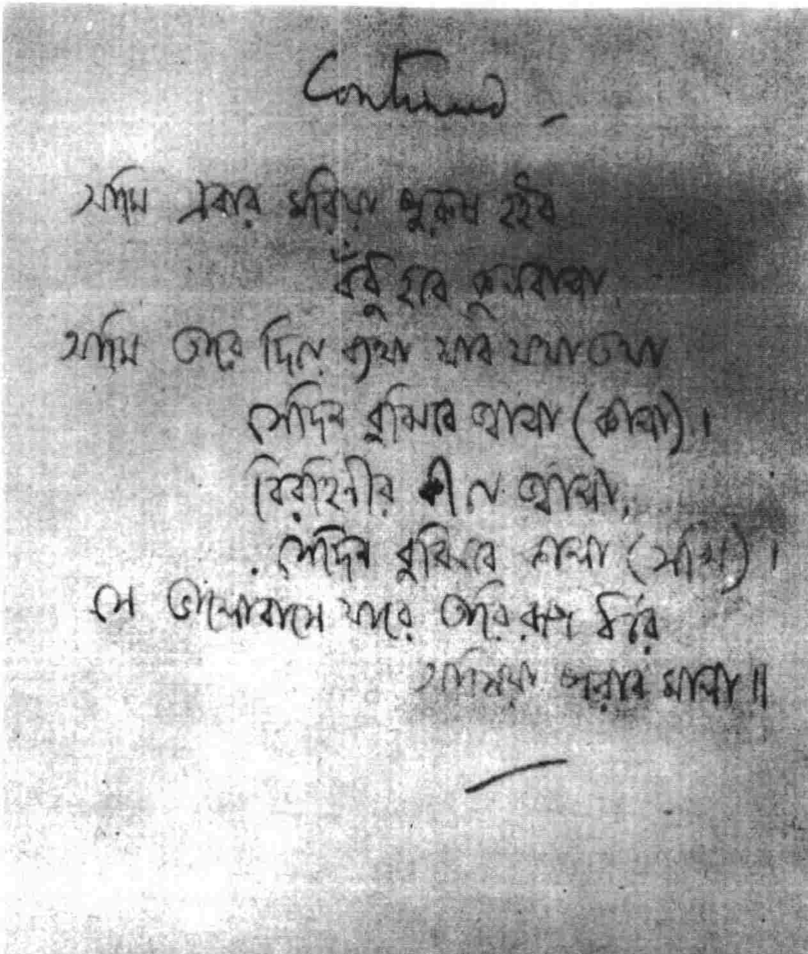
কীর্ত্তন

এস মাধব এসে পিও মধু।
এস মাধবী-লতার কুঞ্জ-বিতানে
মাধবী রাতে এস বঁধু।
মধু-মাধবী রাতে এস বঁধু॥
এস মৃদুল মধুর পা ফেলে
এস ঝুমুর ঝুমুর ঘুমুর বাজায়ে
শ্রবণে অমিয়া মধু ঢেলে,
এস বাজায়ে বাঁশরী সে সুর-লহরী
শুনি কুল ভোলে ব্রজবধূ॥
এস নিবিড় নীরদ-বরন শ্যাম
মোহন-আননে কাজল বুলায়ে
দুলায়ে চাঁচর চিকুর-দাম।
এস বামে হেলায়ে শিখী-পাখা
ত্রিভঙ্গ ঠামে এস বঁধু॥
এস নারায়ণ এস অবতার!
পার্থ-সারথি বেশে এস পাপ-কুরুক্ষেত্রে আরবার।
হরি মহাভারতের ভাগ্য-বিধাতা,
গীতা-উদ্গাতা নহ শুধু॥



সিন্ধু কিন্নর দাদরা

এস শারদ প্রাতের পথিক
এস শিউলি-বিছানো পথে
এস ধুইয়া চরণ শিশিরে
এস অরুণ কিরণ রথে॥
দলি' শাপলা শালুক শতদল
এস রাঙায়ে তোমার পদতল,
নীল লাবনী ঝরায়ে ঢলঢল
এস অরণ্য পর্বতে॥
এস ভাদরের ভরা নদীতে ভাসায়ে
কেতকী পাতার তরণী,
এস বলাকার ঝরা পালক কুড়ায়ে
গাহি' ছায়াপথ-সারণী।
শ্যাম শস্যে কুসুমে হাসিয়া
এস হিমেল হাওয়ায় ভাসিয়া,
এস ধরণীরে ভালোবাসিয়া
দূর নন্দন-তীর হতে॥



Continued –

আমি এবার [illegible] পুরুষ হইব
বঁধু হবে কুলবালা
আমি তারে দিলে ব্যথা মনে যখন তখন
সেদিন বুঝিবে ব্যথা (কালা)।
বিরহিনীর কী যে জ্বালা,
সেদিন বুঝিবে কালা (সখী)।
সে ভালোবাসে যারে তারই রূপ ধরি
হাসিমুখে পরাবে মালা ॥

Taal ৩০
manikmala

নাচ ঐ চলে তরুণী গোরী গরবী।

~~চম্পক-বরণী ঊর্মিল তরণী~~
~~চলে [illegible] তরুণী যৌবন গরবী।~~

ডাকে দূর পারাবার ডাকে তারে বন-পার,
লালসে ঝরে তার পায়ে রাঙা করবী॥
চলে বালা দুলে দুলে,
এলোখোঁপা পড়ে খুলে,
চাহে ভ্রমর কুসুম ভুলে
তনুর তার সুরভি॥

নাচের ছন্দে দোদুল
টলে তার চরণ চটুল,
হরিণী চায় পথ-বেভুল,
মায়া-লোক-বিহারিণী রতি চলে ছায়া-ছবি॥

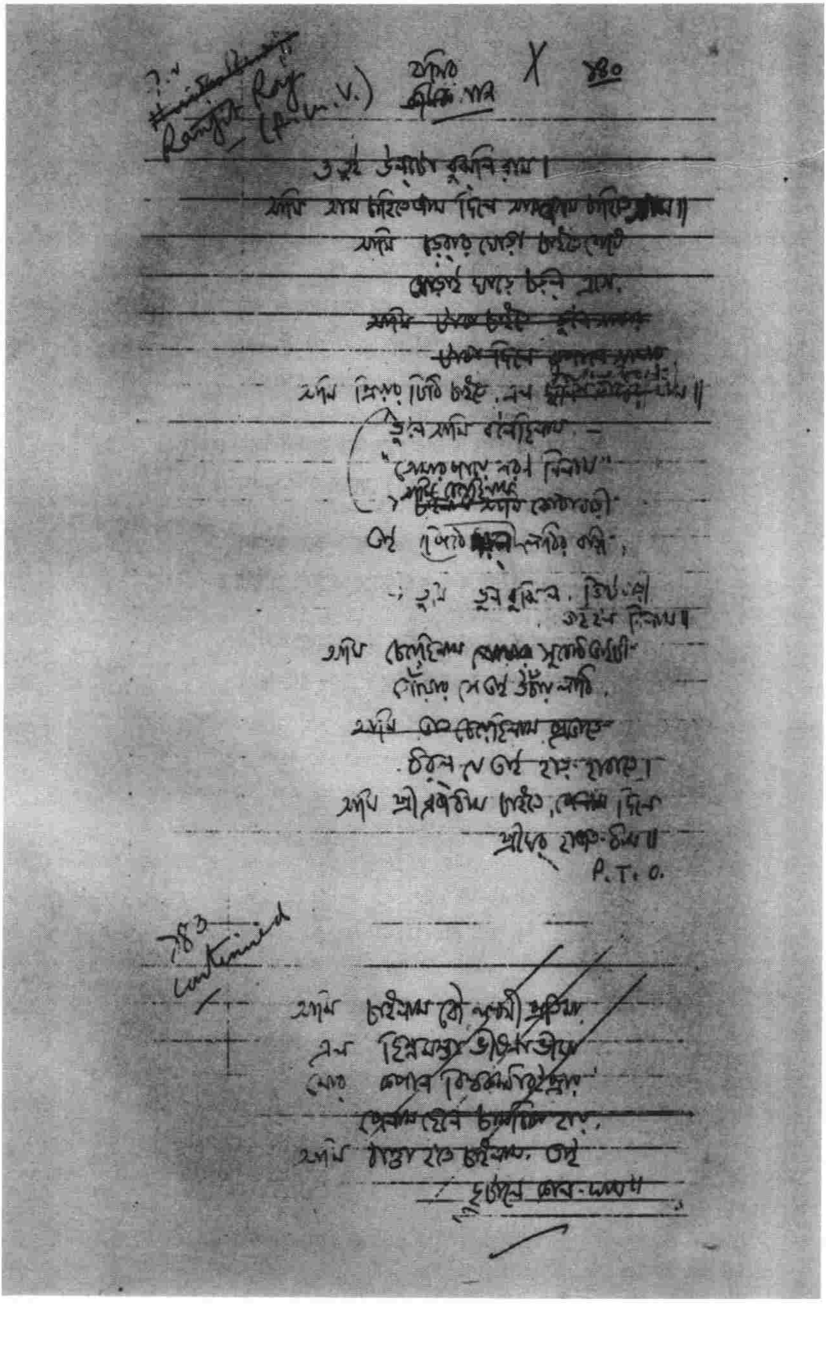
=

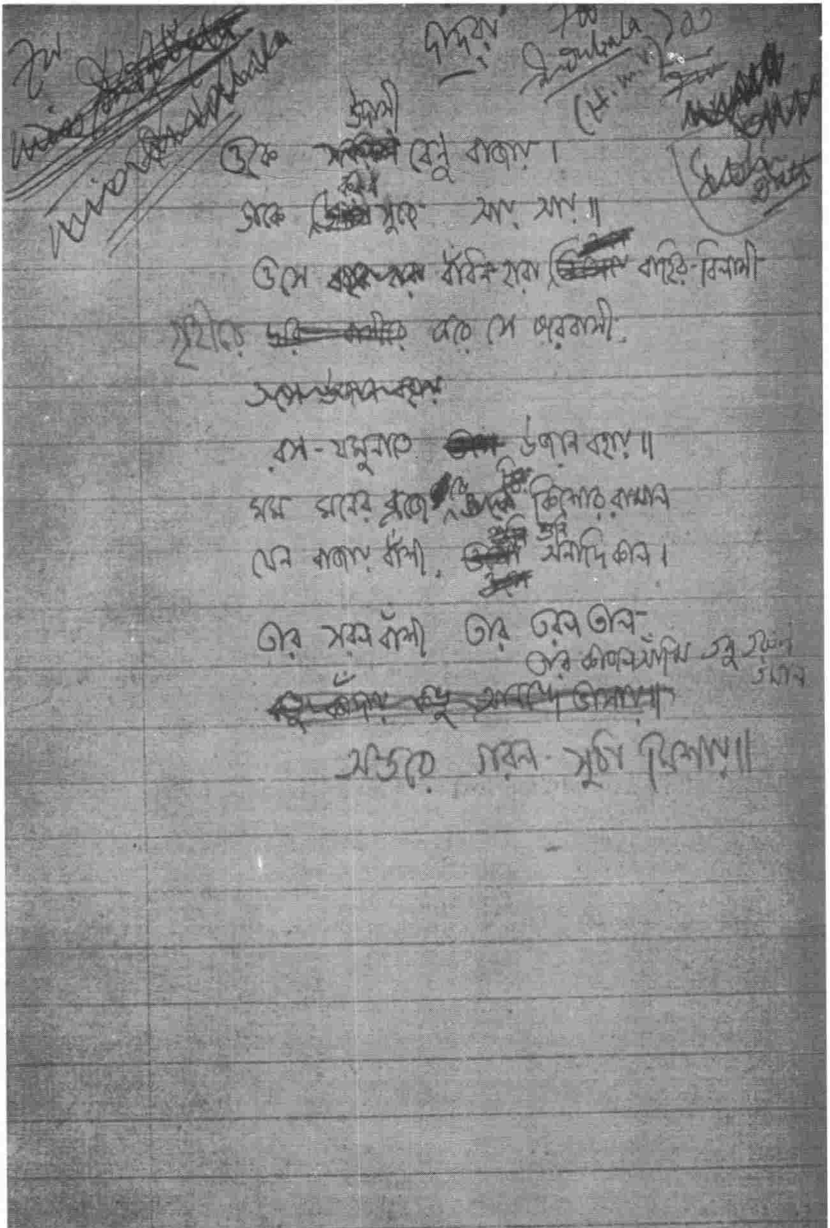
For Indumati

ইন্দুমতী

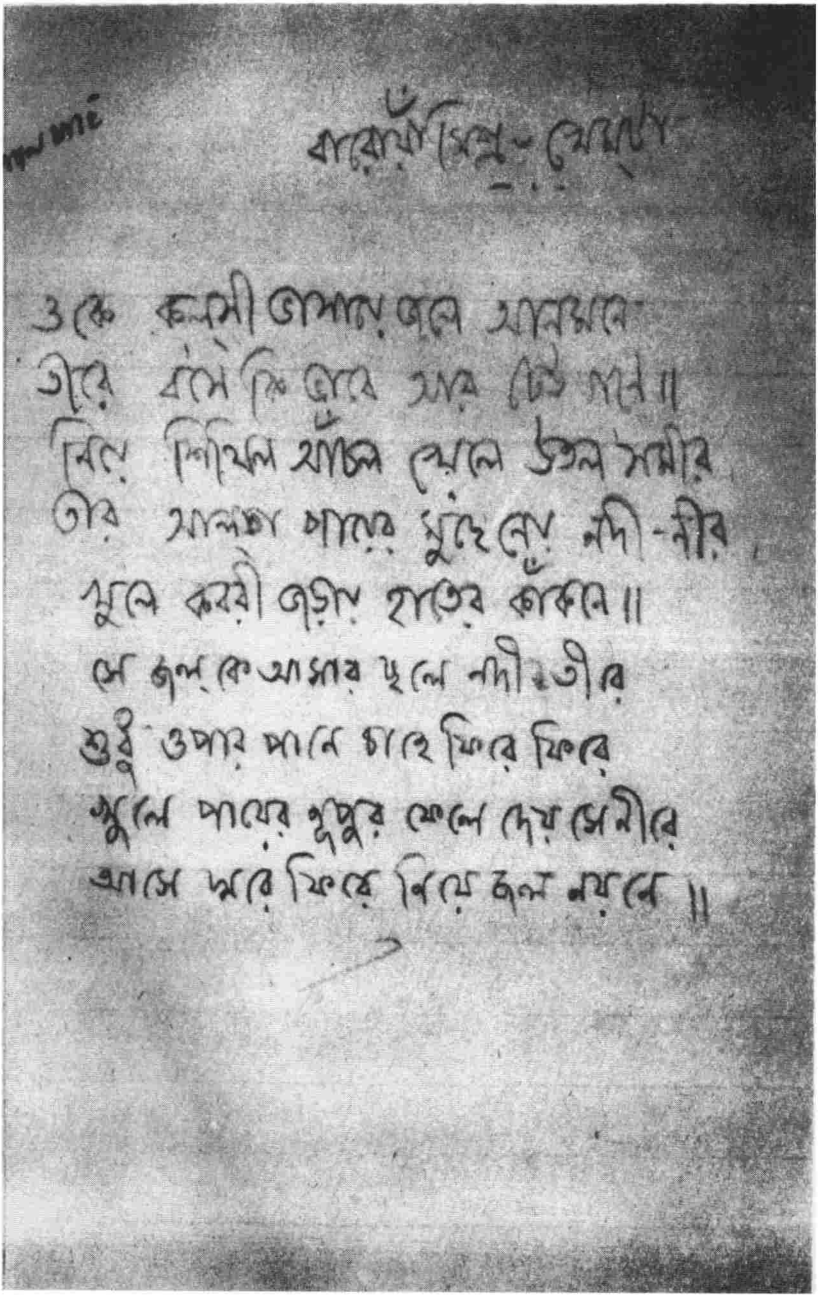
ঐ নীল গগনের নয়ন-পাতায়
নামল কাজল-কালো মায়া।
বনের ফাঁকে চমকে বেড়ায়
তারি সজল আলো-ছায়া॥
তমাল-তালের বুকের কাছে
কে ব্যথিত দাঁড়িয়ে আছে।
ভেজা পাতায় ঐ কাঁপে তার
অশ্রু টলটল কায়া॥
তার ছায়া দোলে সজল কালো
শাল পিয়ালের শ্যামলিমায়
আমলকী বন ঝিমায় ব্যথায়
ঘনায় কাঁদন গগন-সীমায়।
তার বেদনাই ভরেছে দিক
ঘর-ছাড়া হায় এ কোন্ পথিক,
আকাশ-জোড়া শুধু তারি
অসীম রোদন বেদন-ছায়া॥

[illegible]


Ranjit Roy
X
ও তুই উল্টো বুঝলি রাম।
P.T.O.
783 continued



উদাসী
ওকে বেনু বাজায়।
ওকে সুরে যায় যায়॥
ও সে বাঁকি হারা বাহিরে বিলাসী
সরে সে অরবাসী
রস-যমুনাতে উজান বহায়॥
মম মনের ব্রজে কিশোর রাখাল
যেন বাজায় বাঁশী অনাদি কাল।
তার সরল বাঁশী তার তরল তান
তার কাজল আঁখি
অন্তরে সরল সুধা ঝুরায়॥



বারোয়াঁ সিন্ধু - খেমটা

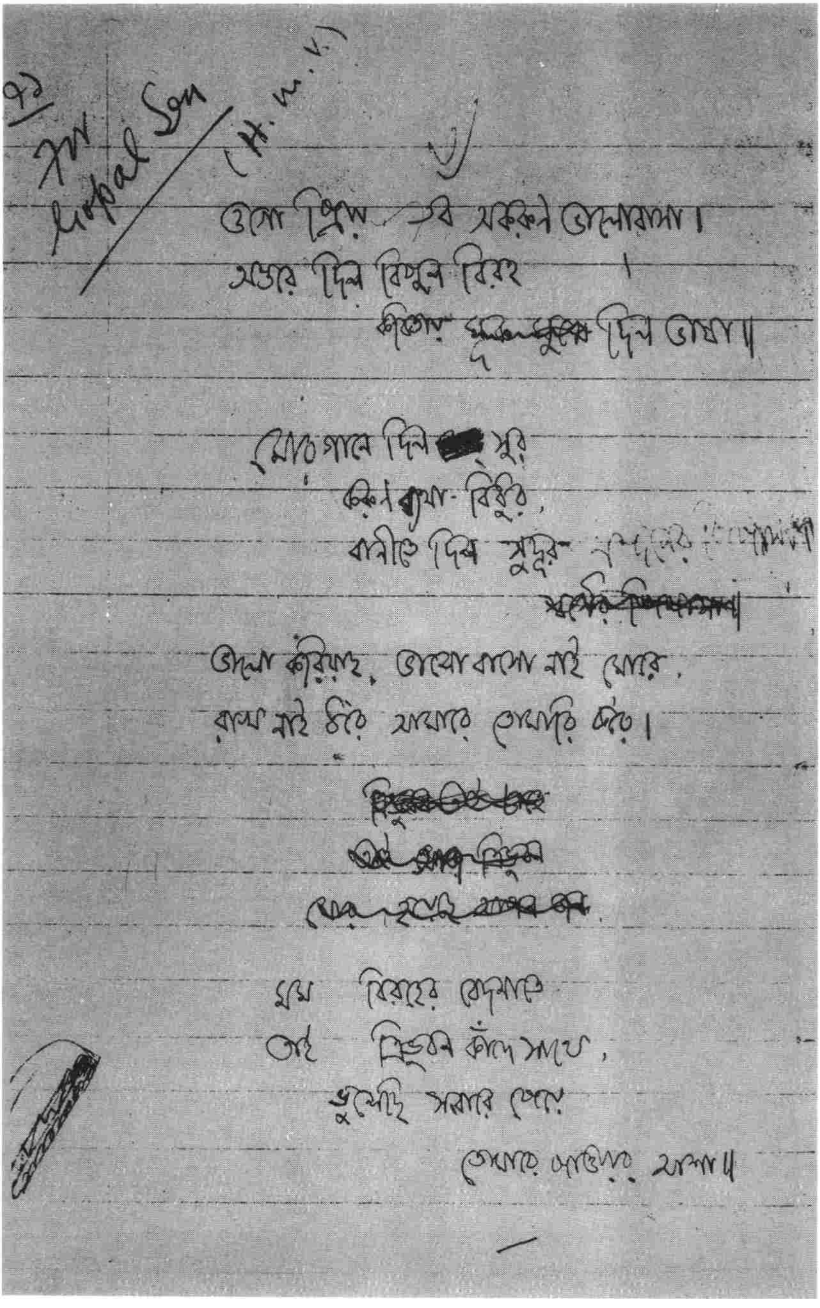
ওকে কল্সী ভাসায়ে জলে আনমনে
তীরে বসে কি ভাবে আর ঢেউ গনে ॥
নিয়ে শিথিল আঁচল ফেলে উতল সমীর
তার অলক্ত পায়ে মুছে নেয় নদী-নীর,
খুলে কবরী জড়ায় হাতের কাঁকনে ॥
সে জল কে আসার ছলে নদী-তীর
শুধু ওপার পানে চাহে ফিরে ফিরে
খুলে পায়ের নূপুর ফেলে দেয় সে নীরে
আসে ঘরে ফিরে নিয়ে জল নয়নে ॥

৩.৭.৩৮

১. Binodini

পাহাড়ী ৮, কার্ফা

ওকে দূর উদাসী হায় ডাকে আয় আয়
গোধূলি-বেলায় বাজায়ে বাঁশরী।
তার পাহাড়ী সুরে মোর নয়ন ঝুরে,
মম কুল লাজ গৃহকাজ (যাই) পাশরি
তার সুরের মায়ায়
আকাশ ঝিমায়
চাঁদের চোখে তিমির ঘনায়।
তারি বিরহে মরি মোহে
জীবন মরণ গেছে বিসরি।।

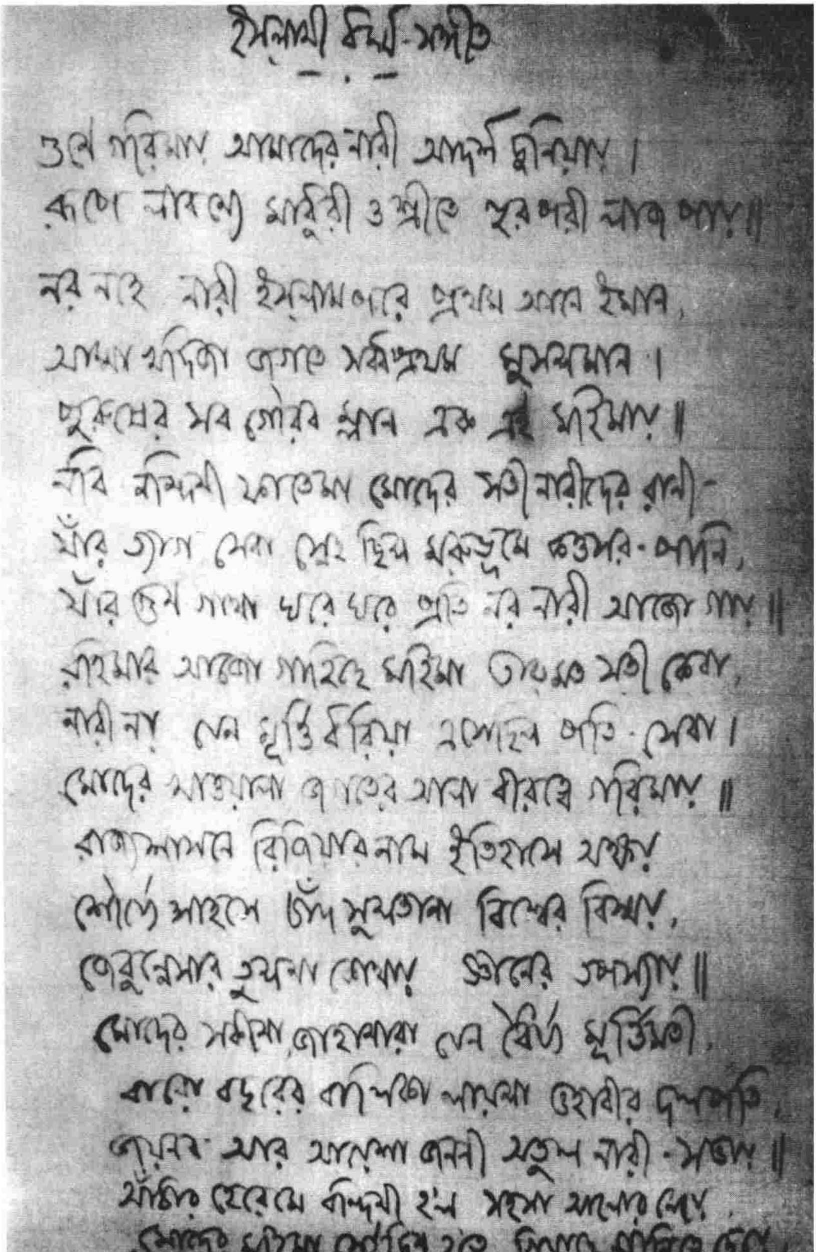


ওগো প্রিয় তব অকরুণ ভালোবাসা।
অন্তরে দিল বিপুল বিরহ
কণ্ঠে দিল ভাষা॥

মোর গানে দিল সুর
কত ব্যথা বিধুর,
বাণীতে দিল সুদূর

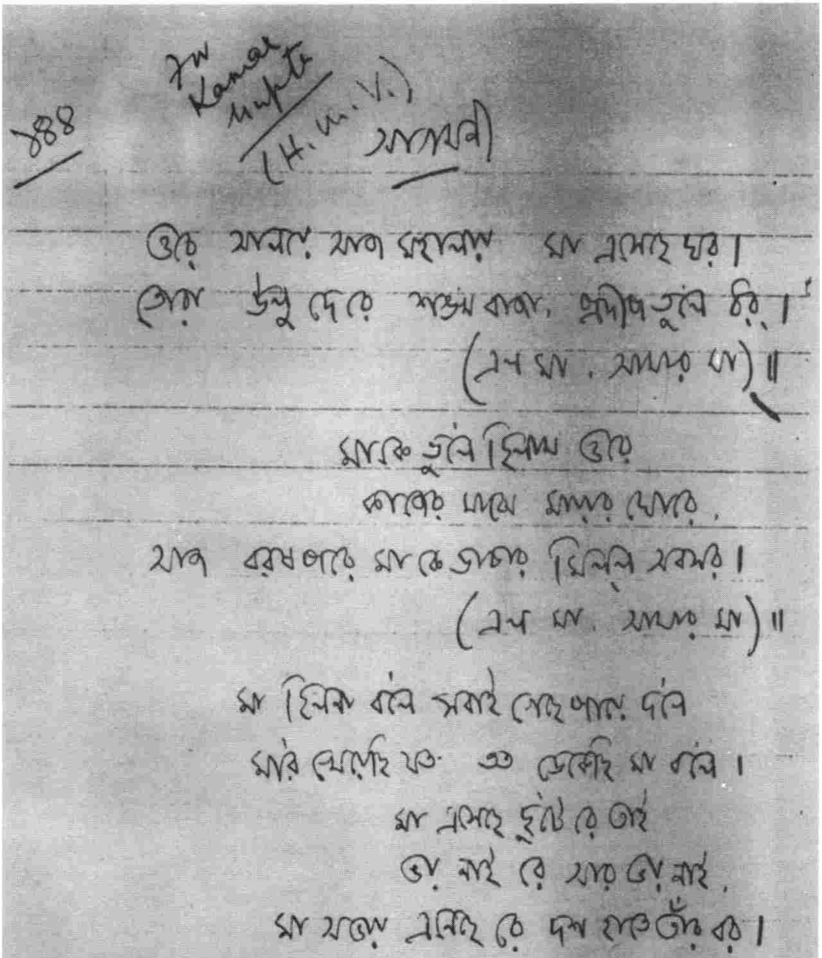
ভুলে করিয়াছ, ভালো বাসো নাই মোরে,
বাঁধ নাই তাই যাহারে ছেড়েছ দূরে।

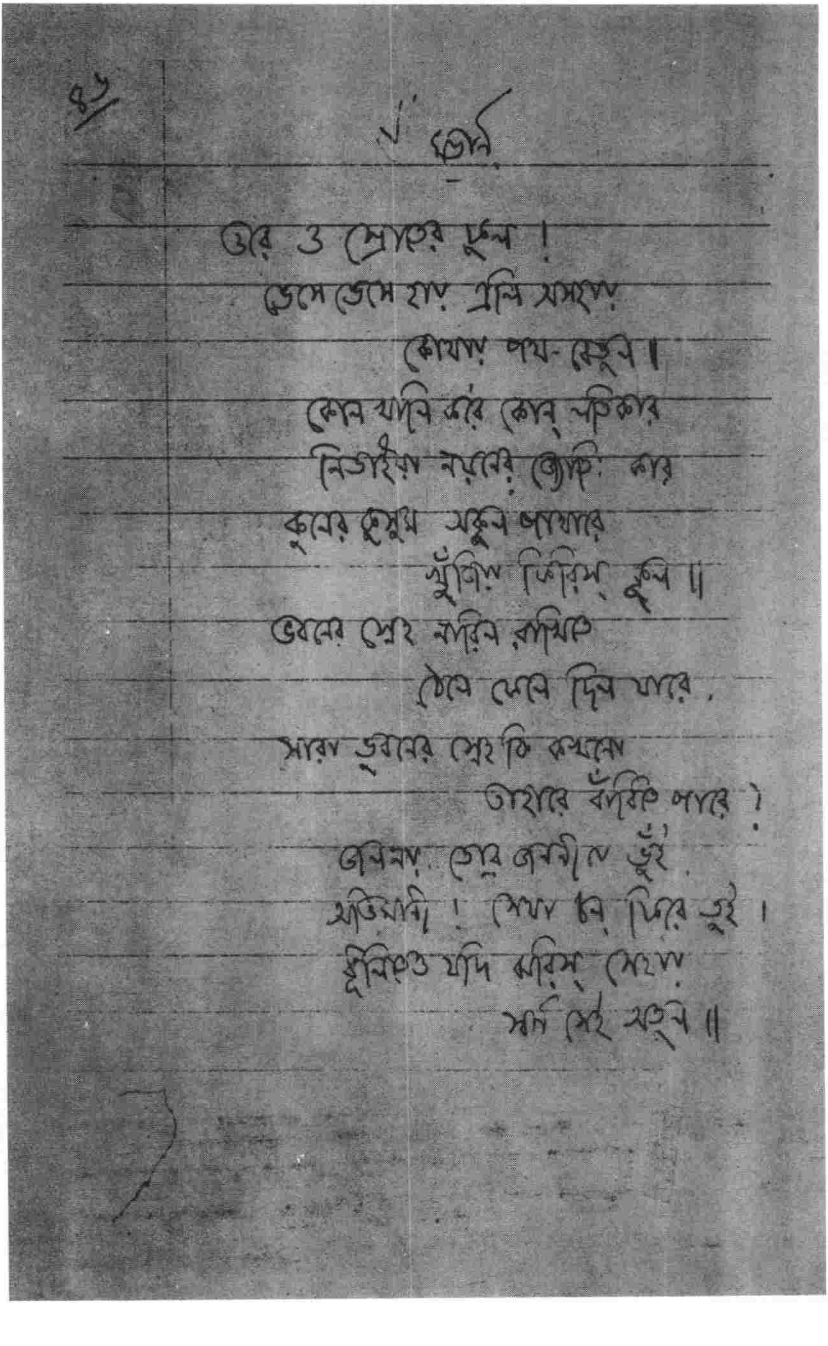
মম বিরহের বেদনাতে
তাই ত্রিভুবন কাঁদে সাথে,
ভুলেছি সবার চেয়ে
তোমারে পাইবার আশা॥



ইসলামী বীর্য-সঙ্গীত

ওহে গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ দুনিয়ায়।
রূপে লাবণ্যে মাধুরী ও শ্রীতে হুরপরী লাজ পায়॥
নর নহে নারী ইসলাম 'পরে প্রথম আনে ঈমান,
আম্মা খাদিজা জগতে সর্বপ্রথম মুসলমান।
পুরুষের সব গৌরব ম্লান এক এই মহিমায়॥
নবি-নন্দিনী ফাতেমা মোদের সতী নারীদের রানী-
যাঁর তপ সেবা স্নেহ ছিল মরুভূমে কাওসর-পানি,
যাঁর প্রেম গাথা ঘরে ঘরে প্রতি নর-নারী আজো গায়॥
রহিমার আজো গাহিছে মহিমা তাহার মত সতী কেবা,
নারী নয় যেন মূর্তি ধরিয়া এসেছিল পতি-সেবা।
মোদের আওলা জগতের আলো বীরত্বে গরিমায়॥
রাজ্যশাসনে রিজিয়ার নাম ইতিহাসে অক্ষয়,
শৌর্যে সাহসে চাঁদ সুলতানা বিশ্বের বিস্ময়,
জেবুন্নেসার তুলনা কোথায় জ্ঞানের তপস্যায়॥
মোদের সকিনা, জাহানারা যেন বীর্য মূর্তিমতী,
আজো বহরের বাঁশিতে লায়লা ওহাবীর দীপ্তি,
নূরজাহা আর আয়েশা জননী অতুল নারী-সভায়॥
আঁচল ছেড়েছে বন্দিনী হ'ল সহসা আলোর লোভে,
মোদের মরিয়ম মেহদিল হতে দিয়াছে মানিকে ছেড়ে


১৪৪
For Kamal Mukherjee (H.M.V.)
সমবেত
ওরে আলয়ে আজ মহালয়া মা এসেছে ঘর।
তোরা উলু দেরে শঙ্খ বাজা, প্রদীপ জ্বেলে ধর।
(এল মা, আমার মা)॥
মাকে ভুলে ছিলাম ওরে
কাজের মাঝে সময় ফেরে,
আজ বরষ পরে মাকে ডাকছি মিলিয়ে সকলে।
(এল মা, আমার মা)॥
মা ছিল বলে সবাই গেছে তারে ভুলে
মার খেয়েছি যত তত ডেকেছি মা বলে।
মা এসেছে ছুটে রে ভাই
ভয় নাই রে আর ভয় নাই,
মা সঙ্গে এনেছে রে দশ হাতে তাঁর বর।
(এল মা, আমার মা)॥



৪৯

ভৈরবী

ওরে ও স্রোতের ফুল!
ভেসে ভেসে যাস্ একি অসহায়
কোথায় পায়-কূল।
কোন বাগিচার ঝরে কোন্ শাখিকার
নিভাইয়া নয়নের জ্যোতিঃ কার
কূলের কুসুম অকূল পাথারে
খুঁজিয়া ফিরিস্ তুই॥
ভবনের স্নেহ নারিল রাখিতে
টেনে ফেলে দিল যারে,
সারা ভুবনের স্নেহ কি কখনো
তাহারে বাঁধিতে পারে?
শপথ তোর জননীরে ছুঁই,
অভিমানী! ঘরে চল্ ফিরে তুই।
ধূলিতেও যদি ঝরিস্ সেথায়
স্বর্গ সেই অতুল॥

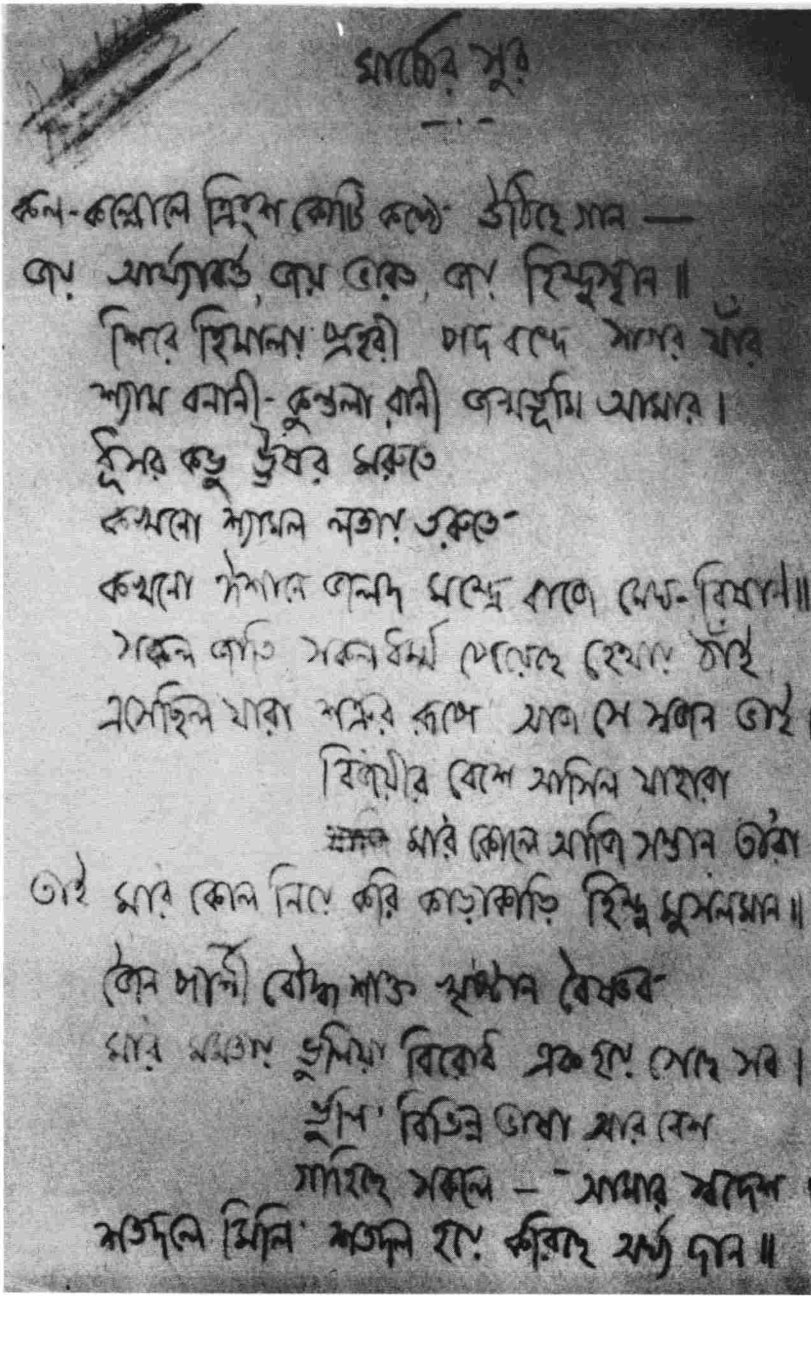
(৫৭)

কথা কও, কও কথা, হে দেবতা!
তুমি ত জান হে স্বামী আমার প্রাণের ব্যথা॥
মোর তরে আজি সকল দুয়ার
হইল বন্ধ, হে প্রভু আমার
তুমি খোলো দ্বার, সহেনা যে আর
সহেনা এ নীরবতা॥
(শুনি অসহায় মোর ক্রন্দন
গলিবেনা পাষাণের নারায়ণ?
ভোলো অভিমান, পায় লুটায় তোমার
পূজারিনী আশা হ[illegible]

Nilima Banerji!

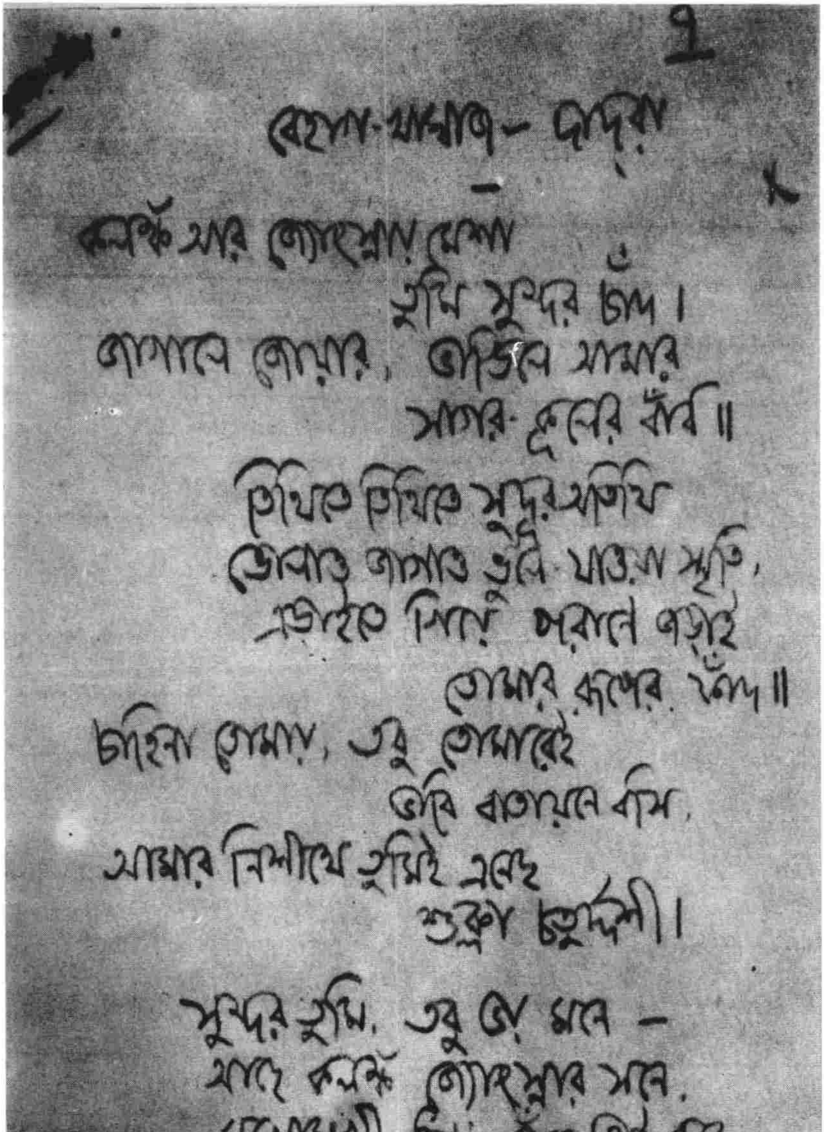
মচুরিয়া (খেমটা) ২০

রুমঝুমঝুম বাদল-নূপুর বোলে।
শ্যামল-বরন কে নাচে কে নাচে
গগন-কোলে॥
তার অঙ্গের লাবনী যেন ঝরে অবিরল
(হায়) শীতল মেখলা মতির ধারা জল
কদম ফুলের পীত উত্তরী তার
পুব হাওয়াতে দোলে।
ঝিলিমিলি ঝিলিকে তার বনমালার
আভাস দোলে
বনকুন্তল তার দুলে শ্যাম মনোহর
তাহারি অনুরাগে
তারি শিখী পাপিয়া "পিয়া পিয়া" গাহে
সাগর কাঁদে, নদীজল বহে,
ময়ূর ময়ূরী বনশবরী নাচে দুলে দুলে।



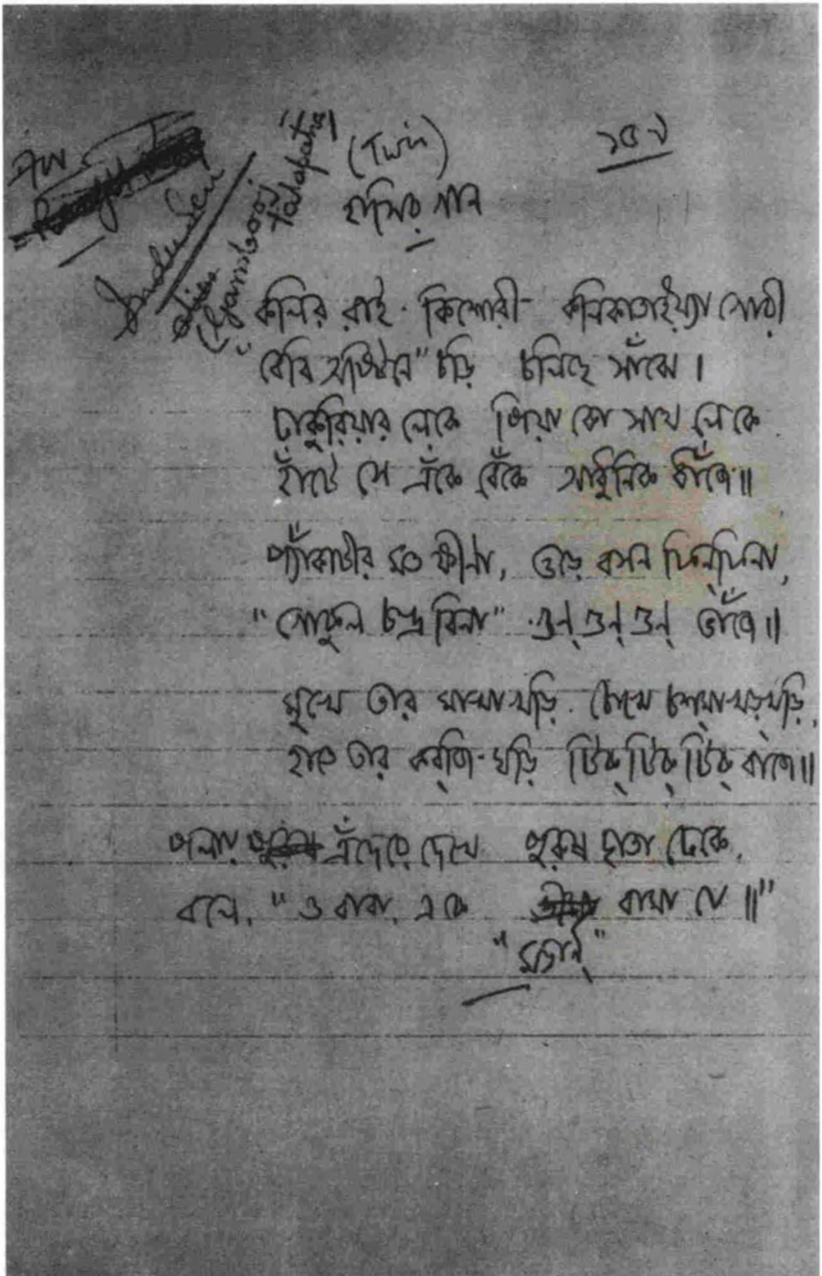
মার্চের সুর

কল-কল্লোলে ত্রিংশ কোটি কণ্ঠে উঠিছে গান —
জয় আর্য্যাবর্ত্ত, জয় ভারত, জয় হিন্দুস্থান ॥
শিরে হিমালয় প্রহরী চাঁদ বন্দে সাগরে যাঁর
শ্যাম বনানী-কুন্তলা রাণী জন্মভূমি আমার।
ধূসর কভু ভূধর মরুতে
কখনো শ্যামল লতায় তরুতে
কখনো ঈশানে জলদ মন্দ্রে বাজে দেব-বিষাণ ॥
সকল জাতি সকল ধর্ম্ম পেয়েছে হেথায় ঠাঁই
এসেছিল যারা শত্রুর রূপে আজ সে স্বজন ভাই।
বিজয়ীর বেশে আসিল যাহারা
মার কোলে আজি সন্তান তারা
তাই মার কোল নিয়ে করি কাড়াকাড়ি হিন্দু মুসলমান ॥
জৈন পার্সী বৌদ্ধ শাক্ত খৃষ্টান বৈষ্ণব
মার মমতায় ভুলিয়া বিরোধ এক হয়ে গেছে সব।
ধরি' বিভিন্ন ভাষা আর বেশ
গাহিছে সকলে — "আমার স্বদেশ"।
শতদলে মিলি' শতদল হয়ে করিছে অর্ঘ্য দান ॥



বেহাগ-খাম্বাজ – দাদ্‌রা

কলঙ্ক আর জ্যোৎস্নায় মেশা
তুমি সুন্দর চাঁদ।
জাগালে জোয়ার, ভাঙিলে আমার
সাগর-কূলের বাঁধ॥
তিথিতে তিথিতে সুদূর অতিথি
ভোলাও জাগাও ভুলে-যাওয়া স্মৃতি,
এড়াইতে গিয়ে সরালে জড়াই
তোমার রূপের ফাঁদ॥
চাহিনা তোমায়, তবু তোমারেই
ভাবি বাতায়নে বসি,
আমার নিশীথে তুমিই এনেছ
শুক্লা চতুর্দশী।
সুন্দর তুমি, তবু ভয় মনে –
থাকে কলঙ্ক জ্যোৎস্নার সনে,
মুখোমুখী বসি' কাঁদে তাই বুকে
সাধ আর অবসাদ॥



১৩৯

(Twin)

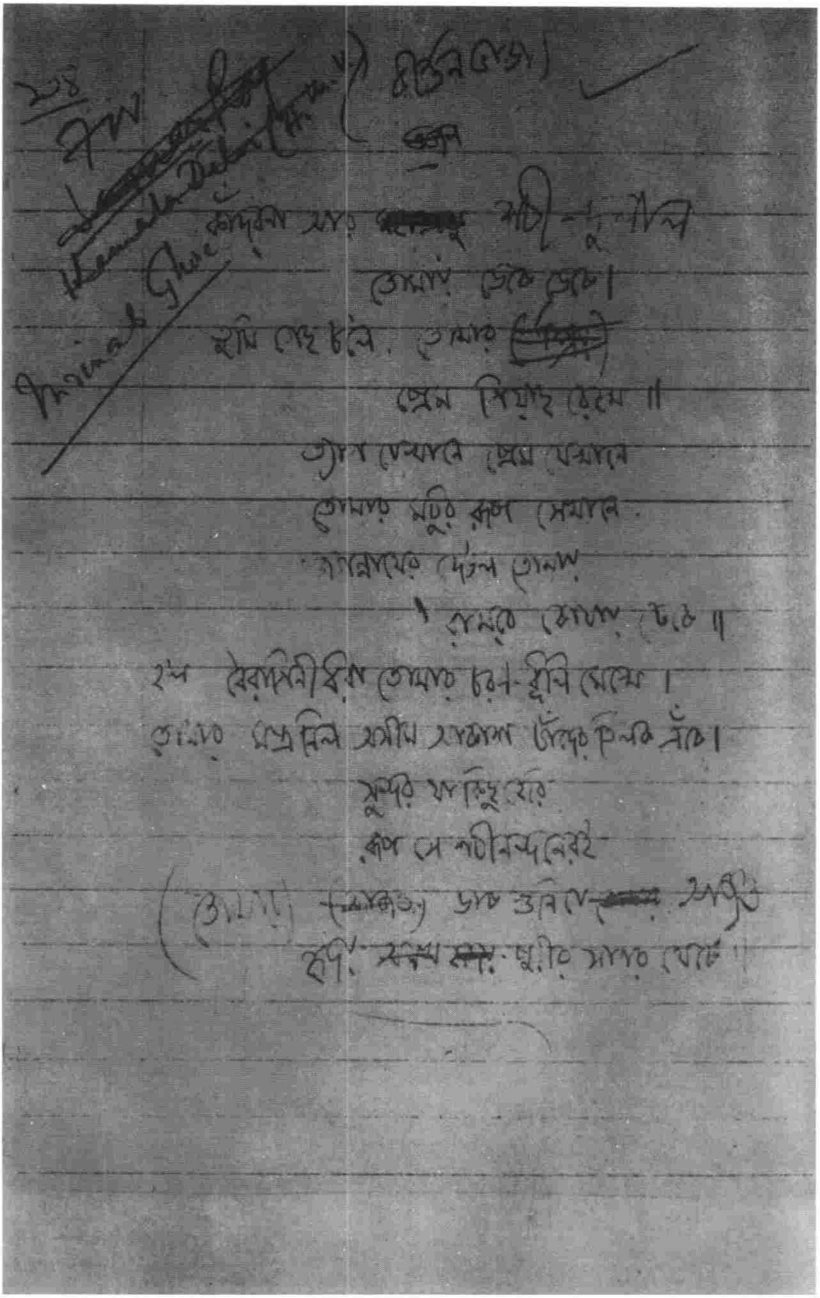
হাসির গান

কলির রাই কিশোরী কলিকাতাইয়া গোরী
বেবি অস্টিনে" চড়ি চলিছে সাঁঝে।
ঢাকুরিয়ার লেকে পিয়া কো সাথ লেকে
হাঁটে সে এঁকে বেঁকে আধুনিক সাজে॥

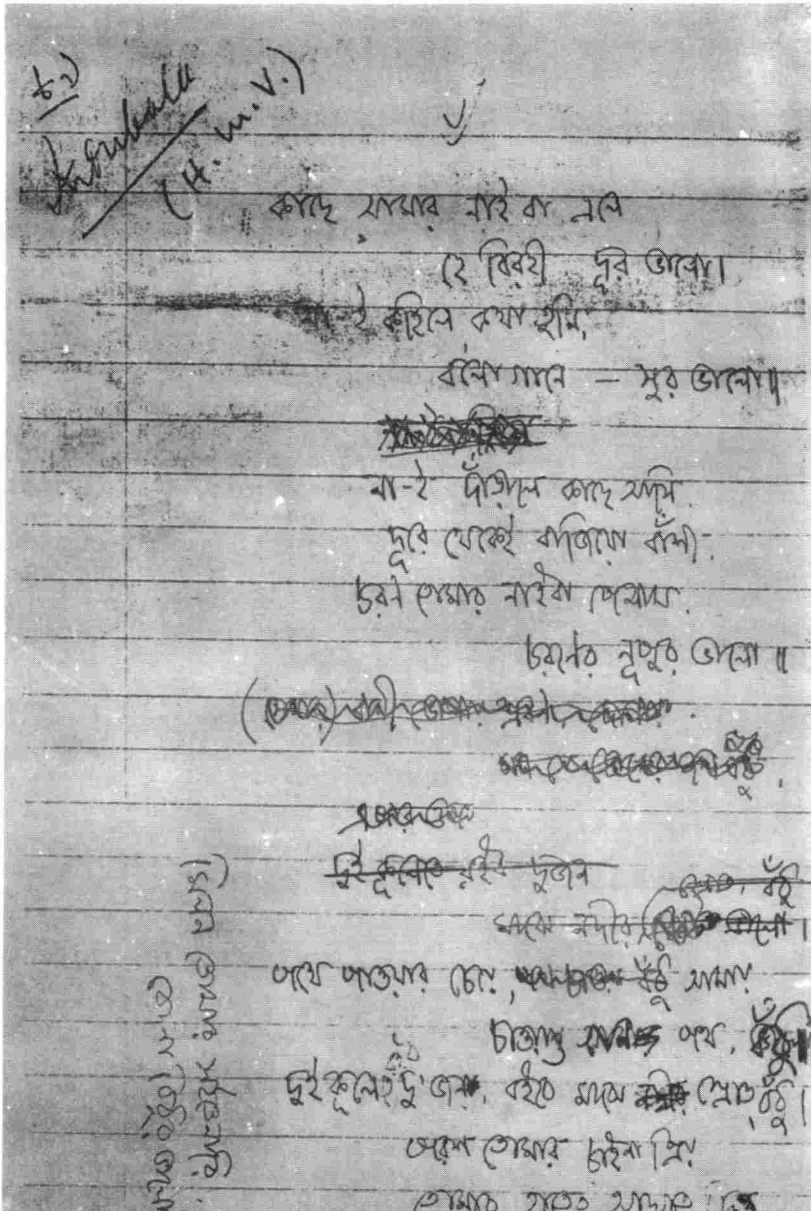
প্যাঁকাটির মত ফীগার, ওড়ে বসন ফিনফিনে,
"গোকুল চন্দ্র বিনা" গুন্ গুন্ গুন্ ভাঁজে॥

মুখে তার মাখন খড়ি, চোখে চশমা খড়খড়ি,
হাতে তার কব্জি-ঘড়ি টিক্ টিক্ টিক্ বাজে॥

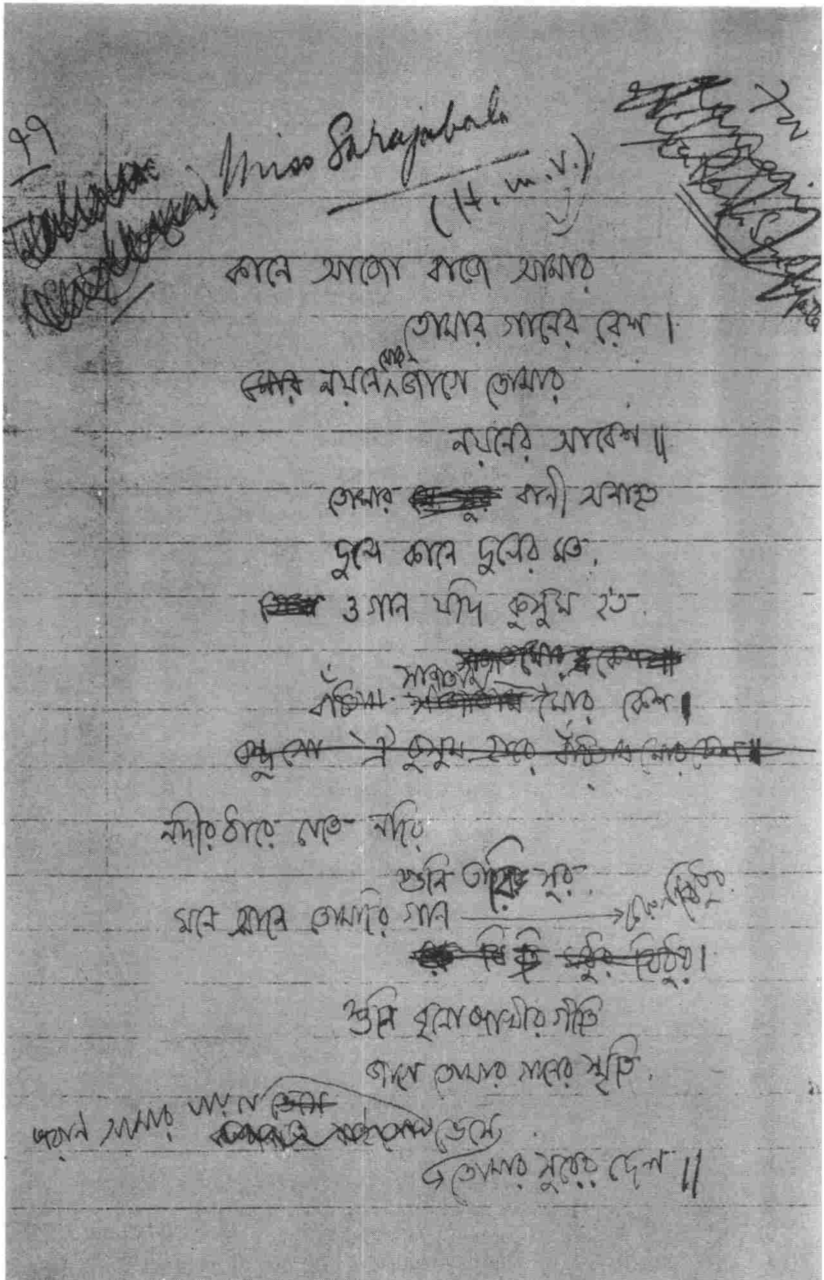
লোকে ~~বুড়ো~~ এঁদেরে দেখে পুরুষ হতো ঢেকে,
বলে, "ও বাবা, এ কে ~~[illegible]~~ "মডার্ন" বামা দে॥"



কাঁদবনা আর শচী-দুলাল
তোমায় ডেকে ডেকে।
তুমি গেছ চলে, তোমার
প্রেম গিয়াছ রেখে॥
প্রাণ যেখানে প্রেম যেখানে
তোমার মূর্তি রূপ সেখানে
[illegible]
[illegible]॥
হল বৈরাগিনী বিশ্ব তোমার চরণ-ধূলি মেখে।
সুন্দর যা কিছু হেরি
রূপ সে শচীনন্দনেরই


(H.M.V.)

কাছে আমার নাই বা এলে
হে বিরহী, দূর ভালো।
নাই কহিলে কথা তুমি,
বলো গানে — সুর ভালো॥
নাই দাঁড়ালে কাছে আসি
দূরে থেকেই বাজিয়ো বাঁশী।
চরণ তোমার নাইবা হেরিলাম
চরণের নূপুর ভালো॥
পথে তাকায় চেয়ে, বঁধু আমায়
চাওয়াই পথ, বঁধু
দুই কূলেই দু'জন, বইবে মাঝে স্রোত বঁধু।
পেলাম তোমায় চাইনা প্রিয়
তোমার হাতের আঘাত দিও।

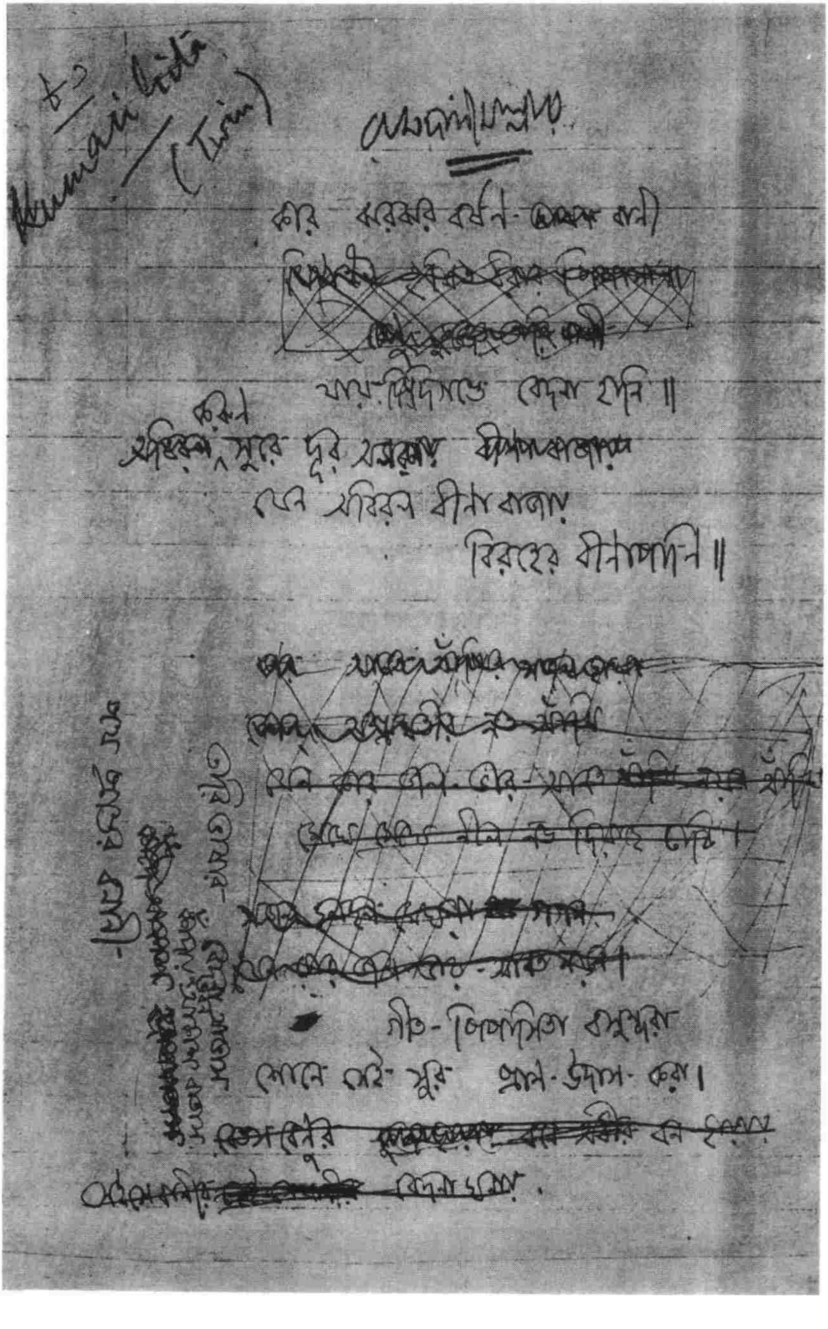


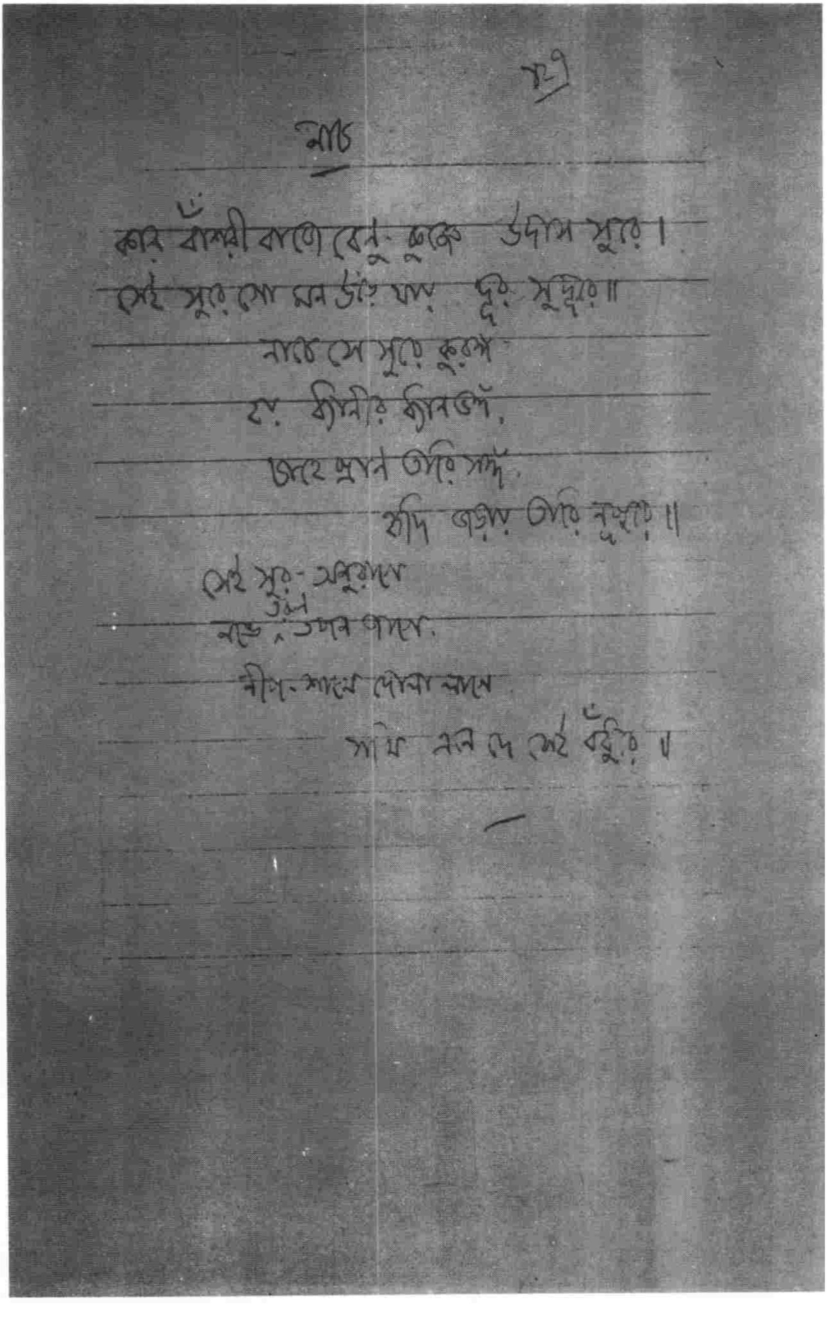
Miss Sarajubala (H.M.V.)

কানে আজো বাজে আমার
তোমার গানের রেশ।
নয়নে জাগে তোমার
নয়নের আবেশ ॥
তোমার বাণী যত
দুখে কানে সুরের মত,
ও গান যদি কুসুম হ'ত
মোর কেশ।

নদীর তীরে যেতে নদীর
শুনি তাহার সুর।
মনে জাগে তোমার গান

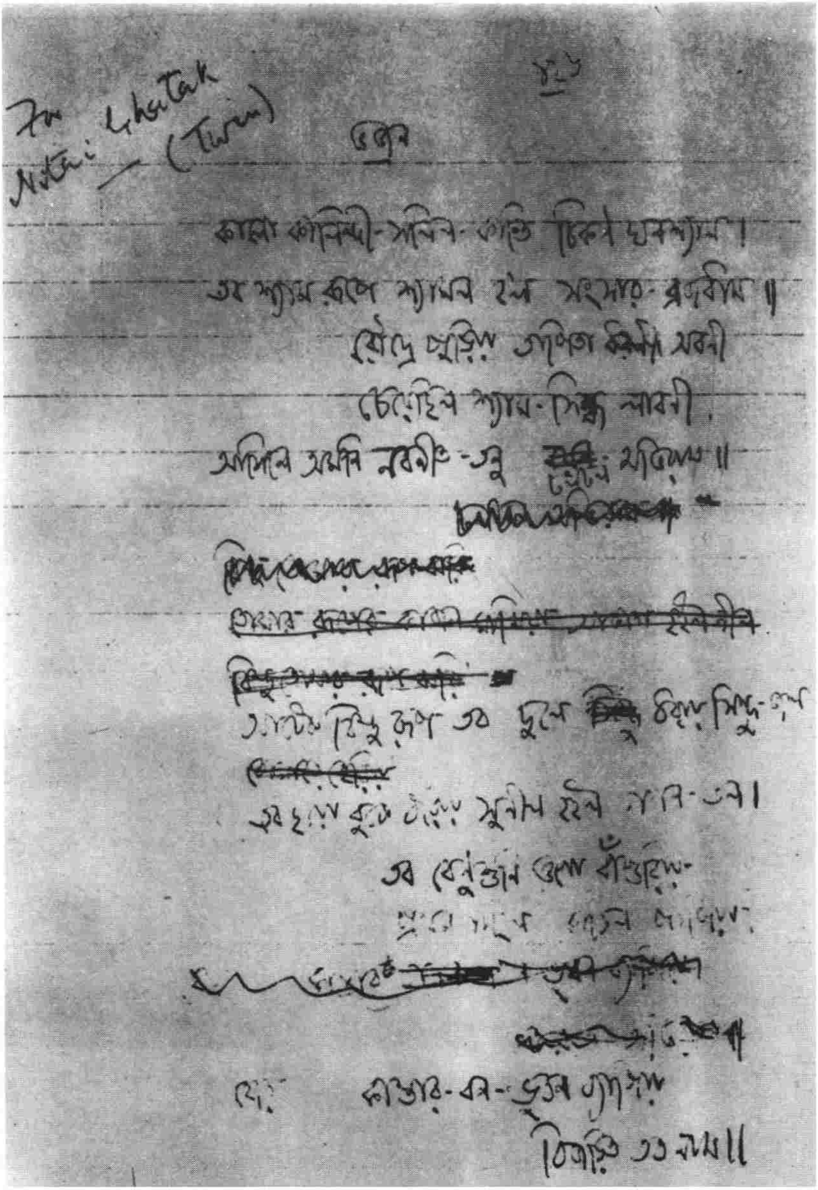
শুনি হৃদয়ে আঁখির গীতি
জাগে তোমার গানের স্মৃতি
তোমার সুরের দেশ ॥





নাচ

কার বাঁশরী বাজে বেণু-কুঞ্জে উদাস সুরে।
সেই সুরে মোর মন উড়ে যায় দূর সুদূরে॥
নাচে সে সুরে কুরঙ্গ
হয় শিখীর [illegible],
জাগে প্রাণে তারি সঙ্গ,
হৃদি জড়ায় তারি নূপুরে॥
সেই সুর-অনুরাগে
নাচে উতল [illegible],
নীপ-শাখে দোলা লাগে
সখি এল সে সেই বঁধুরে॥



কালো কালিন্দী-সলিল-কান্তি চিকন ঘনশ্যাম।
তব শ্যাম রূপে শ্যামল হ'ল সংসার-ব্রজধাম॥

Tune
Mitali Das

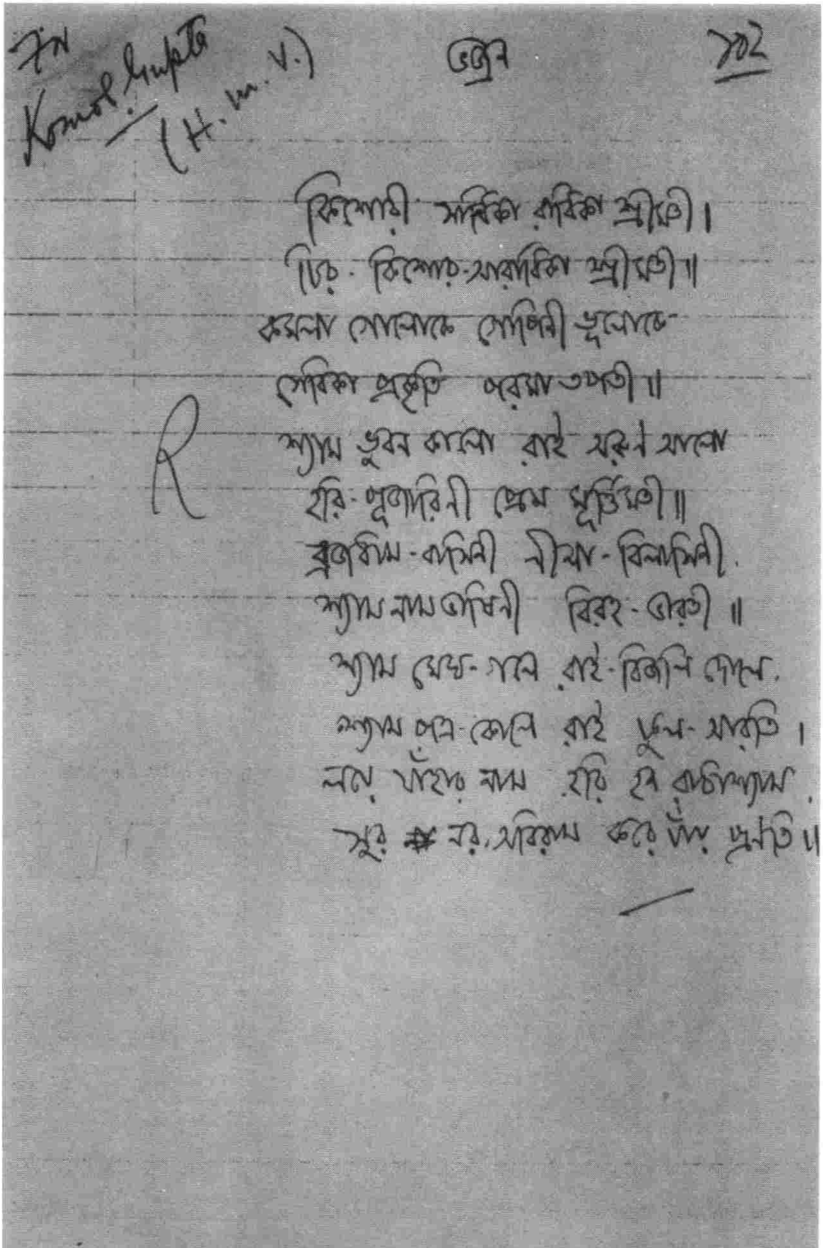
22

শ্যামা-সঙ্গীত

কি নামে ধরে ডাকব তোরে, মা তুই দে বলে।
কি নামে ধরে কাঁদলে পরে ধরে তুলিস্ কোলে।
মা তুই দে বলে॥

বনে খুঁজি মনে খুঁজি
পাইনে দেখা, ঘরে ~~খুঁজি~~ খুঁজি,
মন্দিরে যাই কেঁদে লুটাই মা গো
পাষাণ-প্রতিমা মা তোর একটুও না টলে॥

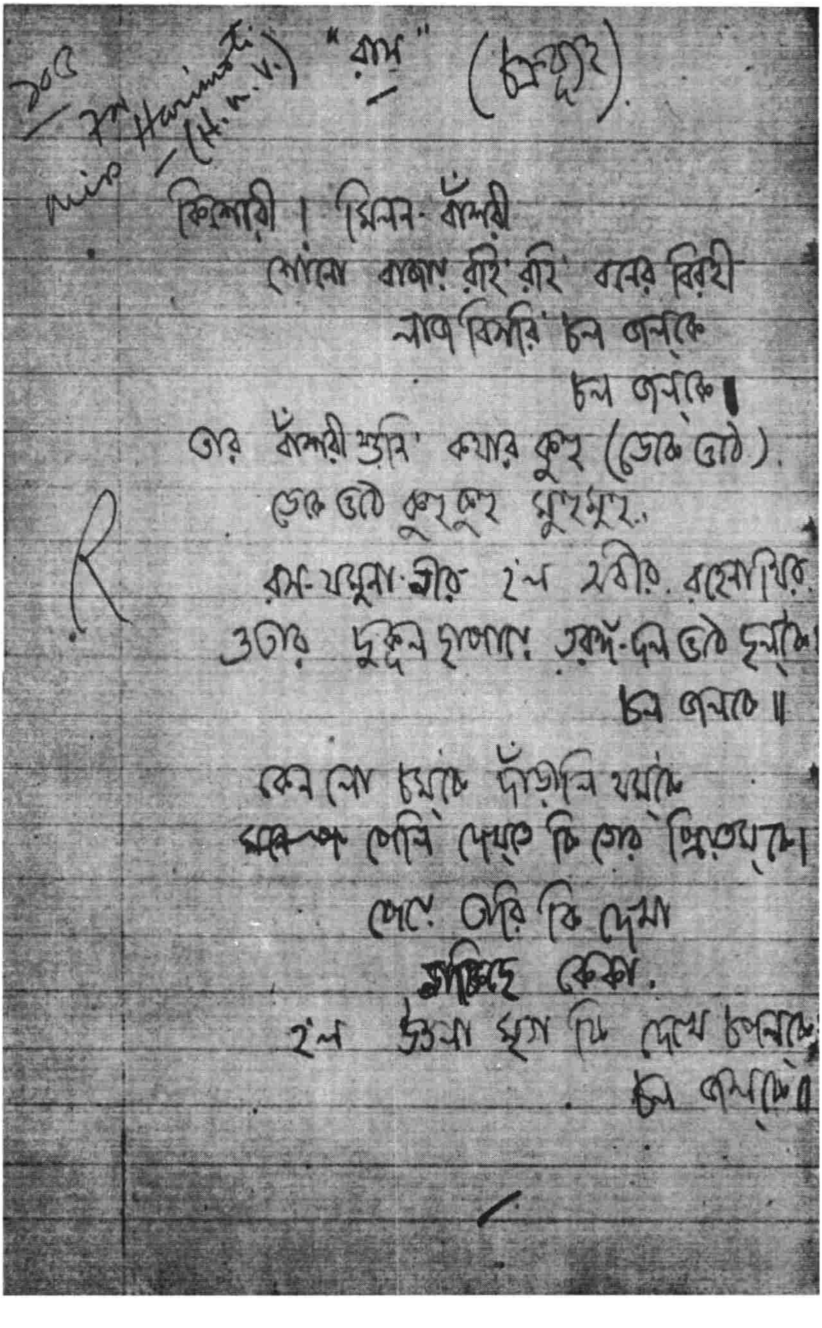
কোলে যদি না নিবি মা গো থাকবি কেন তবে?
(আমি) জনম নিয়ে এসেছিলাম তোর কোলেরই লোভে।
আমি রইব নাকি মা না পেয়ে
মরণ দে মা তোমার কোলে,
২ হেন জীবনে কোন প্রয়োজন মা গো.
(আমি) ছুটি যাব মা মরতে পারি মা যদি পাই কোলে॥



For Kamal Gupta (H.M.V.)

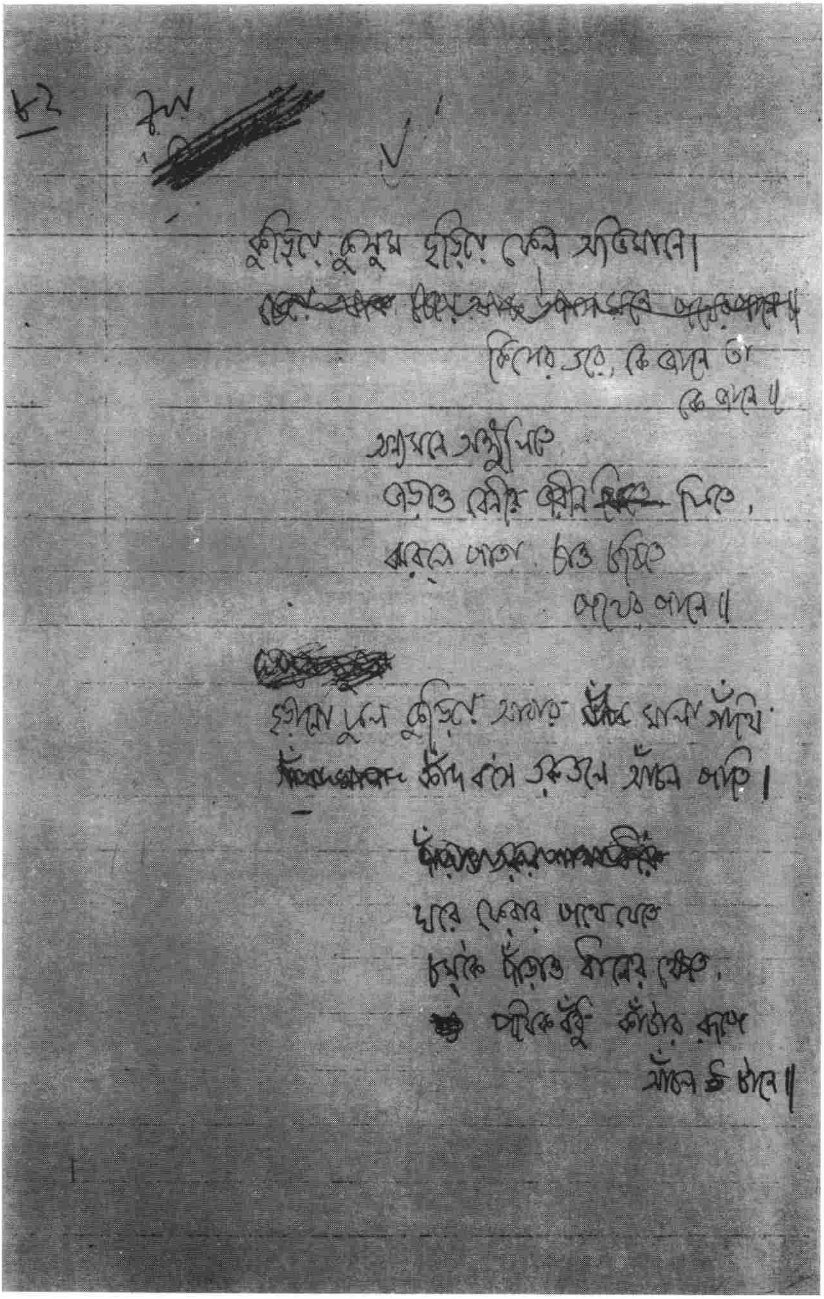
ভজন ১০২

কিশোরী সাধিকা রাধিকা শ্রীমতী।
চির-কিশোর-আরাধিকা শ্রীমতী॥
কমলা গোলোকে গোপিনী ভূলোকে
সেবিকা প্রকৃতি পরমা সতী॥
শ্যাম ভুবন কালো রাই ভুবন আলো
হরি-সোহাগিনী প্রেম মূরতিমতী॥
ব্রজধাম-বাসিনী লীলা-বিলাসিনী
শ্যাম নাম জপিনী বিরহ-আরতী॥
শ্যাম মেঘ-গগনে রাই-বিজলি দোলে,
শ্যাম চন্দ্র-কোলে রাই ফুল-আরতি।
লয়ে যাঁহার নাম হরি হন রাধাশ্যাম,
সুর-নর অবিরাম করে যাঁর প্রণতি॥



২০৩ Miss Harimati (H.M.V.) "বাস" (চৈত্র)

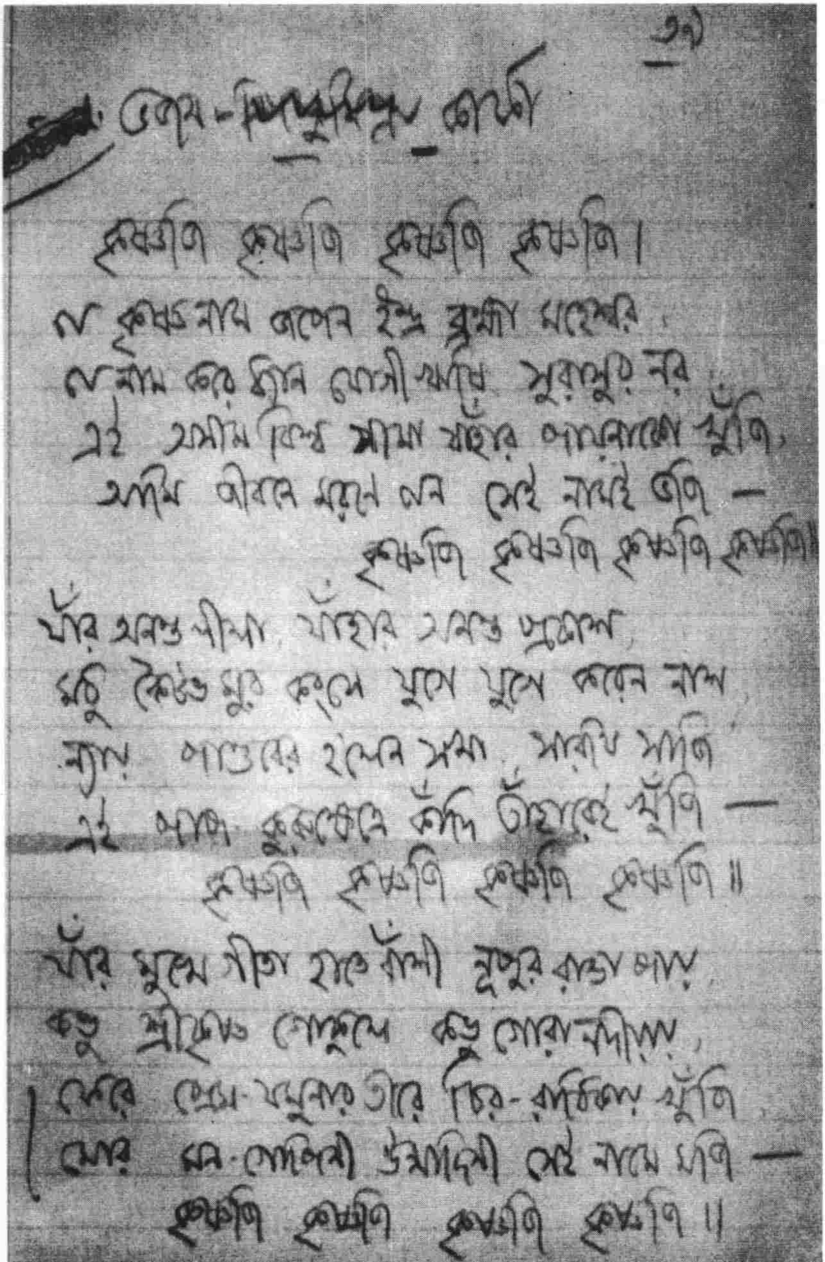
কিশোরী ! মিলন-বাঁশরী
শোনো বাজায় রহি' রহি' বনের বিরহী
আজ কিশোরি চল জলকে
চল জলকে ।
ওর বাঁশরী শুনি' কদম্ব কুঞ্জ (জেগে ওঠে)
জেগে ওঠে কুহু কুহু মুহু মুহু
রস-যমুনা-তীরে হ'ল অধীর রহি রহি
ওঠে দুকূল হারায় তরঙ্গ-দল ওঠে দুলে
চল জলকে ॥
কেন লো চমকে দাঁড়ালি থমকে
পেলি দেখতে কি তোর প্রিয়তমে
পেয়ে তারি কি দেখা
জাগিছে কেকা
হ'ল উতলা মৃগ কি দেখে চলিতে
চল জলকে ॥



কুড়িয়ে কুসুম ছড়িয়ে ফেল অভিমানে।
কিসের তরে, কে জানে তা
কে জানে॥
অনাদরে অঞ্জলিতে
জড়াও বেণীর বাঁধন ফিতে,
ঝরলে পাতা চাও চকিতে
পথের পানে॥

হারানো ফুল কুড়িয়ে আবার মালা গাঁথি
চাঁদ বসে একজনে আঁচল পাতি।

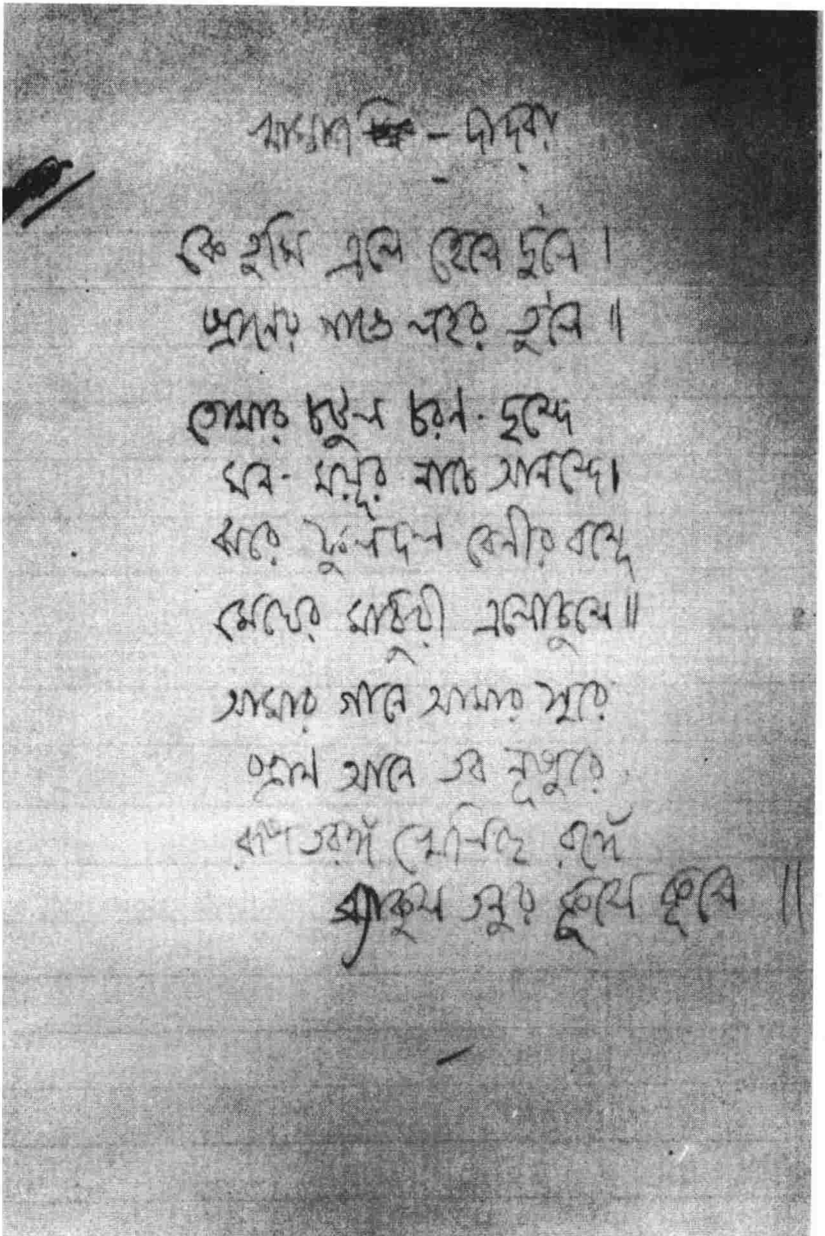
ধারে একার পথে যেতে
চমকে দাঁড়াও কাহার ক্ষেতে,
পথিক বঁধু কাঁটার ঘায়ে
আঁচল কি টানে॥



৩৭

ভৈরব-সিন্ধু — কার্ফা

কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি।
যে কৃষ্ণ-নাম জপেন ইন্দ্র ব্রহ্মা মহেশ্বর,
যে নাম করে ধ্যান যোগী ঋষি সুরাসুর নর,
এই অসীম বিশ্ব সীমা যাঁহার আপনাকে খুঁজি,
আমি জীবনে মরণে মন সেই নামই ভজি —
কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি।
যাঁর অনন্ত লীলা, যাঁহার অনন্ত প্রকাশ,
মধু কৈটভ মুর কংসে যুগে যুগে করেন নাশ,
ন্যায় পাণ্ডবের হলেন সখা, সারথি সাজি
এই মোহ-কুরুক্ষেত্রে কাঁদি তাঁহারে খুঁজি —
কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি ॥
যাঁর মুখে গীতা হাতে বাঁশী নূপুর বাজে পায়,
কভু শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে কভু গোরা নদীয়ায়,
ফেরে প্রেম-যমুনার তীরে চির-রাধিকায় খুঁজি,
মোর মন-যোগিনী উন্মাদিনী সেই নামে মজি —
কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি ॥

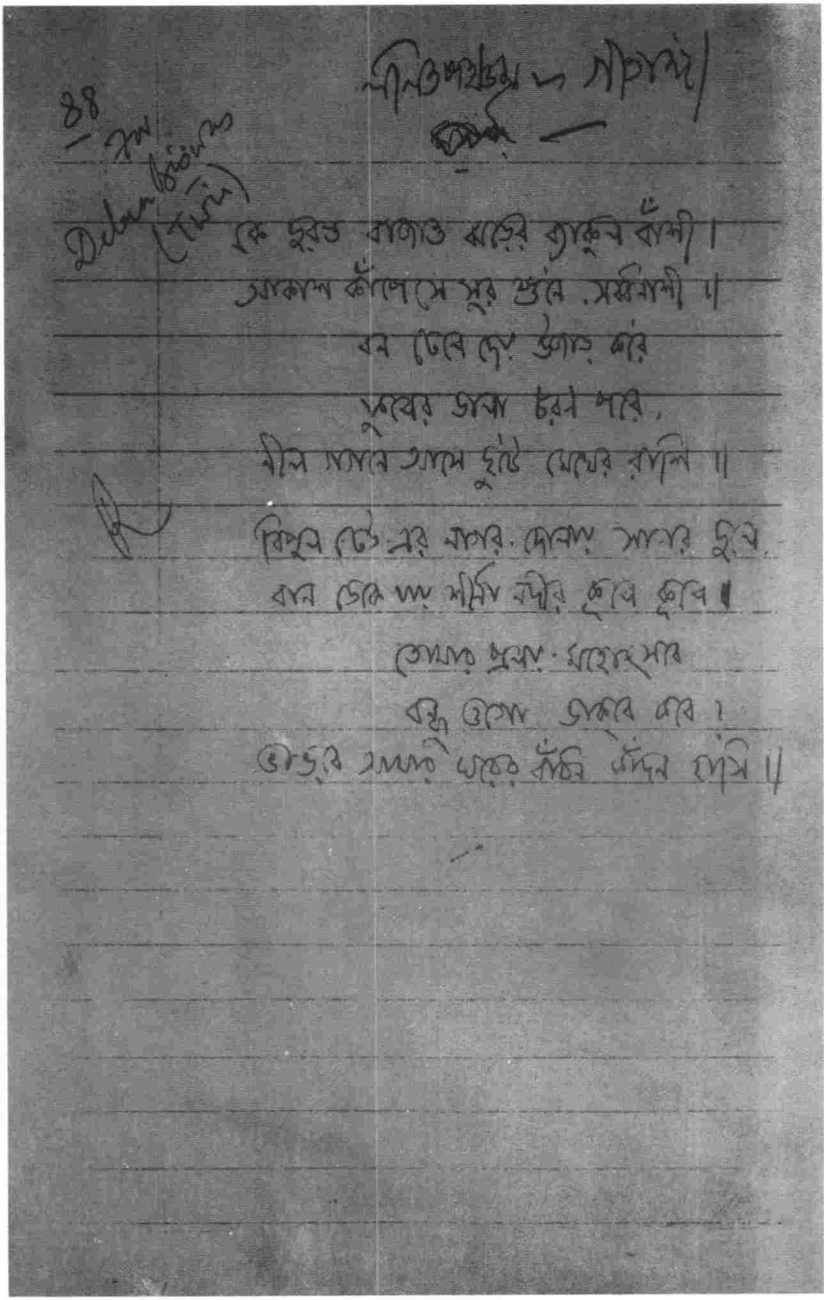


খাম্বাজ — দাদরা

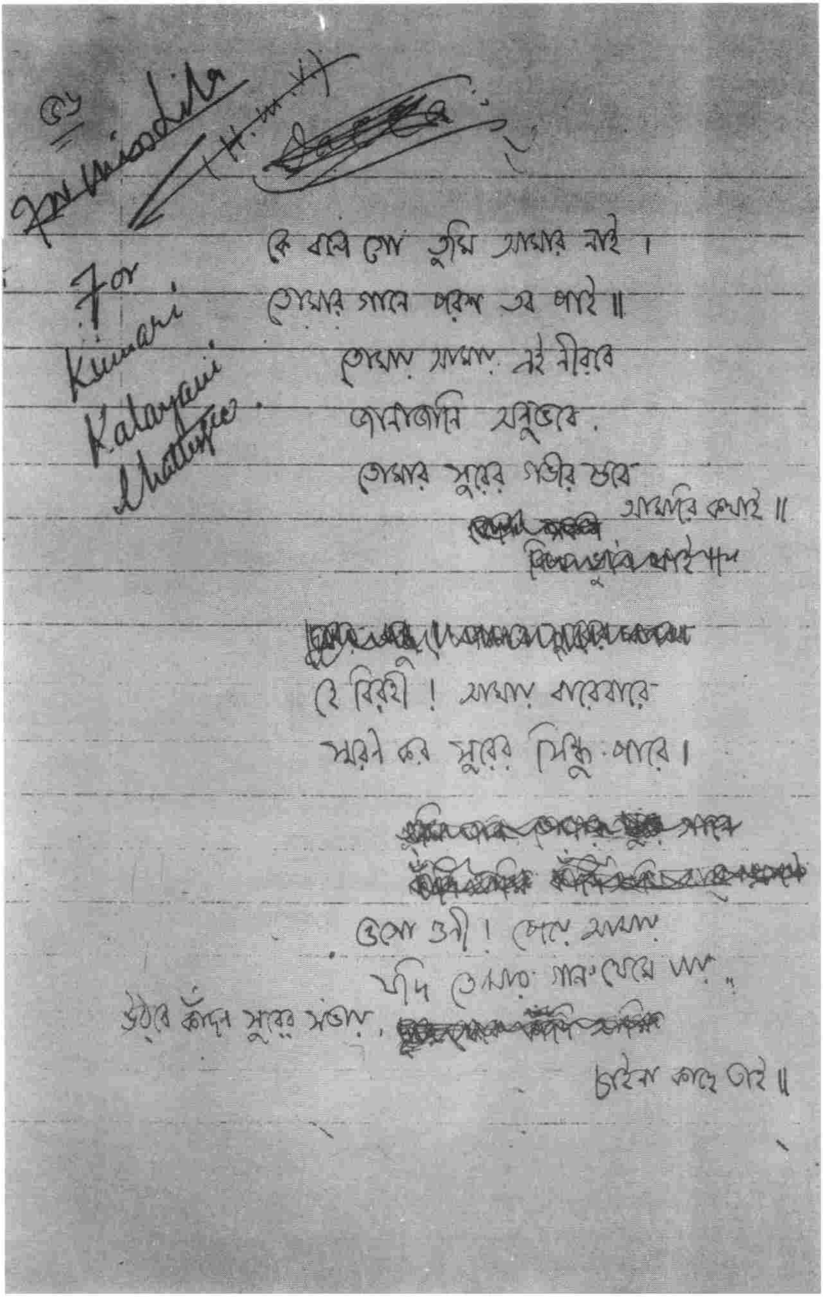
কে তুমি এলে হেলে দুলে।
অলস পায়ে লহর তুলে ॥

তোমার নূপুর চরণ-ছন্দে
বন-ময়ূর নাচে আনন্দে।
ঝরে যুঁই-দল বেণীর বন্ধে
মেঘের মাধুরী এলোচুলে ॥

আমার গানে আমার সুরে
ওগো আনে তব নূপুরে
বাঁধা তরঙ্গ [illegible] ধায়
আকুল সুর দুলে দুলে ॥



কে দুরন্ত বাজাও ঝড়ের ব্যাকুল বাঁশী।
আকাশ কাঁপে সে সুর শুনে সর্বনাশী॥
বন ঢেকে দেয় আঁধার করে
সুরের জটা চরণ পরে,
নীল গগনে আসে ছুটে মেঘের রাশি॥
বিজুলি ঢেউ-এর নাচে খেলায় সাগর দুলে,
বান ডেকে যায় শীর্ণ নদীর কূলে কূলে।
তোমার দোলায় মহোৎসবে
বন্ধু ওগো জাগবে কবে?
ভাঙবে আমার ঘরের বাঁধন সেদিন হাসি॥

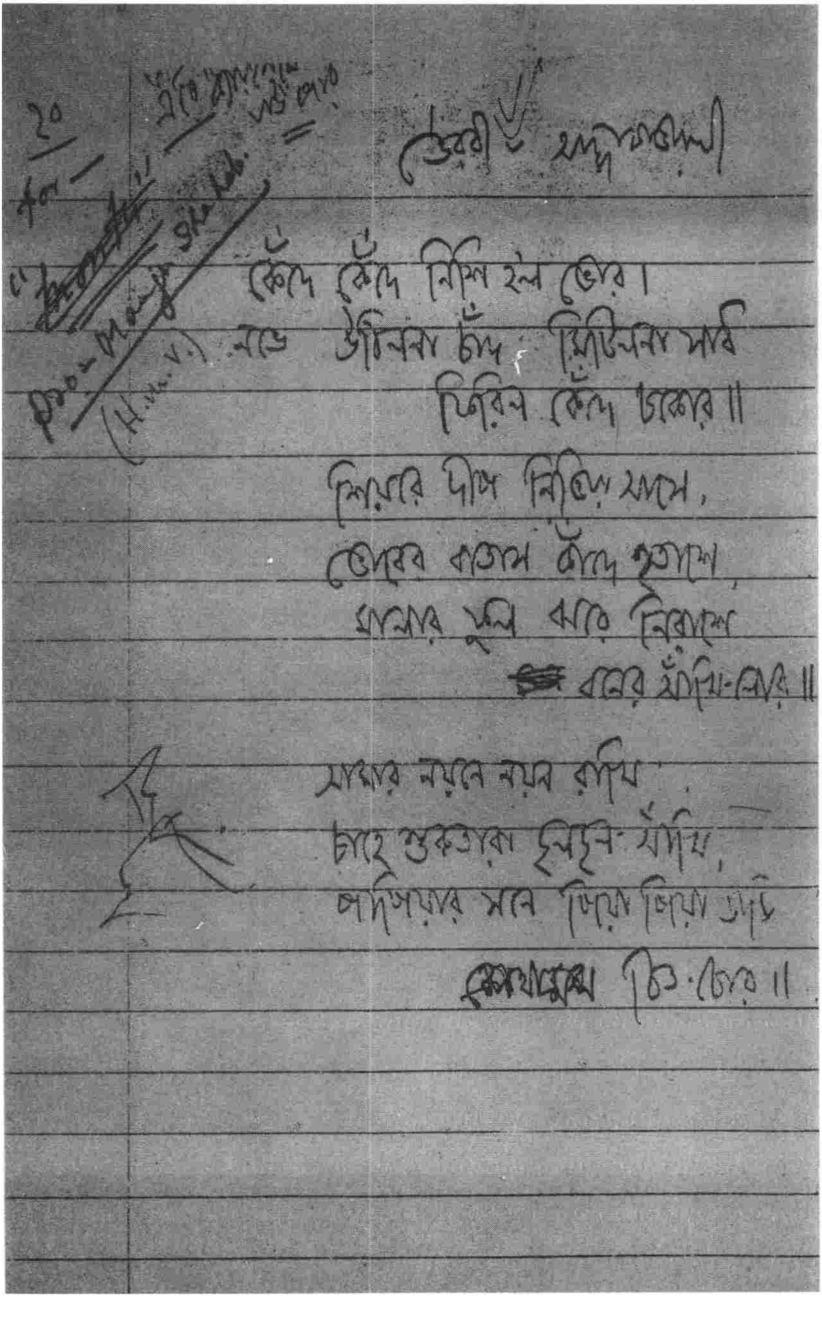


For
Kumari
Katayani
Chatterjee

কে বলে গো তুমি আমার নাই।
তোমার গানে পরশ তব পাই॥
তোমায় আমায় নই নীরবে
জানাজানি অনুভবে।
তোমার সুরের গভীর স্তবে
আমারি কথাই॥

হে বিরহী! আমায় বারেবারে
স্মরণ কর সুরের সিন্ধু-পারে।

ওগো গুণী! গেয়ে আমায়
যদি তোমার গান গেয়ে যায়,
ঊর্ধ্বে কাঁদে সুরের সভায়,
চাইনা কাছে তাই॥



কেঁদে কেঁদে নিশি হল ভোর।
উঠিল না চাঁদ, মিটিল না সাধ
ফিরিল কেঁদে চকোর॥
শিয়রে দীপ নিভিল হেসে,
ভোরের বাতাস কাঁদে হুতাশে,
মালার ফুল ঝরে নিরাশে
বনের আঁখি-লোর॥
মায়ার নয়নে নয়ন রাখি
চাহে শুকতারা ছলছল আঁখি,
পাপিয়ার সনে পিয়া পিয়া ডাকি
চিত-চোর॥

(দিনের) দুর্গা — দাদ্‌রা/কাওয়ালী

কেন আসিলে, যদি যাবে চলি।
গাঁথিলে না মালা ছিঁড়ে ফুল-কলি ॥
কেন বারেবারে আসিয়া দুয়ারে
ফিরে গেলে চাহি' কথা নাহি বলি' ॥

কি কথা কহিতে আসিয়া নিশীথে
শুধু ব্যথা-গীতি গেলে মোরে ছলি' ॥
অলকের কাছে কুসুম দুলায়ে
নিশীথে নূপুর উড়ে গেলে অলি ॥
কবি শুধু জানে কোন অভিমানে
চাহি যারে যারে

New Bina chatterji

ভৈরবী

কেন জল নয়নে

কি হবে জানিয়া বল (কেন জল নয়নে)।
তুমি ত ঘুমায়ে রহ সুখে ফুল-শয়নে॥

১। নিশীথে পাপিয়া পাখী এমনি ত ওঠে ডাকি,
তেমনি ঝুরিছে আঁখি বুঝি এ অকারণে॥

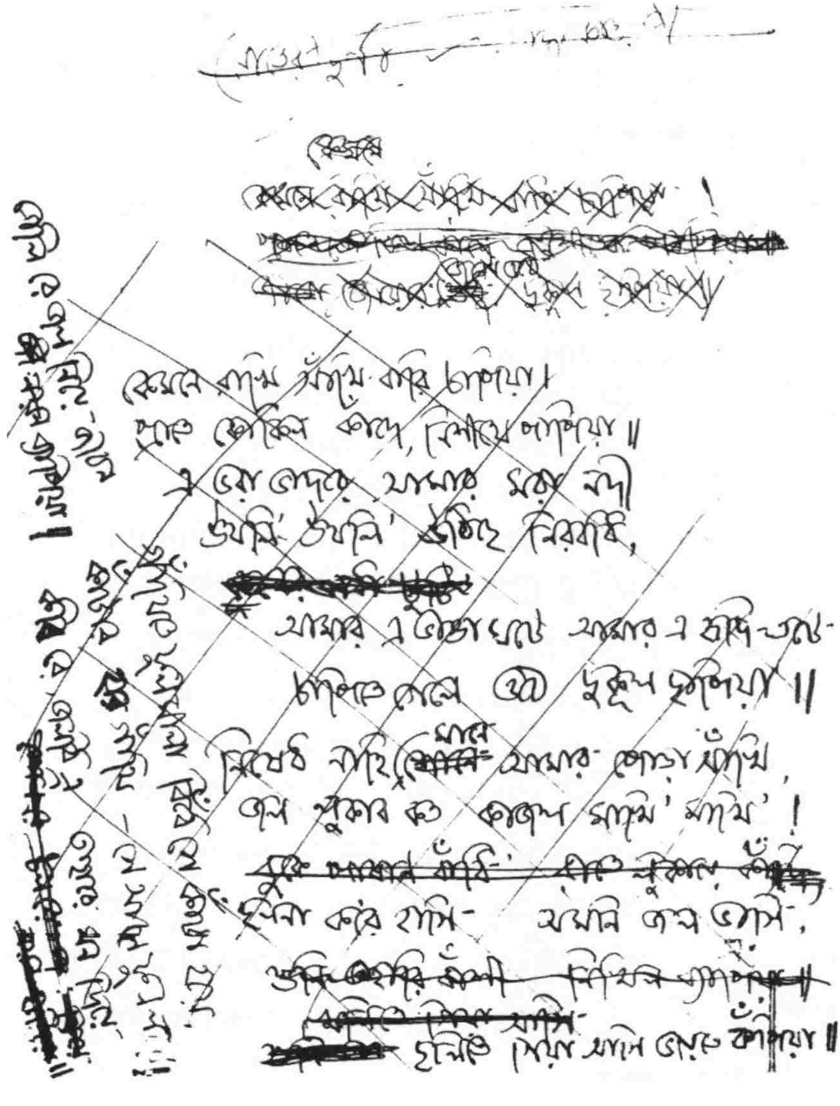
২। কে শুধায় বল তারে চখী কেন কেঁদে মরে,
এমনি চাতক তরে মেঘ ঝুরে গগনে॥

কেঁদে কেঁদে নিশি হল ভোর।
নভে উঠিলনা চাঁদ মিটিলনা সাধ
ফিরিল কেঁদে চকোর॥
শেজের দীপ নিভিয়া আসে,
ভোরের বাতাস কাঁদে হুতাশে,
মালার ফুল ঝরে নিরাশে
যেন মোর আঁখি-লোর॥
আমার শয়নে নয়ন রাখি
চাহে শুকতারা ছলছল আঁখি,
পাপিয়ার সনে পিয়া পিয়া ডাকি
এল এল চিত-চোর॥

(রাগেশ্রী) দুর্গা — আদ্ধা কাওয়ালী

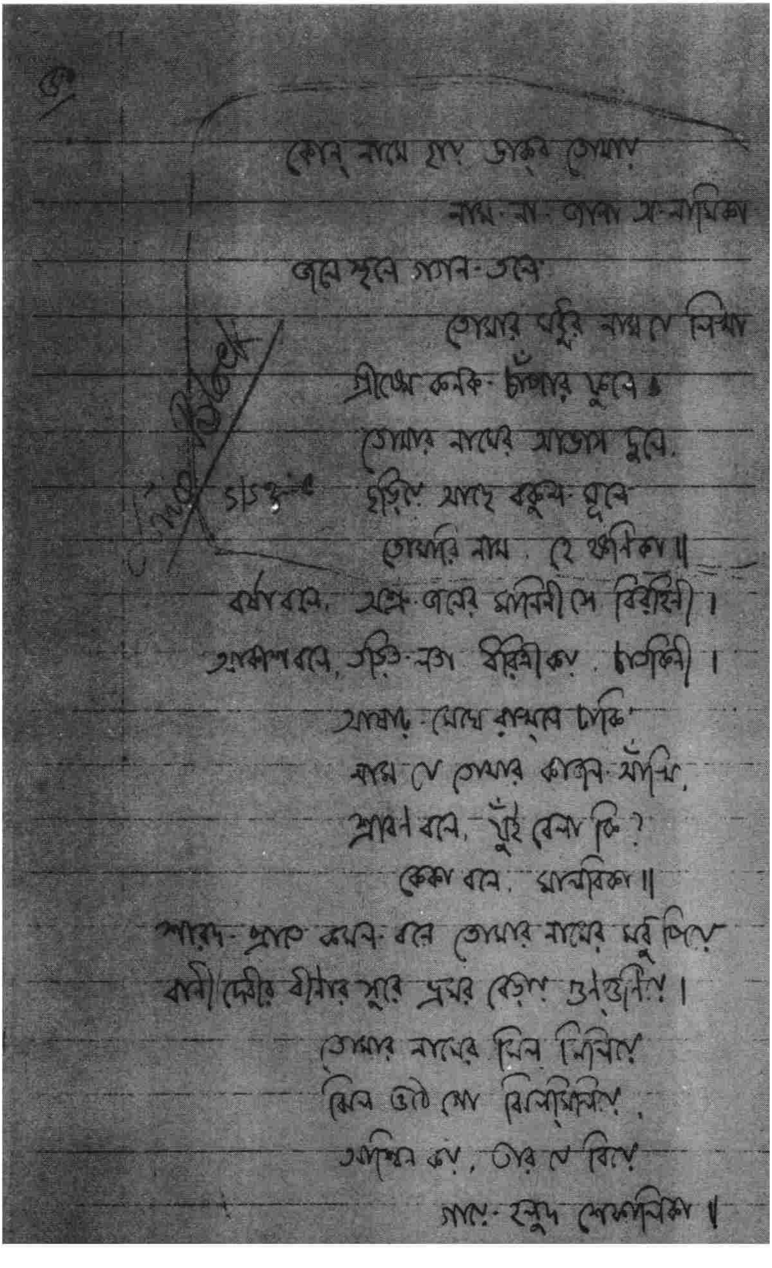
কেমনে রাখি আঁখি-বারি চাপিয়া।
প্রাতে কোকিল কাঁদে, নিশীথে পাপিয়া॥
এ ভরা ভাদরে আমার মরা নদী
উথলি' উথলি' উঠিছে নিরবধি,
আমার ভাঙা ঘাটে আমার বাঁধ-তটে
চাপিতে গেলে ওঠে দুকূল ছাপিয়া॥
নিষেধ নাহি মানে আমার পোড়া আঁখি,
জল লুকাব কত কাজল মাখি' মাখি'।
ছলনা করে হাসি অমনি জলে ভাসি,
ছলিতে গিয়া আসি ভয়েতে কাঁপিয়া॥
গাঁথিতে ফুলমালা বিঁধে সে কাঁটা হয়ে,
কাঁটার হার গাঁথি — সে আসে ফুল লয়ে!
কবি রে, জনমি এ তাহারে মন দিয়ে
গেলি রে জল নিয়ে জীবন ব্যাপিয়া॥

[illegible]
২৭-১-১৯২৭
দুপুর

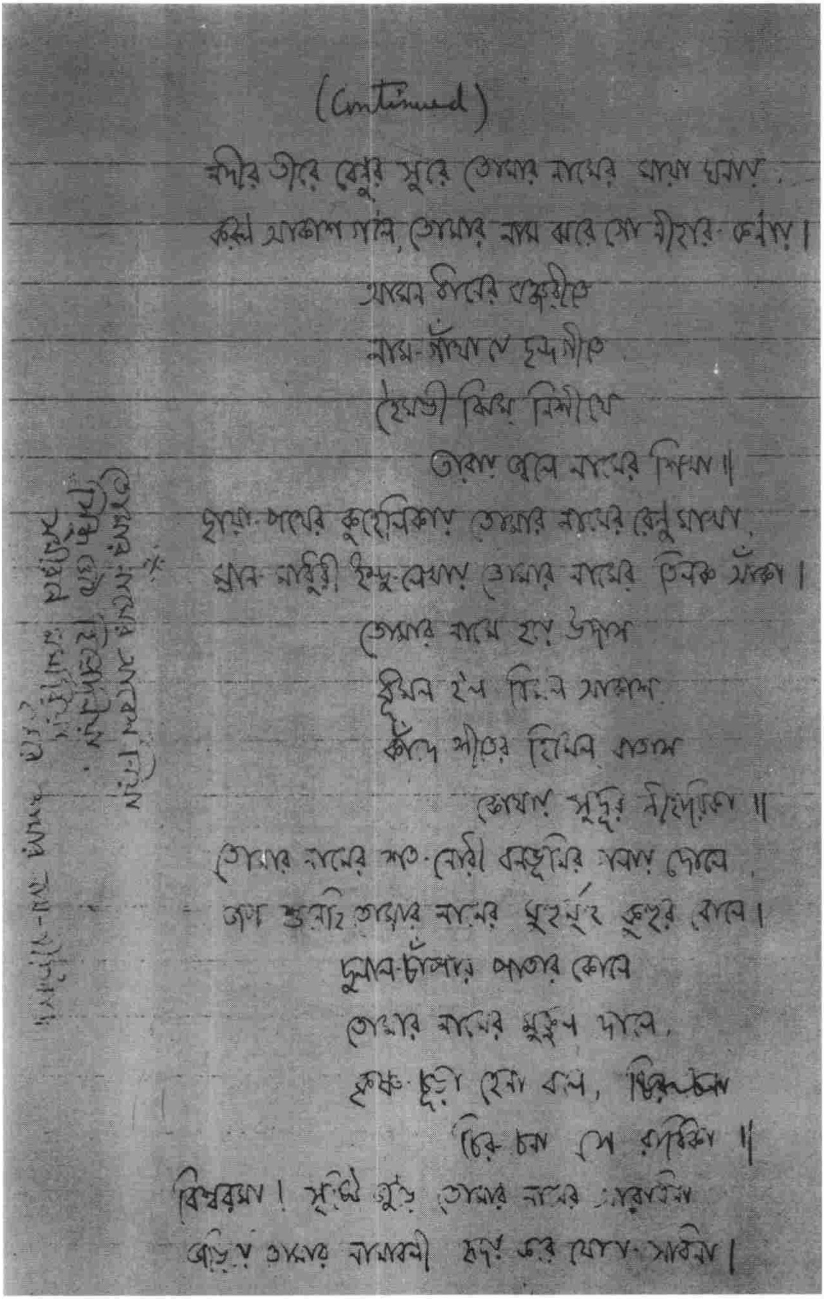


কেমনে রাখি আঁখি-বারি চাপিয়া।
প্রাতে কোকিল কাঁদে, নিশীথে পাপিয়া॥
এ ভরা ভাদরে আমার মরা নদী
উছলি' উথলি' উঠিছে নিরবধি,
আমার এ ভাঙা ঘাটে আমার এ হৃদি-তটে
চাহিতে গেলে ওঠে দুকূল ছাপিয়া॥
নিষেধ নাহি মানে আমার পোড়া আঁখি,
জল লুকাব কত কাজল মাখি' মাখি'!
হেনা করে হাসি- যখনি জল আসে,
হাসিতে গিয়ে যায় ওষ্ঠ কাঁপিয়া॥

কোন্ নামে হায় ডাক্‌ব তোমায়

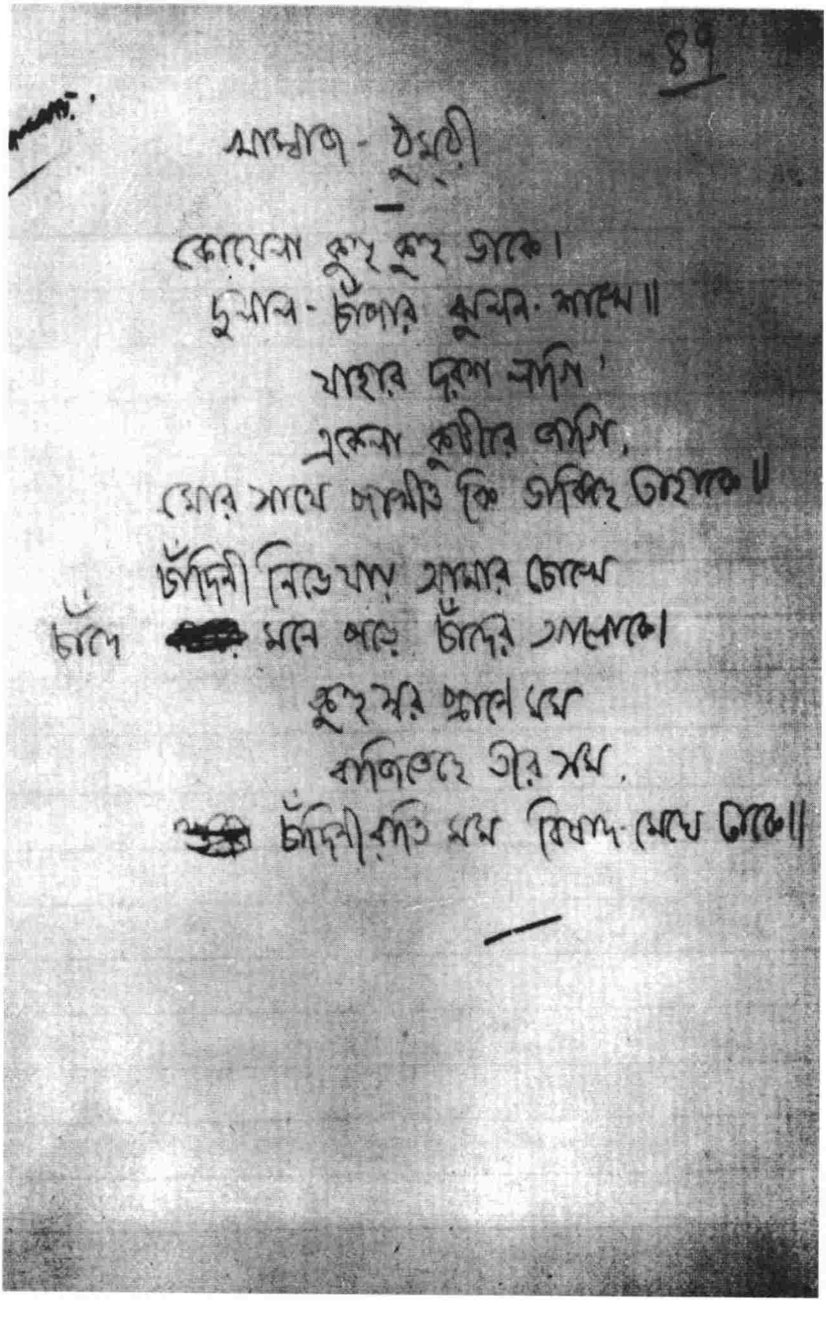


কোন্ নামে হায় ডাক্‌ব তোমায়
নাম-না-জানা অ-নামিকা
জলে স্থলে গগন-তলে
তোমার মধুর নাম যে লিখা
গ্রীষ্মে কনক-চাঁপার ফুলে
তোমার নামের আভাস দুলে,
ছড়িয়ে আছে বকুল-মূলে
তোমারি নাম, হে যূথিকা॥
বর্ষা বলে, অশ্রু-জলের মানিনী সে বিরহিণী।
আকাশ বলে, তড়িৎ-লতা ধরিত্রী কয়, চাতকিনী।
আষাঢ়-মেঘে রাখলে ঢাকি'
নাম যে তোমার কাজল-আঁখি,
শ্রাবণ বলে, যুঁই বেলা কি?
কেকা বলে, মালবিকা॥
শারদ-প্রাতে কমল-বনে তোমার নামের মধু পিয়ে
বাণী দেবীর বীণার সুরে ভ্রমর বেড়ায় গুনগুনিয়ে।
তোমার নামের মিল মিলিয়ে
ঝিল ওঠে গো ঝিলিমিলিয়ে,
আশ্বিন কয়, তার যে বিয়ে
গায়ে-হলুদ শেফালিকা॥



(Continued)

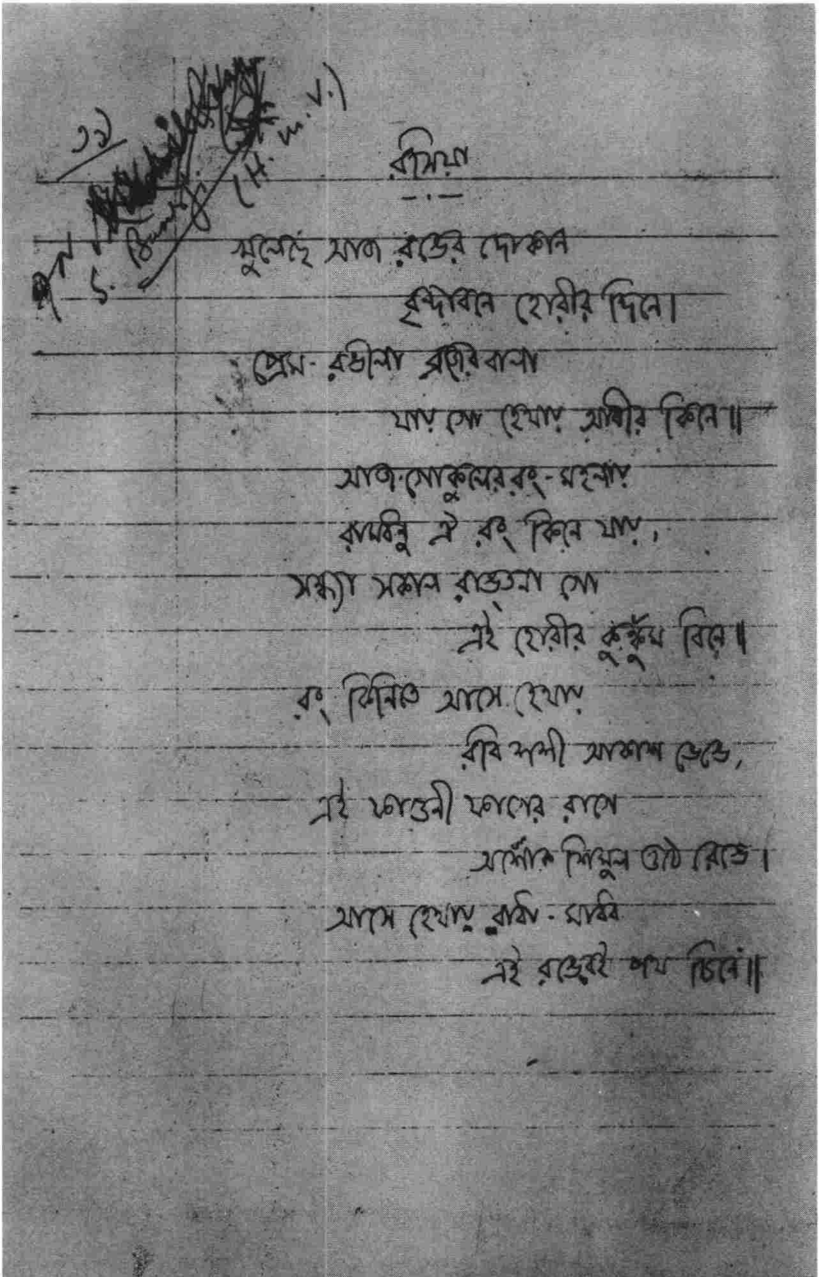
নদীর তীরে বেণুর সুরে তোমার নামের মায়া ঘনায়,
নীল আকাশ পারে, তোমার নাম ঝরে গো নীহার-কণায়।
আমন ধানের বল্লরীতে
নাম-গাঁথা যে ছন্দগীতে
হৈমন্তী স্নিগ্ধ নিশীথে
তারায় জ্বলে নামের শিখা ॥
ছায়া-পথের কুহেলিকায় তোমার নামের রেণু মাখা,
ম্লান-মাধুরী ইন্দু-রেখায় তোমার নামের তিলক আঁকা।
তোমার নামে হায় উদাস
ধূমিল হ'ল দিনের আকাশ
কাঁদে শীতের হিমেল বাতাস
কোথায় সুদূর নীহারিকা ॥
তোমার নামের শত-কোটী বনভূমির শ্যামায় দোলে,
জল শুনি যে তোমার নামের ঝুর্‌ঝুর্ ঝর্‌ঝর বোলে।
দুলাল-চাঁপার পাতার কোলে
তোমার নামের মুকুল দোলে,
কৃষ্ণ-চূড়া হেনা বলে, ঝিকিমিকি
চির-চনা সে রাধিকা ॥
বিশ্বরূপ! সৃষ্টি জুড়ে তোমার নামের মন্ত্রবীণ
জড়িয়ে তোমার নামাবলী হৃদয় ভরে যোগ-সাধন।



৪৭

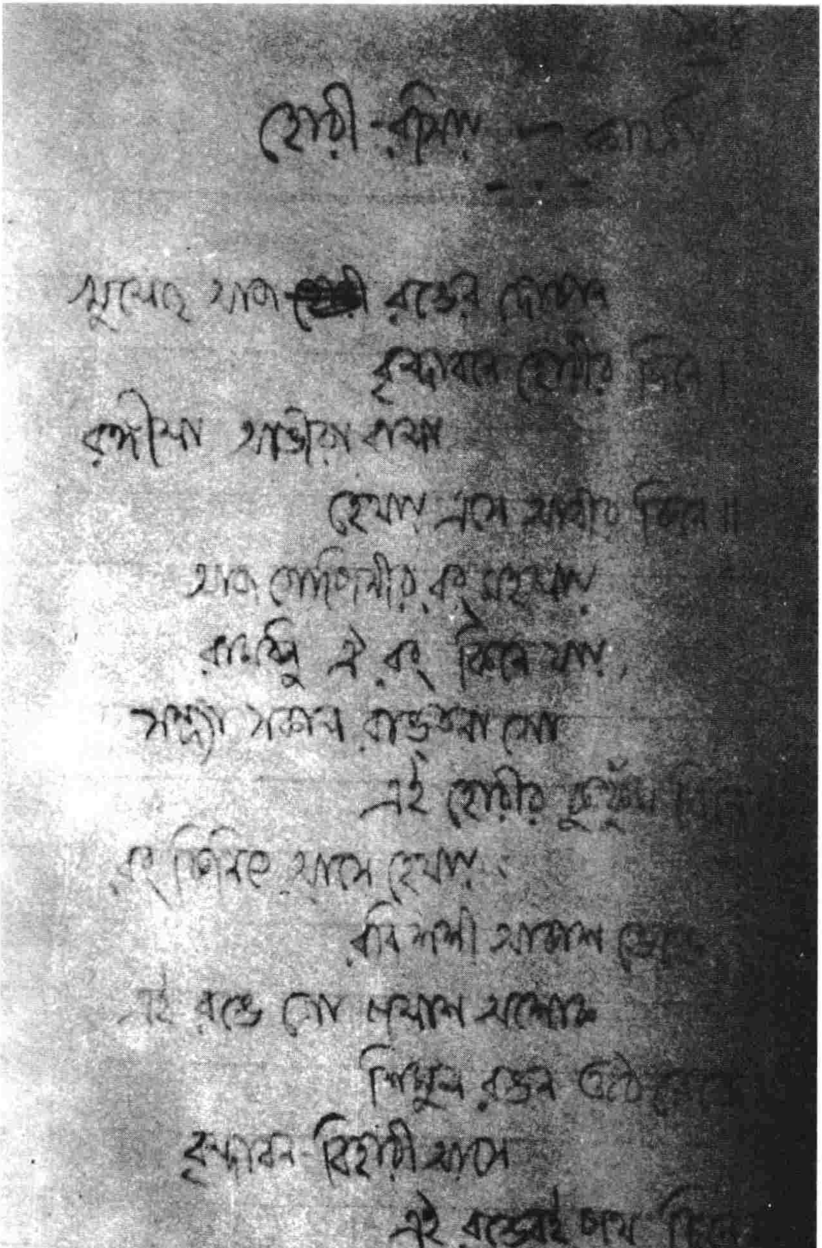
খাম্বাজ - ঠুমরী

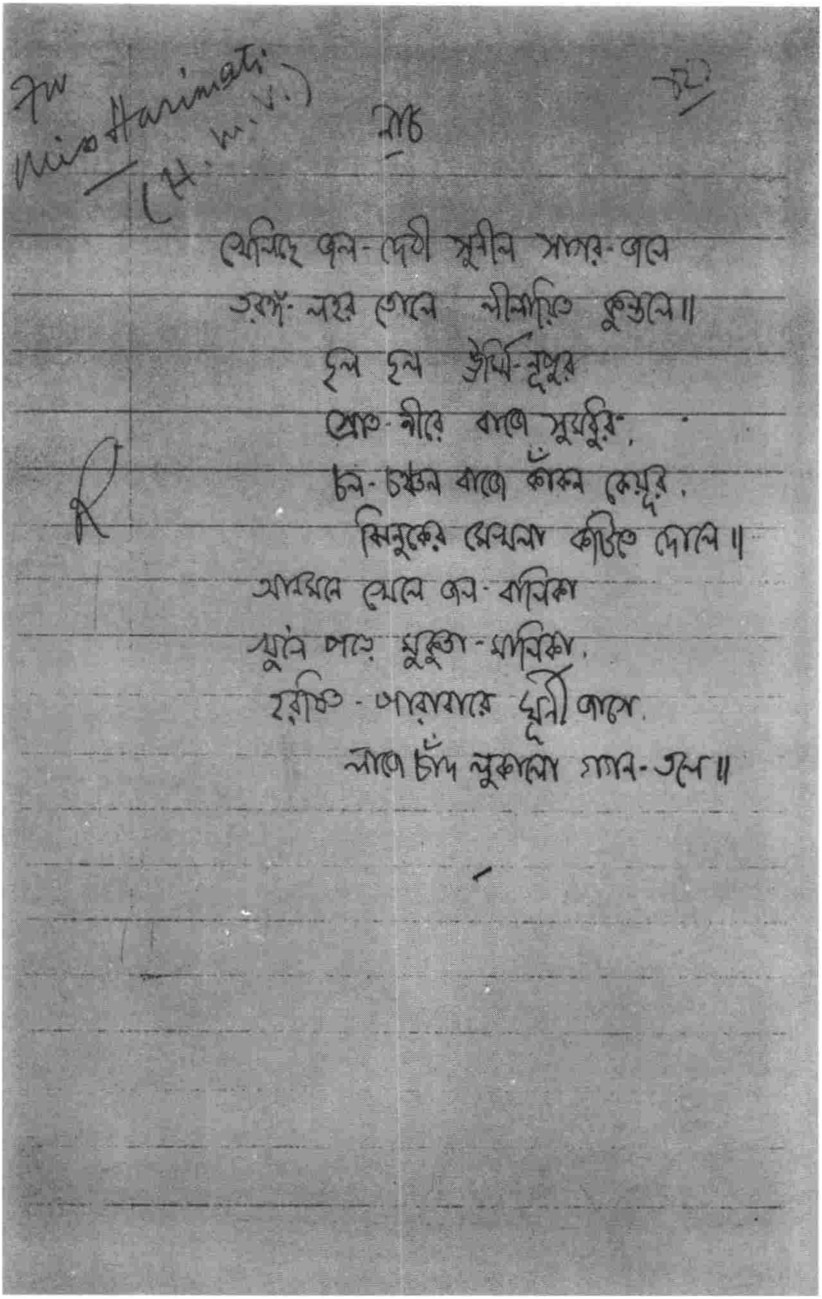
কোয়েলা কুহু কুহু ডাকে।
দুলালি-চাঁপার ফুলেল শাখে॥
যাহার দরশ লাগি'
একেলা কুটীরে জাগি,
মোর সাথে জাগিতে কি ডাকিছে তাহাকে॥
চাঁদিনী নিভে যায় আমার চোখে
চাঁদে মনে পড়ে চাঁদের আলোকে।
কুহু স্বর প্রাণে মম
বাজিতেছে তীর সম,
চাঁদিনী রাত মম বিষাদ-মেঘে ঢাকে॥



রসিয়া

খুলেছে আজ রঙের দোকান
বৃন্দাবনে হোরীর দিনে।
প্রেম-রঙিলা ব্রজের বালা
যায় গো হেথায় আবীর কিনে॥
আজি গোকুলের রং-মহলায়
রসবিন্দু এই রং কিনে যায়,
সন্ধ্যা সকাল রাঙলো গো
এই হোরীর কুঙ্কুম বিনে॥
রং কিনিতে আসে হেথায়
রবি শশী আকাশ ভেঙে,
এই ফাগুনী ফাগের রাগে
অশোক শিমুল ওঠে রেঙে।
আসে হেথায় কবি-মনি
এই রঙেরই পথ চিনে॥


খুলেছে আজ রঙের দোকান
বৃন্দাবনে হোরির দিনে।
বৃন্দাবন-বিহারী আসে

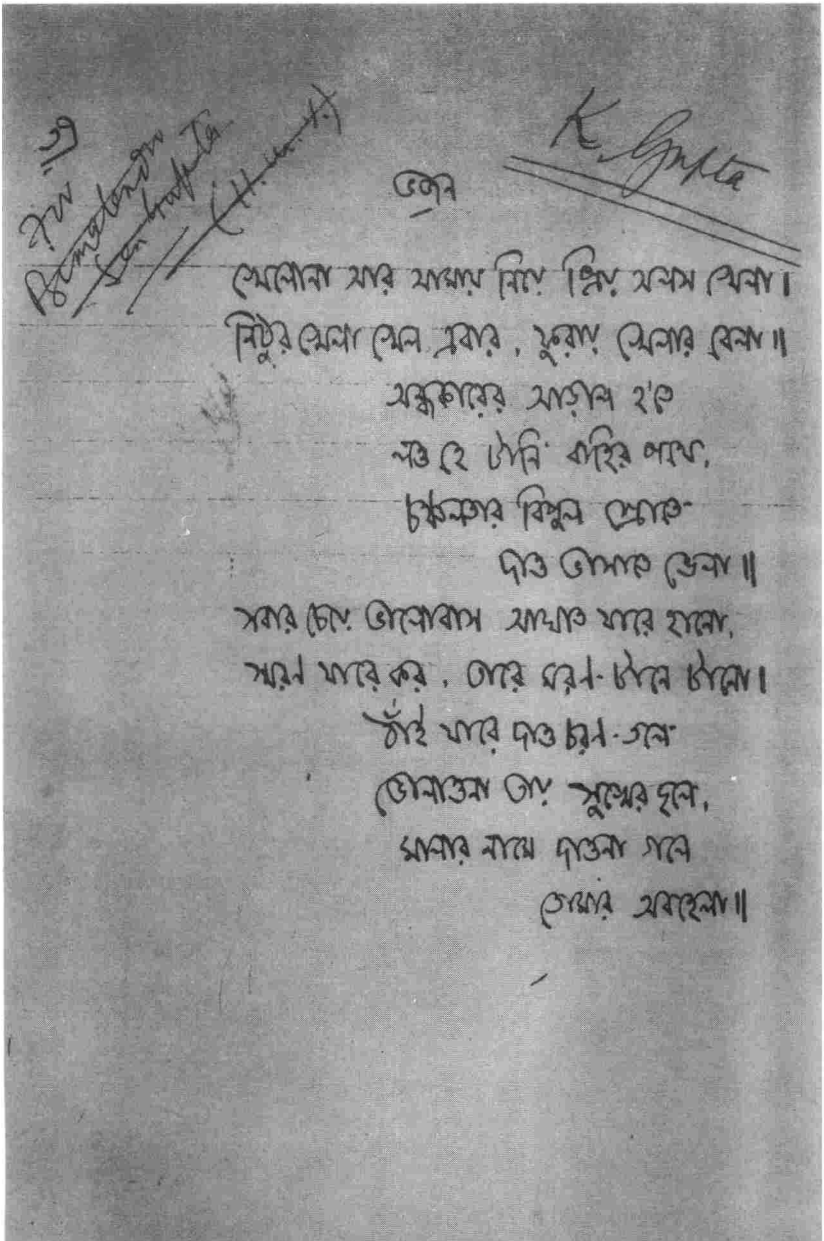


Fw
Miss Harimati
(H.M.V.)

নাচ

৮২

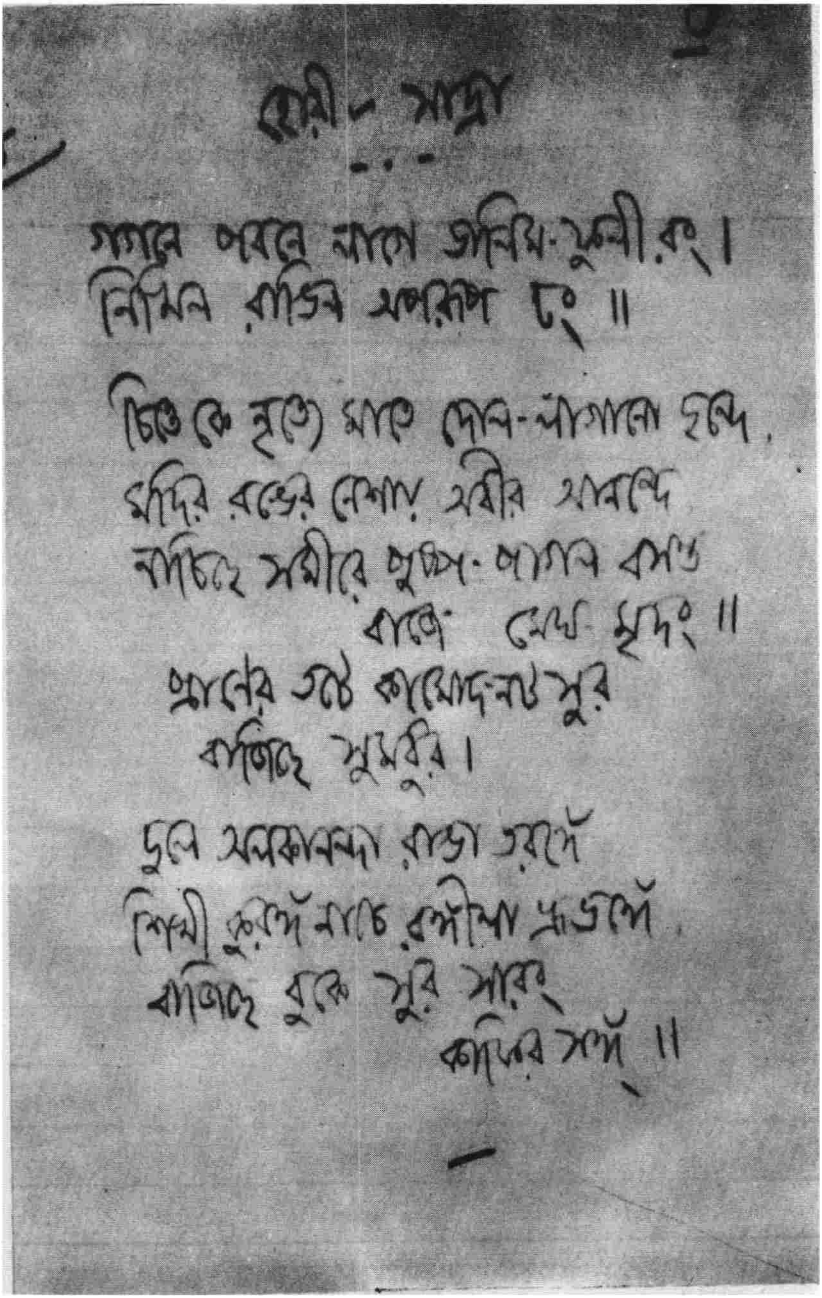
খেলিছে জল-দেবী সুনীল সাগর-জলে
তরঙ্গ-লহর তোলে লীলায়িত কুন্তলে॥
ঢল ঢল ঊর্মি-নূপুর
স্রোত-নীরে বাজে সুমধুর,
চল-চঞ্চল বাজে কাঁকন কেয়ূর,
ঝিনুকের মেখলা কটিতে দোলে॥
আনমনে খেলে জল-বালিকা
শুনি পায়ে মুক্তা-মালিকা,
হরষিত-পারাবারে ধ্বনি জাগে,
লাজে চাঁদ লুকালো গগন-জলে॥



K. Gupta

ভজন

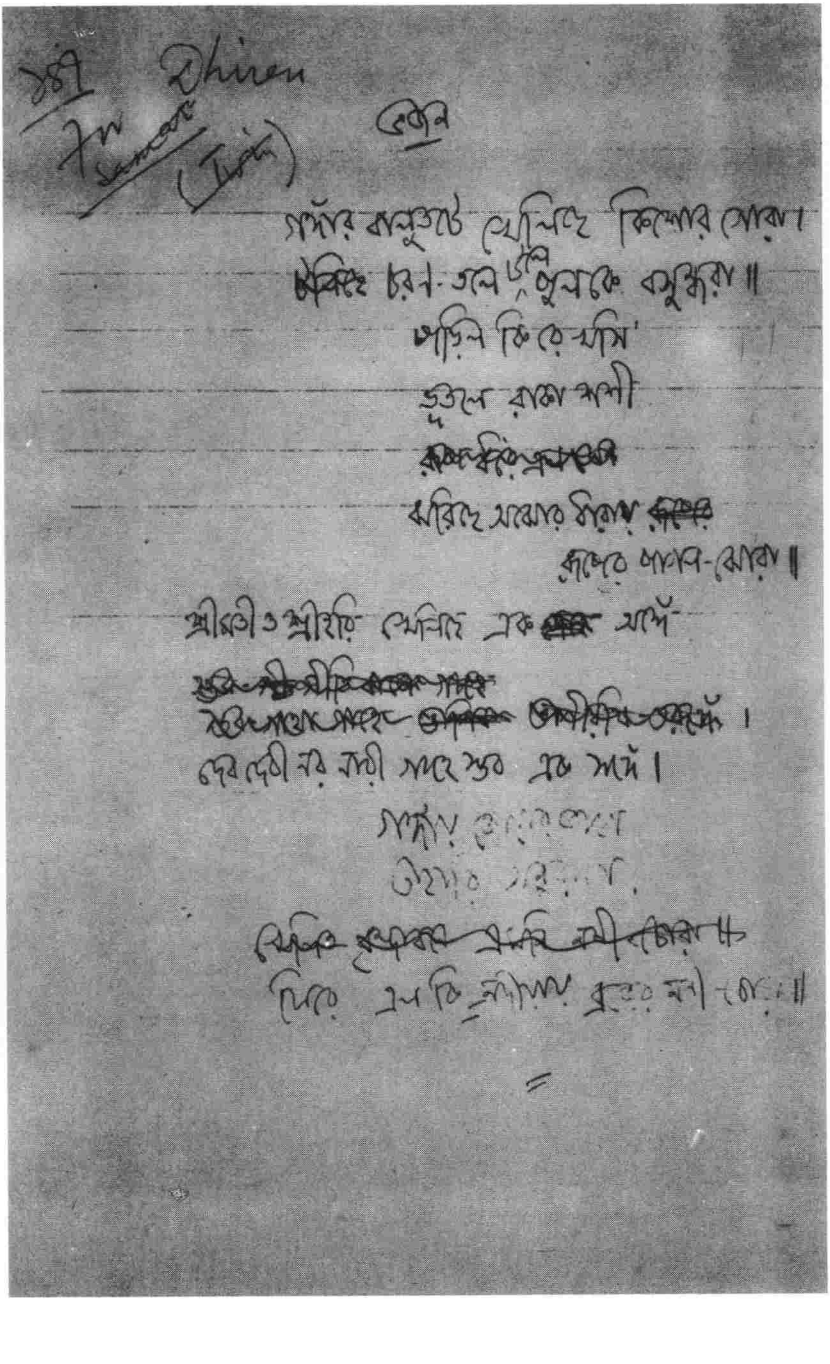
খেলোনা আর আমায় নিয়ে প্রিয় অলস খেলা।
নিঠুর খেলা খেলে এবার, ফুরায় খেলার বেলা॥
অন্ধকারের আড়াল হ'তে
লও হে টানি' বাহির পানে,
চঞ্চলতার বিপুল স্রোতে
দাও ভাসায়ে ভেলা॥
সবার চেয়ে ভালোবাস আঘাত যারে হানো,
স্মরণ যারে কর, তারে মরণ-টানে টানো।
ঠাঁই যারে দাও চরণ-তলে
ভোলাও তায় সুখের ছলে,
মালার নামে দাওনা গলে
প্রেমের অবহেলা॥



হোরী — দাদ্রা

গগনে পবনে লাগে ডালিম-ফুলী রং।
নিখিল রাঙিল অপরূপ ঢং ॥

চিত্তকে নৃত্যে মাতে দোল-লাগানো ছন্দে,
মদির রঙের নেশায় অবীর আনন্দে
নাচিছে সমীরে দুলিয়া· পাগল বসন্ত
বাজে· মেঘ-মৃদং ॥
প্রাণের পটে কামোদ-নট সুর
বাজিছে ঝুমুরি।
দুলে অলকানন্দা রাঙা তরঙ্গে
শিখী কুরঙ্গ নাচে রঙ্গিলা ভ্রূভঙ্গে,
বাজিছে বুকে সুর সারং
কাফির সঙ্গে ॥



গঙ্গার বালুতটে খেলিছে কিশোর গোরা।

Twin

দাদ্‌রা

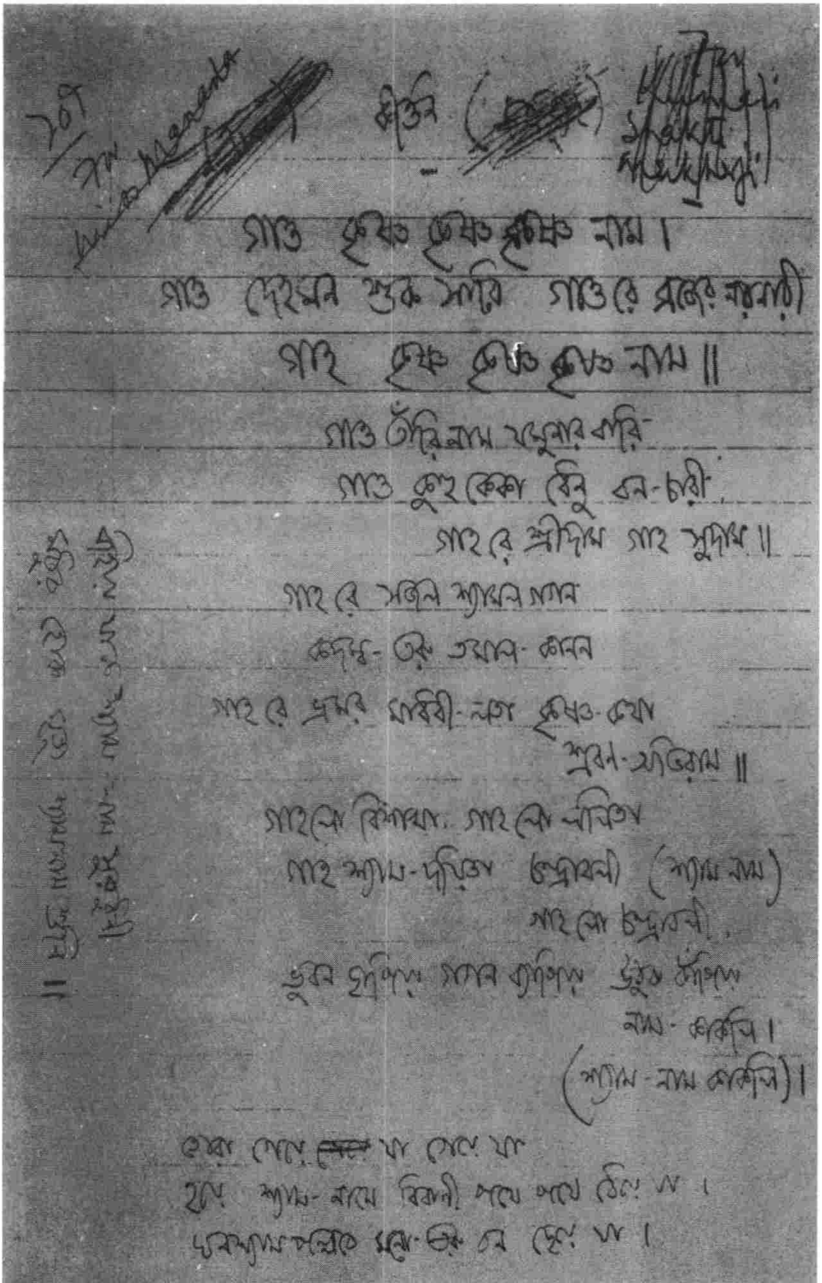
গত রজনীর কথা পড়ে মনে
রজনী-গন্ধার মদির গন্ধে।
এই সে ফুলেরই মোহন মালিকা
জড়ায়েছিল সে কবরী-বন্ধে॥
বাহুর বল্লরী- জড়ায়ে তার গলে-
বসেছি তরু-তলে আধো আঁচলে
দুলেছে হৃদয় ব্যাকুল ছন্দে॥

মুখরা "বউ-কথা-কও" ডেকেছে বকুল-ডালে,
শাখে ফুটেছে লালী গোলাপ-কুঁড়ির গালে।
কপোলের কলঙ্ক মোর মেটেনি আজো যে সই
জাগিছে তারি স্মৃতি চাঁদের কপোলে ঐ।
কাঁদিছে নন্দন আজ নিরানন্দে॥

7N 88
nonikumara

নাচ

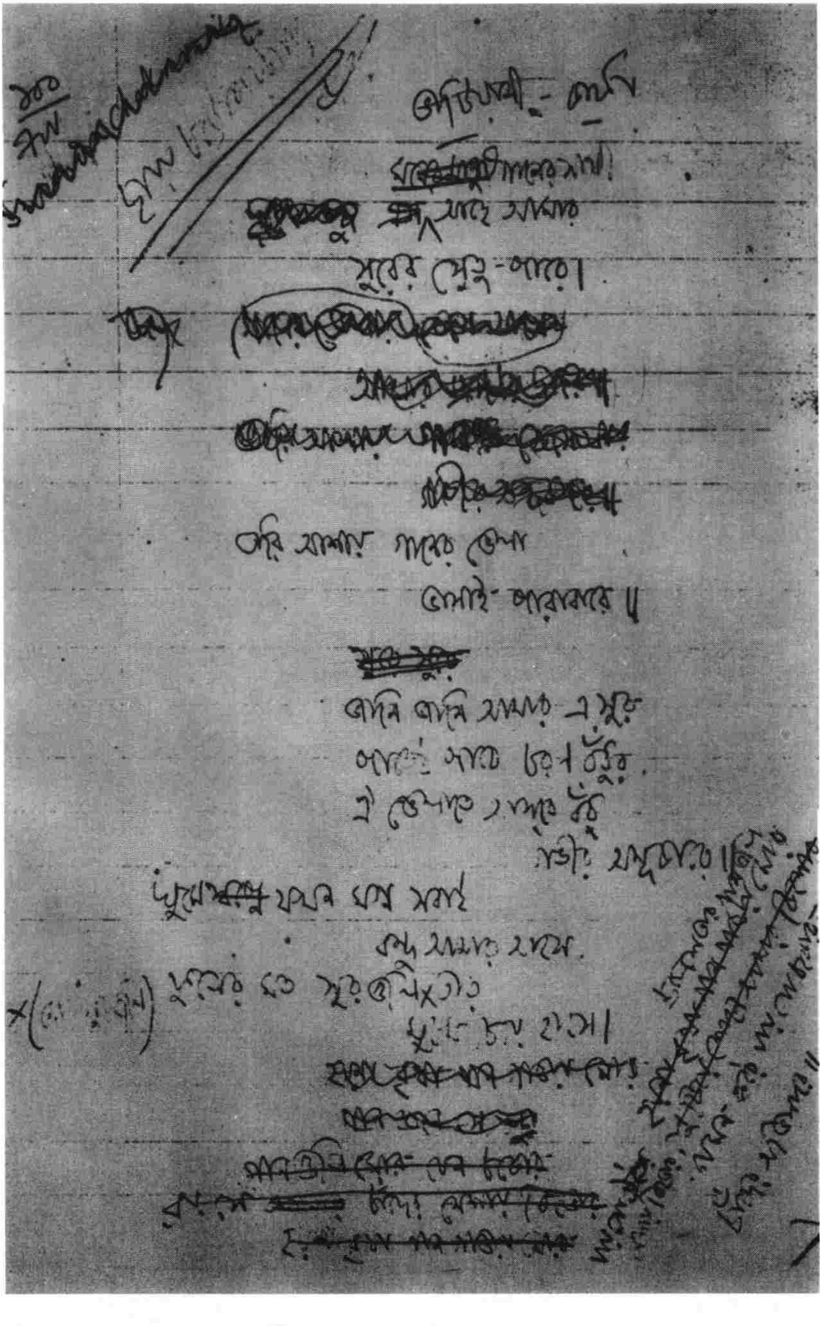
গলে টগর-মালা কাদের ডাগর মেয়ে
যেন রূপের সাগর চলে উজান বেয়ে ॥
তার সুগোল তনু হিল্লোল বাহুর পারে
চাঁদের আলো যেন পিছলে পড়ে
ওকি বিজলি-পরী এই মেঘ পাহাড়ি
চাঁদ ডুবে যায় লোক তারে নয়নে চেয়ে ॥
যেন রূপ কথার দেশের সে রাজকুমারী
রামধনুর রং ঝরে অঙ্গে তারি
[illegible]
তারি [illegible]
মদন রতি করে তার আরতি
তারি রূপের মায়া দুলে ভুবন ছেয়ে ॥

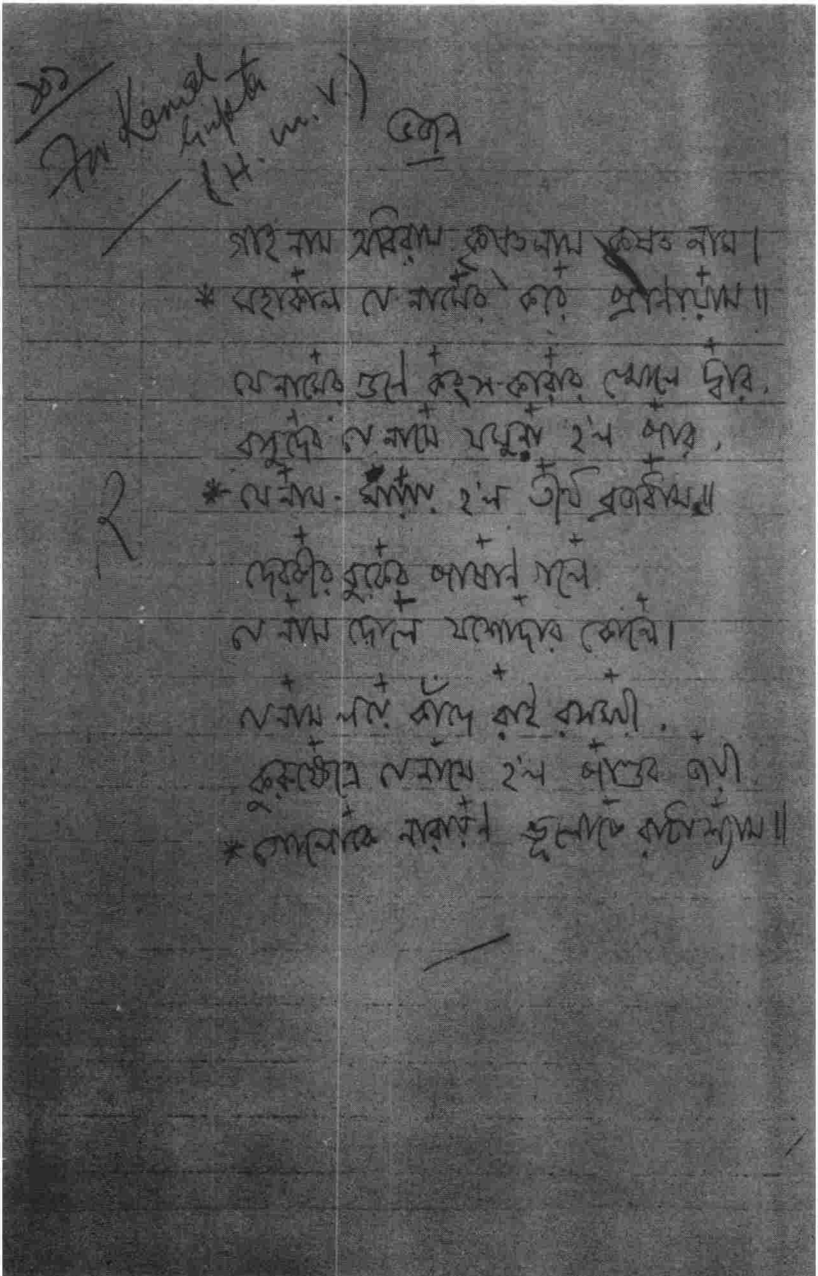


কীর্তন

গাও কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম।
গাও দোয়েল শুক সারি গাও রে ব্রজের নরনারী
গাও কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম ॥
গাও তাঁরি নাম যমুনার বারি
গাও ময়ূর কেকা ধেনু বন-চারী
গাও রে শ্রীদাম গাও সুদাম ॥
গাও রে সজল শ্যামল গগন
কদম্ব-তরু তমাল-কানন
গাও রে ভ্রমর মাধবী-লতা কৃষ্ণ-প্রেম
শ্রবণ-অভিরাম ॥
গাও লো বিশাখা, গাও লো ললিতা
গাও শ্যাম-দয়িতা চন্দ্রাবলী (শ্যাম নাম)
গাও লো চন্দ্রাবলী।
তুমি হৃদিমাঝে মোদের হৃদিমাঝে তুলেছ তোমার
নাম-কাকলি।
(শ্যাম-নাম কাকলি)।

তোরা গেয়ে গেয়ে যা গেয়ে যা
হয়ে শ্যাম-নামে বিবাগী পথে পথে চলে যা।
ঘনশ্যাম-পদে মনো-ভৃঙ্গ রে ছেড়ে যা।





ভজন

গাহ নাম অবিরাম কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ নাম।
* মহাকাল যে নামের করে প্রাণায়াম॥

যে নামের গুণে কংস-কারার খোলে দ্বার,
বসুদেব যে নামে যমুনা হ'ল পার,
* যে নাম ধ্যায়ে হ'ল তীর্থ ব্রজধাম॥

দেবকীর বুকের পাষাণ গলে
যে নাম দোলে যশোদার কোলে।

যে নাম লয়ে কাঁদে রাই রূপসী,
কুরুক্ষেত্রে যে নামে হ'ল শাস্ত্রের গীতি,
* গোলোকে নারায়ণ ভূলোকে রাধাশ্যাম॥

গজল

গুলবাগিচার বুলবুলি আমি
রঙীন প্রেমের গাই গজল।
অনুরাগের লাল শারাব ঘোর
চোখে ঝলে ঝলমল।।
আমার গানের মদির ছোঁয়ায়
গোলাপ-কুঁড়ির ঘুম টুটে যায়,
সে গান শুনে প্রেম-দীওয়ানা
কবির আঁখি ছলছল।।
লাল শিরাজীর গেলাস হাতে- তন্বী সাকী পড়ে ঢুলে
আমার গানে মিঠাপানির লহর বহে নহর-কূলে,
আনার-কলি ফুটে ওঠে-
নাচে ভ্রমর রং-পাগল।।
সে সুর শুনে দিশাহারা
ঝিমায় গগন ঝিমায় তারা
চন্দ্র জাগে তন্দ্রাহারা-
বনের আঁখি হিম-সজল।।

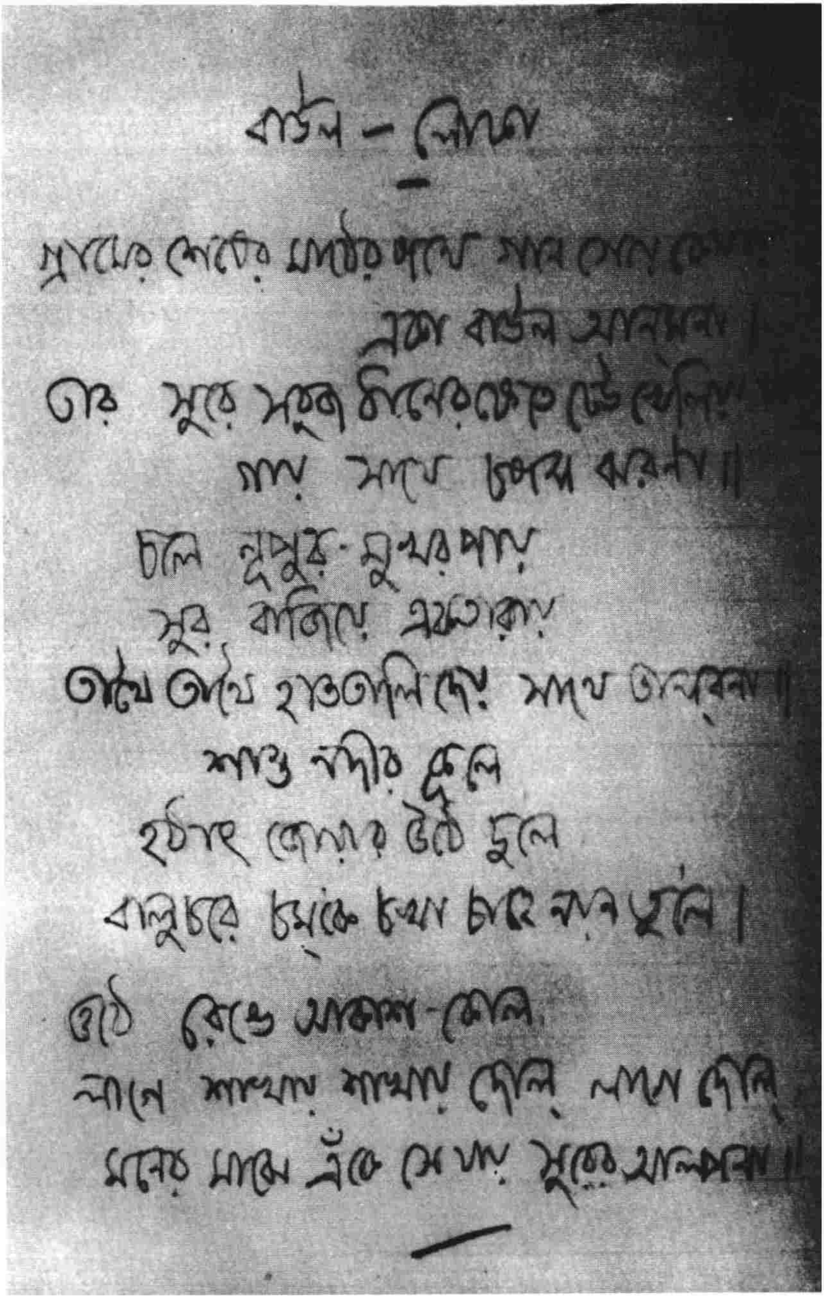
Angurbala

গজল – দাদরা ১৫

গোধূলির রং ছড়ালে কে গো আমার সাঁঝ-গগনে
বিবাহের বাঁশী বাজাও আজি বিদায়ের লগনে॥
নূতন করে আবার বাঁচিবার সাধ জাগে
সুন্দর লাগে ধরা নিবু নিবু মোর নয়নে॥

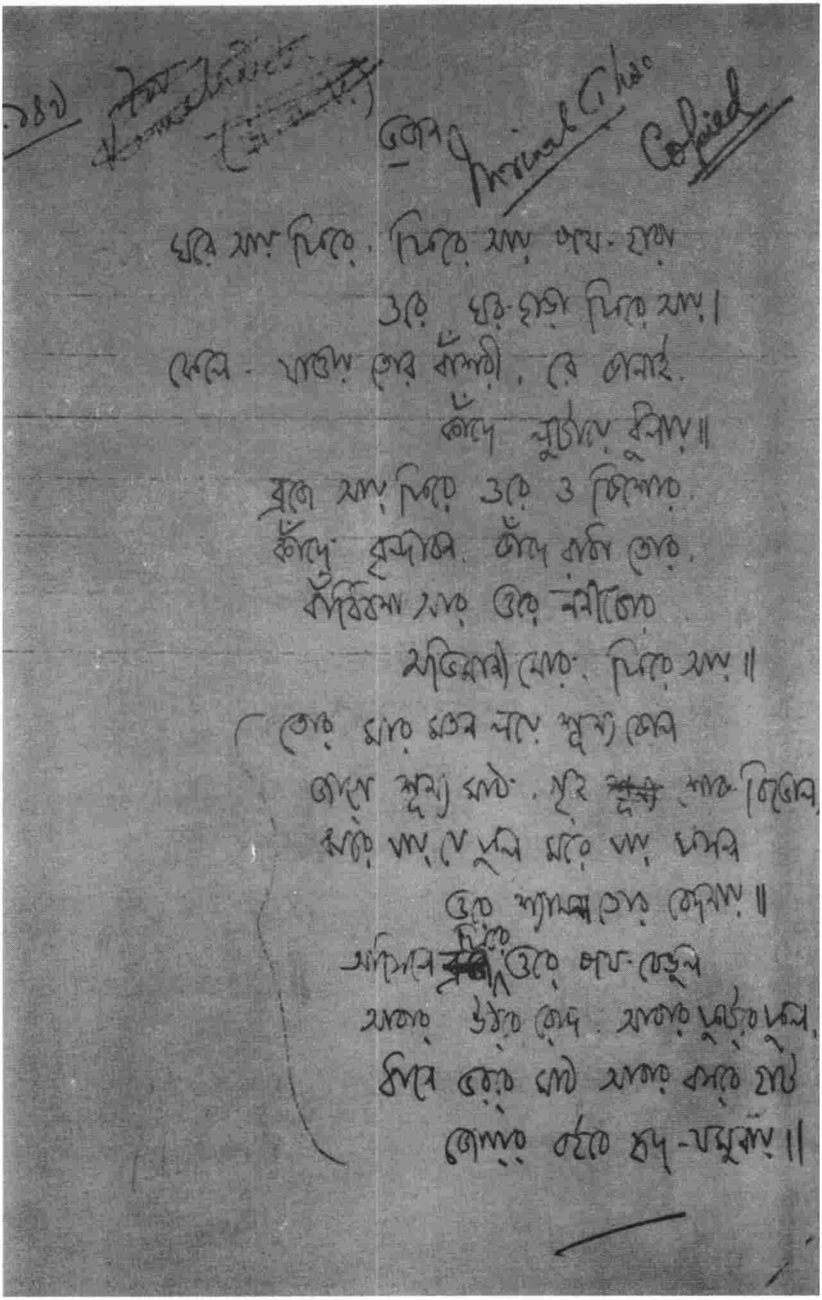
ডেকেছি নিঠুর মরণে এতদিন কেঁদে কেঁদে
আজ যে কাঁদি [struck out] বঁধু বাঁচিতে হায় তোমার সনে॥

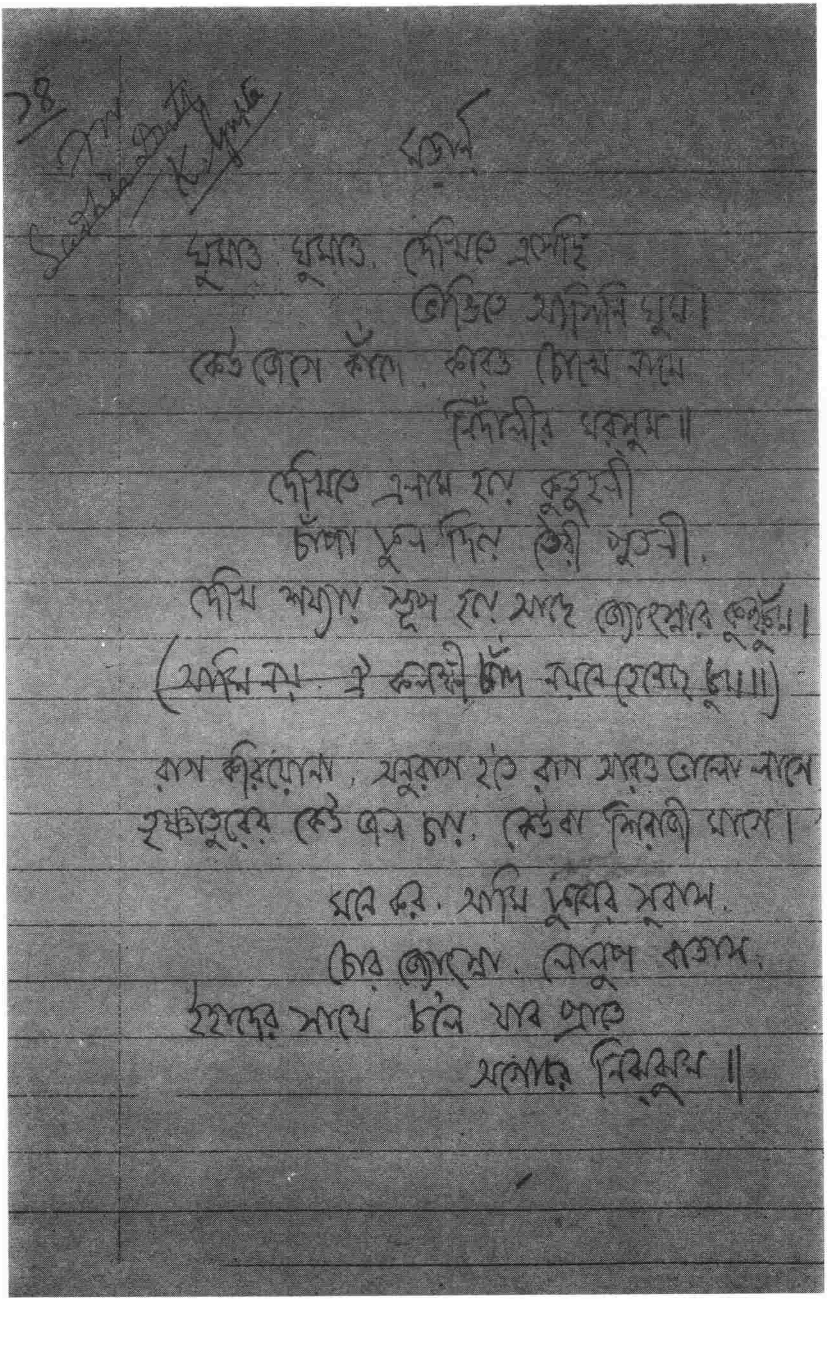
আজি এ ঝরা ফুলের অঞ্জলি কি নিতে এলে,
সহসা পূরবী সুর [struck out] বেজে উঠিল ইমনে॥
হইল ধন্য প্রিয়! মরণ-জীর্ণ মম
সুন্দর মৃত্যু এলে বরের বেশে [struck out]
শেষ জীবনে॥



বাউল — লোফা

গ্রামের শেষের মাঠের পথে গান গেয়ে কে যায়
একা বাউল আনমনা।
তার সুরে সবুজ ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলিয়ে
যায় সাথে চপল ঝরনা॥
চলে নূপুর-ঘুঙুর পায়
সুর বাজিয়ে একতারায়
তালে তালে হাততালি দেয় সাথে তালবনা।
শান্ত নদীর কূলে
হঠাৎ জোয়ার উঠে দুলে
বালুচরে চমকে চখা চখি নয়ন তুলে।
ওঠে রেঙে আকাশ-কোল
লাগে শাখায় শাখায় দোল, লাগে দোল
মনের মাঝে এঁকে সে যায় সুরে আলপনা॥


ঘরে আয় ফিরে, ফিরে আয় পথ-হারা
ওরে ঘর-ছাড়া ফিরে আয়।
ফেলে-যাওয়া তোর বাঁশরী, রে কানাই,
কেঁদে লুটায়ে ধূলায়॥
ব্রজে আয় ফিরে ওরে ও কিশোর,
কাঁদে বৃন্দাবন, চাঁদ বদন তোর,
বিরহিণী সব ওরে ননীচোর
অভিমানী মোর, ফিরে আয়॥



ঘুমাও ঘুমাও দেখিতে এসেছি
দেখিতে আসিনি ঘুম।
কেউ জেগে কাঁদে, কারও চোখে নামে
নিঁদালির মরশুম॥
দেখিতে এলাম হয়ে কুতূহলী
চাঁপা ফুল দিয়ে গৌরী সুন্দরী,
দেখি শয্যায় শুয়ে আছে জ্যোৎস্নার কুঁড়ি।
(আমি না, ঐ কলঙ্কী চাঁদ নয়নে হেনেছে ঘুম॥)

রাগ করিয়োনা, অনুরাগ হতে রাগ আরও ভালো লাগে
তৃষ্ণাতুরের কেউ জল চায়, কেউ বা শিরাজী মাগে।
মনে করো, আমি ফুলের সুবাস,
চোর জ্যোৎস্না, লোলুপ বাতাস,
ইহাদের সাথে চলে যাব প্রাতে
অগোচরে নিঃঝুম॥

১০ ৭ষ
Angurbala

গজল

ঘুমায়েছে ফুল পথের ধুলায়
জাগায়োনা উহারে ঘুমাইতে দাও।
বনের পাখী ধীরে গাহ গান
দখিনা হাওয়া ধীরে ধীরে বয়ে যাও॥
এখনো শুকায়নি চোখে তার জল,
এখনো অধরে হাসি ঢলঢল,
প্রভাত-রবি শুকায়োনা তায়
ধীর কিরণে তাহার নয়ন চাও॥
সামলে পথিক ফেলিয়ো চরণ
ঝরেছে হেথায় ফুলের জীবন,
তুলিয়া দলোনা ঝরা পাতাগুলি
ফুল-সমাধি থাকিতে পারে হেথাও॥

চরস-মেশা চণ্ডুর নেশা মুণ্ডু ঝিম্‌ঝিম্

Recorded by Saroda (Megaphone)

চরস-চণ্ডু

চরস-মেশা চণ্ডুর নেশা মুণ্ডু ঝিমঝিম
উড়ের মুখে, (অধর) ঠোঁট-সিম ঘোড়ানিম।
বাগ-বাজারে নাম-হাজার আজমী-বাবা
ঘাসের ডিম ॥

নওয়াবী নেশা রওয়াবী নেশা ম্লান হয় এর তাজা,
মদের নেশা গাঁজার নেশা এর কাছে একদম বাঁজা
(খুলে) দিলের খিড়কি বাদশার নোকরি
ছাঁইতোর দেব বাজায় ঝিমঝিম ॥

(দিই) টানে যেমনি দম, অমনি নল-দময়ন্তী
লটপটি করে বুকে হায় চরস-দন্তী
এর কাছে ভাঙের নেশা? ছোঃ, দেব কৌড়ির তিন্দিম ॥

নেশার মজায় আসমান যাই, হয়ে যাই চিলে-ঘুড়ি,
সারেঙ্গুলো মাকড়সা, ওরে পোকা দেয় নে সুড়সুড়ি
কানে দেয় নে সুড়সুড়ি!
(এর) প্রেমে মজে তালাক দিয়ে ছোঁইছি কেবল অমিয় ॥
শেয়ালের ন্যাজুড় যেমন ঠোঁটে আমড়া চিবে চাকড়া,
চণ্ডুর নেশা তেমনি, একদিন খেয়ে দিলে আমড়া।
মাতাল দেখলে হাতজোড় তায় বেঁকে হায় দুয় বাঁকিয়ে ॥

চল্‌ চল্‌ চল্‌। চল্‌ চল্‌ চল্‌॥

উর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণীতল
অরুণ প্রাতের তরুণ-দল
চলরে চলরে চল্‌ ॥
চল্‌ চল্‌ চল্‌॥

ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।

~~[illegible]~~
~~মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে দুয়ারে [illegible]~~

নব নবীনের গাহিয়া গান সজীব করিব মহাশ্মশান
আমরা দানিব নূতন প্রাণ বাহুতে নবীন বল।
চল্‌রে নও-জোয়ান শোন্‌রে পাতিয়া কান
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে দুয়ারে জীবনের আহ্বান।
ভাঙরে ভাঙ আগল চল্‌রে চল্‌রে চল্‌।
চল্‌ চল্‌ চল্‌॥

নজরুল ইসলাম

৬৫

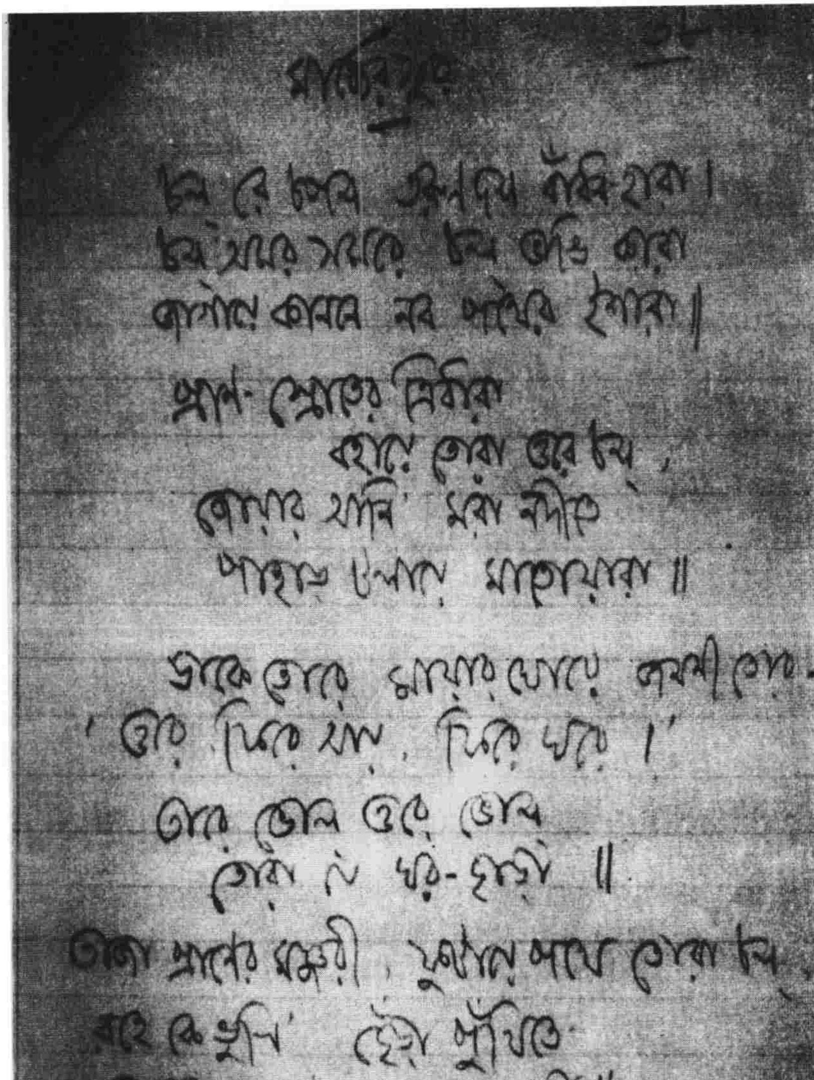
(হিন্দী) মার্চ

চল্ চল্ চল্।
নওজওয়ান চল্
আদমিয়ত্ কি ফৌজ তুম্
দরিয়া কি হো মৌজ তুম্
কুওত্ কে হো ফৌজ্ তুম্
তুম্ দেশশক্তি বল্।
চল্ চল্ চল্॥

খোল্ কে রাত কা নকীব
সাত দিন কা আফতাব,
জমানে কে তুম হো খাব,
তুম্ হো দীন আমল্।

তুম্ আঁধী কে জুনচিৎকার, তুম হো নূর, তুম হো নার,
জনজীবকে তুম পোকার জুলম্ কে আজল্।

চল্ মচাকে শোর জোর জিয়ে রে জোর
উঠ্ রহে হো তুম আজাদ গাফিলিয়ত্ কো ছোড়্।
আরাম কা শিশ্ মহল
তোড় জওয়ান চল্
চল্ চল্ চল্॥



মার্চের সুর

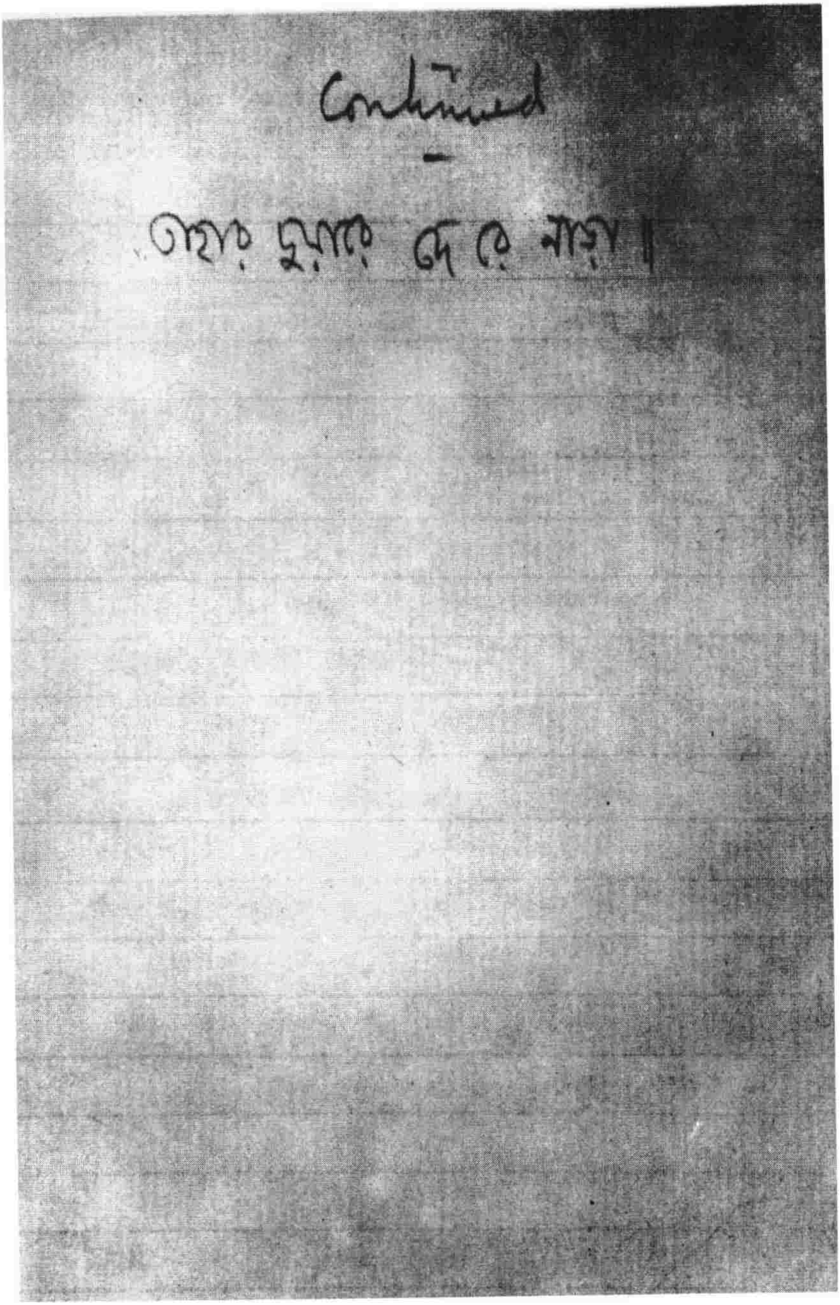
চল্ রে চপল তরুণ দল বাঁধন-হারা।
চল্ ঘরের সবারে চল্ ভাঙি কারা
জাগায়ে কাননে নব পথের ইশারা॥

প্রাণ-স্রোতের নির্ঝর
বহায়ে তোরা ওরে চল,
জোয়ার আনি' মরা নদীতে
পাহাড় টলায়ে মাতোয়ারা॥

ডাকে তোরে মায়ার ঘোরে জননী তোর—
'ওরে ফিরে আয়, ফিরে আয়।'
তারে ভোল ওরে ভোল
তোরা যে ঘর-ছাড়া॥

তাজা প্রাণের মঞ্জরী, ঝুলায়ে সাথে তোরা চল,
বহে কে ভুলি' ঢেউ খুঁজিতে
তাদের পরাণে দে রে সাড়া॥

~~[illegible]~~ বন-মাদল সঘনে দ্রুত বাজে
গুরু গুরু
আজিকার মাঝে কে যাবে সাথে
P. T. O.



Continued

তোমার দুয়ারে দেরে নায়।

৭০
গান
Sangeet

নাচ

চাঁদিনী রাতে কানন-সভাতে
আপন হাতে গাঁথিলে মালা।
সয়েছি বুকে নিবিড় সুখে
তোমার যত্নের সূচীর জ্বালা।।
আজিও জাগে লোহিত রাগে
রক্তের গোলাপে তাহারই ব্যথা
তব ও গলে দুলিব বলে দিয়াছি তুলে
কণ্টক-জ্বালা।
যদি ও গলে দোলো না তুমি কেন বরিলে
ফুলের পরান।
অভিমানে হায় মালা শুকায়
ঝরে ঝরে যায় দলে নিরালা।।

K. Mallik

৩৯

চন্দ্রমল্লিকা

চাঁদের দেশের পথ-ভোলা ফুল চন্দ্র-মল্লিকা।
রং-পরীদের সঙ্গিনী তুই আলো চাঁদের রূপ-শিখা॥
তুষার ঝরায় আপনি ভুলে তুষার দেশের রঙ্গিনী,
হিমের দেশের চন্দ্রিকা তুই শীত শেষের কার্তিকা॥

চাঁদের আলো চুরি করে আনলি তুই মুঠি ভ'রে
দিলাম চন্দ্র-মল্লিকা নাম তাই তোরে আদর করে।
ওদিমা তোর গরব-ভরা
রক্তিমা তোর হৃদয়-হরা,
ফুলের দলে ফুলরানী তুই তোরেই দিলাম জয়টীকা॥

—

নাচ ১৫

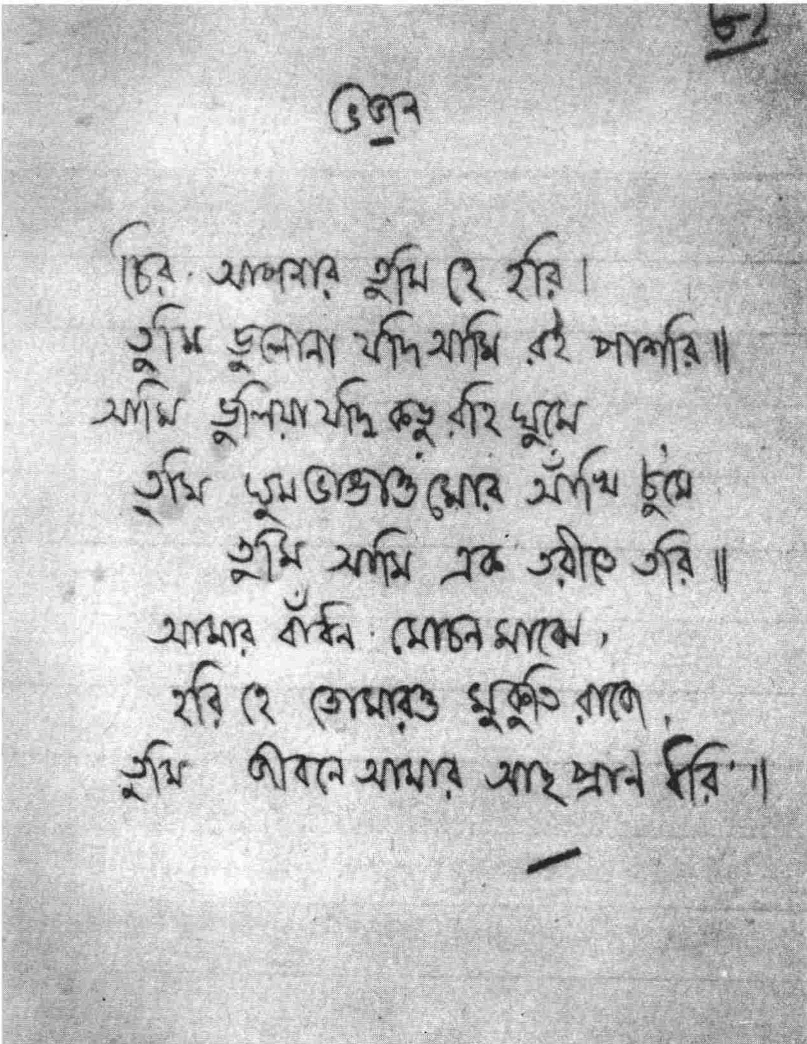
চাঁদের নেশা লেগে ঢুলে নিশিথিনী।
মদির হাওয়ার তালে নাচে সাথে ভাবে ভাবে,
ঝিল্লি-নূপুর পরি' পায়
নাচে কানন-বিহারিণী॥
নেশার ঘোর লাগে,
বনে পাপিয়া জাগে,
"চোখ গেল চোখ গেল"
গেয়ে ওঠে অনুরাগে।
একেলা বাতায়নে হায় জাগে বিরহিণী॥
মহুয়া ~~ফুলের~~ বকুল ফুলে মদির সুবাস ঢালায়,
চাঁদের ঐ মুখ-মদের ছোঁয়া ছিটে লাগে কনক-চাঁপায়।
শান্ত হৃদয় মম
দুলিছে সাগর সম,
এমন রাতে সে কোথায় সে কোথায়
আমি যার অনুরাগিণী॥

২১

Twin নতুন

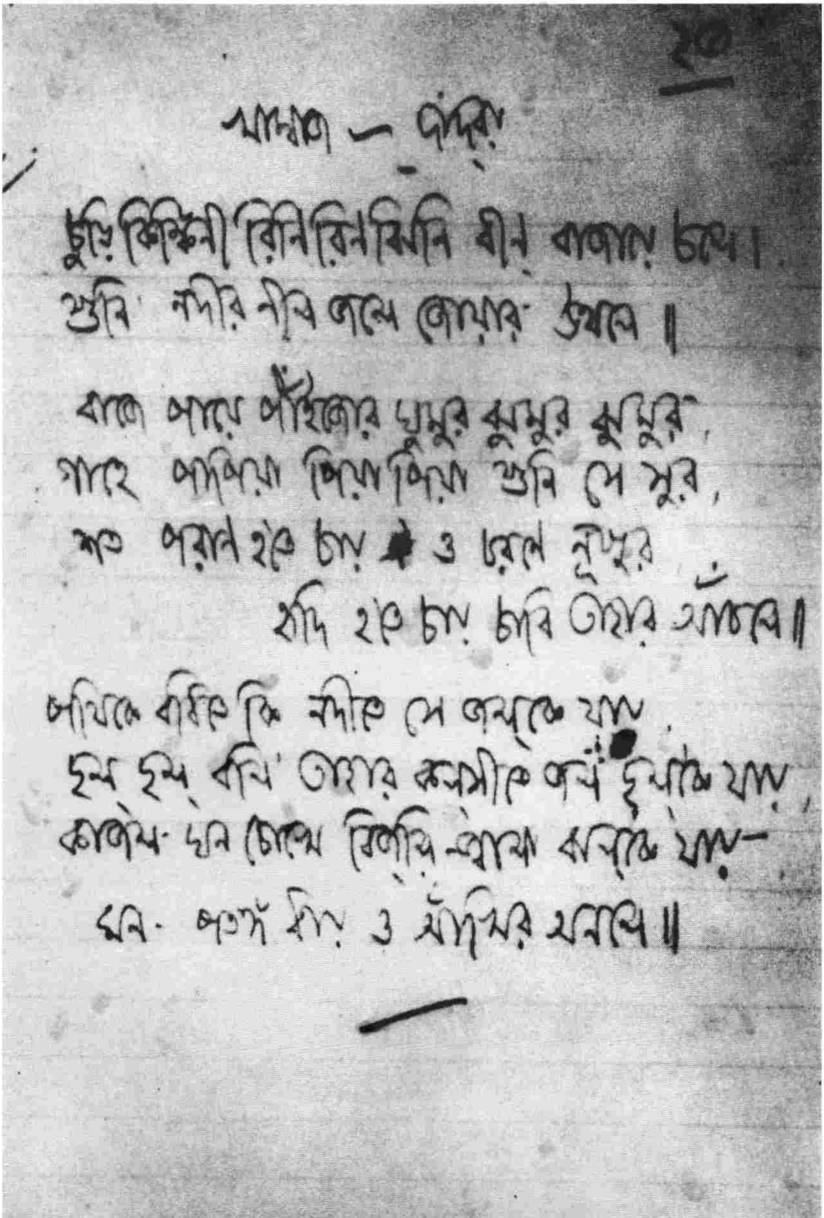
চাঁদের পিয়ালাতে আজি জোছনা-শিরাজী ঝরে।
ঝিমায় নেশায় নিশিথিনী সে শারাব পান করে॥
সবুজ বনের জলসাতে-
তৃণের গালিচা পাতে
উতল হাওয়া ঝিমায় ধরে চাঁপার আতরদানী ভরে॥

সাদা মেঘের গোলাব-পাশে
ঝরিছে সোনার-পানি,
রজনী-গন্ধার গেলাসে
রজনী দেয় সুরা আনি।
কোয়েলিয়া কুহু কুহু
গাহে গজল মুহু মুহু
সুরের নেশা সুরার নেশা
লাগে আজি চরাচরে॥



ভজন

চির আপনার তুমি হে হরি।
তুমি ভুলো না যদি আমি রই পাশরি॥
আমি ভুলিয়া যদি কভু রহি ঘুমে
তুমি ঘুম ভাঙাও মোর আঁখি চুমে
তুমি আমি এক তরীতে তরি॥
আমার বাঁধন মোচন মাঝে,
হরি হে তোমারও মুকতি রাজে,
তুমি জীবনে আমার আছ প্রাণ ধরি'॥

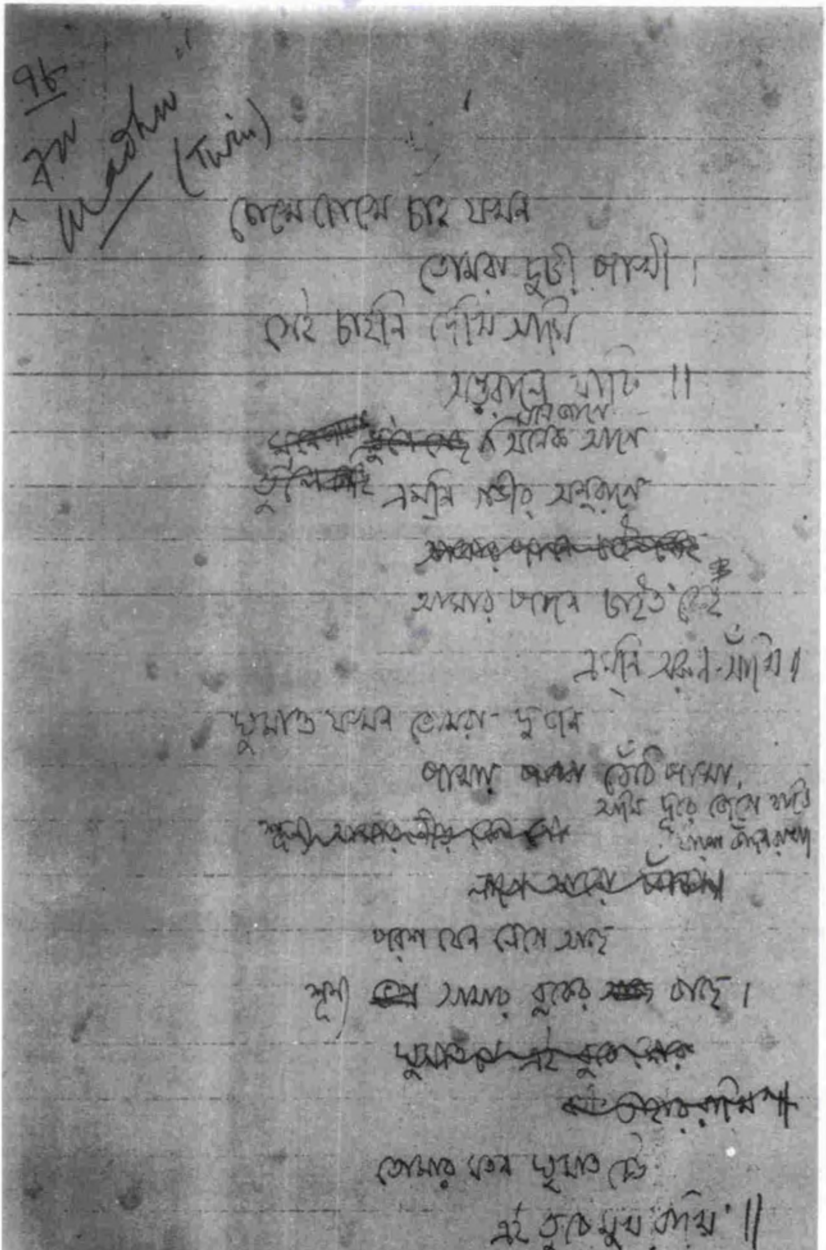


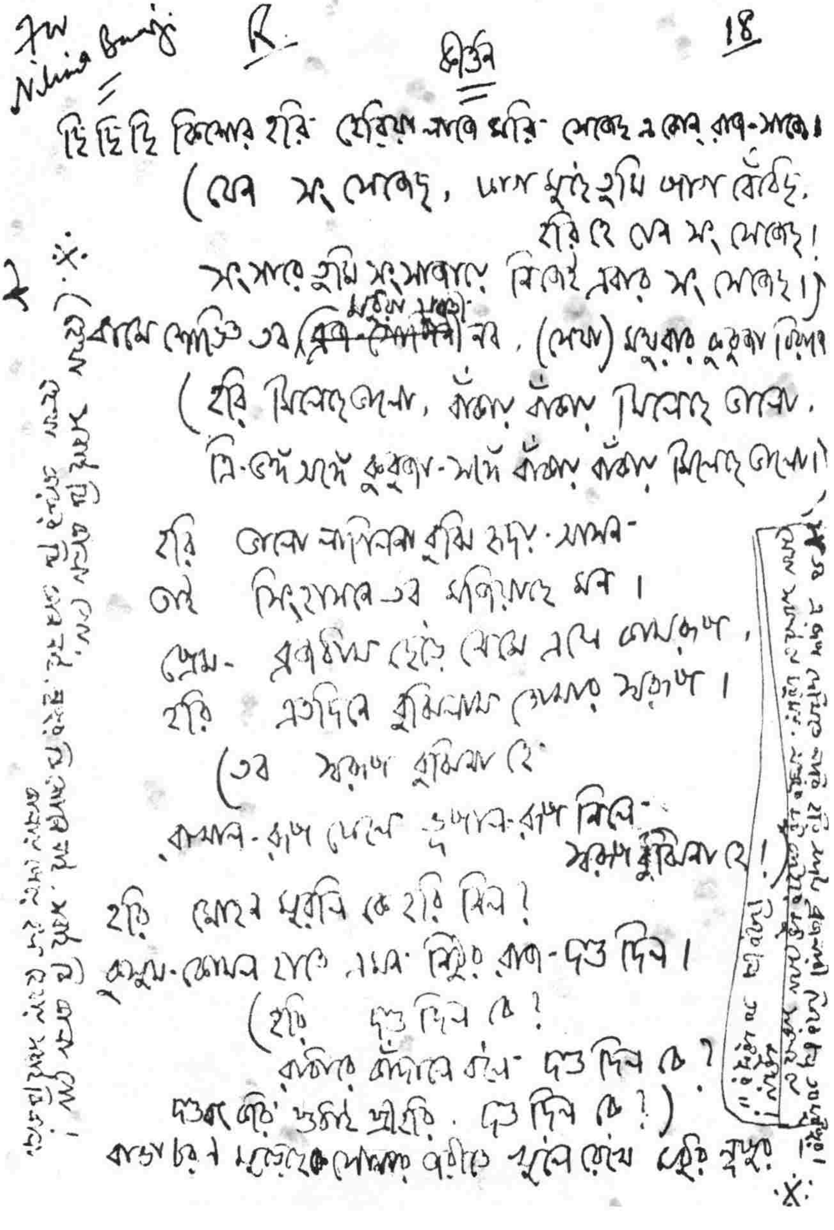
খাম্বাজ — দাদ্‌রা

চুড়ি কিঙ্কিনী রিনি রিন ঝিনি বীন্ বাজায়ে চলে।
শুনি নদীর নীরে জলে জোয়ার উথলে ॥

বাজে পায়ে পাঁইজোর ঘুমুর ঝুমুর ঝুমুর,
গাহে পাপিয়া পিয়া পিয়া শুনি সে সুর,
শত পরাণ হতে চায় ও চরণে নূপুর
যদি হতে চায় চাবি তাহার আঁচলে ॥

চলিতে বাঁকিতে কি নদীতে সে জলকে যায়,
ছল্ ছল্ বলি' তাহার কলসীকে কথা দুলিয়ে যায়,
কাজল-ঘন চোখে বিজলি-আলো ঝলকে যায়—
মন-পতঙ্গ হায় ও আঁখির অনলে ॥


চোখে চোখে চাহ যখনি
তোমার দুটী আঁখী।
সেই চাহনি [illegible]
[illegible]



For Nilima Banerji

R.

18

কীর্তন

ছি ছি ছি কিশোর হরি হেরিয়া লাজে মরি সেজেছ এ কোন রাজ-সাজে।

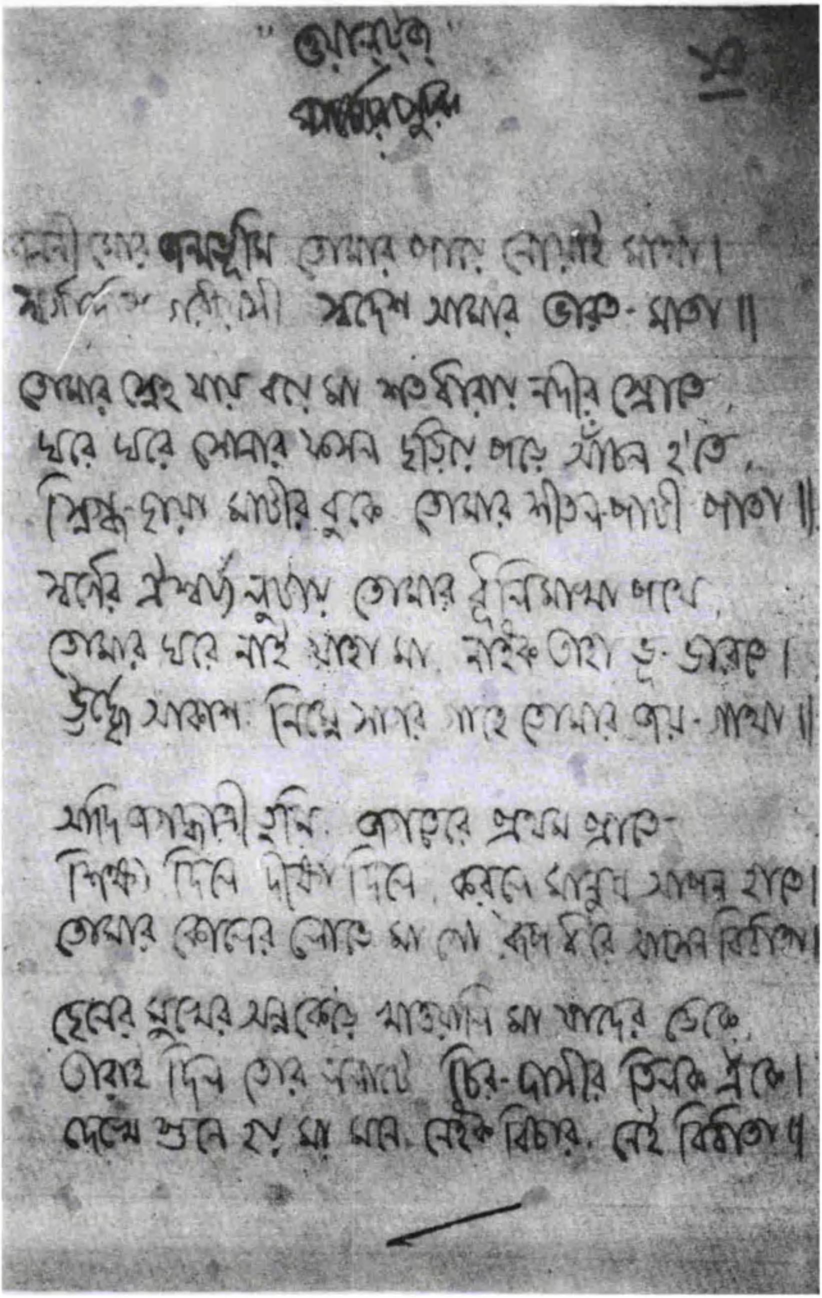
(কোন সং সেজেছ, দশ মুণ্ডে তুমি আপন বেঁধেছ,
হরি হে কোন সং সেজেছ!
সংসারে তুমি সংসারীরে সিখাই এবার সং সেজেছ।)

বামে শোভিত তব ময়ূর মুকুট নব, (সেথা) ময়ূরের ঝুটার কিরীট

(হরি মিলেছে ভালো, কাঁচায় কাঁচায় মিলেছে ভালো।
শিখি-পুচ্ছ সনে কুক্কুর-সনে কাঁচায় কাঁচায় মিলেছে ভালো।)

হরি ভোলে গোপিনী বুঝি হৃদয়-আসন-
তাই সিংহাসনে তব মজিয়াছে মন।
প্রেম- ব্রজধাম ছেড়ে কেমে এলে মেঘরণ,
হরি এতদিনে বুঝিলাম তোমার স্বরূপ।
(তব স্বরূপ বুঝিলাম হে
রাখাল-রাজ ফেলে দুনিয়া-রাজ নিলে
স্বরূপ বুঝিলাম হে!)

হরি মোহন মুরলি কে হরি নিল!
কুসুম-কোমল হাতে এমন নিঠুর রাজ-দণ্ড দিল।
(হরি দণ্ড দিল কে?
রাধিকারে কাঁদাতে কে দণ্ড দিল রে?
দণ্ডধর দেখি ডরিল শ্রীহরি, দণ্ড দিল কে?)
বাঁশরী ধরে না মুছেছে পোশাক পরীতে ভুলে গেছে শেষে বুঝি



জননী মোর জন্মভূমি তোমার পায়ে নোয়াই মাথা।
স্বর্গাদপি গরীয়সী স্বদেশ আমার ভারত-মাতা॥

তোমার স্নেহ যায় বয়ে মা শত ধারায় নদীর স্রোতে,
ঘরে ঘরে সোনার ফসল ছড়িয়ে পড়ে আঁচল হ'তে,
স্নিগ্ধ-ছায়া মাটির বুকে তোমার শীতল-পাটি পাতা॥

স্বর্গের ঐশ্বর্য লুটায় তোমার ধূলিমাখা পথে,
তোমার ঘরে নাই যাহা মা, নাইক তাহা ভূ-জগতে।
ঊর্ধ্বে আকাশ নিম্নে সাগর গাহে তোমার জয়-গাথা॥

যদি কাঙালিনী তুমি আমাদের প্রথম প্রাতে—
শিক্ষা দিলে দীক্ষা দিলে, করলে মানুষ আপন হাতে।
তোমার কোলের লোভে মা গো দেহ ধরে আসেন বিধাতা॥

ছেলের মুখের অন্ন কেড়ে খাওয়ালি মা যাদের ডেকে,
তারাই দিল তোর সন্তানে চির-দাসীর তিলক এঁকে।
দেখে শুনে হয় মা মনে নেইক বিচার, নেই বিধাতা॥

For Indubala

সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকে জয় হউক ॥

ভজন

জয় নর নারায়ণ জয় পুরুষোত্তম

যে কৃষ্ণ নাম জপেন ইন্দ্র ব্রহ্মা মহেশ্বর
যে নাম করে ধ্যান যোগী ঋষি সুরাসুর নর
অন্তিমে জীবনে মরণে যেন সেই জপি

যাঁর অনন্ত লীলা যাঁহার অনন্ত প্রকাশ
মধু কৈটভ মুর কংসে যুগে যুগে করেন নাশ,
ন্যায় পাণ্ডবের হলেন যখন সারথি সাজি
এই পাপ কুরুক্ষেত্রে কাঁদি তাঁহারেই খুঁজি —
কৃষ্ণজী কৃষ্ণজী কৃষ্ণজী কৃষ্ণজী ॥

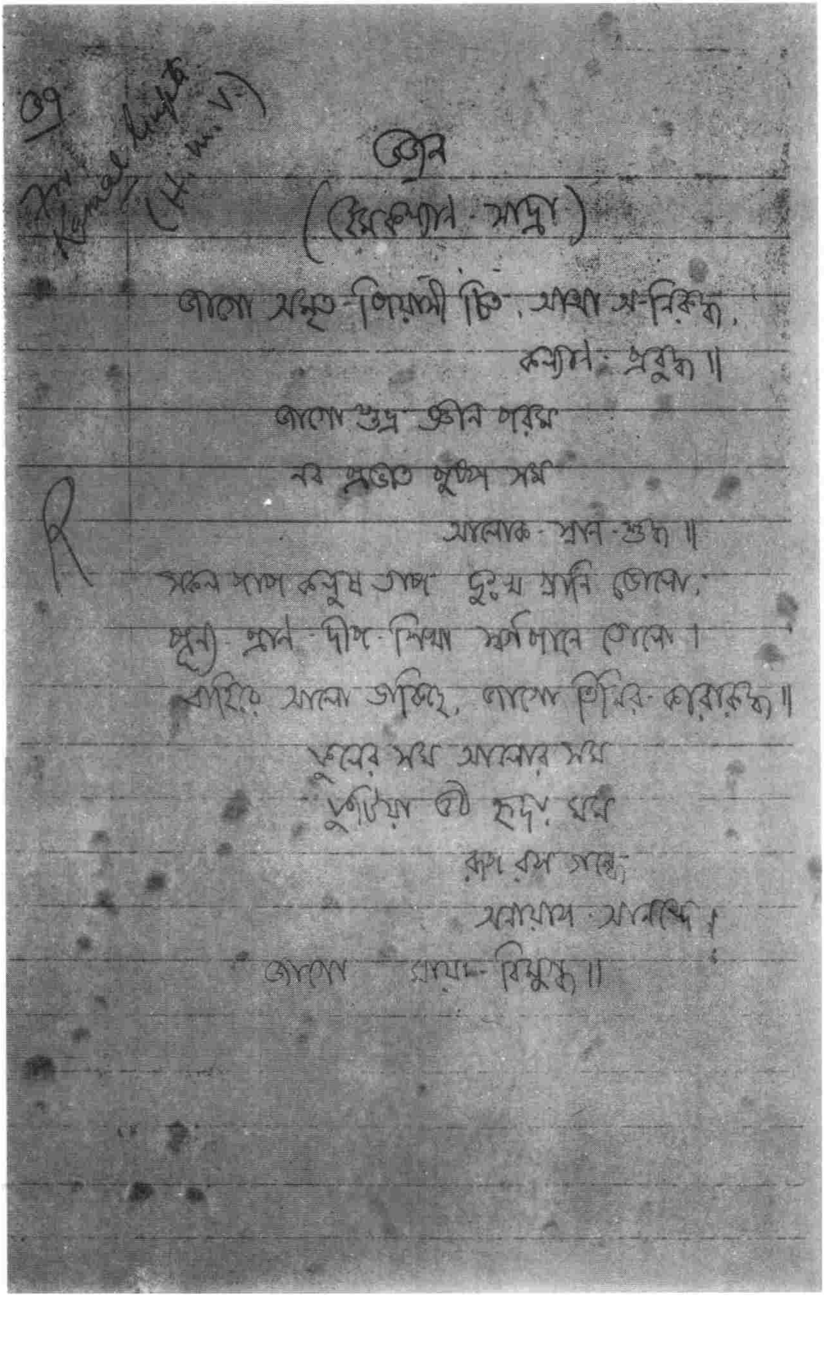
যাঁর মুখে গীতা, হাতে বাঁশী, নূপুর রাঙা পায়
কভু শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে, কভু গোরা নদীয়ায়
মোরে প্রেম যমুনার-তীরে ফিরে-রাধিকা সম
মোর মন গোপিনী উন্মাদিনী সেই নামে মাতি
কৃষ্ণজী কৃষ্ণজী কৃষ্ণজী কৃষ্ণজী ॥

৬৪
7ম
নাটক

কোরাস

জয় মীরা জয় গিরিধারি লাল।
আজি এক হয়ে গেল রাধা কিশোর কাঙ্গাল॥
অনন্ত লীলা অনন্ত লোকে
হেরি যুগে যুগে ধরায় গোলোকে,
অভিমান বিরহ প্রেম অহরহ
দেবতা মানুষ হল প্রেমের কাঙ্গাল॥

আসে ধরাধামে লয়ে শত রূপ নাম
ত্রেতায় সীতারাম দ্বাপরে রাধাশ্যাম
কলিতে নদীয়ায় বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাই
যুগল রূপ হেরি দোলে চিরকাল॥



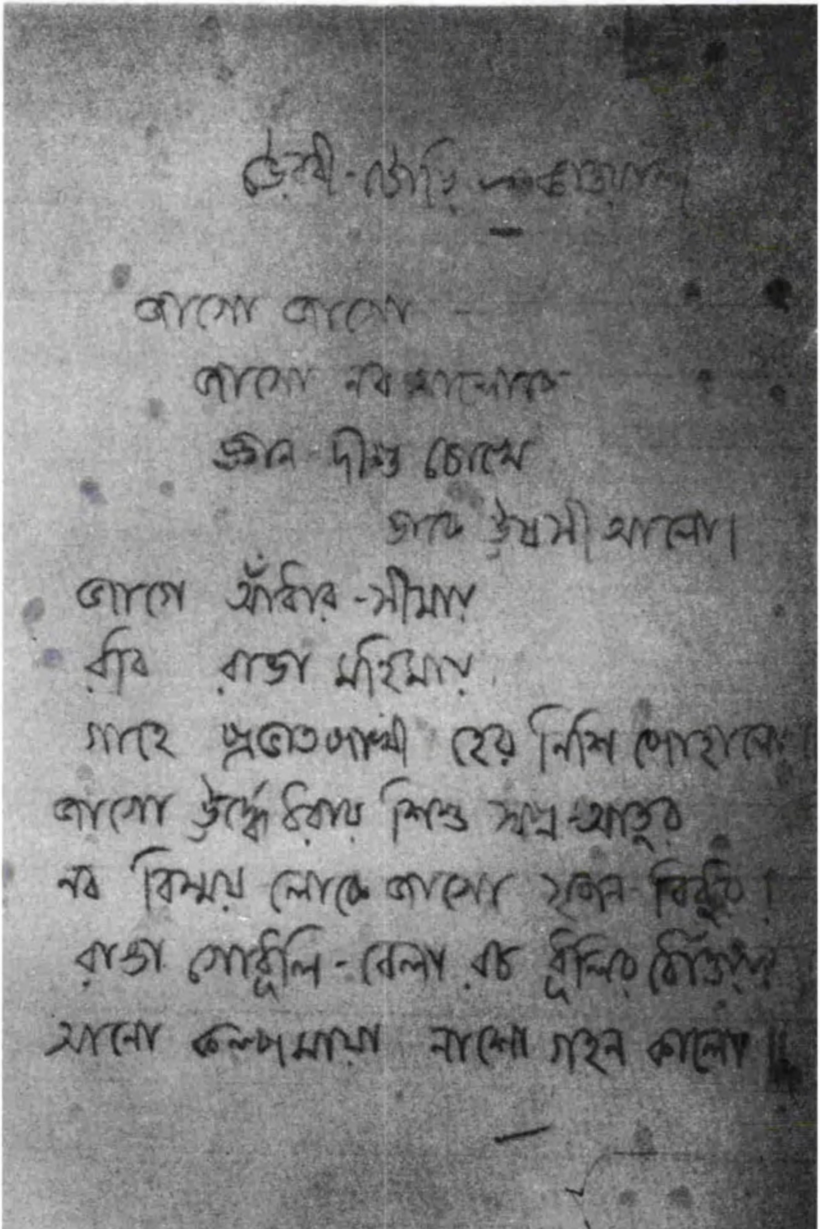
৩৭

Kamal Gupta (H.M.V.)

ভজন

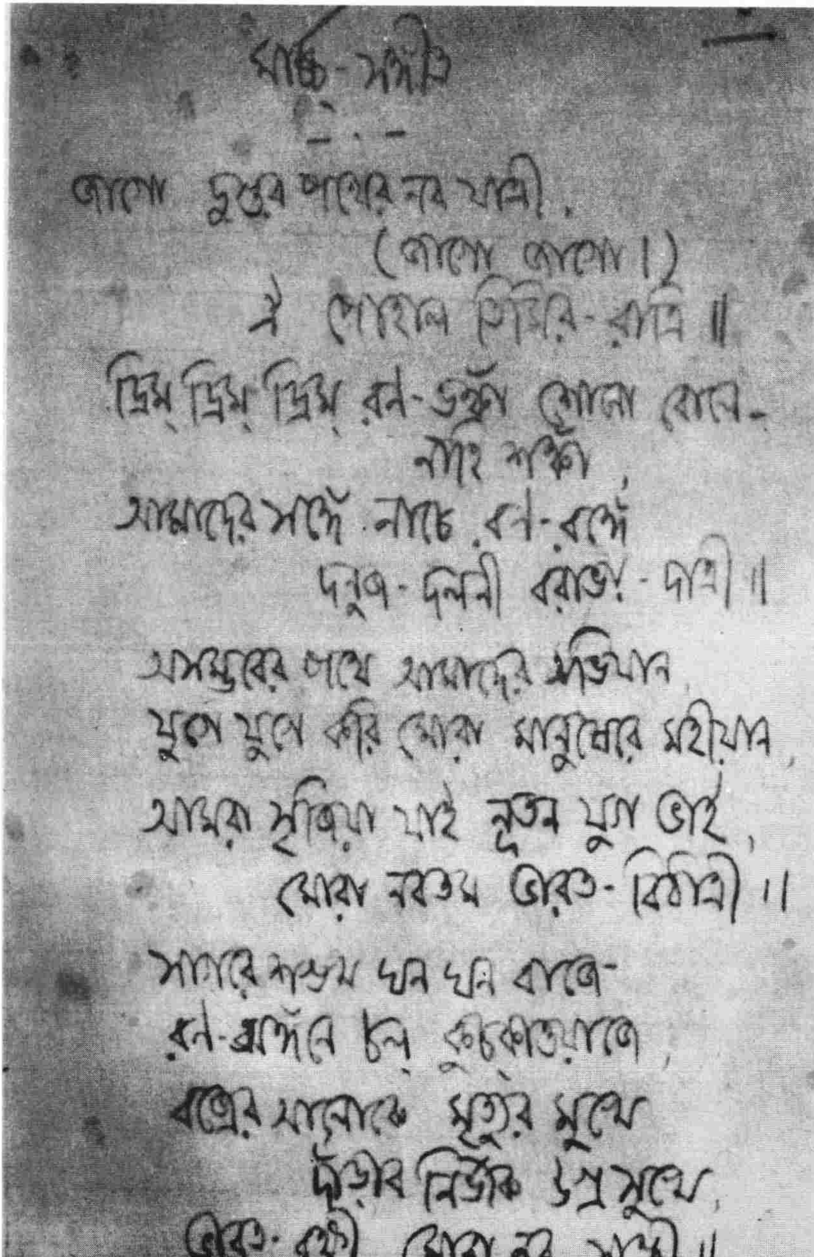
(ইমকল্যাণ-দাদ্রা)

জাগো অমৃত-পিয়াসী চিত, আত্মা অ-নিরুদ্ধ,
কল্যাণ-প্রবুদ্ধ ॥
জাগো শুভ্র জ্ঞান পরম (?)
নব প্রভাত জ্যোতি সম
আলোক-স্নান-শুদ্ধ ॥
সকল পাপ কলুষ তাপ দুঃখ গ্লানি ভোলো,
পুনঃ (?) প্রাণ-দীপ-শিখা সর্বপানে তোলো।
বাহিরে আলো ডাকিছে, জাগো তিমির-কারারুদ্ধ ॥
ফুলের সম আলোর সম
ফুটিয়া ওঠ হৃদ মম
রূপ রস গন্ধে,
অনাবিল (?) আনন্দে;
জাগো মায়া-বিমুক্ত ॥



ভৈরবী-টোড়ি — কাওয়ালি

জাগো জাগো —
জাগো নব আলোকে
জ্ঞান-দীপ্ত চোখে
জাগে ঊষসী আলো।
জাগে আঁধার-সীমায়
রবি রাঙা মহিমায়
গাহে প্রভাত-পাখী হের নিশি পোহালো।
জাগো ঊর্দ্ধে চাহিয়া শিশু স্বপ্ন-আতুর
নব বিস্ময় লোকে জাগো হরিণ-বিভূতি।
রাঙা গোধূলি-বেলায় এই দুলিছে তিমির
আলো কল্পমায়া নাশো গহন কালো।



মার্চ্চ-সঙ্গীত

জাগো দুস্তর পথের নব যাত্রী,
(জাগো জাগো!)
ঐ পোহাল তিমির-রাত্রি॥
দ্রিম্ দ্রিম্ দ্রিম্ রণ-ডঙ্কা ওঠে বোলে-
নাচে শক্তি,
আমাদের সঙ্গে নাচে রণ-রঙ্গে
দনুজ-দলনী বরাভয়-দাত্রী॥

অসম্ভবের পথে আমাদের অভিযান,
যুগে যুগে করি মোরা মানুষেরে মহীয়ান,
আমরা সৃজিয়া যাই নূতন যুগ ভাই,
মোরা নবতম ভারত-বিধাত্রী॥

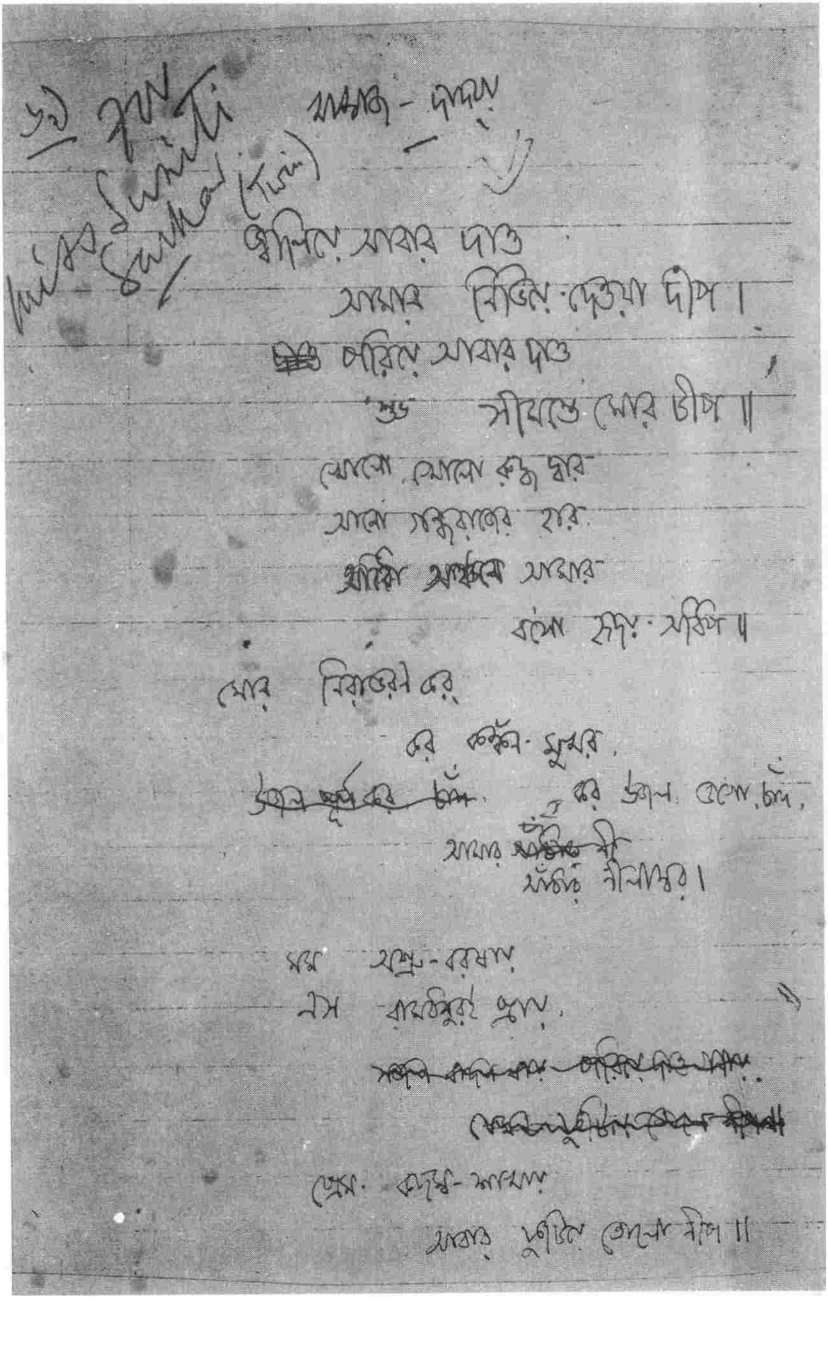
সাগরে শঙ্খ ধন ধন বাজে-
রণ-প্রাঙ্গণে চলি কুচকাওয়াজে,
বজ্রের আলোকে মৃত্যুর মুখে
দাঁড়াব নির্ভীক উগ্র সুখে,
ভারত-রক্ষী মোরা নব যাত্রী॥

For K. Mallik

১১

যোগিয়া — একতালা

জাগো যোগমায়া জাগো মৃন্ময়ী
চিন্ময়ীরূপে জাগো।
তব কনিষ্ঠা কন্যা ধরণী
কাঁদে আর ডাকে মা গো॥
বরষ বরষ বৃথা কেঁদে যাই
হারাই মা তোর আগমনী গাই,
সেই কবে মা আসিলি হেথায়
আর আসিলিনা গো॥
কোটি নয়নের নীল পদ্ম মা *
ছিঁড়িয়া দিলাম চরনে তোর।
জাগিলিনা তুই, এলিনে ধরায়
মা কবে হয় হেন কঠোর।
দশ ভুজে দশ প্রহরণ ধরি'
আয় মা দশ দিক আলো করি'
দশ হাতে আন কল্যান ভরি'
নিশীথ-শেষে ঊষা গো॥



Miss Suniti Sarkar (Kusum)

খাম্বাজ - দাদরা

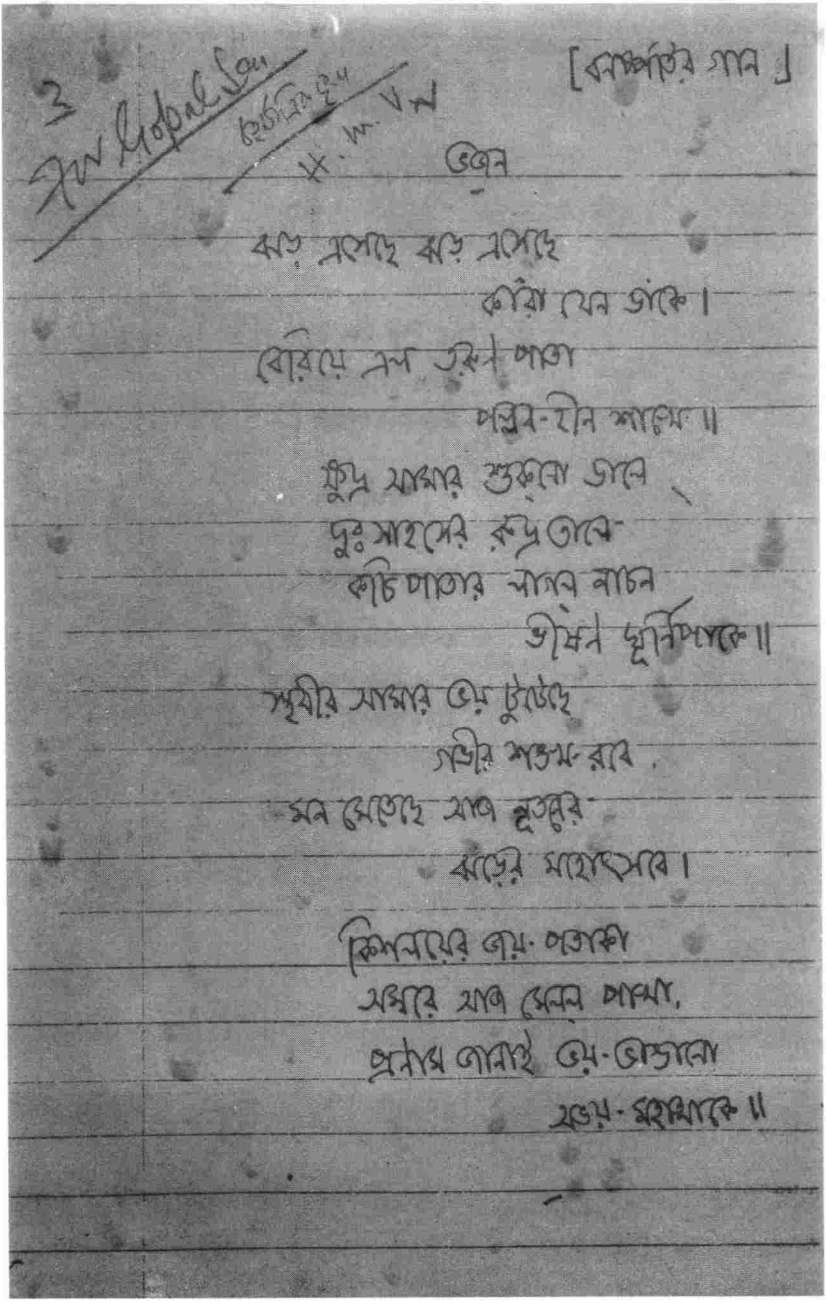
জ্বালিয়ে আবার দাও
আমার নিভিয়ে দেওয়া দীপ।
পরিয়ে আবার দাও
শুভ সীমন্তে মোর টীপ ॥
খোলো খোলো রুদ্ধ দ্বার
আনো চন্দ্রহারের হার
বসো হৃদে সখি ॥
মোর নিরাভরণ দেহ
ভর কঙ্কণ-মুখর,
ভর উজল ভালে চাঁদ,
আমার আঁচলে নীলাম্বর।
মম অশ্রু-বরষায়
নাশ বাসবীর জ্বালায়,
প্রেম-কদম্ব-আশায়
আবার ফুটিল ভেসে নীপ ॥

For Sachin Das Gupta

Twin: গজল

জ্যোৎস্না হসিত মাধবী নিশি আজ।
পর পর প্রিয়া বাসন্তী-রঙা সাজ॥
রাঙা কমল-কলি দিও কর্ণমূলে,
ভরো সোনালি চেলি নব সোনাল ফুলে,
স্বর্ণ-লতার ভরো-মালতীর হার
আজি উৎসব-রাত, রাখ রাখ গৃহ-কাজ॥

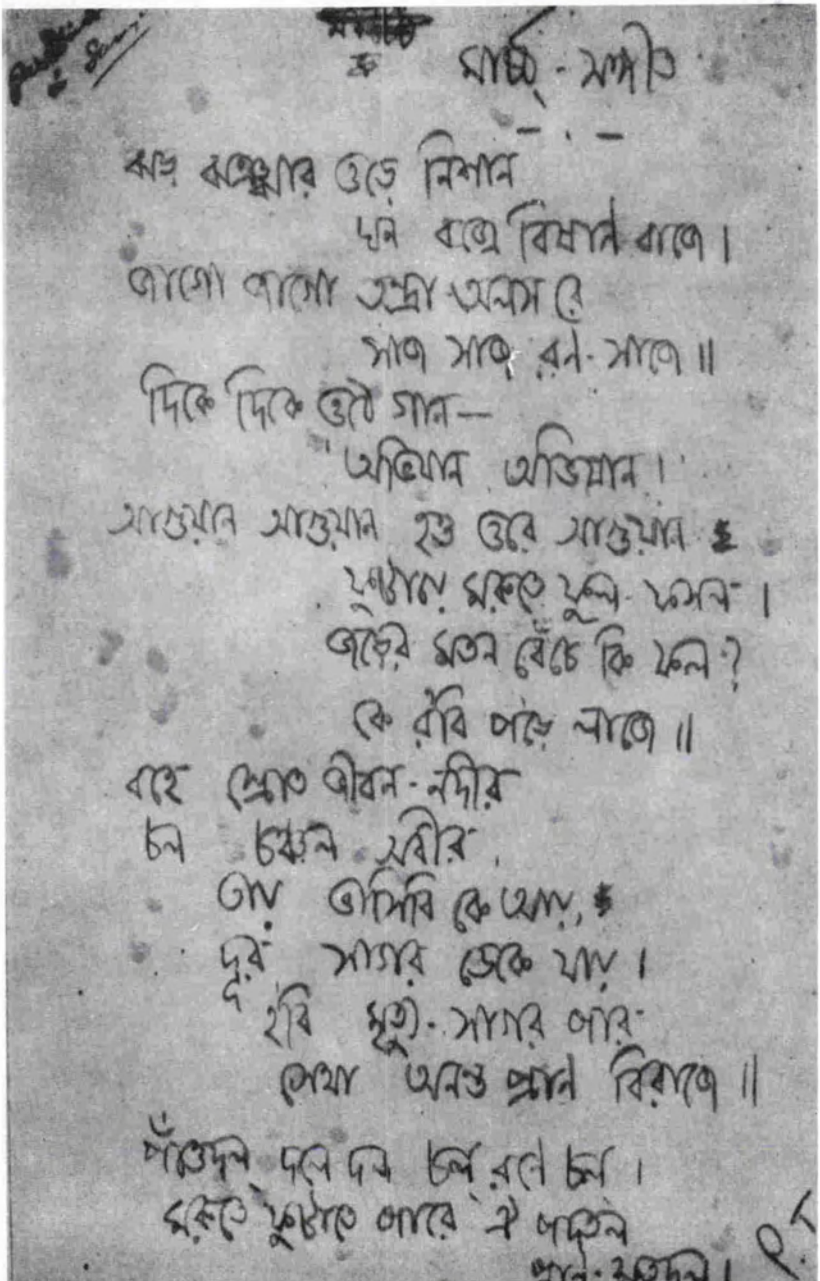
পর কবরী-মূলে নব আমের মুকুল,
হাতে কাঁকন করো গেঁথে অতসীর ফুল,
দূরে গাহে ঐ ডাহুক সখি মুখর নিলাজ॥



[বনস্পতির গান]

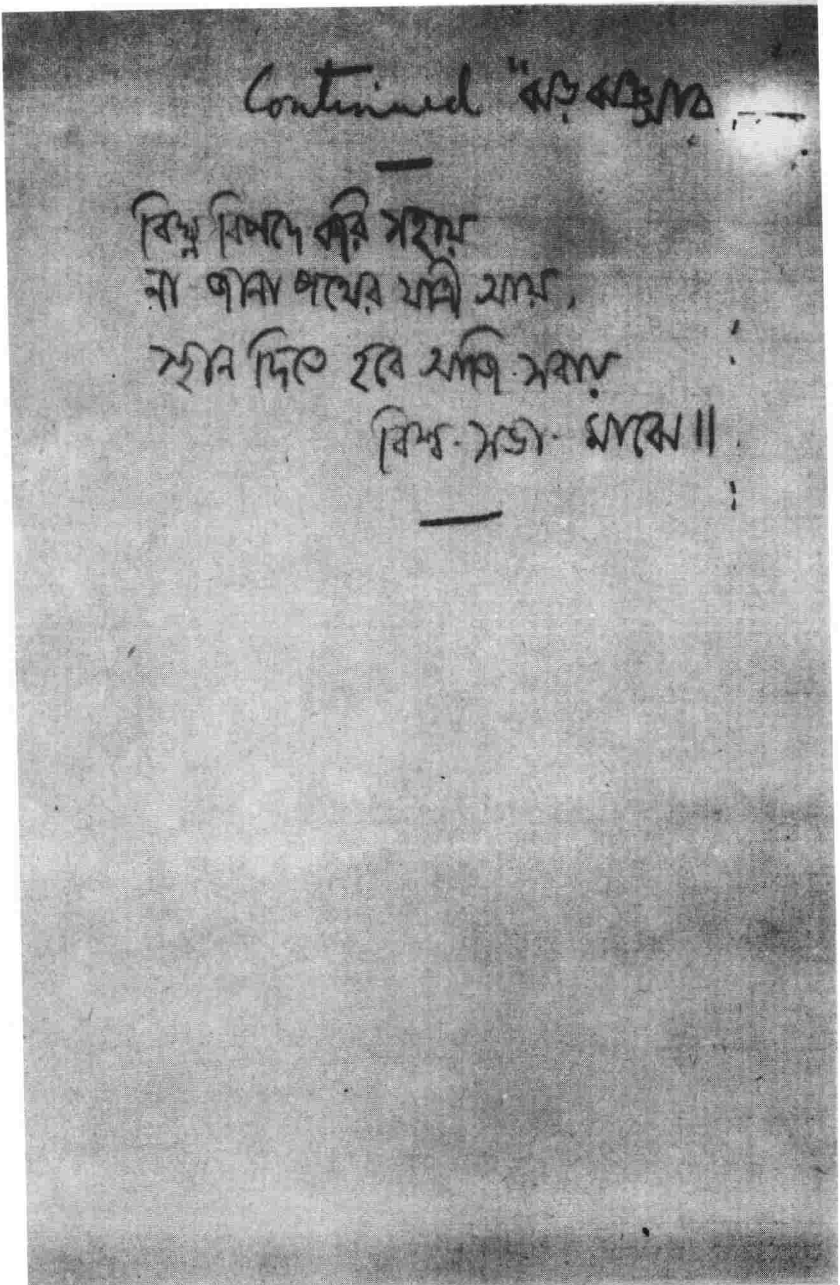
ভজন

ঝড় এসেছে ঝড় এসেছে
কারা যেন ডাকে।
বেরিয়ে এল তরুণ পাতা
পল্লব-হীন শাখে॥
ক্ষুদ্র আমার শুকনো ডালে
দুঃসাহসের রুদ্র তালে
কচি পাতার নাচন নাচে
ভীষণ ঘূর্ণিপাকে॥
পৃথ্বীর আমার ভয় টুটেছে
গভীর শঙ্খ-রবে,
মন মেতেছে আজ নূতনের
ঝড়ের মহোৎসবে।
কিশলয়ের জয়-পতাকা
অম্বরে আজ মেলল পাখা,
প্রণাম জানাই ভয়-ভাঙানো
অভয়-মহাশাখে॥



মার্চ্চ-সঙ্গীত

ঝড় ঝঞ্ঝার ওড়ে নিশান
ঘন বজ্রে বিষাণ বাজে।
জাগো জাগো তন্দ্রা অলস রে
সাজ সাজ রণ-সাজে॥
দিকে দিকে ওঠে গান—
অভিযান অভিযান।
আগুয়ান আগুয়ান হও ওরে আগুয়ান
ফুটাবে মরুতে ফুল-ফসল।
জড়ের মতন বেঁচে কি ফল?
কে রবি পড়ে লাজে॥
বহে স্রোত জীবন-নদীর
চল চঞ্চল অধীর,
তোয় ডাকিছে কে আয়,
দূর সাগর ডেকে যায়।
রবি মৃত্যু-সাগর পার
সেথা অনন্ত প্রাণ বিরাজে॥
পাঁওদল দলে দল চল রলে চল।
মরুতে ফুটাতে পারে ঐ আগুন
প্রাণ-শতদল।



Continued "ঝড় ঝঞ্ঝার" —

বিঘ্ন বিপদে করি সহায়
না জানা পথের যাত্রী যায়,
স্থান দিতে হবে যদি সবায়
বিশ্ব-সভা-মাঝে ॥

৫১

আশাবরী মিশ্র — লাউনী

ঝর্‌ল যে ফুল ফোটার আগেই
তারি তরে কাঁদি হায়।
মুকুলে যার মুখের হাসি
চোখের জলে নিভে যায়॥
হায় যে বুলবুল গুল-বাগিচায়
গোলাপ-কুঁড়ির গাইত গান
আকুল ঝড়ে আজ সে পড়ে
পথের ধূলায় মূরছায়॥
সুখ নদীর উপকূলে
বাঁধিনি যে সোনার ঘর
আজ কাঁদে সে গৃহহারা
বালুচরে নিরাশায়॥
যাবার যারা যায়না তারা,
থাকে কাঁটা ঝরে ফুল,
শুকায় নদী মরুর বুকে
প্রভাত-আলো মেঘে ছায়॥

৮০/

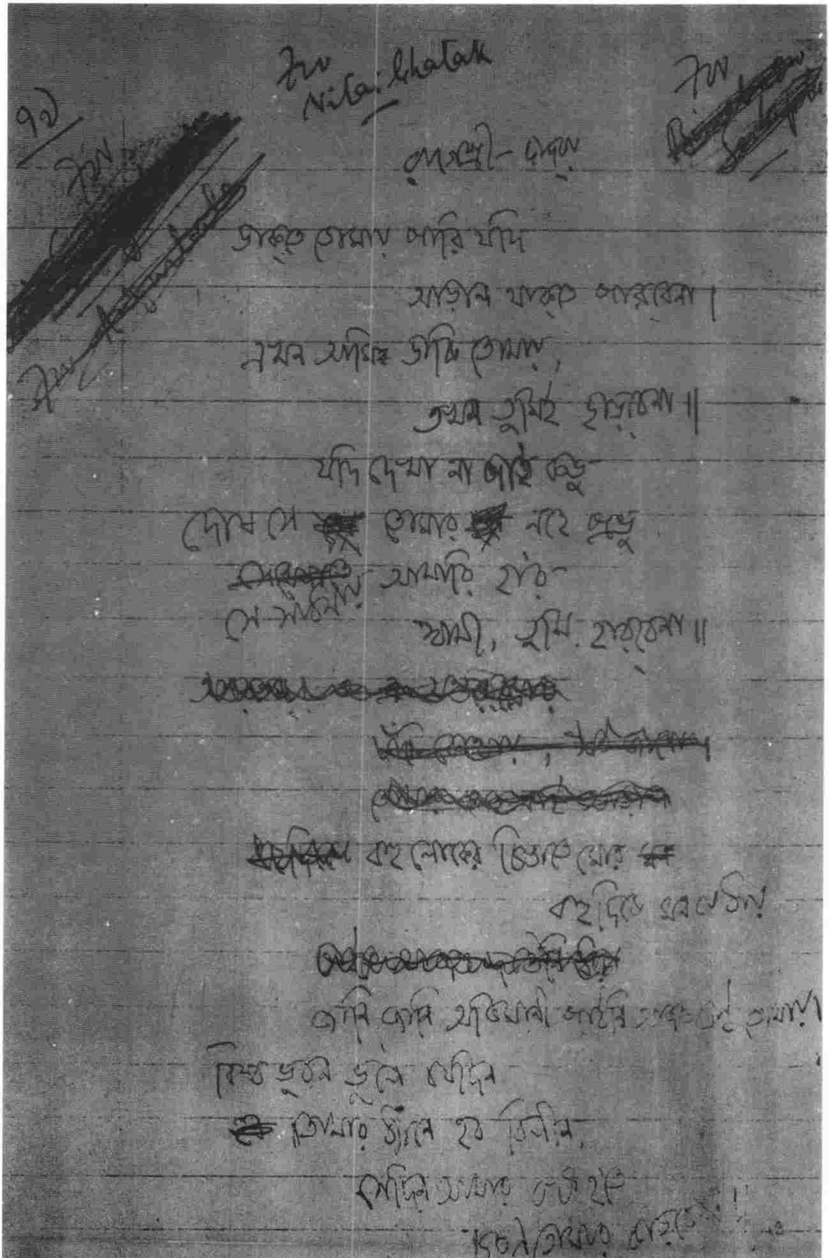
Kumari Binapani Debi (Twin)

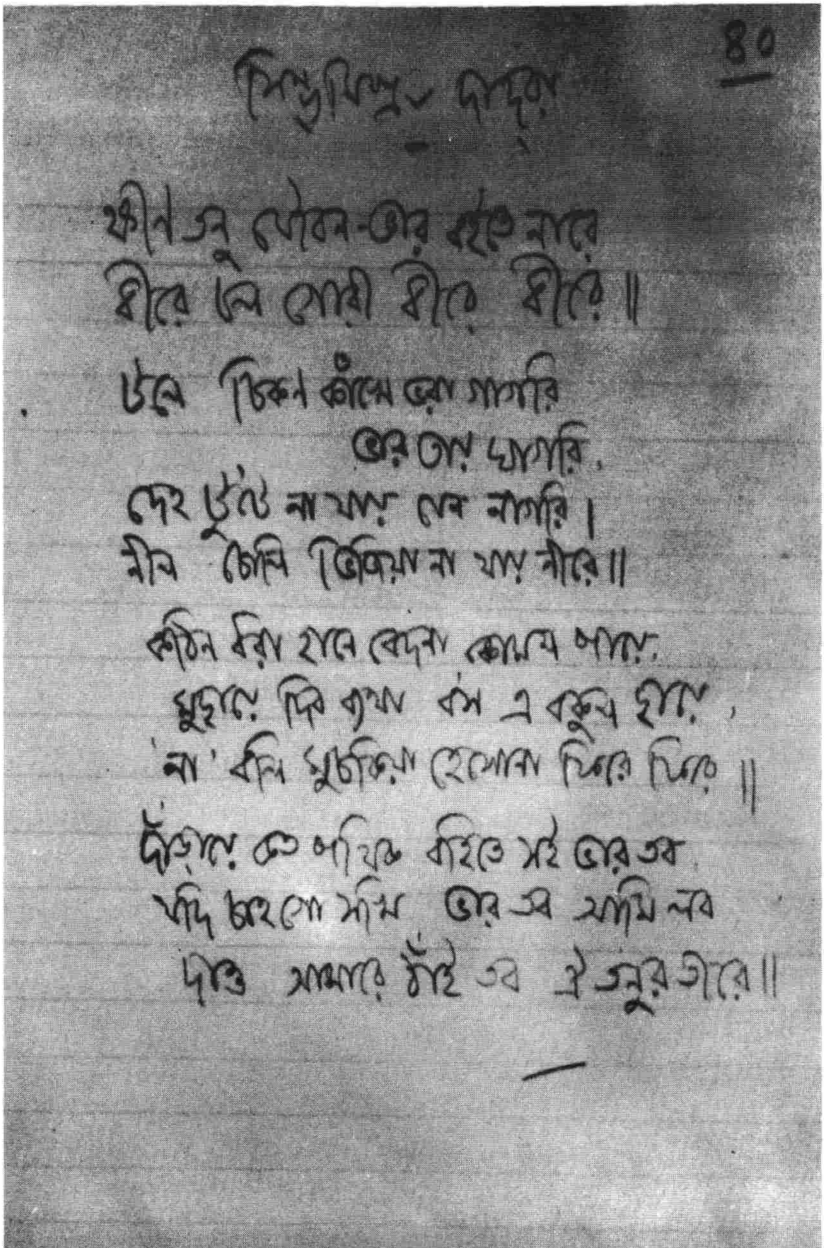
দেশ মিশ্র — তেতালা

ঝরে বারি গগনে ঝুরুঝুরু।
জাগি একা ভোর
নিঁদ নাহি আসে,
ভীরু হিয়া কাঁপে দুরুদুরু॥

দামিনী ঝলকে, ঝলকে ঘোর গগন,
ঝরে ঝরঝর নীল ঘন.
রহি রহি দূরে কে যেন ফুকারি মেলে
মেঘ-পারে ঘন হানে ডঙ্কা॥

অতল তিমিরে বাদলের বায়ে
জীর্ণ কুটীরে জাগি দীপ নিভায়ে,
দূরে দেয়া ডাকে গুরু গুরু॥


ডাকতে তোমায় পারি যদি
আড়াল থাকতে পারবেনা।
এমন অভিমানে ডাকি তোমায়,
তখন তুমিই হারবেনা॥
যদি দেখা না পাই তবু
দোষ সে তোমার নহে প্রভু
সে অভিমান আমারি হায়
স্বামী, তুমি হারবেনা॥


৪০

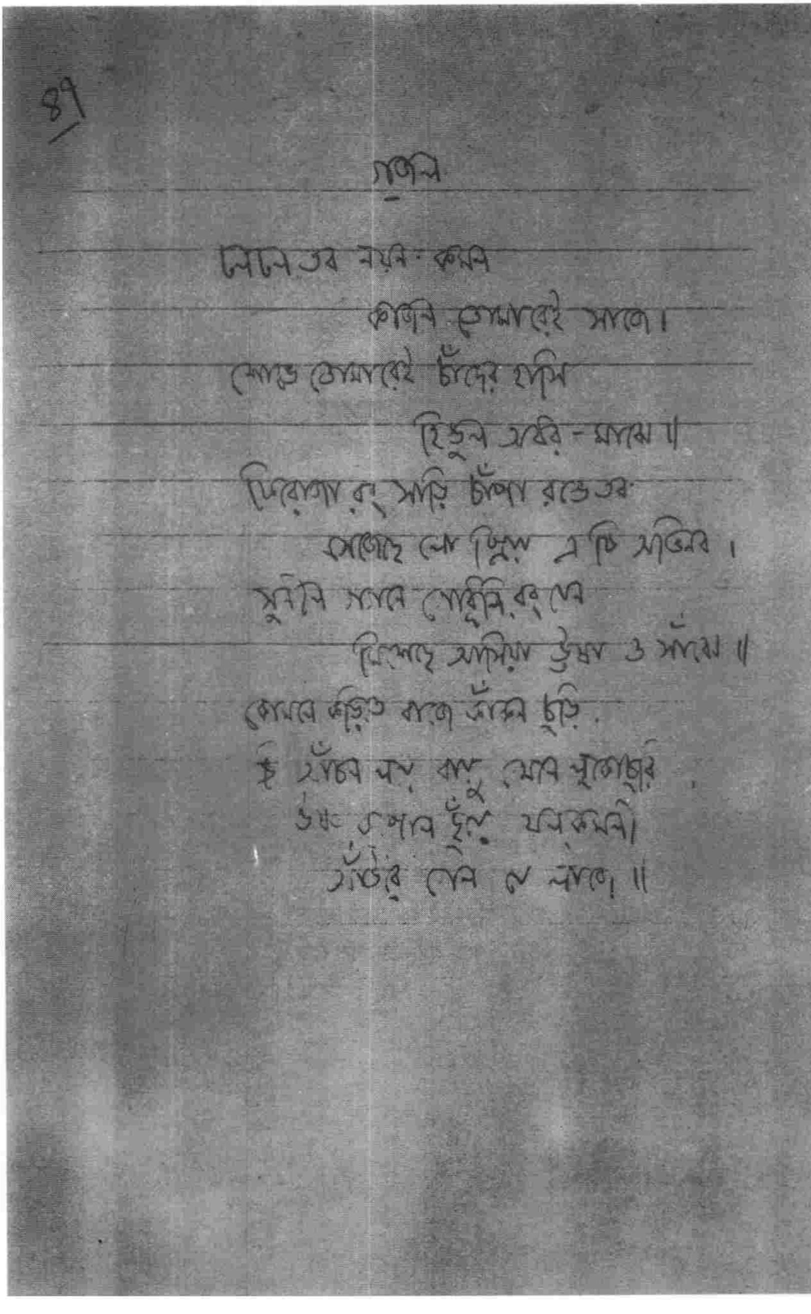
সিন্ধু মিশ্র – দাদ্‌রা

ক্ষীণ তনু যৌবন-ভার বইতে নারে
ধীরে চলে গোরী ধীরে ধীরে ॥

টলে চিকন কাঁখে ভরা গাগরি
ভরে তায় ঘাগরি,
দেহ টুটে না যায় দেখ নাগরি।
নীল চেলি ভিজিয়া না যায় নীরে ॥

কঠিন ধরা হানে বেদনা কোমল পায়,
ঘুঙুরে দিবি ব্যথা বলে এ বকুল হায়,
'না' বলি মুরছিয়া হেলোনা ফিরে ফিরে ॥

দাঁড়ায়ে কে পথিক বহিতে সই ভার তব
যদি চাহ গো সখি ভার তব আমি লব
দাও আমারে ঠাঁই তব ঐ তনুর তীরে ॥



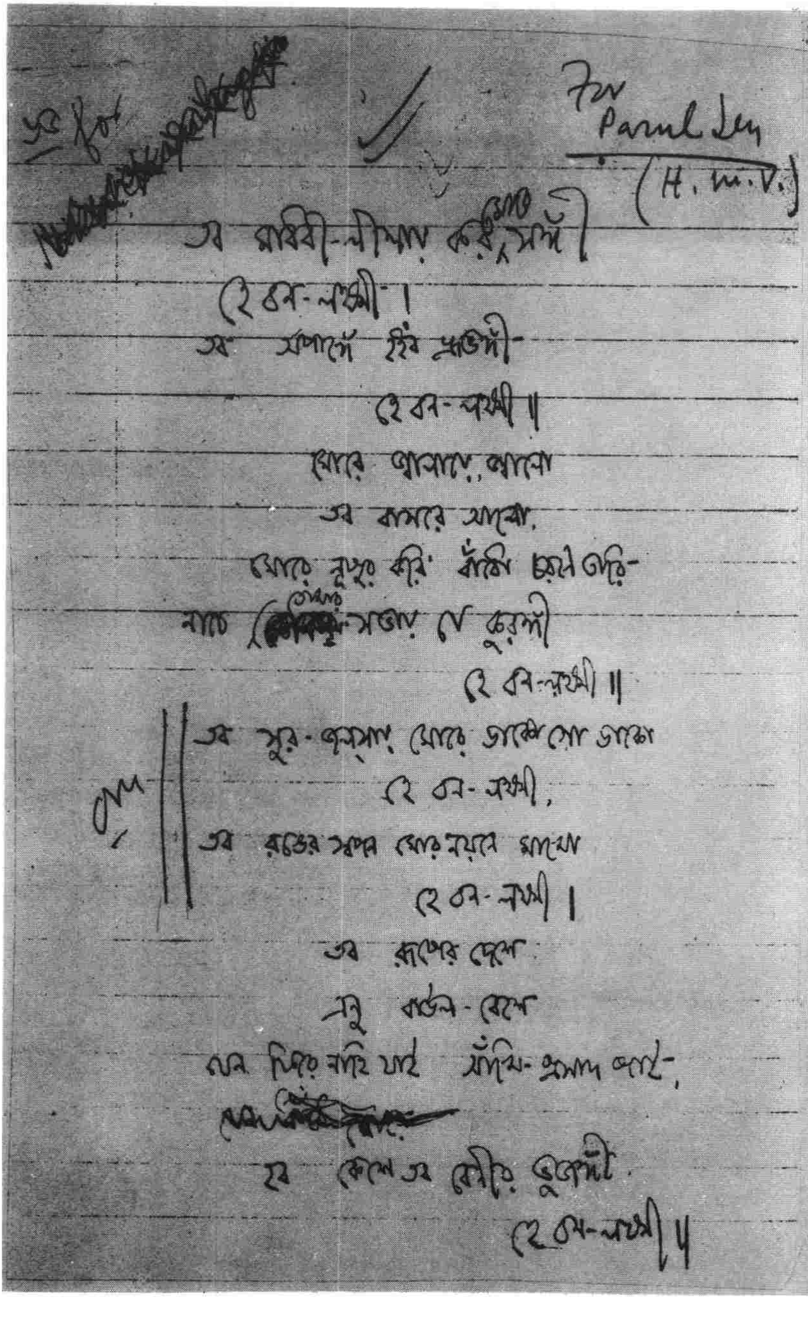
৪৭

গজল

ঢলঢল তব নয়ন-কমল
জানি তোমারেই সাজে।
শোভে তোমারেই চাঁদের হাসি
হিঙুল অধর-মাঝে॥
পিরোজা রং শাড়ি চাঁপা রঙের তনু
সেজেছে লো ফুলেশ্বর এ কি সাজির।
সুনীল সাগরে গোধূলি রং যেন
মিলেছে আসিয়া উষা ও সাঁঝে॥
কোমরে জড়িত বাজে ঝাঁঝর চুড়ি
দুই কাঁকন মণি বাজু যেন যুগলচূর
উথলে যৌবন ফুলে মনিকমল
সাঁঝের মেঘে লাজে॥

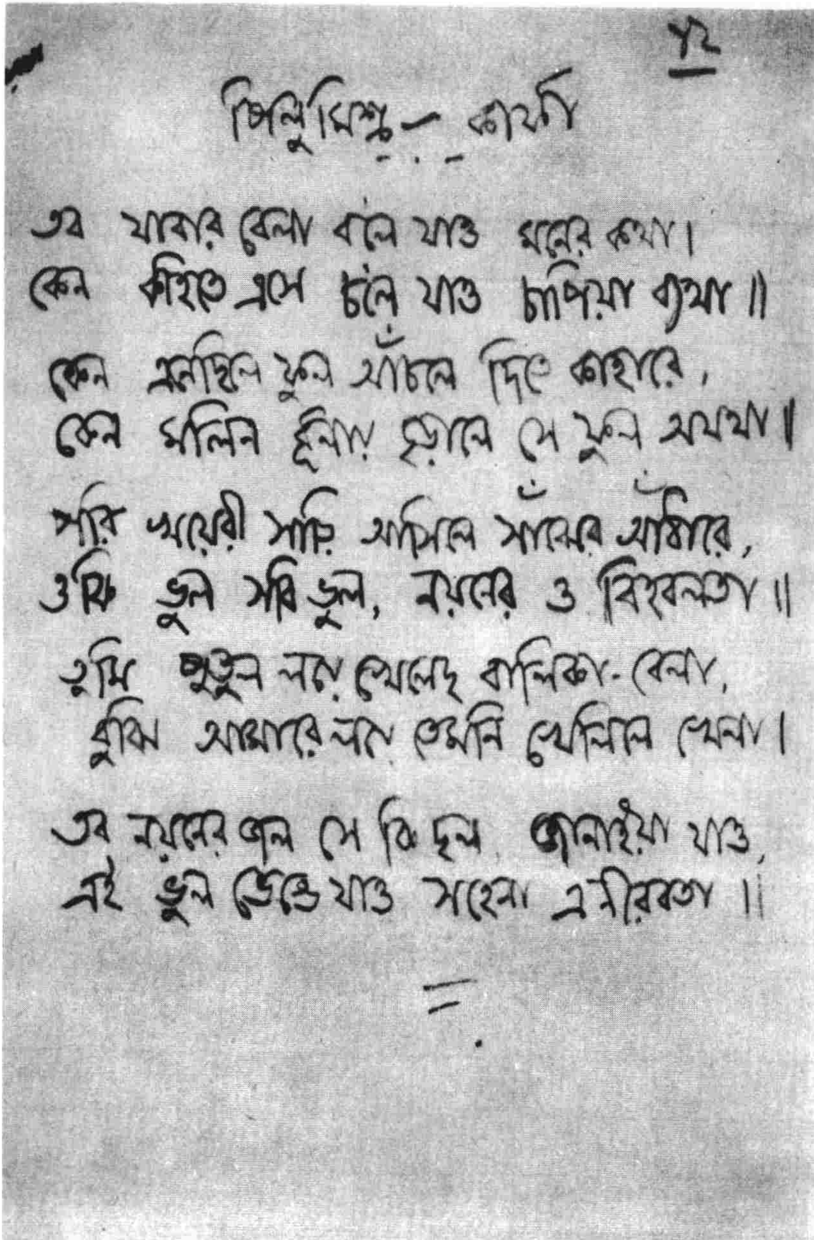
For Kumari Uma Roy — কীর্তন

তব চরণ-প্রান্তে মরণ-বেলায়
শরণ দিও হে প্রিয়।
তুমি মুছায়ে গ্লানি ঘুচায়ে শ্রান্তি
শান্তিবিদায় দিও (প্রাণে)॥
বরণের ডালা সাজায়ে হে স্বামী
সারাটি জীবন চেয়ে আছি আমি
তুমি নিমেষের তরে মোর দ্বারে থামি'
সে ডালা চরণে নিও॥
তারকায় আছে মোর চির সাথী-
আকুল আঁখির অনন্ত রাতি
ক্ষতি নাই যদি নিভে যায় বাতি
তুমি এসে নিভাইও॥
যে যাহা চেয়েছে পেয়েছে কে কবে
হাসি ঝরে যায় নিরাশে নীরবে
আঘাত বেদনা বুকে সব স'বে
একবার দেখা দিও (শুধু)॥



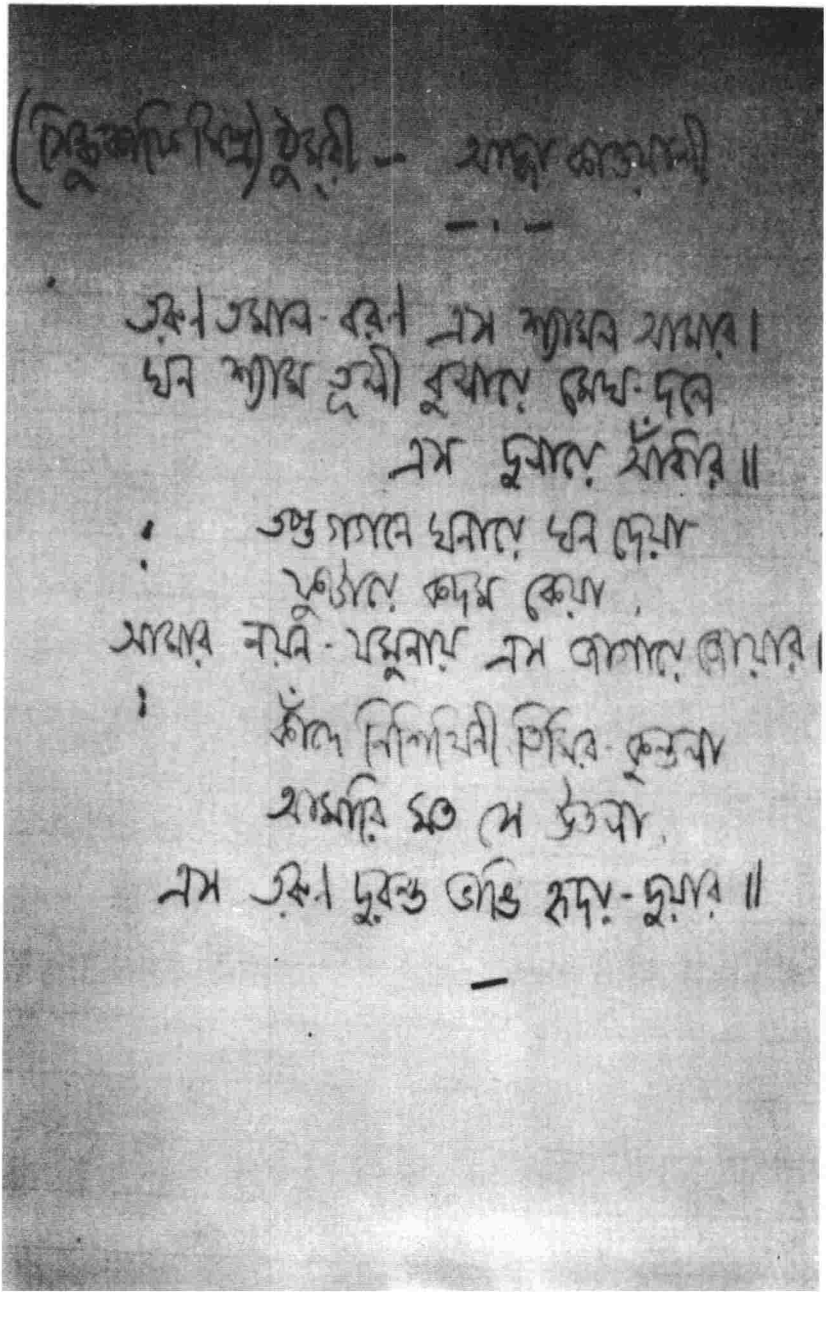
For
Parul Sen
(H.M.V.)

তব মাধবী-লীলায় করি মোরে সঙ্গী
হে বন-লক্ষ্মী!
তব পরশে হব প্রভাতী
হে বন-লক্ষ্মী ॥
মোরে জাগায়ে আলো
তব বাসরে জ্বালো,
মোরে নূপুর করি বাঁধি চরণ জড়ি-
নাচে [illegible] সভায় যে কুরঙ্গী
হে বন-লক্ষ্মী ॥
তব সুর-বাঁশরি মোরে ডাকে গো ডাকে
হে বন-লক্ষ্মী,
তব রঙের স্বপন মোর নয়নে মাখো
হে বন-লক্ষ্মী।
তব রূপের দেশে
যেন বাউল-বেশে
মন ফিরে নাহি যায় সাঁঝ-প্রদীপ আঁকে,
হব কোলে তব বনের ভুজঙ্গী
হে বন-লক্ষ্মী ॥


৮২

সিন্ধুমিশ্র — কার্ফা

তব যাবার বেলা বলে যাও মনের কথা।
কেন কহিতে এসে চলে যাও চাপিয়া ব্যথা॥
কেন এনেছিলে ফুল আঁচলে দিতে কাহারে,
কেন মলিন হইয়া ছড়ালে সে ফুল অযথা।
পরি খয়েরী শাড়ি আসিলে সাঁঝের আঁধারে,
ও কি ভুল সবি ভুল, নয়নের ও বিহ্বলতা॥
তুমি পুতুল লয়ে খেলেছ বালিকা-বেলায়,
বুঝি আমারে লয়ে তেমনি খেলিলে খেলা।
তব নয়নের জল সে কি ছল জানাইয়া যাও,
এই ভুল ভেঙ্গে যাও সহেনা এ নীরবতা॥


(সিন্ধু-কাফি-মিশ্র) ঠুংরী — দাদ্‌রা কাওয়ালী

তরুণ তমাল-বরণ এস শ্যামল আমার।
ঘন শ্যাম তুমি লুকায়ে মেঘ-দলে
এস দুয়ারে আবার॥
তপ্ত গগনে ঘনায়ে ঘন দেয়া
ফুটায়ে কদম কেয়া,
আমার নয়ন-যমুনায় এস জাগায়ে জোয়ার।
কাঁদে নিশীথিনী তিমির-কুন্তলা
অভিসারি মত সে উতলা,
এস তরুণ দুরন্ত ভাঙি হৃদয়-দুয়ার॥

৩৫

তিমির বিদারী অলখ-বিহারী
কৃষ্ণ-মুরারি আগত ঐ।
টুটিল আগল নিখিল পাগল-
সর্বসহা আজি সর্বজয়ী।।
বহিছে উজান অশ্রু-যমুনায়
হৃদি-বৃন্দাবনে আনন্দ ডাকে আয়
বসুধা-যশোদার স্নেহ-ধার উথলায়
কাল-রাখাল নাচে থৈ তাথৈ।।
বিশ্ব ভরি ওঠে স্তব নমো নমঃ
অরির পুরী মাঝে এল অরিন্দম।
ঘিরিয়া দ্বার বৃথা জাগে প্রহরী জন,
কারার মাঝে এল বন্ধ-বিমোচন,
ধরি' অজানা পথ আসিল অনাগত,
জাগিয়া ব্যথা-হত ডাকে, মাভৈঃ।।

৮.

গান

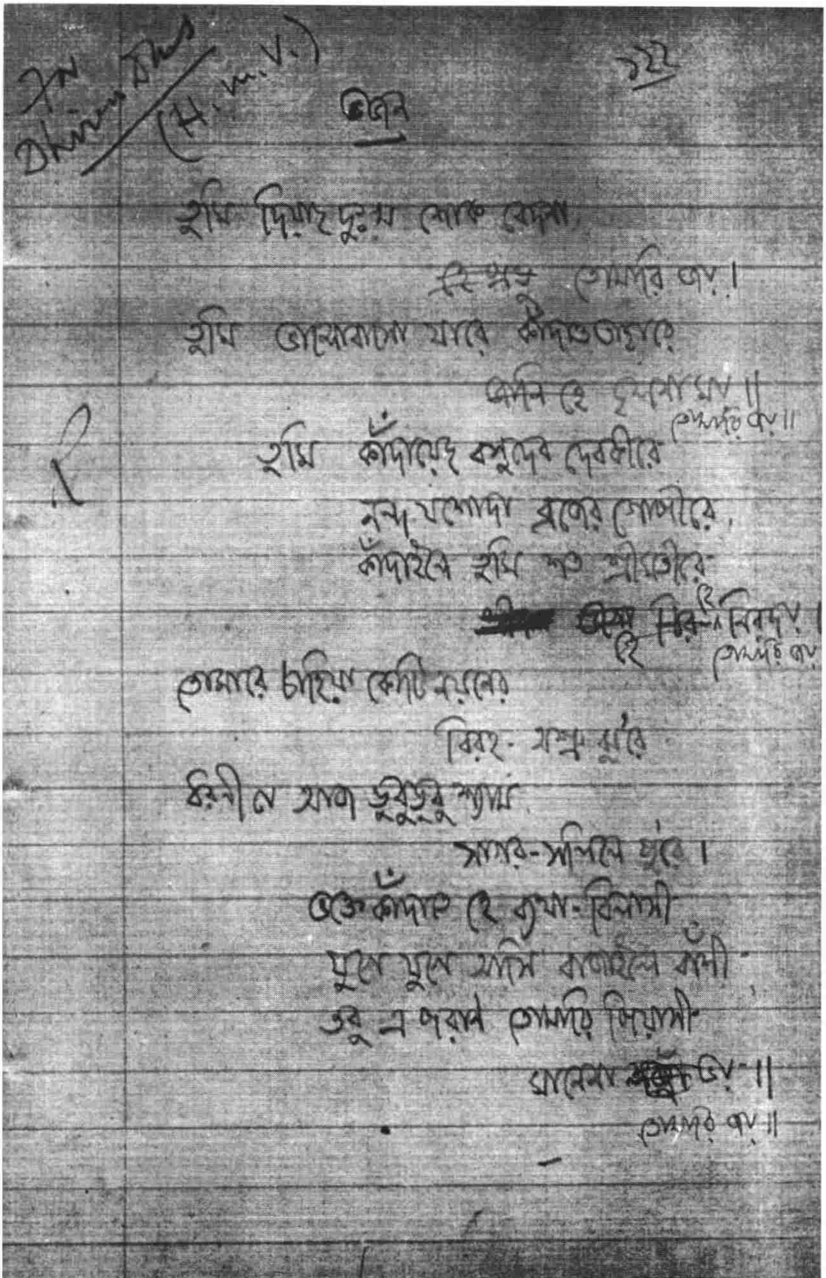
তুমি আনমনে গেলে চলিয়া
জাননা গো কারে দলিয়া।

তুমি জাননা ত কার দুখ-সম্ভার
ভাসালে, গলিয়া ।।

ওগো উদাসিনী! তব স্রোত-ধারে
ডুবে যে মরিল দেখেছ কি তারে?

বৃথা তব স্রোতে ভাসাইনু মালা।
বৃথা তব কূলে ফুল-ডালা।

তুমি যাবে ভুলে
কোন সে এ কূলে
কভু ও কূলে
যাও চলিয়া ।।

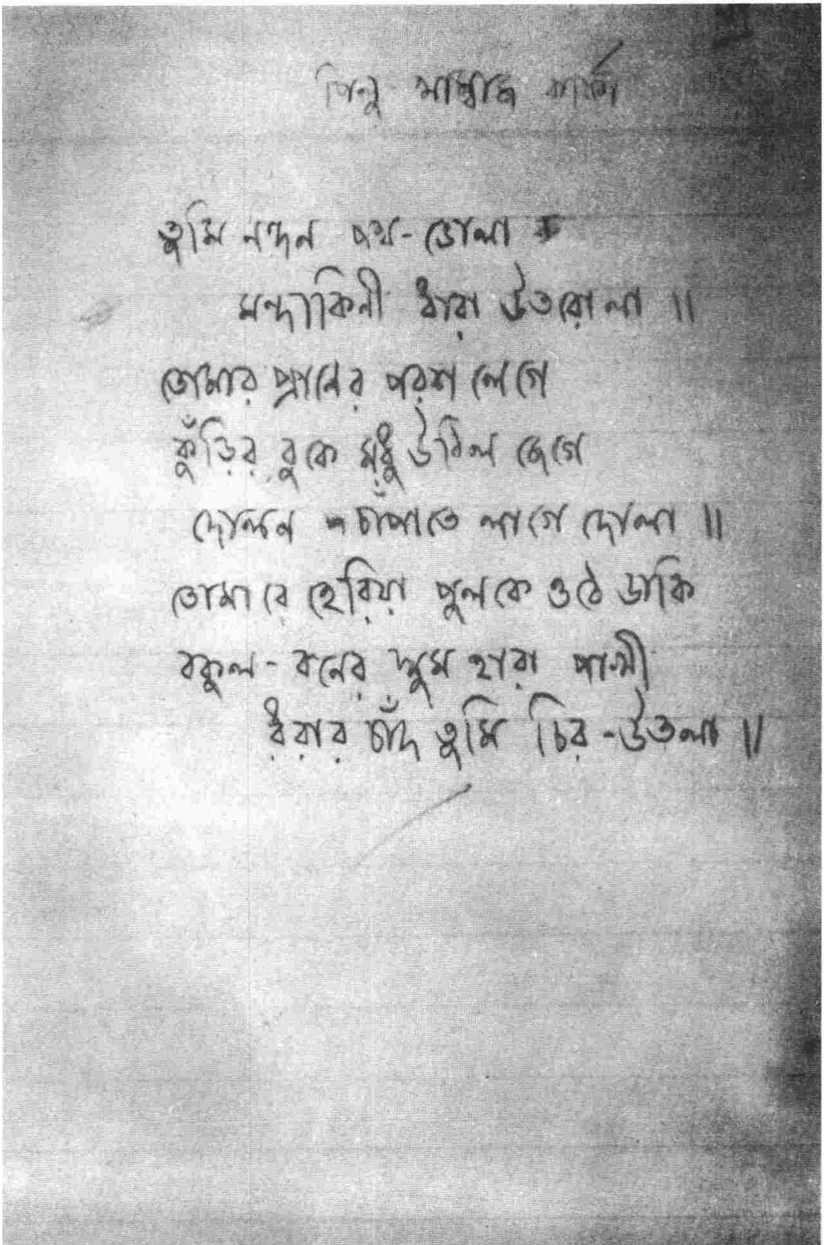


7th Dhiren Das (H.M.V.)

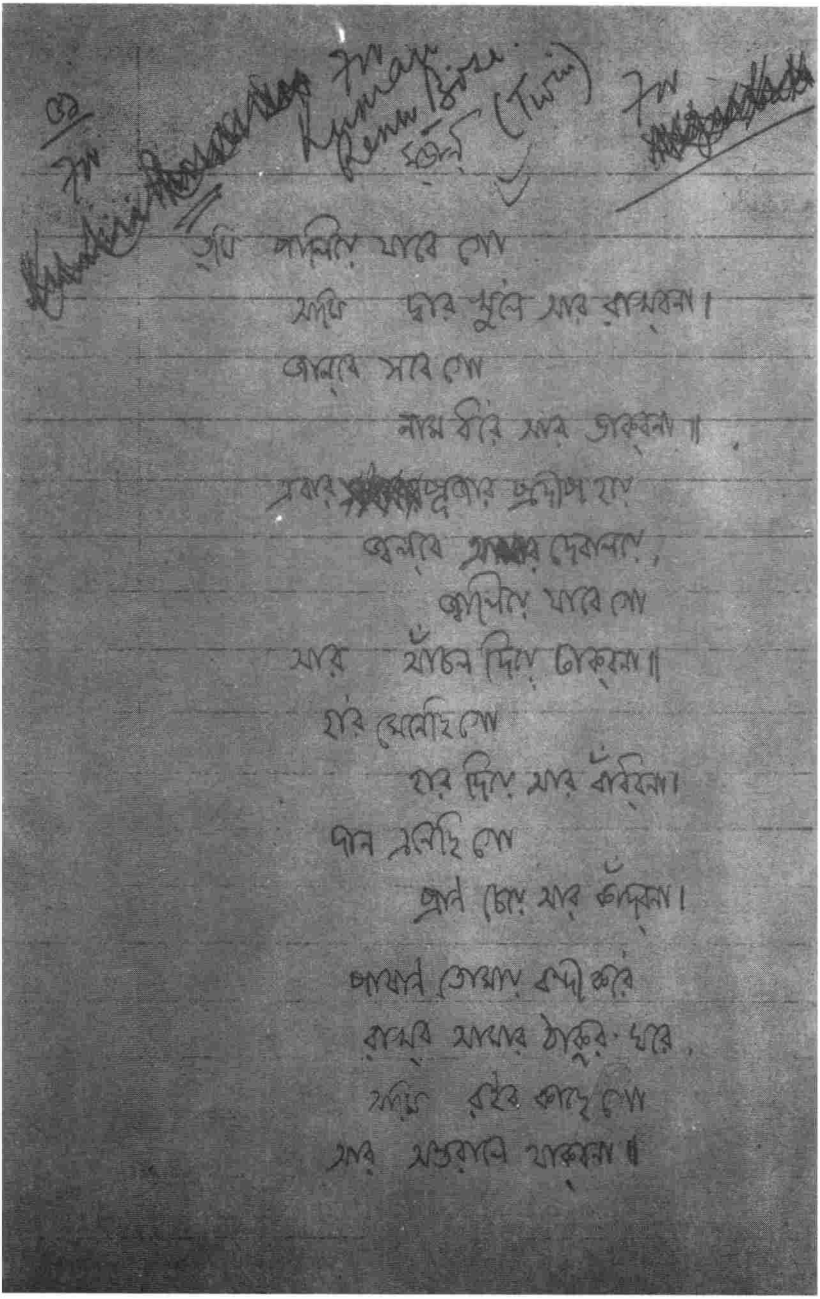
১২২

ভজন

তুমি দিয়াছ দুঃখ শোক বেদনা,
হে শ্যাম তোমারি দান।
তুমি ভালোবাসো যারে কাঁদাও তাহারে
এমনি হে নিঠুর মন॥
তোমারি দান॥
তুমি কাঁদায়েছ বসুদেব দেবকীরে
নন্দ যশোদা ব্রজের গোপীরে,
কাঁদাইলে তুমি শত শ্রীমতীরে
হে নিরদয়!
তোমারি দান
তোমারে চাহিয়া কোটি নয়নের
বিরহ-অশ্রু ঝুরে
ত্রিভুবন যেন ডুবুডুবু শ্যাম
সাগর-সলিলে ঘুরে।
ভক্তে কাঁদাও হে ব্যথা-বিলাসী
যুগে যুগে আসি বাজাইলে বাঁশী
তবু এ পরাণ তোমারে পিয়াসী
মানে না ভয়॥
তোমারি দান॥



তুমি নন্দন পথ-ভোলা
মন্দাকিনী ধারা উতরোলা ॥
তোমার প্রাণের পরশ লেগে
কুঁড়ির বুকে মধু উঠিল জেগে
দোলন চাঁপাতে লাগে দোলা ॥
তোমারে হেরিয়া পুলকে ওঠে ডাকি
বকুল-বনের ঘুম-হারা পাখী
ধরার চাঁদ তুমি চির-উতলা ॥



Kumari Renu Bose

(Tune)

তুমি পালিয়ে যাবে গো
যদি দ্বার খুলে আর রাখবনা।
জানবে সবে গো
নাম ধরে আর ডাকবনা॥
এবার পূজার প্রদীপ হায়
জ্বলবে আমার দেবালয়ে,
জ্বালিয়ে যাবে গো
আর আঁচল দিয়ে ঢাকবনা॥
হার মেনেছি গো
হার দিয়ে আর বাঁধবনা।
দান মেনেছি গো
প্রাণ চেয়ে আর কাঁদবনা।
ভাবনে তোমায় বন্দী করে
রাখবে আমার ঠাকুর-ঘরে,
যদি রইবে কাছে গো
আর অন্তরালে থাকবনা॥

Kamala Hazra

শ্যামা (ভৈরবী)

তুমি পীরিতি কি কর হে শ্যাম
তেল মেখে গায়ে।
তাই ধরতে গেলে হাত পিছলে
যাও হে পালায়ে॥

R/9

ননী চুরি করে করে হাত পাকিয়ে শ্যাম
নারীর মন চুরি করে বেড়াও অবিরাম,
~~শ্যাম তোমার তরে ঘরে ঘরে সতীর নিন্দ জাগে।~~
~~হায় সতীর নিন্দ জাগে॥~~
তাই রাই দিয়েছে নূপুরেরই বেড়ী বেঁধে পায়॥

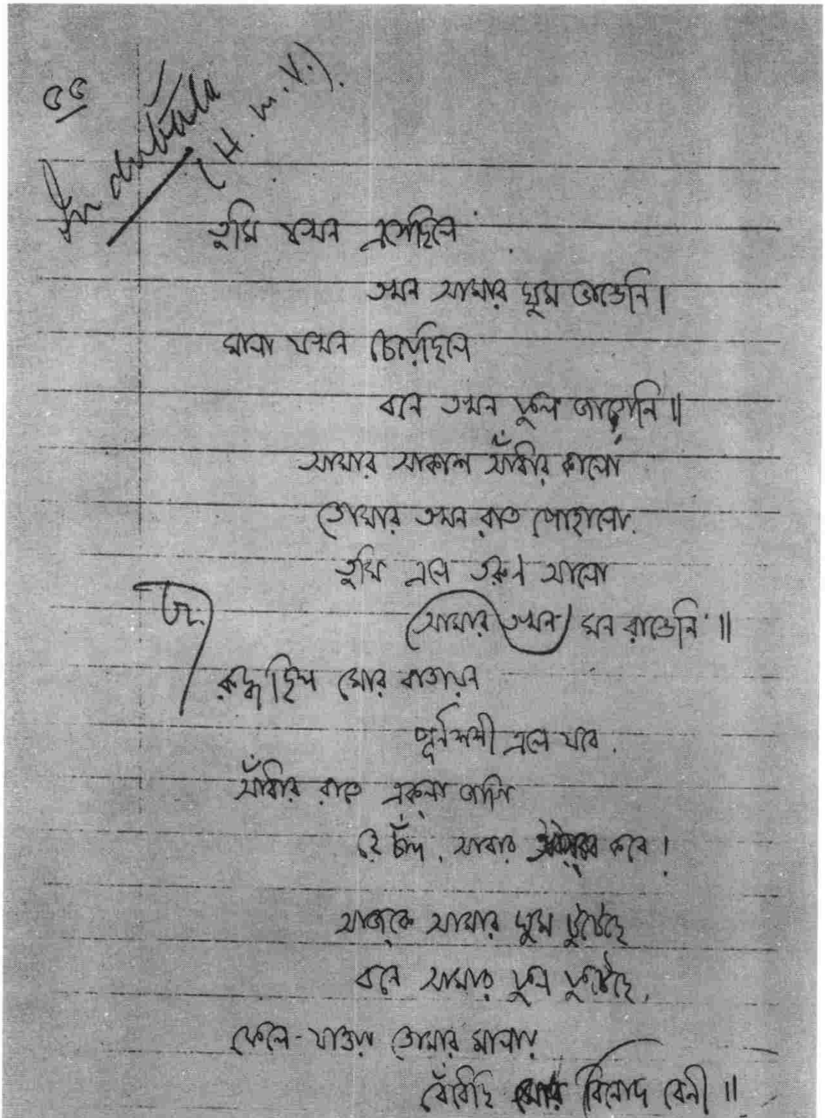
তুমি দিনের বেলা চরাও ধেনু, ভ্রমর রাতে
আবার ফুলবধূর রইল না কুল প্রাণে মধুরাতে।
শ্যাম, তোমার তরে ঘরে ঘরে সতীর নিন্দ জাগে,
হায় সতীর নিন্দ জাগে॥

তোমার হাতের বাঁশী রাতের বেলা সিঁদ কাটিতে হয়।
তোমায় চুরি কে ধরিবে হে চোর মহাশয়।
তাই আমার ঘরে বন্দী হয়ে রবে চুরির দায়॥

৬৬
Kumari Parul

ভৈরবী – দাদ্রা

তুমি ভোরের শিশির রাতের নয়ন-পাতে।
তুমি কাননে কাননে গো
ফুল-ঝরা প্রভাতে॥
তুমি ভৈরবী সুর উদাস বিধুর
অতীত দিনের স্মৃতি সুদূর
তুমি জোছনার আলোর ঝরা মুকুল
বৈশাখী হাওয়াতে॥
তুমি কাশের ফুলের করুণ হাসি মরা নদীর তীরে।
তুমি স্বপন-কণা অশ্রুমতী উৎসব-বাসরে।
তুমি [illegible] বুকে [illegible]
যৌবন ব্যথার [illegible]
তুমি নীরব বীণার কান্নাধারা
সঙ্গীত-সভাতে॥



৩৫

(H.M.V.)

তুমি যখন এসেছিলে
তখন আমার ঘুম ভাঙেনি।
মালা যখন চেয়েছিলে
বনে তখন ফুল জাগেনি॥
আমার সকাল আঁধার কালো
তোমার তখন রাত পোহালো
তুমি এলে অরুণ আলো
আমার তখন মন রাঙেনি॥
রুদ্ধ ছিল মোর বাতায়ন
পূর্ণশশী এলে যবে
আঁধার রাতে একলা জাগি
হে চাঁদ, আবার উদয় হবে!
আজকে আমার ঘুম টুটেছে
বনে আমার ফুল ফুটেছে,
ফেলে-যাওয়া তোমার মালায়
বেঁধেছি মোর বিনোদ বেণী॥

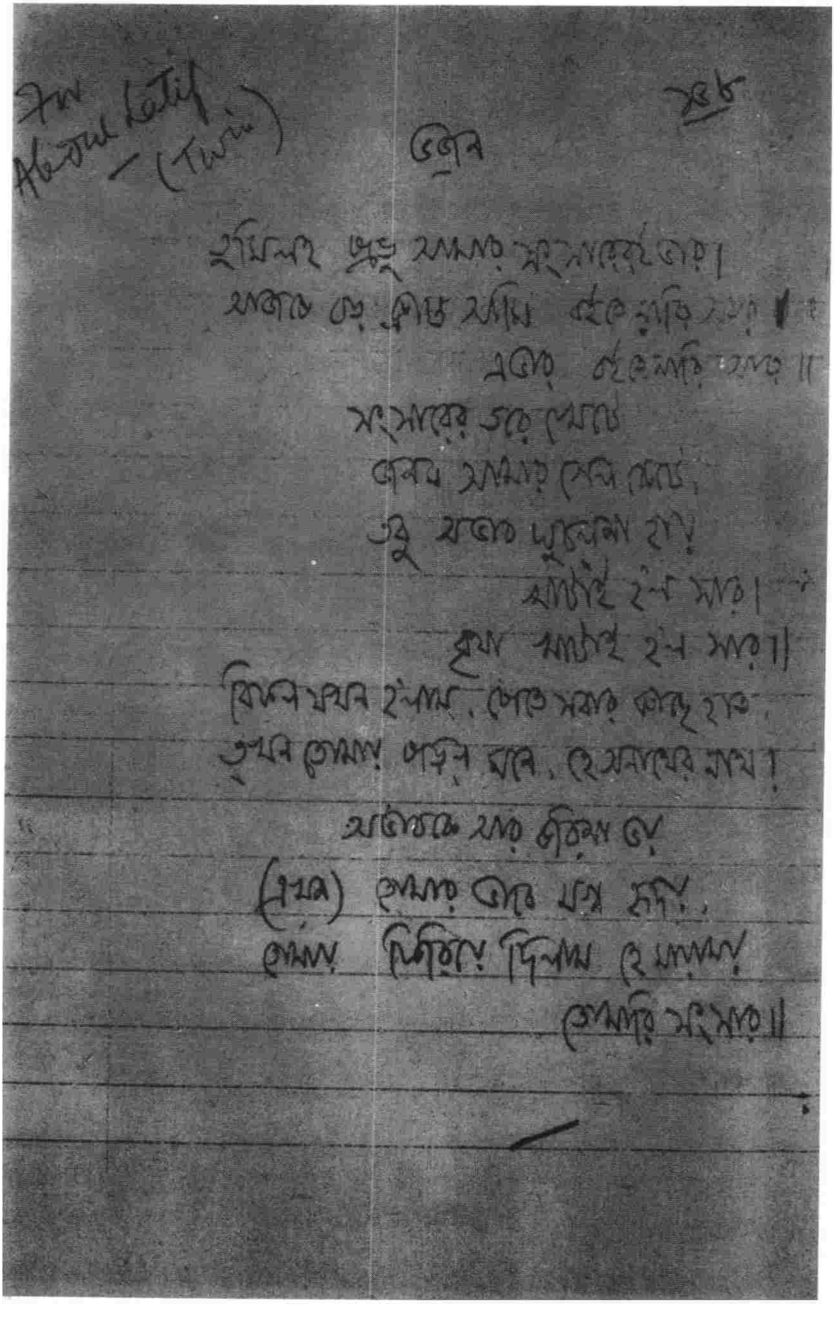
A. Karim
R

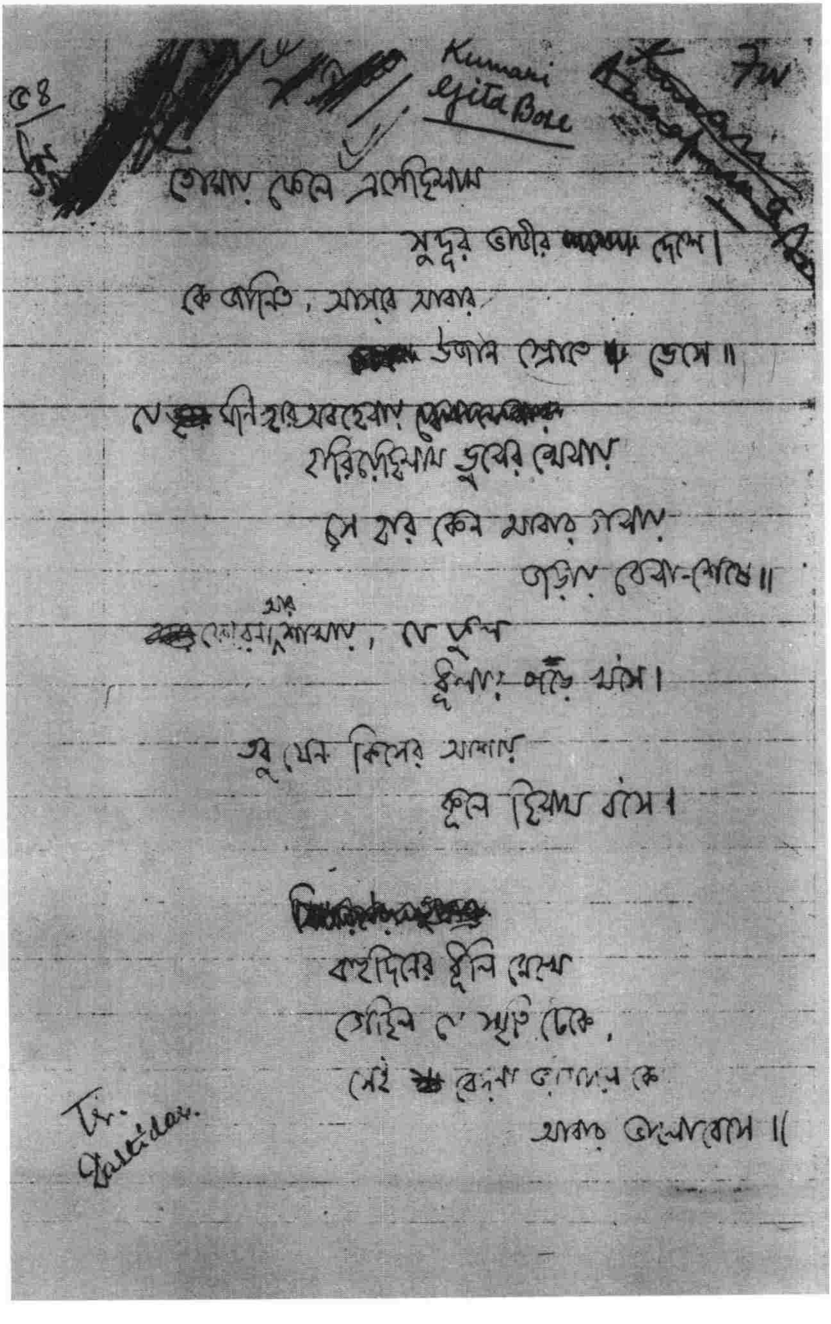
ইস্‌লামী 1/-

তুমি রহিমুর রহমান, আমি গুনাহ্‌গার বান্দা।
হক করি মোর পথ দেখাও, হায় আল্লাহ্
আমি অন্ধ॥

(মোর) সারা প্রাণ মন কোটি
আঁধার ঢুকেই কোনার মোর,
(এমন) মোহের ঘোর ঘুচাও আল্লা
এই দুনিয়ার ধান্দা॥

(আল্লা!) আমি তোমার বনের পাখী,
কেন মায়ায় ফাঁদে
রাখলে আমায় পিঞ্জরে বেঁধে
এই দেহ-পিঞ্জরে।
বনে এখোর কাঁদি বুলি
আল্লা তোমায় খোঁজে তুলি
(একবার) শিকল কেটে খোলে তাকে
পোষ করে নাই বান্দা॥


For Abdul Latif
— (Tune)
২৬৮
ভজন
তুমি লহ প্রভু আমার সংসারেরই ভার।
আজকে যে ক্লান্ত আমি বইতে নারি আর॥
একা বইতে নারি আর॥
সংসারের তরে খেটে
জীবন আমার গেল কেটে,
তবু আজও ঘুচল না হায়
আঁধারই হ'ল সার।
দুখ আঁধারই হ'ল সার॥
বিফল যখন হইলাম, পেতে সবার কাছে হাত,
তখন তোমায় পড়িল মনে, হে অনাথের নাথ!
অবোধের মত জীবন ভর
(প্রভু) তোমার ভার বয়ে ফিরি,
তোমায় ফিরিয়ে দিলাম হে মাধব
তোমারি সংসার॥



Kumari Gita Bose

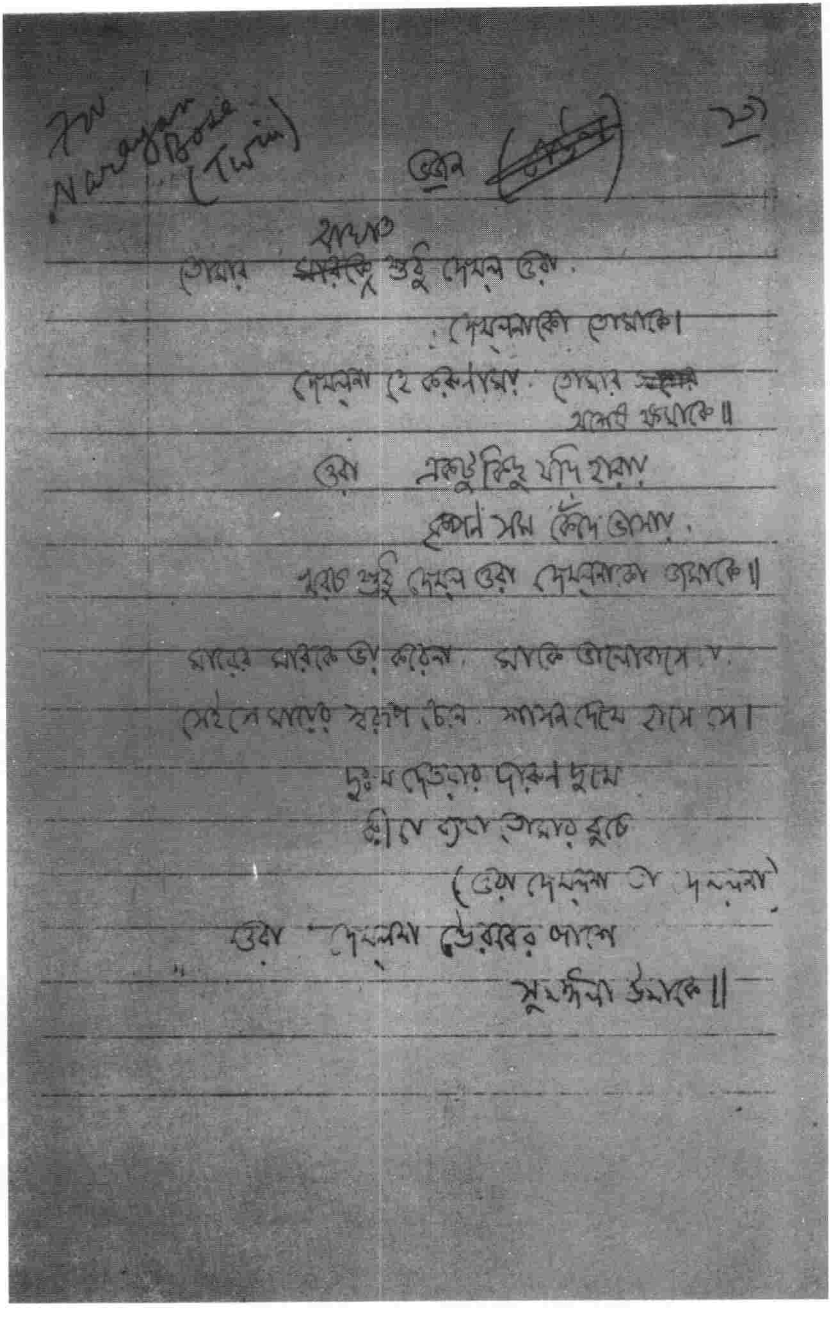
তোমায় ফেলে এসেছিলাম
সুদূর ভাটীর দেশে।
কে জানিত, আসবে আবার
উজান স্রোতে ভেসে॥

যে হার অবহেলায়
হারিয়েছিলাম ভুলের খেয়ায়
সে হার কেন আবার গলায়
জড়ায় খেলা-শেষে॥

মোর শাখায়, যে ফুল
ধূলায় পড়ে খসে।
তবু যেন কিসের আশায়
ফুলে হিয়ায় বসে।

বহুদিনের ধূলি মেখে
ছিল যে স্মৃতি ঢেকে,
সেই বেদনা জাগালে কে
আবার ভালোবেসে॥

Tr. Girindra



For Narayan Bose (Twin)

ভৈরবী ২৭

তোমার ~~মারকে~~ আঘাত শুধু দেখল ওরা

দেখলনাকো তোমাকে।

দেখলনা হে করুণাময় তোমার ~~স্নেহ~~

অশেষ ক্ষমাকে॥

ওরা একটু কিছু যদি হারায়

কেবল সদা কেঁদে ভাসায়,

মারটে শুধু দেখল ওরা দেখলনাকো মাকে॥

মায়ের মারকে ভয় করেনা, মাকে ভালোবাসে যে,

সেই সে মায়ের স্বরূপ চেনে, শাসন দেখে হাসে সে।

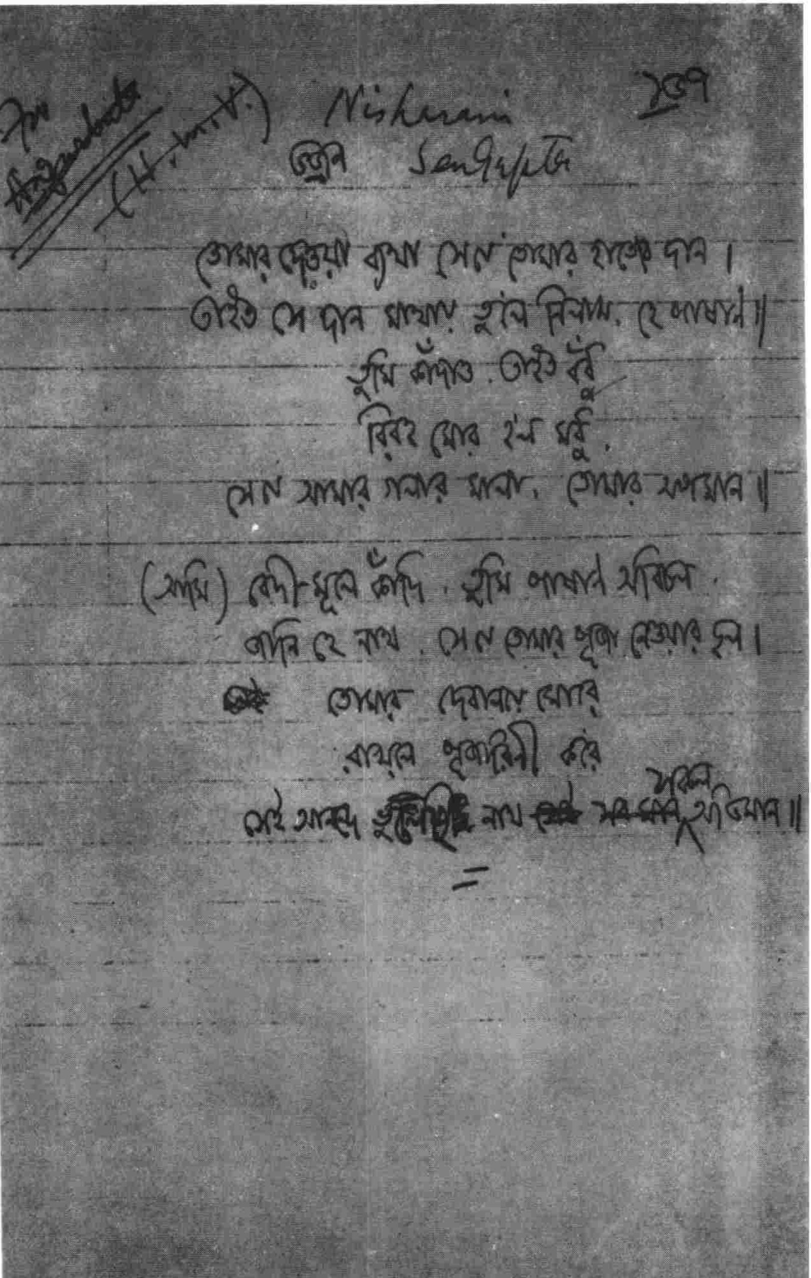
দুঃখ দেওয়ার দারুণ দুখে

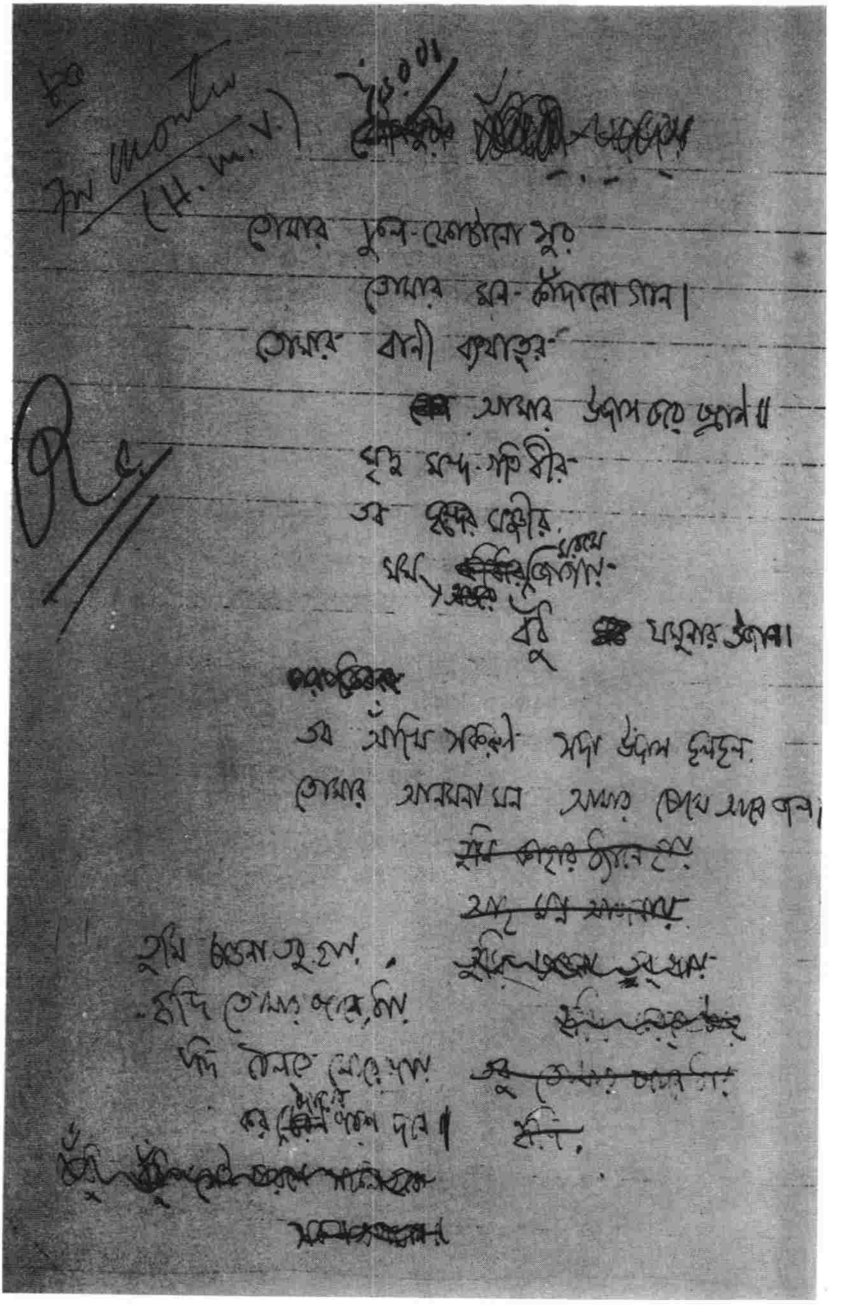
শেল যে বাজে তোমার বুকে

(ওরা দেখলনা তা দেখলনা)

ওরা দেখলনা ভৈরবের পাশে

সুমঙ্গলা উমাকে॥


তোমার দেওয়া ব্যথা সে যে তোমার হাতের দান।
তাইত সে দান মাথায় তুলে নিলাম, হে পাষাণ॥
তুমি কাঁদাও তাইত বঁধু
বিরহ মোর হ'ল মধু,
সে যে আমার গলার মালা, তোমার অপমান॥
(আমি) বেদী-মূলে কাঁদি, তুমি পাষাণ অবিচল,
জানি হে নাথ, সে যে তোমার পূজা নেওয়ার ছল।
তোমায় দেবতা মোর
রাখলে পূজারিনী করে
সেই আনন্দে ভুলেছি নাথ সকল অভিমান॥



তোমার ফুল-ফোটানো সুর

তোমার মন-কাঁদানো গান।

তোমার বাণী ব্যথাতুর

আমার উদাস করে প্রাণ॥

তুমি মন্দ-গতি ধীর

তব ছন্দে গম্ভীর

বহে যমুনার উজান।

তব আঁখি সকরুণ সদা উদাস ছলছল

তোমার আনমনা মন আমার চোখে আনে জল।

Dhanapati Sanyal

আশাবরী— দাদ্‌রা

তোমার ফুলের মত মন।
ফুলের মত সইতে নারে একটু অযতন॥
ভুল করে এই কঠিন ধরায়
তুমি কেন আসিলে হায়,
একটী রাতের তরে হেথায়
ফুলের জীবন॥

আদর করে তুলবে তোমায়
গাঁথবে মালা পরবে গলায়
ফেলে দেবে পায়ের ধুলায়
মিটলে প্রয়োজন॥

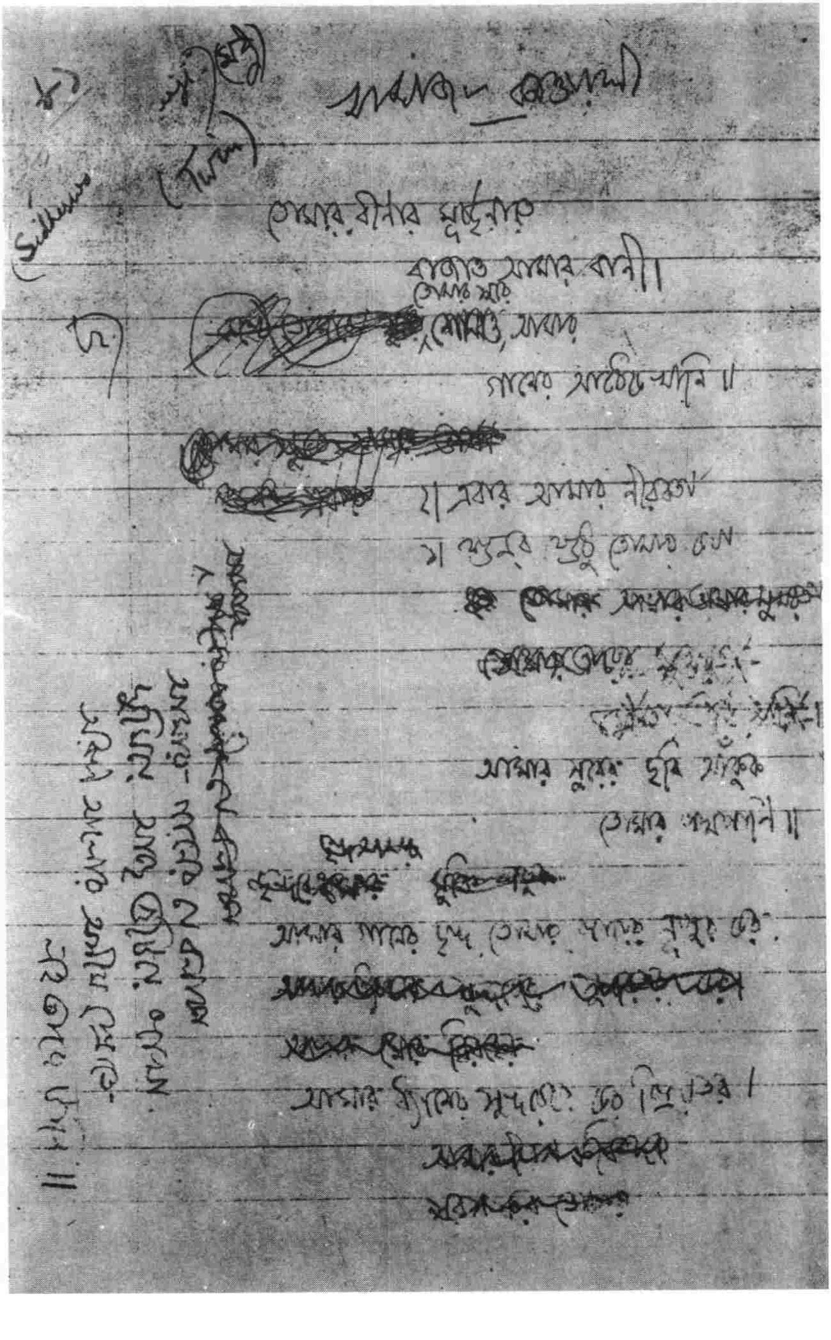
২১

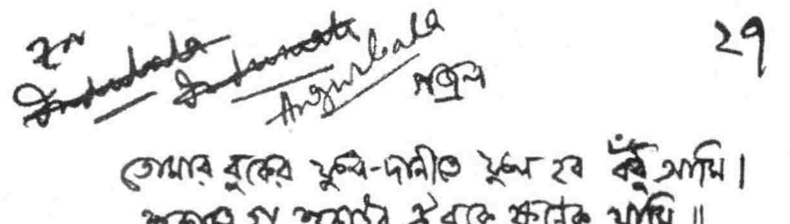
ইস্‌লামী ধর্ম্মসঙ্গীত

তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ, ক্ষমা করো হজরত্।
ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ, তোমার দেখানো পথ॥

বিলাস বিভব দলিয়াছ পায়ে ধূলি সম তুমি প্রভু,
তুমি চাহ নাই আমরা হইব বাদশা নওয়াব কভু।
এই ধরণীর ধন সম্ভার —
সকলের তাহে সম অধিকার,
তুমি বলেছিলে, ধরণীতে সবে সমান পুত্রবৎ॥

তোমার ধর্ম্মে অবিশ্বাসীরে তুমি ঘৃণা নাহি করে
আপনি তাদের করিয়াছ সেবা ঠাঁই দিয়ে নিজ ঘরে।
ভিন ধর্ম্মীর পূজা-মন্দির
ভাঙিতে আদেশ দাওনি হে বীর,
আমরা আজিকে সহ্য করিতে পারিনাকো পরমত্॥
তুমি চাহ নাই ধর্ম্মের নামে গ্লানিকর হানাহানি
তলওয়ার তুমি দাও নাই হাতে, দিয়াছ অমর বাণী।
মোরা ভুলে গিয়ে তব উদারতা
সার করিয়াছি ধর্ম্মান্ধতা,
বেহেশ্‌ত হতে ঝরেনাকো আর তাই তব রহমত্॥

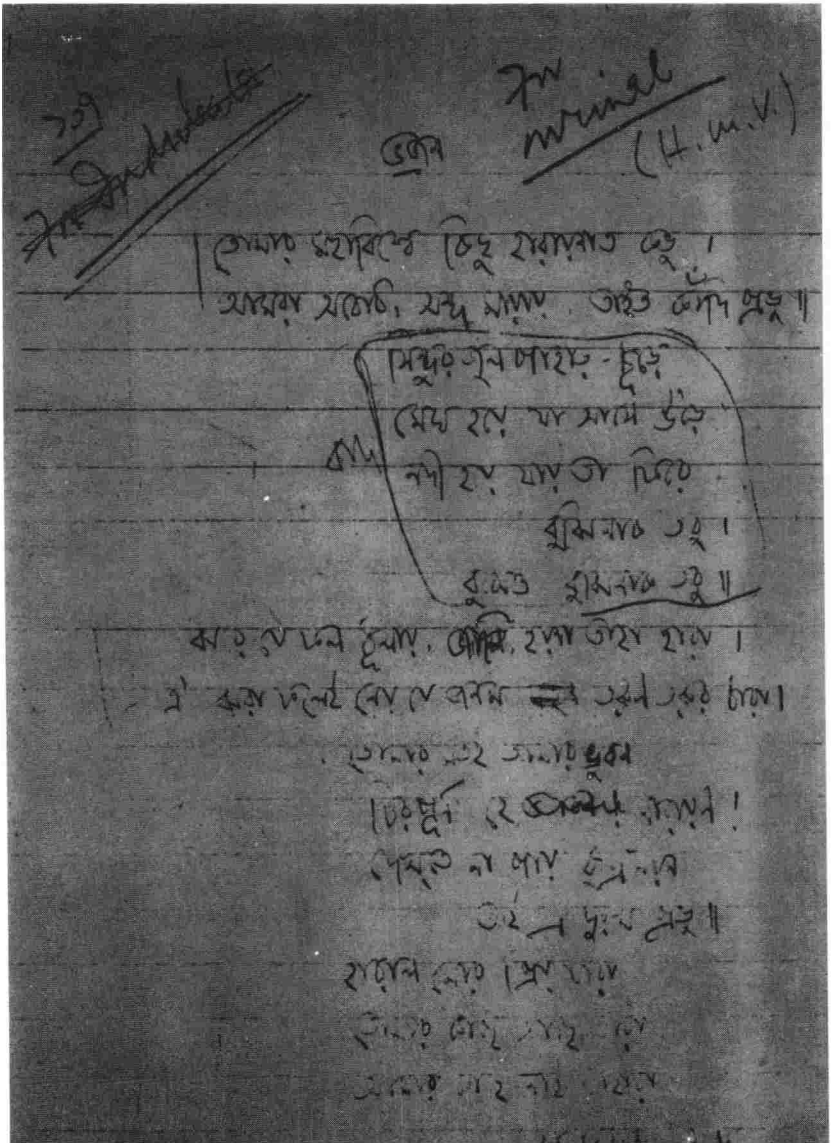

তোমার বীণার মূর্চ্ছনাতে
বাজাও আমার বাণী।



২৭

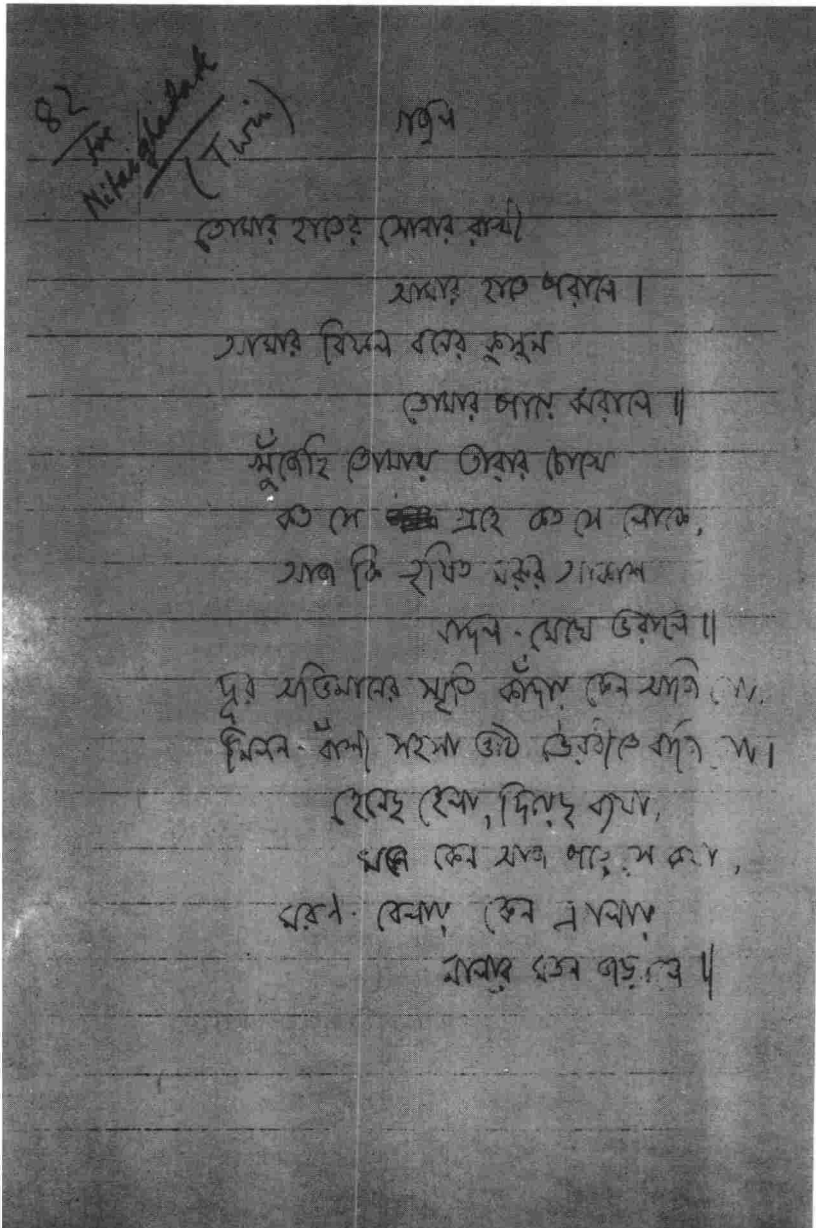
তোমার বুকের ফুল-দানীতে ফুল হব বঁধু আমি।
শুকাও হয় শুকাইব ঐ বুকে ক্ষণেক থাকি ॥
ঐ নয়নের জ্যোতি হব, টিপ হব ঐ কপোলে।
দুলব মণি-মালা হয়ে ঐ গলে দিবস যামী ॥
অঙ্গে তোমার রূপ হব গো, দীপ হব মিলন-রাতে।
তোমার প্রেমের সিংহাসনে রইব রানী, রাজা মোর,
চরণ-তলের ধূলি ... জীবন-স্বামী ॥

... স্বপন হব, জল হব নয়ন-পাতে।

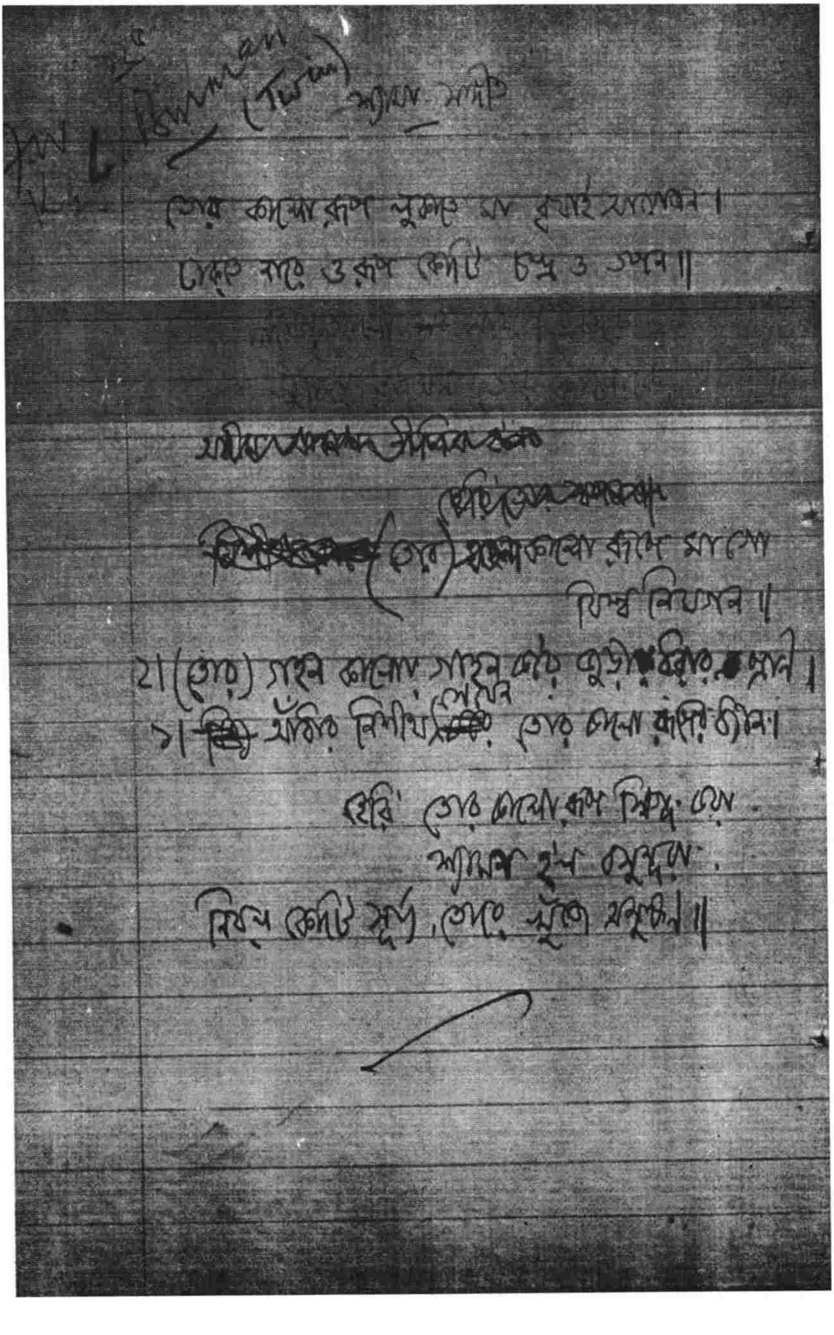


(H.M.V.)

তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায় না ত কভু।
আমরা অবোধ, অন্ধ মায়ায় তাই ত কাঁদি প্রভু॥
সিন্ধুর জল পাহাড়-চূড়ে
মেঘ হয়ে যে যায় উড়ে
নদী হয়ে যায় তা ফিরে
বুঝি নাক তবু।
বুঝেও বুঝি নাক তবু॥



তোমার হাতের সোনার রাখী
আমার হাতে পরালে।
আমার বিমল বনের কুসুম
তোমার পায়ে ঝরালে॥
শুনেছি তোমায় তারার চোখে
কত সে গ্রহে কত সে লোকে,
আজ কি ইঙ্গিত মরুর আকাশে
বাদল-মেঘে ভরালে॥
দূর অভিমানের স্মৃতি কাঁদায় কেন আজি
মিলন-বাঁশী সহসা ওঠে ভৈরবী বাজি।
হেসেছ হেলা, দিয়েছ ব্যথা,
মনে কেন আজ পড়ে সে কথা,
মরণ-বেলায় কেন এ লীলায়
মালার বাঁধন জড়ালে॥

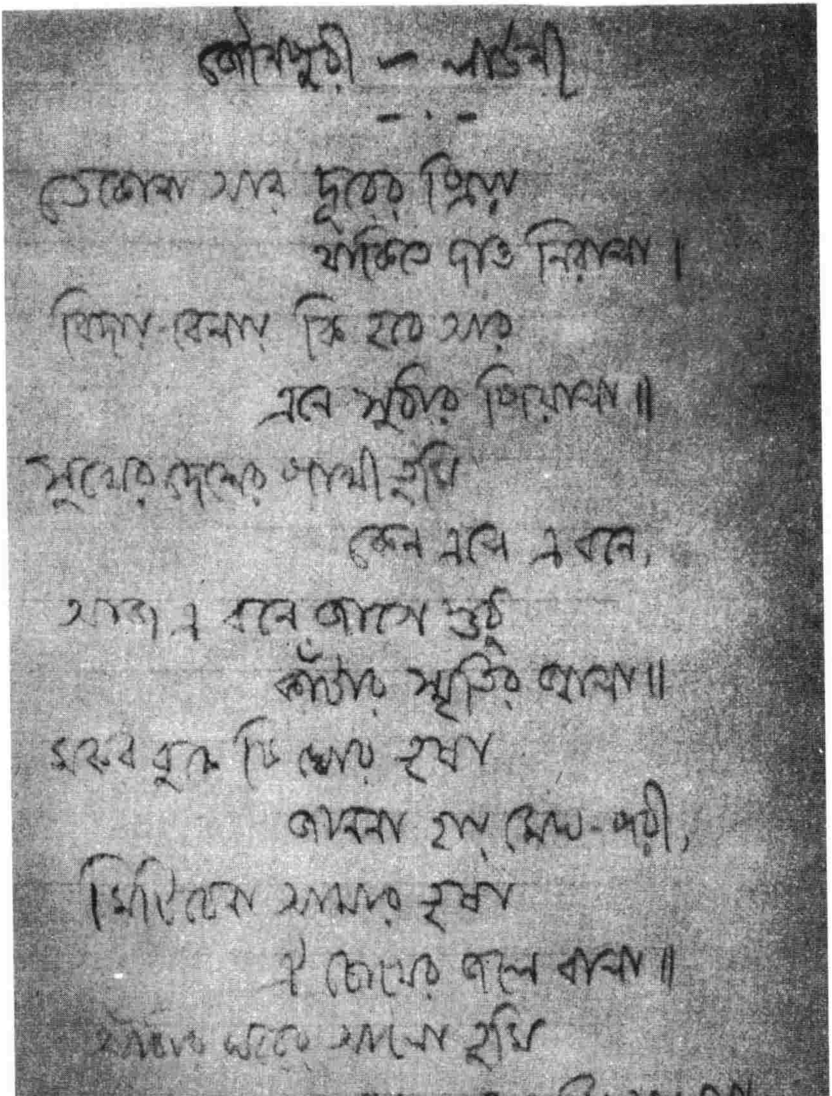


তোর কালো রূপ লুকাতে মা বৃথাই আয়োজন।
ঢেকে রাখে ও রূপ কোটি চন্দ্র ও তপন॥

৭

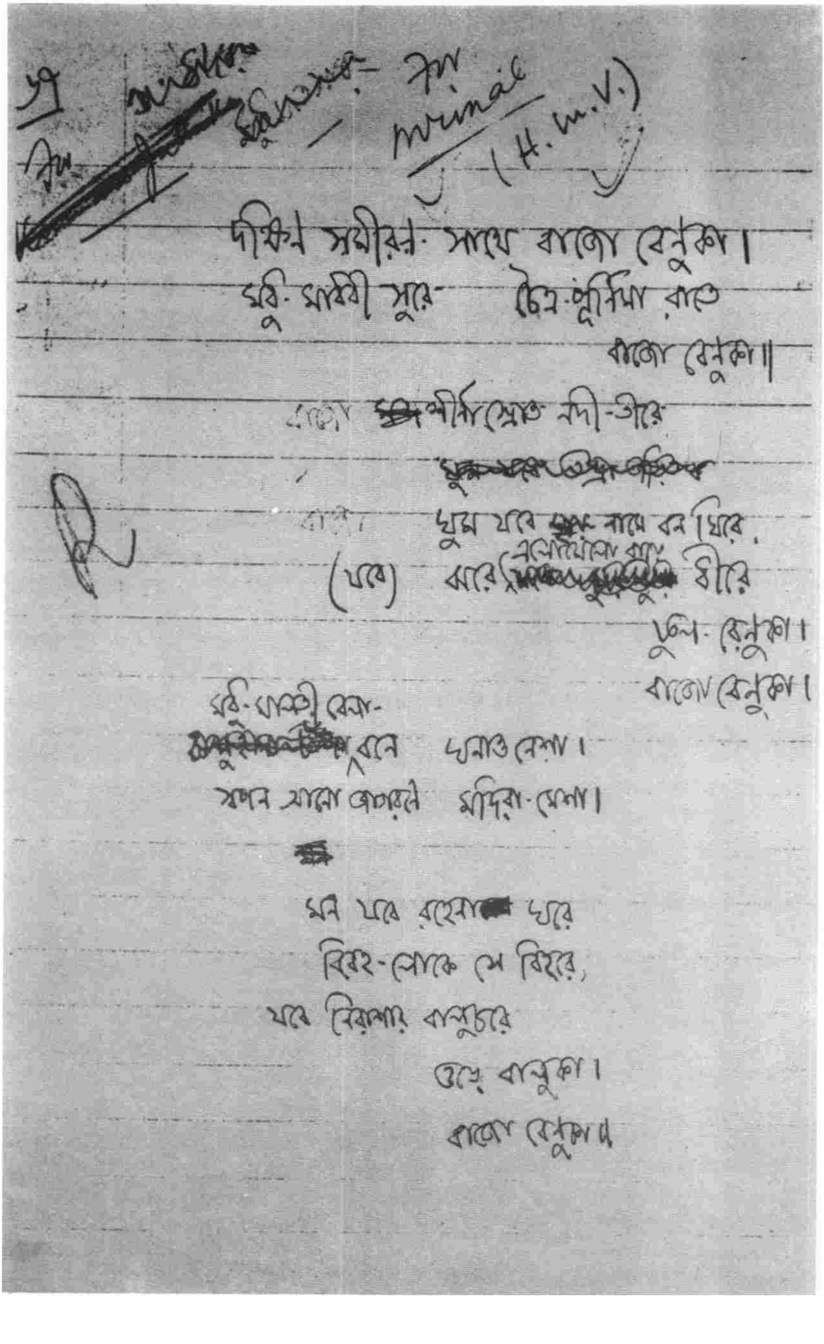
গান

থাক সুন্দর মিথ্যা আমার।
ছলনা-মধুর তব মন।
মিথ্যা করিয়া "ভালোবাসি" বলে
দিওগো মিথ্যা হরষণ॥
মরীচিকা থাক, না থাকুক জল,
তোমারে হেরিতে সেই মায়া ছল,
তাহারি আশায় আজো বাঁচি হায়
মরুতে [illegible] হইব মগন॥
ওই রাঙা রামধনু রাঙায় গগনে —
জানি জানি প্রিয় সত্য নহে সে!
নিমেষে উঠিয়া নিমেষে সে মেশে,
তবু রেঙে ওঠে এ গগন॥
মুকুতা ভাবিয়া কাক-জ্যোছনায় [illegible]
জাগিয়া যেমন [illegible]
তেমনি [illegible] থাক মোর
হোক সে অকাল জাগরণ॥



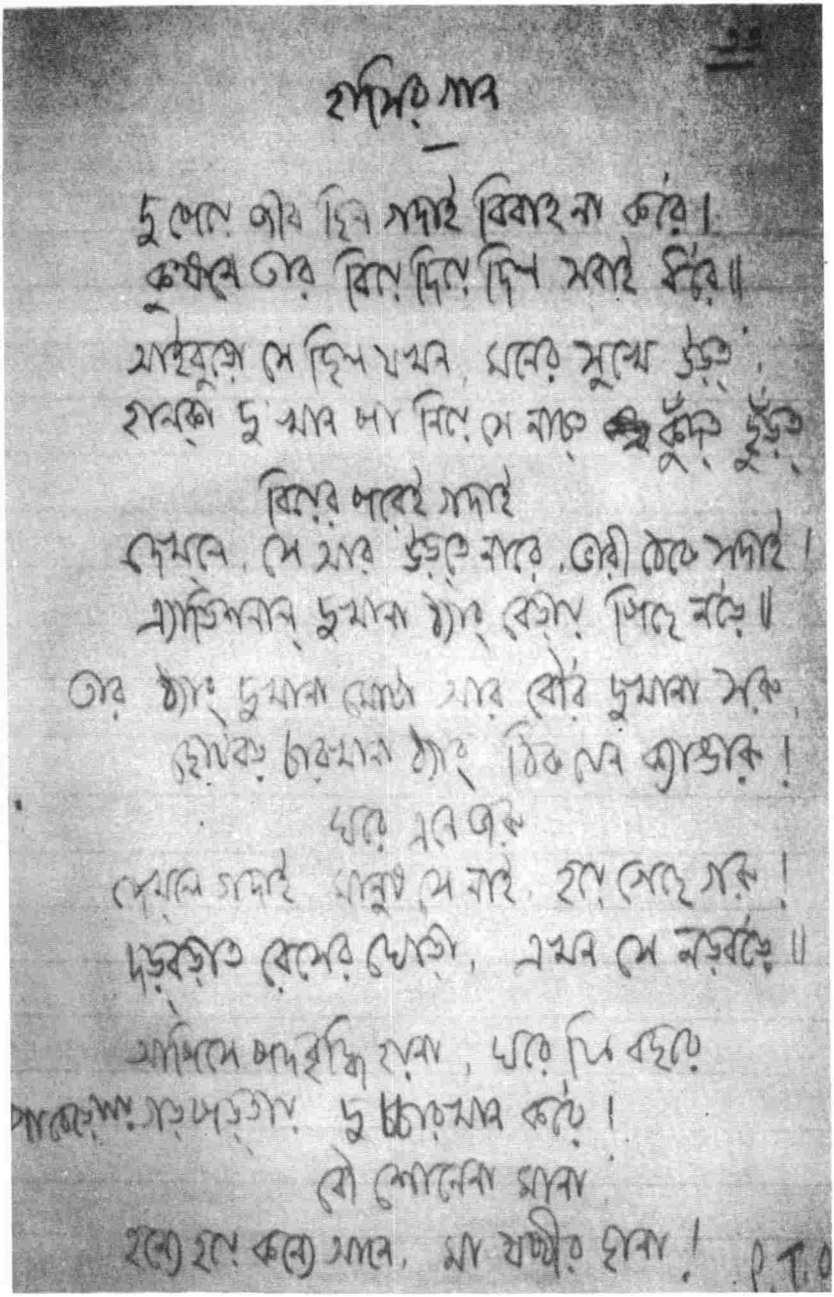
জৌনপুরী — [illegible]

থেকো না আর দূরের প্রিয়া
থাকিতে দাও নিরালা।
বিদায়-বেলায় কি হবে আর
এনে স্মৃতির পিয়ালা॥
সুখের দেশের পাখী তুমি
কেন এলে এ বনে,
হেথা এ বনে জাগে শুধু
কাঁটার স্মৃতির জ্বালা॥
মরুর বুকে যে ফোটে তৃষা
জানে না হায় মেঘ-পরী,
মিটিবে না আমার তৃষা
ঐ চোখের জলে বালা॥
আঁধার ঘরে এলে তুমি
প্রভাতের হাসি লয়ে,
[illegible] [illegible] আঁধারে আমি
ফিরিয়ে নাও এই ফুল-মালা॥



mrinal (H.M.V.)

দক্ষিণ সমীরণ সাথে বাজো বেণুকা।
মধু-মাধবী সুরে চৈত্র-পূর্ণিমা রাতে
বাজো বেণুকা॥
বাজো শীর্ণ স্রোত নদী-তীরে
ঘুম যবে নামে বন ঘিরে,
(যবে) ঝরে এলোমেলো বায় ধীরে
ফুল-রেণুকা।
বাজো বেণুকা।
মধু-যামিনী বেলা-
বনে দোলাও দোলা।
স্বপন মায়া জাগানো মদিরা-মেলা।
মন যবে রহে না ঘরে
বিরহ-শোকে সে বিহরে,
যবে বিরলায় বালুচরে
ওড়ে বালুকা।
বাজো বেণুকা॥



হাসির গান

দু পেয়ে জীব ছিল গদাই বিবাহ না করে।
কুক্ষণে তার বিয়ে দিয়ে দিল সবাই ধরে॥

আইবুড়ো সে ছিল যখন, মনের সুখে উড়ত,
হালকা দু খান পা নিয়ে সে নাচত কুঁদত ঘুরত,
বিয়ের পরেই গদাই
দেখলে, সে আর উড়তে নারে, ভারী ঠেকে সদাই!
এ্যাডিশনাল দুখানা ঠ্যাং বেড়ায় পিছে নড়ে॥

তার ঠ্যাং দুখানা মোটা আর বৌর দুখানা সরু,
জোড়ায় চারখানা ঠ্যাং ঠিক যেন ক্যাঙারু!
ঘরে নব জরু
দেখলে গদাই মানুষ সে নাই, হয়ে গেছে গরু!
দড়বড়িয়ে রেসের ঘোড়া, এখন সে নড়বড়ে॥

আপিসেতে পদবৃদ্ধি হবেনা, ঘরে ফি বছরে
প্যারেম্বু: গাড়ীতে দু চারখান করে!
বৌ শোনেনা মানা
হয়ে হয়ে কমে আসে, মা ষষ্ঠীর ছানা! P.T.O

Continued

দেখে শুনে হতাশ হয়ে গদাই থাকে পড়ে।

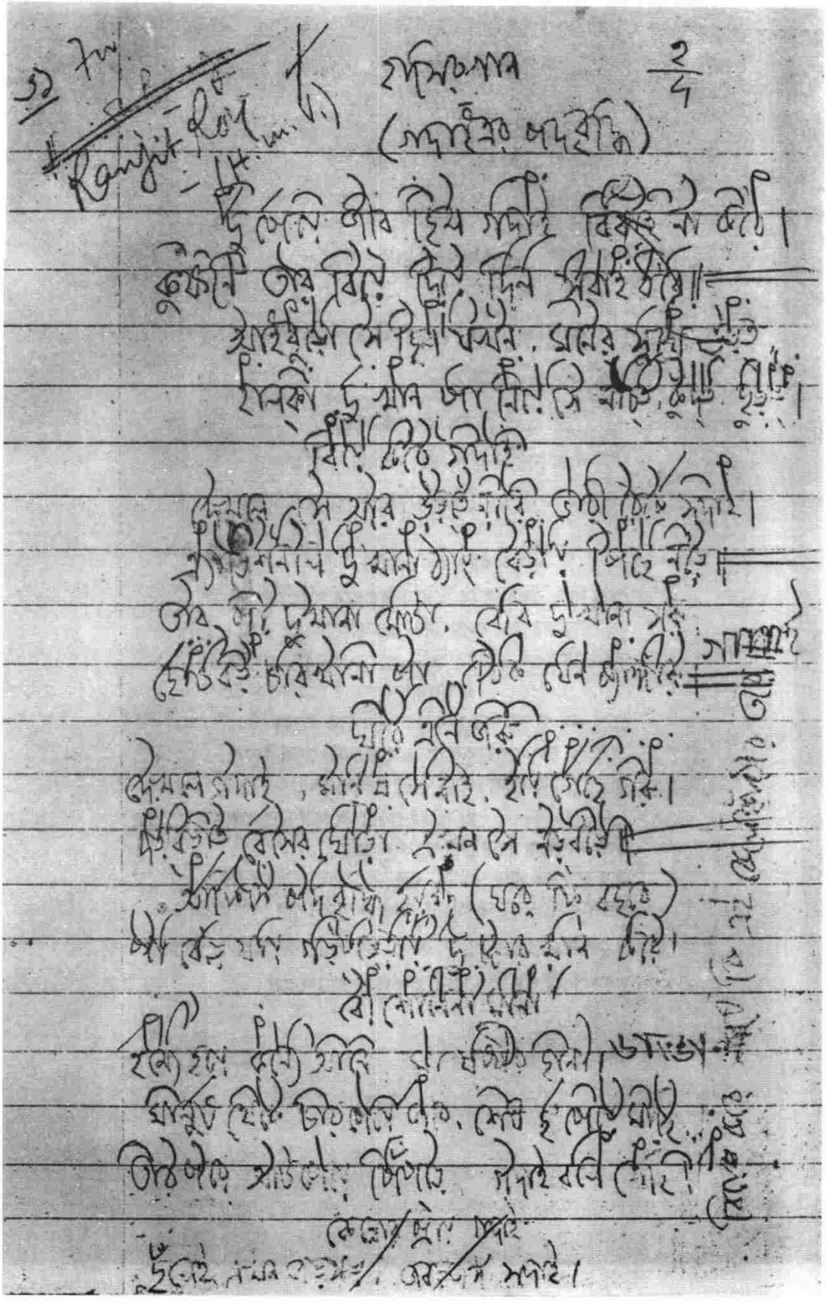
মানুষ থেকে চারপেয়ে জীব, তারপর ছ পেয়ে মাছি

আটপেয়ে কাঁকড়া তার পরে, গদাই বলে, পেয়েছি!

কেন্নোর ন্যায় গদাই

ছুঁলেই এখন জড়সড়, জবুথবু সদাই!

বিয়ে করে মানুষ কি এই কেলেঙ্কারির তরে॥

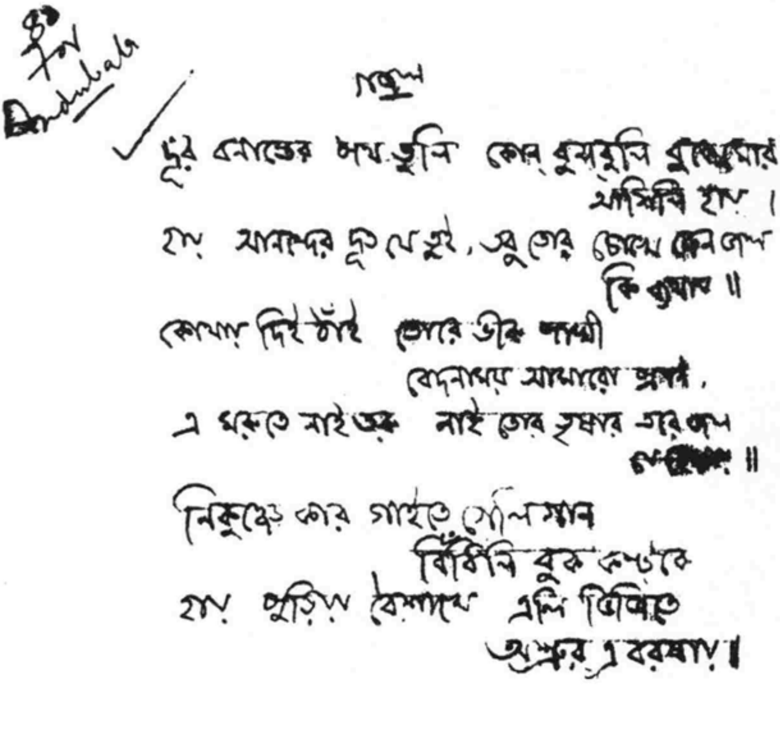


দু পেয়ে জীব ছিল গদাই বিবাহ না করে।

১৮
For [illegible]ati

নজরুল

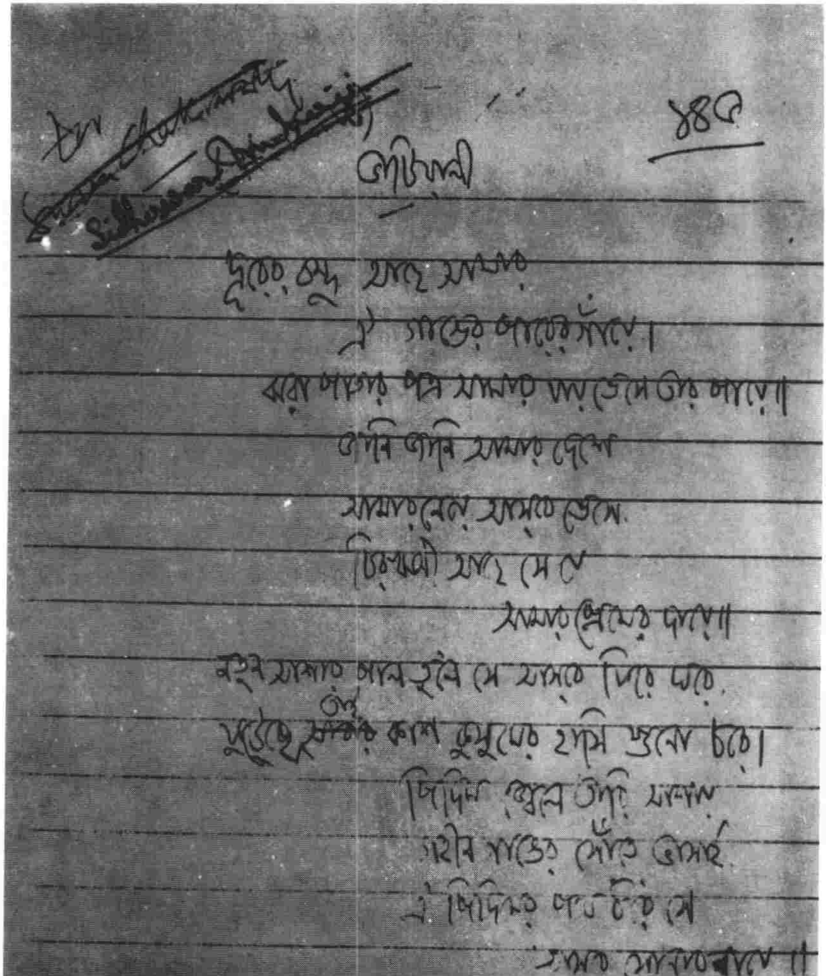
দূর প্রবাসে প্রাণ কাঁদে
আজ শরতের ভোর-হাওয়ায়।
শিশির-ভেজা শিউলি ফুলের
গন্ধে কেন কান্না পায়॥
সন্ধ্যাবেলার পাখীর সম
মন উড়ে যায় নীড় পানে,
নয়ন-জলের মালা গাঁথে
বিরহিনী একলা হায়॥
~~অশ্রু-নীর বালুচরে [illegible] হাসি [illegible] ফুল,~~
কোন্ সুদূরে নহবাতে কার বাজে সানাই যোগিয়ায়॥
[illegible] [illegible] মন [illegible] শিশির-প্রায়॥
ফেরেনি আজ ঘরে (ফিরে), ঘরে যে আর ফিরবেনা
কেঁদে কেঁদে ভাবেই যেন ডাকে বাঁশী ফিরে আয়॥



For Indubala

গজল

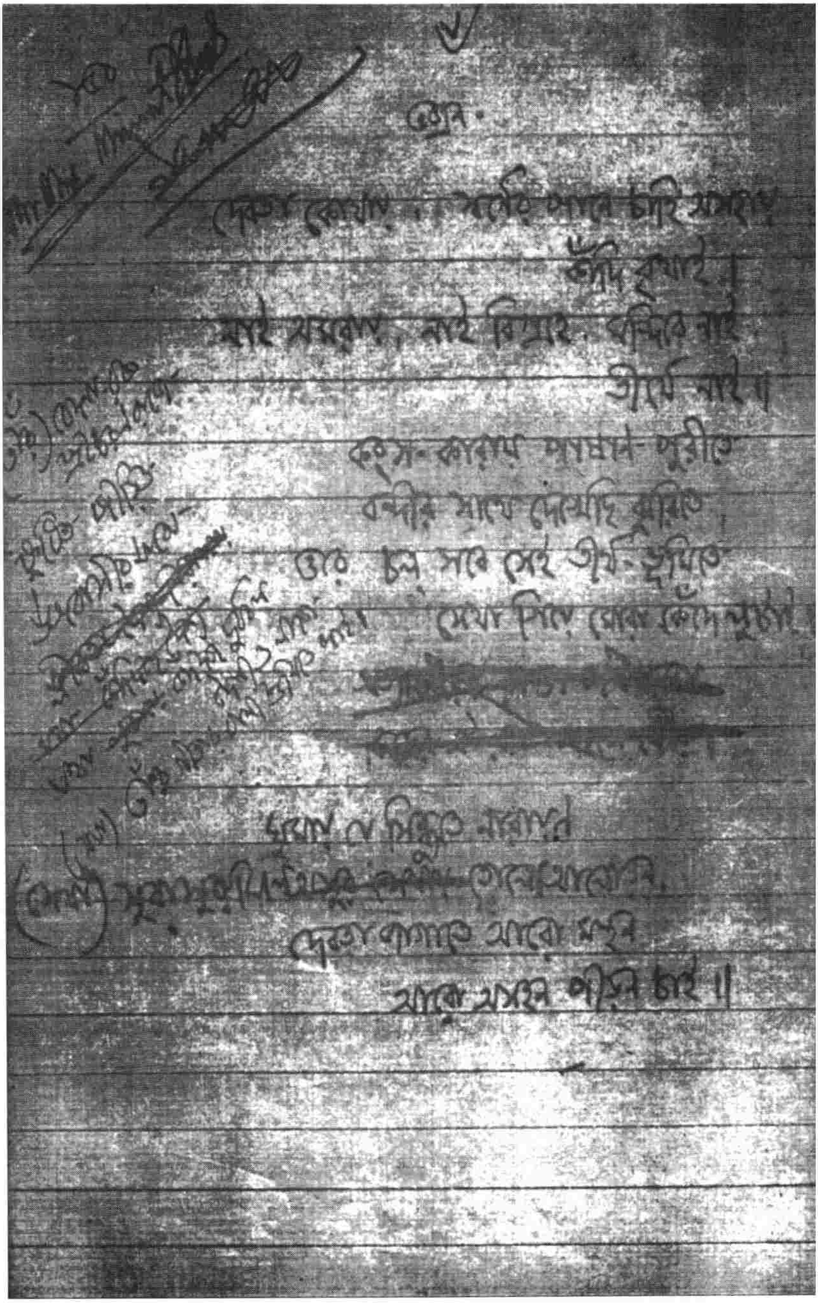
দূর বনান্তের পথ ভুলি কোন্ বুলবুলি আমার
আসিলি হায়।
হায় আনন্দের দূত যে তুই, তবু তোর চোখে কেন জল
কি ব্যথায়॥
কোথায় দিই ঠাঁই তোরে ভীরু পাখী
বেদনাময় আমারো প্রাণ,
এ মরুতে নাই তরু নাই তোর তৃষ্ণার বারি জল
[illegible]॥
নিকুঞ্জে কার গাইতে গেলি গান
বিঁধিলি বুক কণ্টকে
হায় পুড়িয়া বৈশাখে এলি ভিজিতে
অশ্রুর এ বরষায়॥

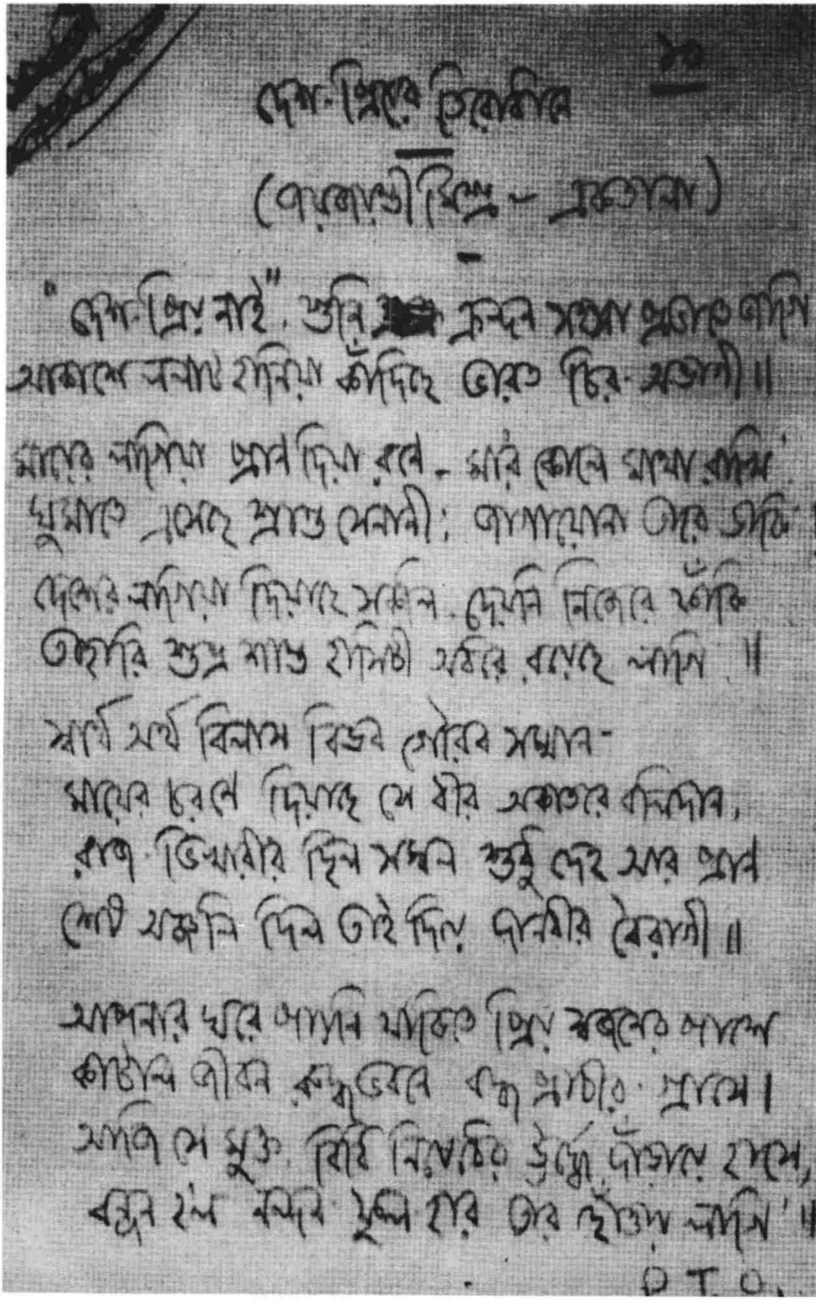


দূরের বন্ধু আছে আমার

ঐ পাহাড়ের ওপারে গাঁয়ে।

ঝরা পাতার পত্র আমার যায় ভেসে তার পারে।


দেবতা কোথায়, স্বর্গের পানে চাহি অসহায়
কাঁদি বৃথাই।
নাই অমরায়, নাই বিগ্রহে, মন্দিরে নাই
তীর্থে নাই॥
কংস-কারায় পাষাণ-পুরীতে
ওরে চল সবে সেই তীর্থ-ভূমিতে
আরো অসহন পীড়ন চাই॥



দেশ-প্রিয়ের তিরোধানে

(পাহাড়ী মিশ্র - একতালা)

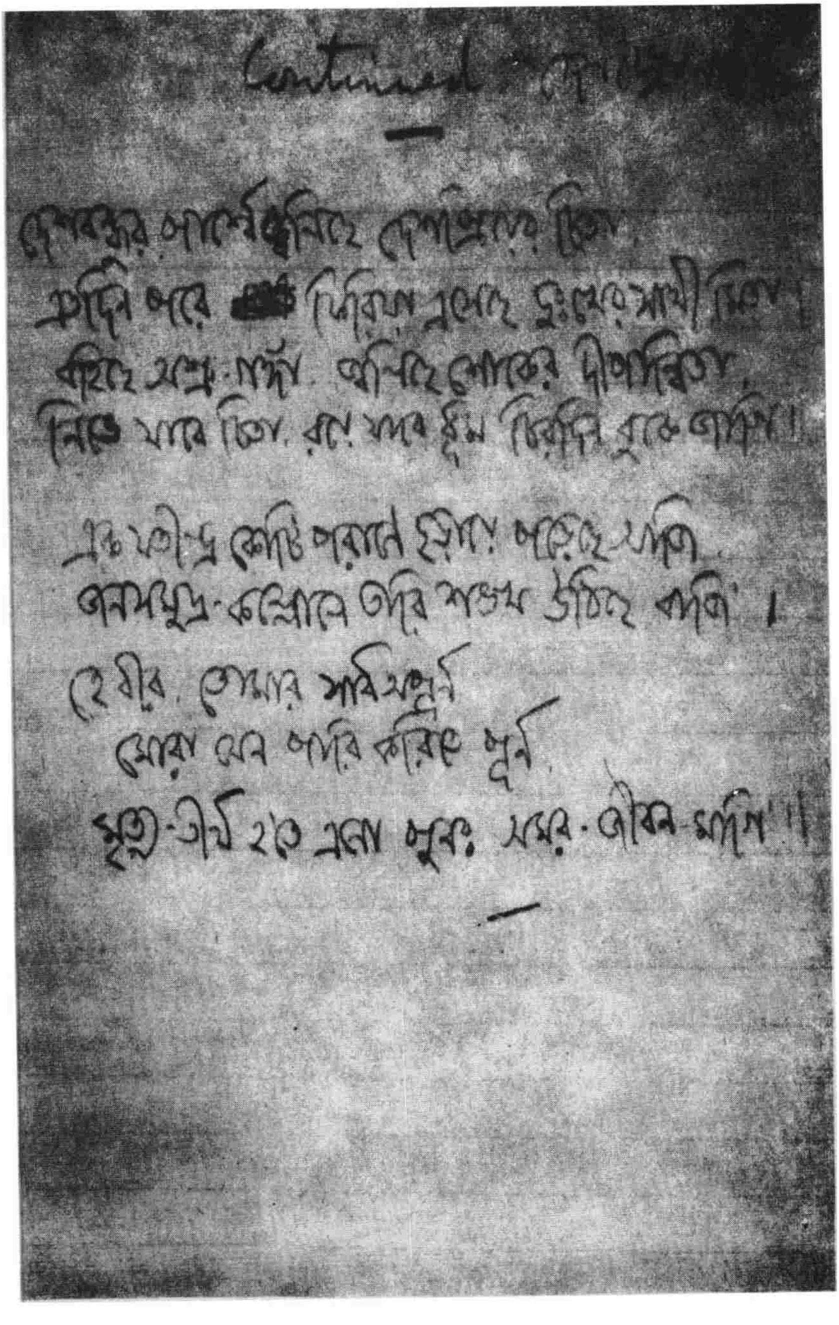
"দেশ-প্রিয় নাই", শুনি ক্রন্দন সহসা প্রভাতে জাগি
আকাশে বাতাসে হানিয়া কাঁদিছে ভারত চির-অভাগী ॥

মায়েরে লাগিয়া প্রাণ দিয়া বলে - মারি কোলে মাথা রাখি'
ঘুমাতে এসেছে শ্রান্ত সেনানী; জাগায়োনা তারে ডাকি'।
দেশেরে লাগিয়া দিয়াছে সকল, দেখেনি নিজেরে ফাঁকি
তাহারি শুভ্র শান্ত হাসিটী অধরে রয়েছে লাগি ॥

স্বার্থ অর্থ বিলাস বিভব গৌরব সম্মান -
মায়েরে চরণে দিয়াছে সে বীর অকাতরে বলিদান,
রাজ-ভিখারীর ছিল সম্বল শুধু দেহ আর প্রাণ
শেষ অঞ্জলি দিল তাই দিয়ে দানবীর বৈরাগী ॥

আপনারে ঘিরে আপনি থাকিতে প্রিয় স্বজনের পাশে
কাটালি জীবন বন্ধু ভেবে বন্দী প্রাচীর-প্রবাসে।
আজি সে মুক্ত, যিনি নিবেদিত ঊর্দ্ধে দাঁড়ায়ে হাসে,
বন্ধন হ'ল বন্দীর মুক্তি হায় তার হোওয়া লাগি' ॥

P. T. O.



Continued

দেশবন্ধুর পার্শ্বে নিয়েছে দেশপ্রিয়ে টানি,
দুদিন পরে ফিরিয়া এসেছে দুঃখের সাথী জানি।
বহিছে অশ্রু-গঙ্গা, জ্বলিছে শোকের দীপান্বিতা,
নিয়ে যাবে চিতা, রবে যবে তুমি চিরদিন বুকে জাগি!

এক যতীন্দ্র কোটি পরানে ছড়ায়ে পড়েছে যদি,
জনসমুদ্র-কল্লোলে তাঁর শঙ্খ উঠিছে কাঁদি।
হে বীর, তোমার সাধ অপূর্ণ
মোরা যেন তারে করিগো পূর্ণ,
মৃত্যু-তীর্থ হ'তে এসো পুনঃ অমর-জীবন-যাত্রী!

R-- 31-1-40

৫

10

দোলন-চাঁপা বনে দোলে

দোল্‌-পূর্ণিমা রাতে চাঁদের সাথে।

শ্যাম পল্লব-কোলে যেন দোলে রাধা

লতার দোলনাতে।।

যেন দেব-কুমারীর শুভ্র হাসি

ফুল হয়ে দোলে ধরায় আসি'

আরতির মৃদু-জ্যোতি: প্রদীপ-কলি

যেন দোলে দেউল-আঙিনাতে।।

বন-দেবীর ও কি রূপালি ঝুমকা

চৈতী সমীরণে দোলে।

রাতের সভায় চাঁদি-তারা

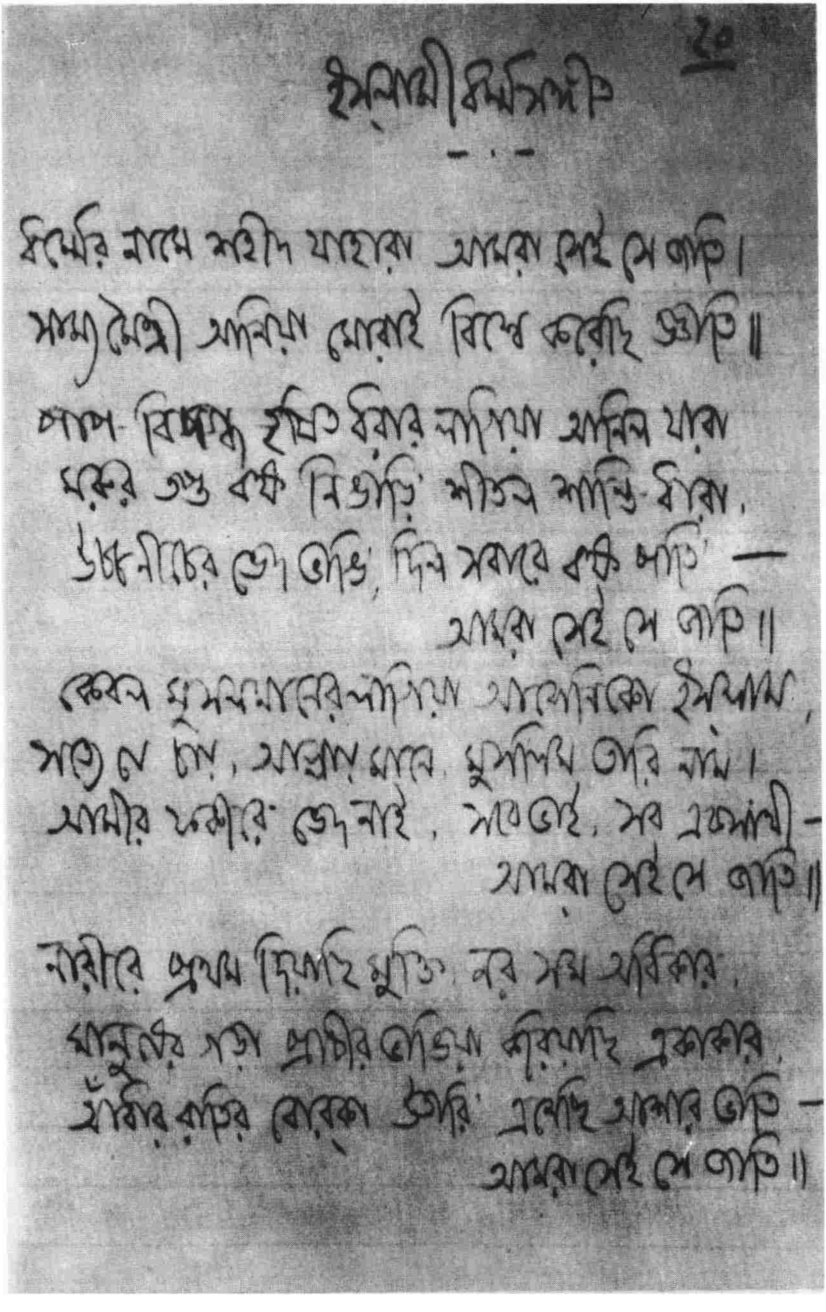
যেন তিমির-আঁচলে (দোলে)।

ও যেন স্মৃতি-জড়া চন্দন-গন্ধ

দোলে রে গোপিনীর গোপন আনন্দ

ও কি রে চুরি-করা শ্যামের নূপুর

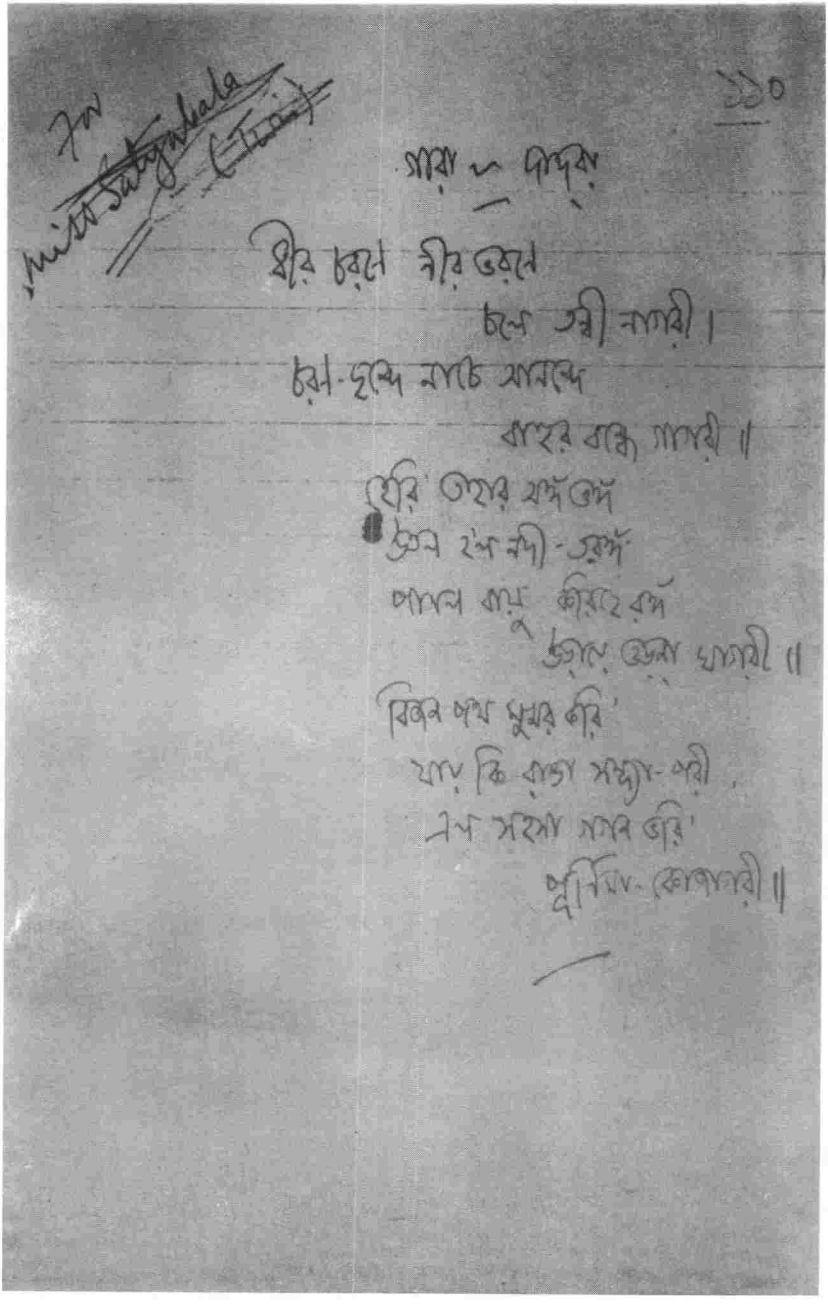
চন্দ্রাবলীর মোহন হাতে।।



২০

ইস্লামী ধর্ম্মসঙ্গীত

ধর্ম্মের নামে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি।
সাম্য মৈত্রী আনিয়া মোরাই বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি॥
পাপ-বিদগ্ধ তৃষিত ধরার লাগিয়া আনিল যারা
মরুর তপ্ত বক্ষ নিঙাড়ি' শীতল শান্তি-ধারা,
উচ্চ নীচের ভেদ ভাঙি', দিল সবারে বক্ষ পাতি' —
আমরা সেই সে জাতি॥
কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনিকো ইসলাম,
সত্য যে চায়, আল্লায় মানে, মুসলিম তারি নাম।
আমীর ফকীরে ভেদ নাই, সবে ভাই, সব এক সাথী —
আমরা সেই সে জাতি॥
নারীরে প্রথম দিয়াছি মুক্তি নর-সম অধিকার,
মানুষের গড়া প্রাচীর ভাঙিয়া করিয়াছি একাকার,
আঁধার রাতির বোরকা উতারি' এনেছি আশার ভাতি —
আমরা সেই সে জাতি॥



For Miss Satyabala

১১০

গারা — দাদরা

ধীর চরণে নীর ভরণে
চলে তন্বী নাগরী।
চরণ-দ্বন্দ্বে নাচে আনন্দে
বাহুর বন্ধে গাগরী॥
হেরি' তাহার অঙ্গ-ভঙ্গ
উছল রঙ্গ নদী-তরঙ্গ
পাগল বায়ু করিছে রঙ্গ
উড়ায় ওড়না ঘাগরী॥
বিজন পথ মুখর করি'
যায় কি রাঙা সন্ধ্যা-পরী,
এল সহসা গগন ভরি'
দীপিকা-জোনাকী॥

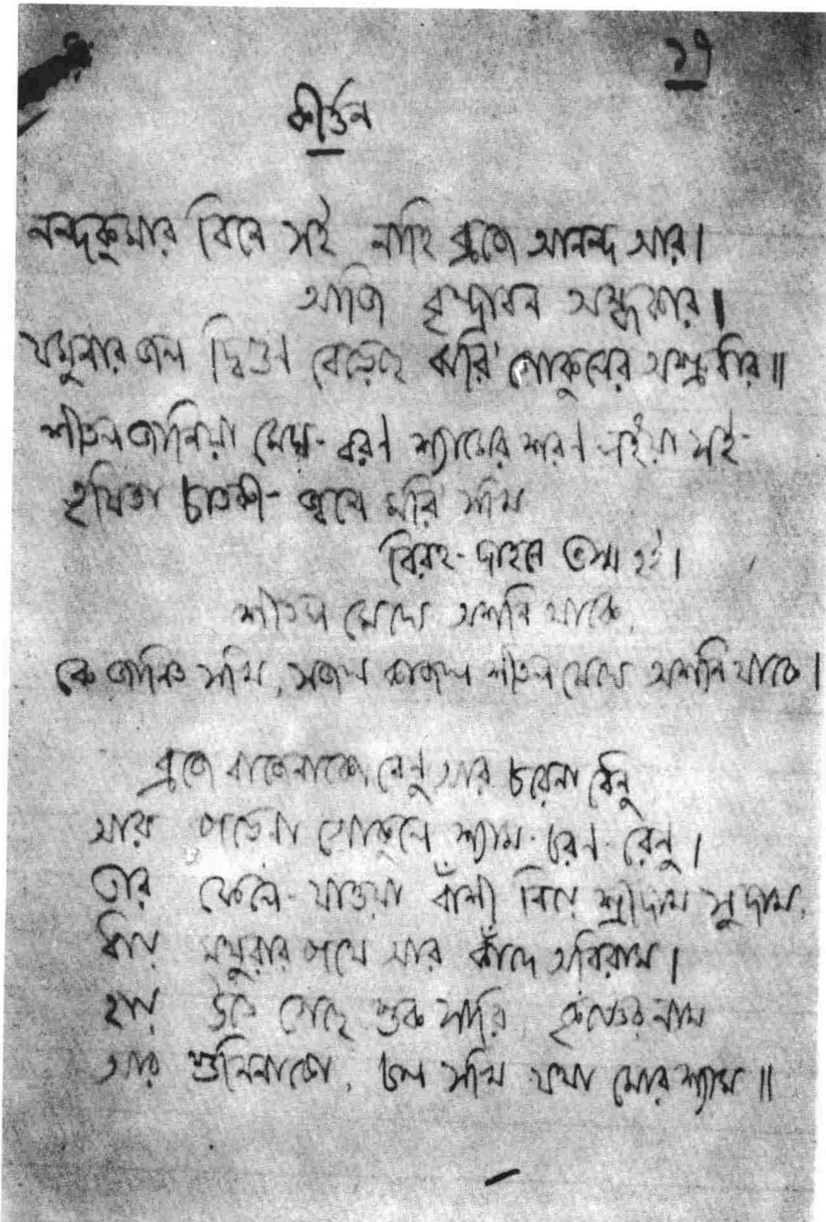
Nilima Banerji

[illegible] 19

~~[illegible]~~ নতুন পাতার নূপুর বাজে দখিনা বায়ে।
কে এলো গো কে এলো গো চপল পায়ে ॥

ছায়া-ঢাকা শাখের ডালে চপল-আঁখি
উঠল ডাকি' বনের পাখী উঠল ডাকি'।
নতুন চাঁদের জ্যোৎস্না মাখি'
সোহাগ-শাখায় দোল দুলায়ে ॥

সুনীল তোমার ডাগর চোখের- দৃষ্টি দিয়ে-
সাগর দোলে, আকাশ ওঠে ঝিলমিলিয়ে।
পিয়াল-বনে উঠল বাজি' তোমার বেণু
ছড়ায় পথে প্রেম-চুড়ির অরুণ-রেণু।
ময়ূর-পাখায় বুলিয়ে চোখে
কে দিলে গো ঘুম ভাঙায়ে ॥



১৭

কীর্তন

নন্দকুমার বিনে সই নাহি ব্রজে আনন্দ আর।
আজি বৃন্দাবন অন্ধকার।
যমুনার জল দ্বিগুণ বেড়েছে ঝরি' গোকুলের অশ্রুবারি॥
শীতল জানিয়া মেঘ-বরন শ্যামের শরন লইনু সই
তৃষিত চাতকী-প্রায় মরি সখি
বিরহ-দাহনে ভস্ম হই।
শীতল মেঘে অশনি থাকে,
কে জানিত সখি, সজল কাজল শীতল মেঘে অশনি থাকে।

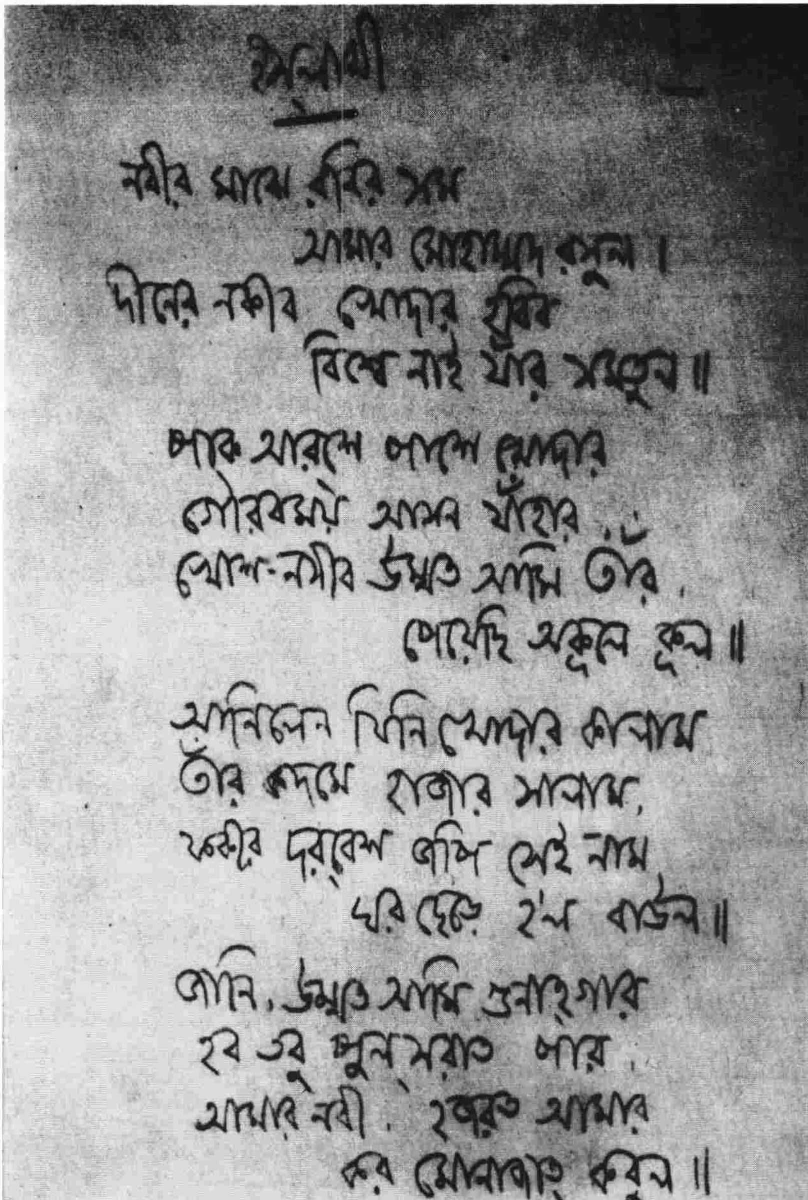
ব্রজে বাজেনাকো বেনু আর চরেনা ধেনু
আর পড়েনা গোকুলে শ্যাম-চরন-রেনু।
তার ফেলে-যাওয়া বাঁশী নিয়ে শ্রীদাম সুদাম,
ফিরে মথুরার পথে আর কাঁদে অবিরাম।
হায় উড়ে গেছে শুক সারি কুঞ্জের নাম
আর শুনিনাকো, চল সখি যথা মোর শ্যাম॥

২৭১

কীর্তন

নব কিশলয়ে রাঙা শয্যা পাতিয়া
বাসিকা-কুঁড়ির মালিকা গাঁথিয়া
একেলা জাগি রজনী (সখি)।
বঁধু এলনা ত কই সজনি।
আমি বিজনে বসিয়া রাখিলাম বৃথা
বন ফুল দিয়া বাঁধনি।।

কৃষ্ণচূড়ার কলিকা সযতনে-
তুলিয়া বৃথাই রচিনু মুকুট।
মোর হৃদয়ের রাজা এলনা।
আমি যাহার আশায় ঘরের সাজাই
সে ভাবে এ মিছে খেলনা।
সে যে জীবন লইয়া খেলা করে (সখি)
আমি মরণের তীরে বসে তারে ডাকি
সে যায় হাসিয়া আন পারে।
সে যে আকাশের মুরতি বৃথা পূজা আরতি
নিবেদন করি তার পায়
সখি কি সে বলে সবে 'আকাশ নীলিমায় রবে
তবু সব আকাশেই হায়।
আমি এবার মরিয়া কুসুম হইব বঁধু হবে ফুলবাসা.
আমি তারে দিব বৃথা যাব যথা তথা, সেথা বুঝিবে ভালবাসা



ইসলামী

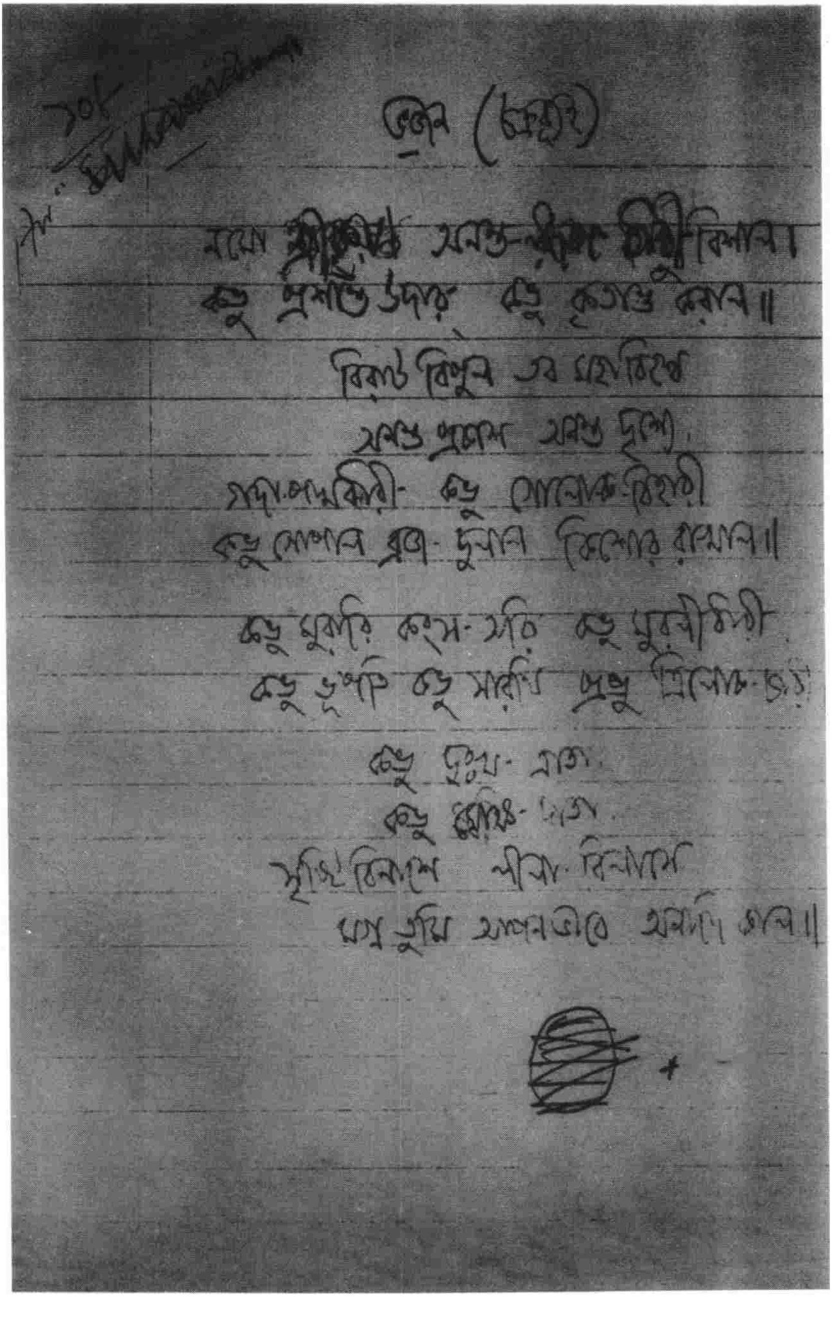
নবীর মাঝে রবির সম
আমার মোহাম্মদ রসুল।
দীনের নকীব খোদার হবিব
বিশ্বে নাই যাঁর সমতুল॥

পাক আরশে পাশে খোদার
গৌরবময় আসন যাঁহার
খোদ-নবীর উম্মত আমি তাঁর
পেয়েছি অকূলে কূল॥

আনিলেন যিনি খোদার কালাম
তাঁর কদমে হাজার সালাম,
ফকির দরবেশ জপি সেই নাম
ঘর ছেড়ে হ'ল বাউল॥

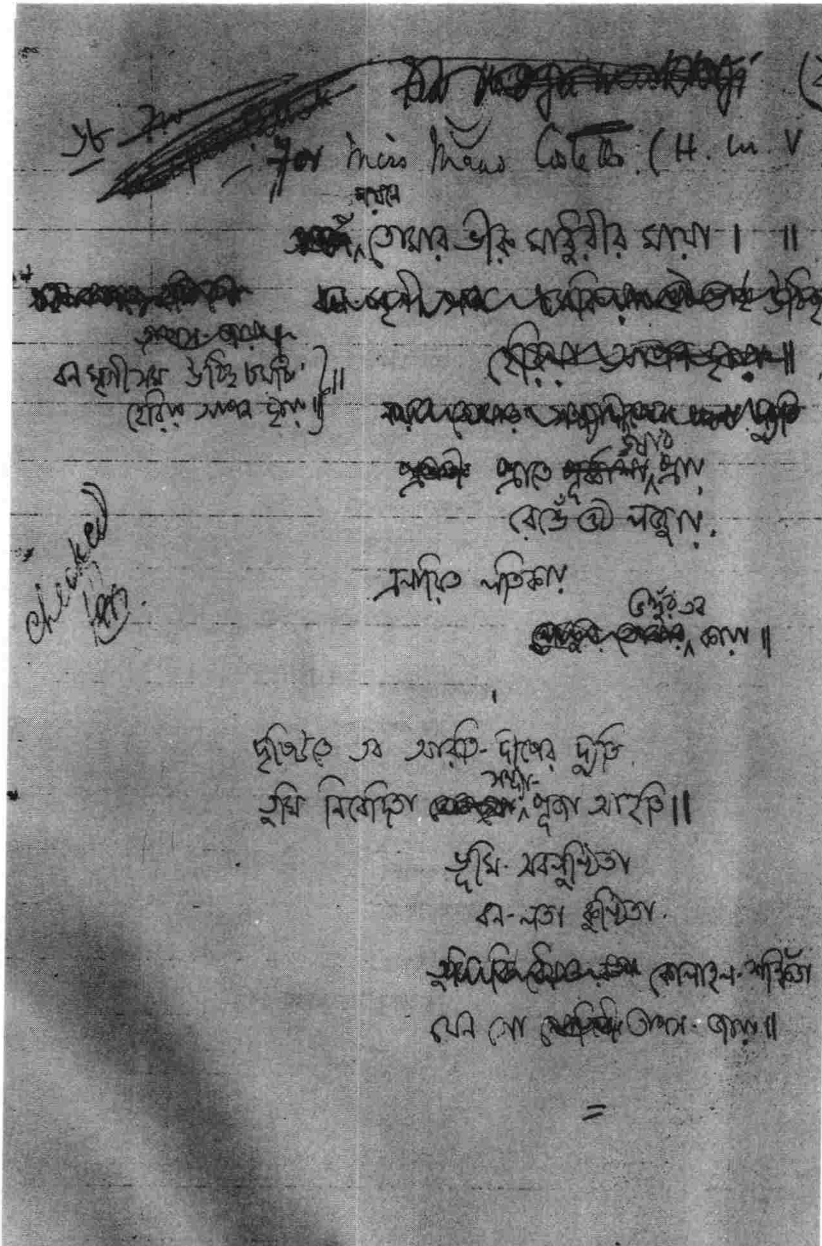
জানি, উম্মত আমি গুনাহ্‌গার
হব তবু পুলসরাত পার,
আমার নবী, হজরত আমার
করে মোনাজাত কবুল॥

—



ভজন ([illegible])

নমো শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত-রূপধারী বিশাল।
কভু প্রশান্ত উদার কভু কৃতান্ত করাল॥
বিরাট বিভুবন তব মহাবিশ্বে
অনন্ত প্রকাশ অনন্ত দৃশ্যে।
গদা-পদ্মধারী কভু গোলোক-বিহারী
কভু গোপাল ব্রজ-দুলাল কিশোর রাখাল॥
কভু মুরারি কংস-অরি কভু মুরলীধারী
কভু ভূপতি কভু সারথি প্রভু ত্রিলোক-চারী
কভু দুঃখ-ত্রাতা
কভু [illegible]-দাতা
সৃষ্টি বিকাশে লীলা-বিলাসে
মগ্ন তুমি আপন ভাবে অনাদি কাল॥



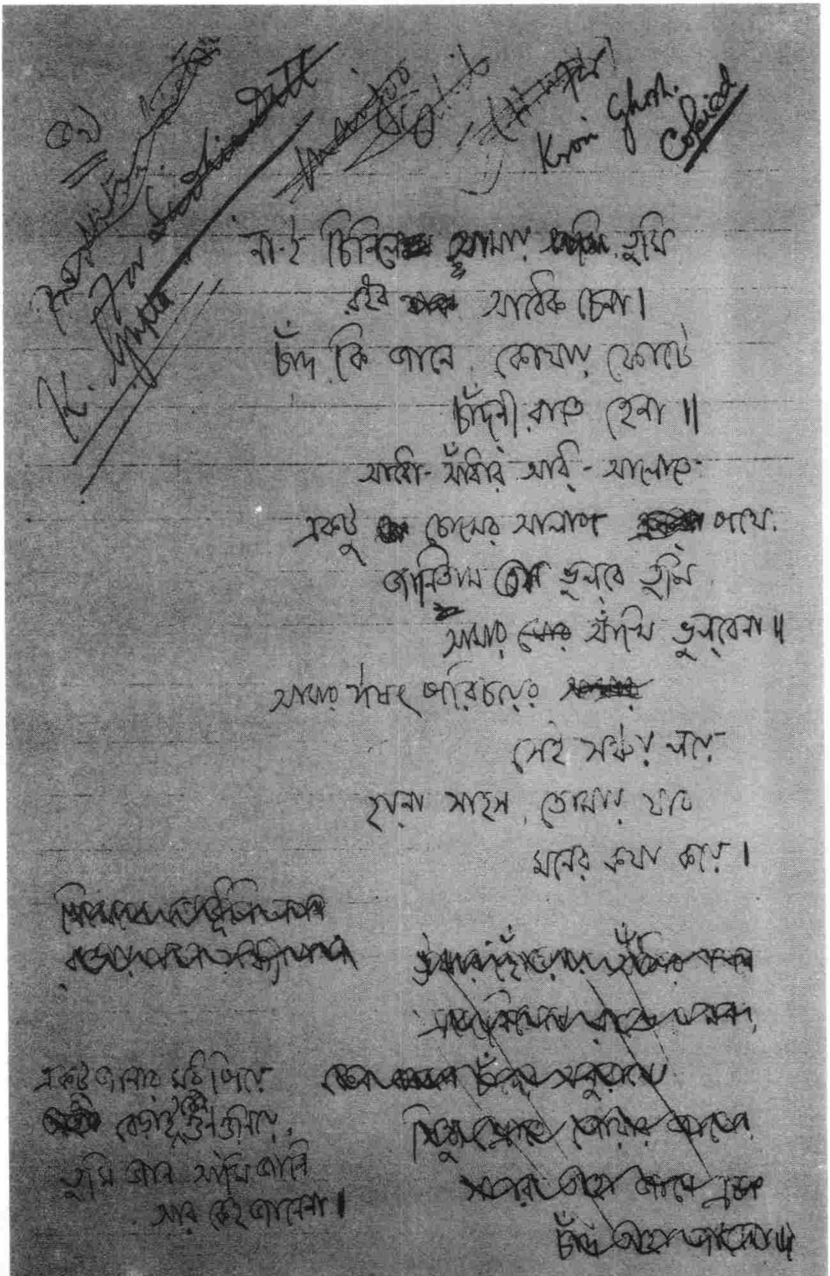
For Miss Mano Collelo (H. M. V)

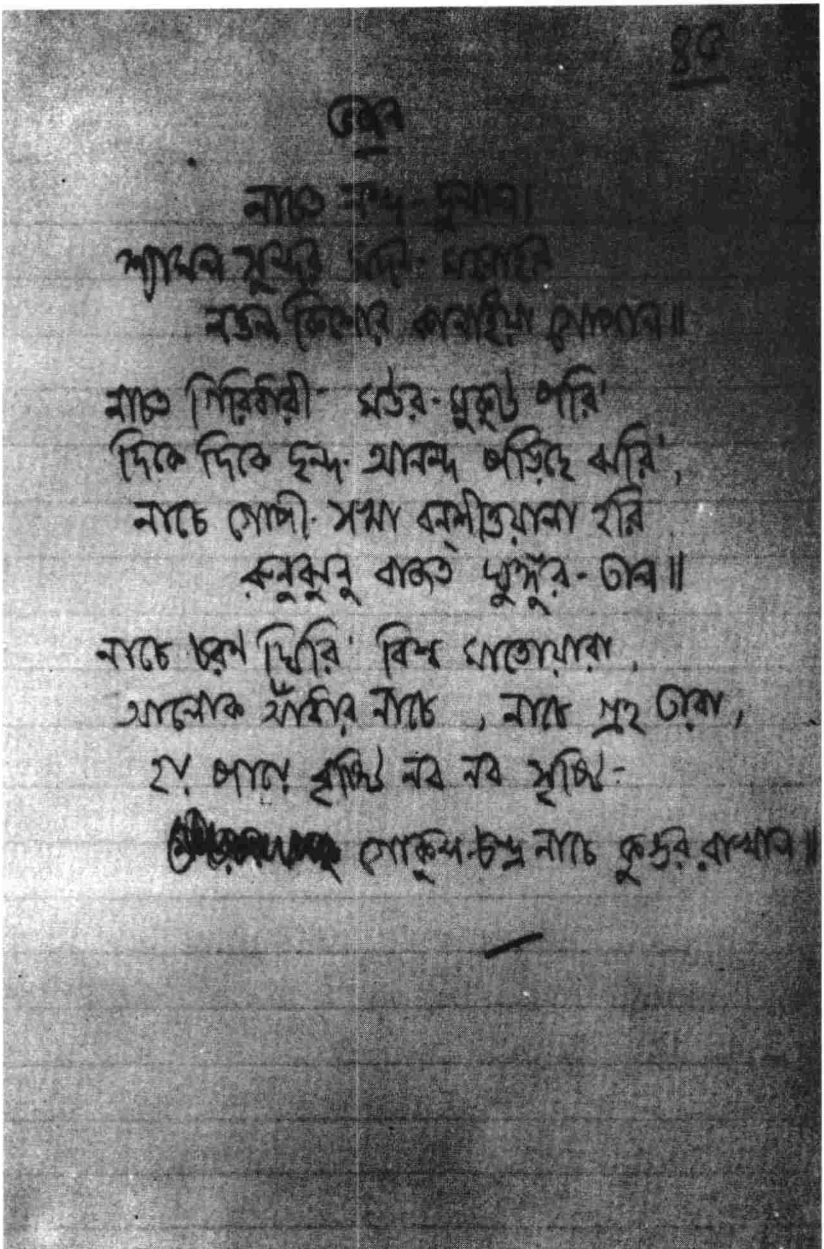
নয়নে তোমার ভীরু মাধুরীর মায়া । ॥

বন হরিণীসম উঠিছে চমকি' ॥
হেরিয়া সজল ছায়া ॥

প্রাতে স্নান
রেখেছ ঐ নয়ান

দুলিছে তব আরতি-দীপের দ্যুতি
তুমি নিবেদিতা সন্ধ্যা-পূজা আরতি ॥
তুমি সরমকুণ্ঠিতা
বন-লতা কুণ্ঠিতা
কোলাহল-শঙ্কিতা
যেন গো তাপস-জায়া ॥


Kazi Ghosh
Cancelled
নাই চিনিলে আমায় তুমি
রইবে অচেনা।
চাঁদ কি জানে, কোথায় ফোটে
চাঁদনী রাতে হেনা॥
আঁখি-আঁখির আধ-আলোকে
একটু চোখের আলাপ পথে
জানিতাম তো ভুলবে তুমি
আমার আঁখি ভুলবে না॥
আমার সাথে পরিচয়ের
সেই সন্ধ্যা সাঁঝে
হয়না সাহস তোমায় বলতে
মনের কথা কাছে।
একটু ভালোর মতি দিয়ে
বেড়াই উড়িয়া,
তুমি আমার আঁখি কোণে
আর কেউ জানেনা।



৭৫

ভৈরব

নাচত নন্দ-দুলাল
শ্যামল সুন্দর [illegible]
নওল কিশোর কানাইয়া গোপাল॥

নাচত গিরিধারী ময়ূর-মুকুট পরি'
দিকে দিকে ছন্দ-আনন্দ পড়িছে ঝরি',
নাচে গোপী-সখা বংশীওয়ালা হরি
রুনুঝুনু বাজত ঘুঙুর-তাল॥

নাচে চরণ ঘিরি' বিশ্ব মাতোয়ারা,
আলোক আঁধার নাচে, নাচে গ্রহ তারা,
হয় তালে [illegible] নব নব সৃষ্টি–
গোকুল-চন্দ্র নাচে কুঞ্জের রাখাল॥

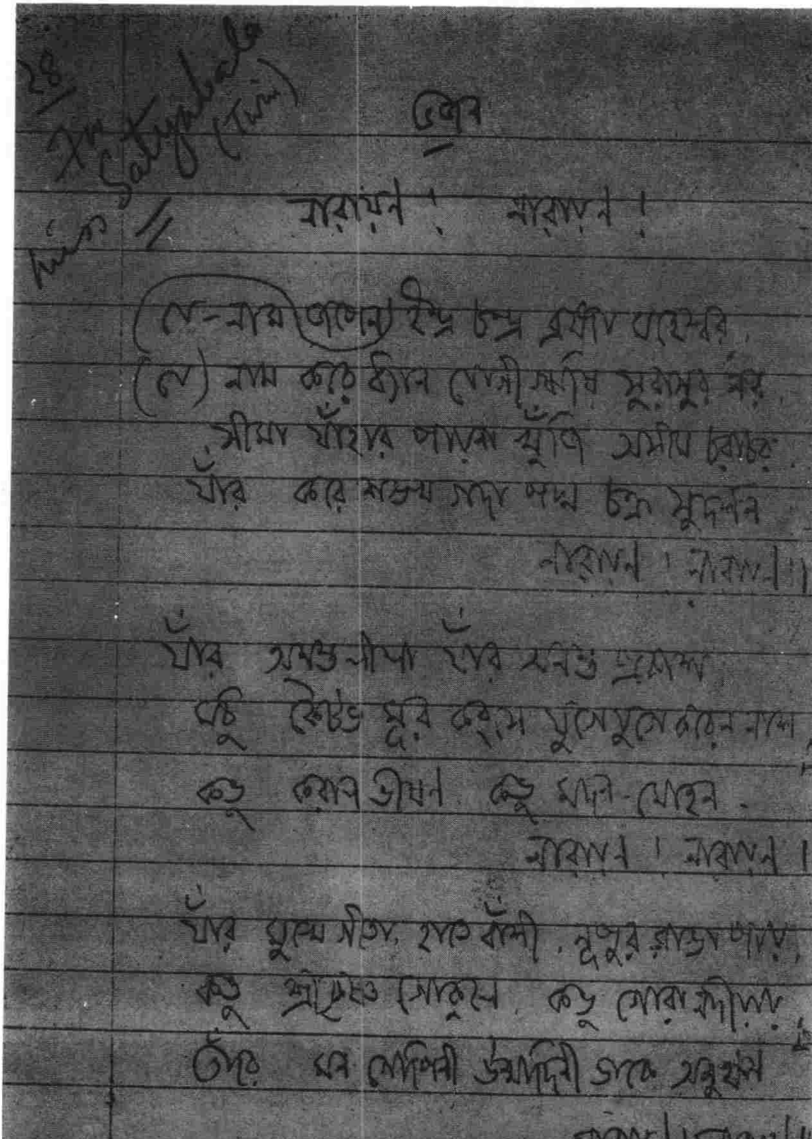
৫৭

ভজন

নাচত নন্দ দুলাল।
শ্যামল সুন্দর মদন মনোহর
নওল কিশোর কানাইয়া গোপাল ॥
নাচত গিরিধারী ময়ূর-মুকুট পরি'
দিকে দিকে ছন্দ-আনন্দ পড়িছে ঝরি,
নাচে গোপী-সখা বংশীওয়ালা হরি
রুনুঝুনু বাজত ঘুঙ্গুর-তাল ॥

নাচে ভুবন ঘিরি' বিশ্ব মাতোয়ারা
আলোক আঁধার নাচে নাচে গ্রহ তারা
হয় পায়ে বৃষ্টি নব নব সৃষ্টি,
মীরার প্রভু নাচে কুঞ্জের রাখাল ॥

—



ভৈরব

নারায়ণ! নারায়ণ!

যে-নাম জপেন ইন্দ্র চন্দ্র ব্রহ্মা মহেশ্বর
(যে) নাম করে ধ্যান যোগী ঋষি সুরাসুর নর
সীমা যাঁহার পায় না খুঁজি অসীম চরাচর
যাঁর করে শঙ্খ গদা পদ্ম চক্র সুদর্শন
নারায়ণ! নারায়ণ!!

যাঁর অনন্ত লীলা যাঁর অনন্ত প্রকাশ
কভু কৈটভ মুর কংস যুগে যুগে করেন নাশ
কভু রাম ভীষণ কভু মদন-মোহন
নারায়ণ! নারায়ণ!

যাঁর মুখে গীতা, হাতে বাঁশী, নূপুর রাঙা পায়
কভু শ্রীচৈতন্য সেজে কভু গোরা নদীয়ায়
তাঁরে মন যোগিনী উন্মাদিনী ডাকে অনুক্ষণ
নারায়ণ! নারায়ণ!!

৪৮
২৯

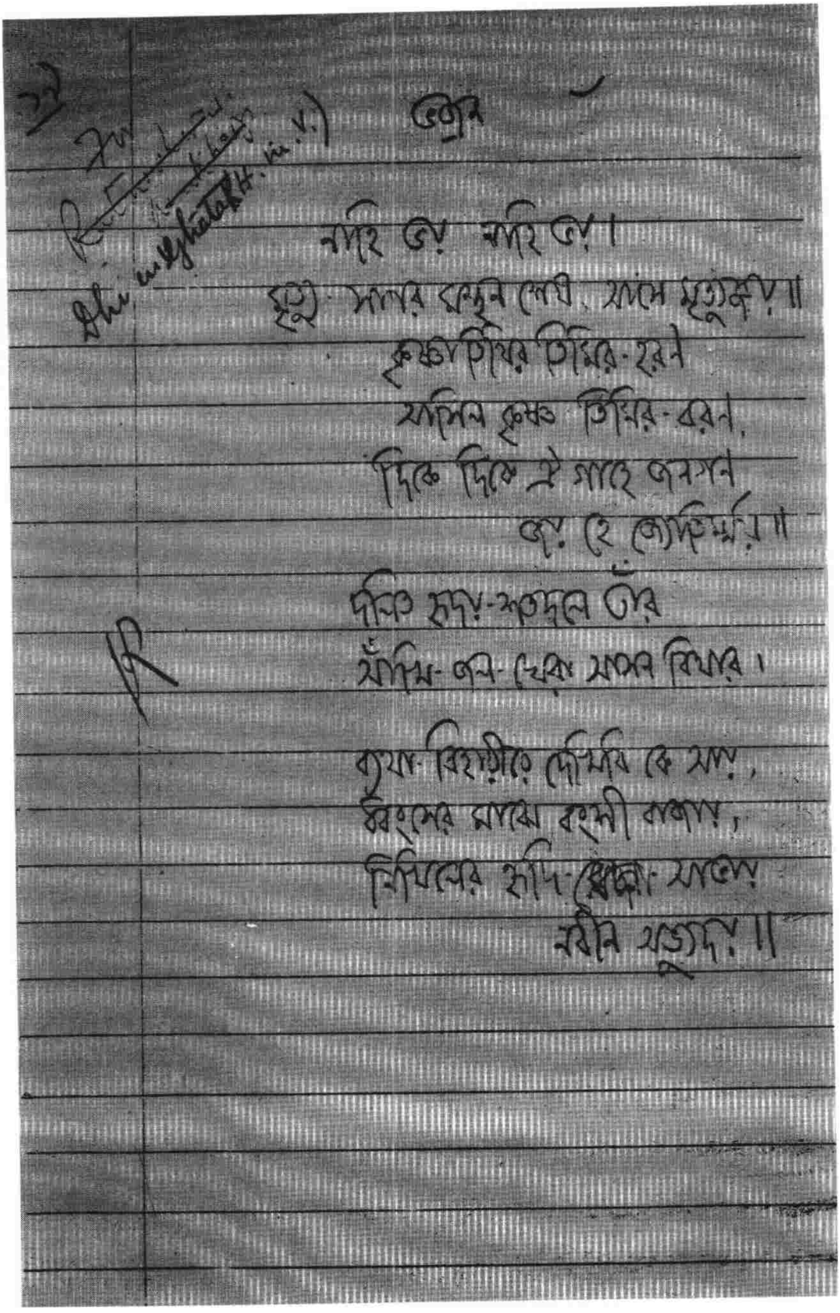
জৌন

নারায়ণ। নারায়ণ॥

(যে) নাম জপেন ইন্দ্র চন্দ্র ব্রহ্মা মহেশ্বর
(যে) নাম করে ধ্যান যোগী ঋষি সুরাসুর নর।
সীমা যাঁহার পায়না খুঁজি অসীম চরাচর।
জীবনে ~~মরণে জপি~~
যাঁর করে শঙ্খ গদা পদ্ম চক্র সুদর্শন।
নারায়ণ। নারায়ণ॥

যাঁর অনন্ত লীলা যাঁর অনন্ত প্রকাশ
মধু কৈটভ মুর কংসে যুগে যুগে করেন নাশ,
কভু করাল ভীষণ কভু মদনমোহন
নারায়ণ। নারায়ণ॥

যাঁর মুখে গীতা হাতে বাঁশী নূপুর রাঙা পায়
কভু শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে কভু গোরা নদীয়ায়,
মোর মন-গোপিনী উন্মাদিনী ডাকে অনুখন
নারায়ণ। নারায়ণ॥



ভৈরবী

নাহি ভয় নাহি ভয়।
মৃত্যু-সাগর মন্থন শেষে আসে মৃত্যুঞ্জয়।।
কৃষ্ণ তিমির তিমির-হরণ
আসিল কৃষ্ণ তিমির-বরণ,
দিকে দিকে ঐ গাহে জনগণ
জয় হে জ্যোতির্ময়।।
দলিত হৃদয়-শতদলে তাঁর
আঁখি-জল-ঘেরা আসন বিথার।
ব্যথা-বিহারীরে দেখিবি কে আয়,
ধ্বংসের মাঝে বাঁশরী বাজায়,
নিখিলের হৃদি-[illegible] জাগে
নবীন অভ্যুদয়।।

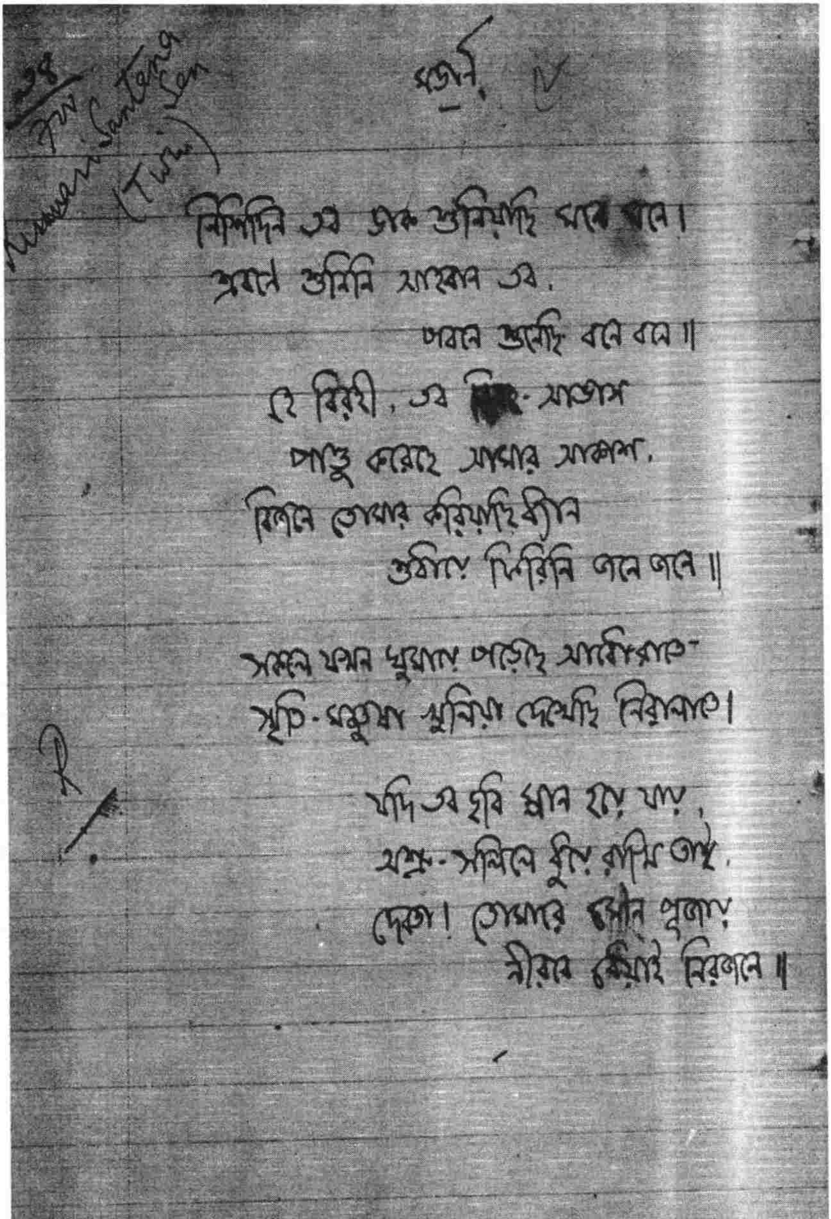
নিরন্ধ্র মেঘে মেঘে অন্ধ গগন।
কোটি নয়নে জল ঝরে ঝরে অবিরল
ধরণী ভীতি-মগন ॥
ঝঞ্ঝার ঝল্লরী বাজে ঝননন
প্রলয় বিষাণ বাজে বজ্রে ঘনঘন
ত্রাহি ত্রাহি ডাকে আর্ত জনগণ
দাও দাও বরাভয় বিপদ-বারণ ॥
কত আর সহি ব্যথা অপমান-বিমলিন
রাতের তপস্যা কি আনিবে না শুভদিন?
দুষ্কৃতি বিনাশায় যুগে-যুগে সম্ভব
অধর্মে নিখিলে এস অবতার নব,
বাজাও আবার এসে অভয়-শঙ্খ তব
জাগৃহী ভগবন জাগো নারায়ণ ॥

=

For Radharani
R- 5-2-40

প্রভাস বরাট — সাধন ঘোষাল
— classical

নিশি-রাতে রিম্‌ ঝিম্‌ ঝিম্‌ বাদল-নূপুর
বাজিল ঘুমের মাঝে সজল মধুর॥
দেয়া গরজে, বিজলি চমকে,
জাগাইল ঘুমন্ত প্রিয়তমকে,
আঁখি ঘুম-ঘোরে চিনিতে নারি ওরে,
"কে এল কে এল" বলে ডাকিছে ময়ূর॥
'ঝির ঝিরি' পড়শী কৃষাণ মেয়ে যাচ্ছে চেয়ে
মেঘের পানে যাচ্ছে চেয়ে,
কারে দেখি আমি তোরে দেখি,
মেঘলা আকাশ, না ঐ মেঘলা মেয়ে।
ক্ষীণ নদী-জল মহা-সাগর পানে
বাহিরে ঝড় যেন আমায় টানে,
আমাও হয়ে যাচ্ছে বুকের কাছে
নিশির আকাশ যেন মেঘ-ভারাতুর॥



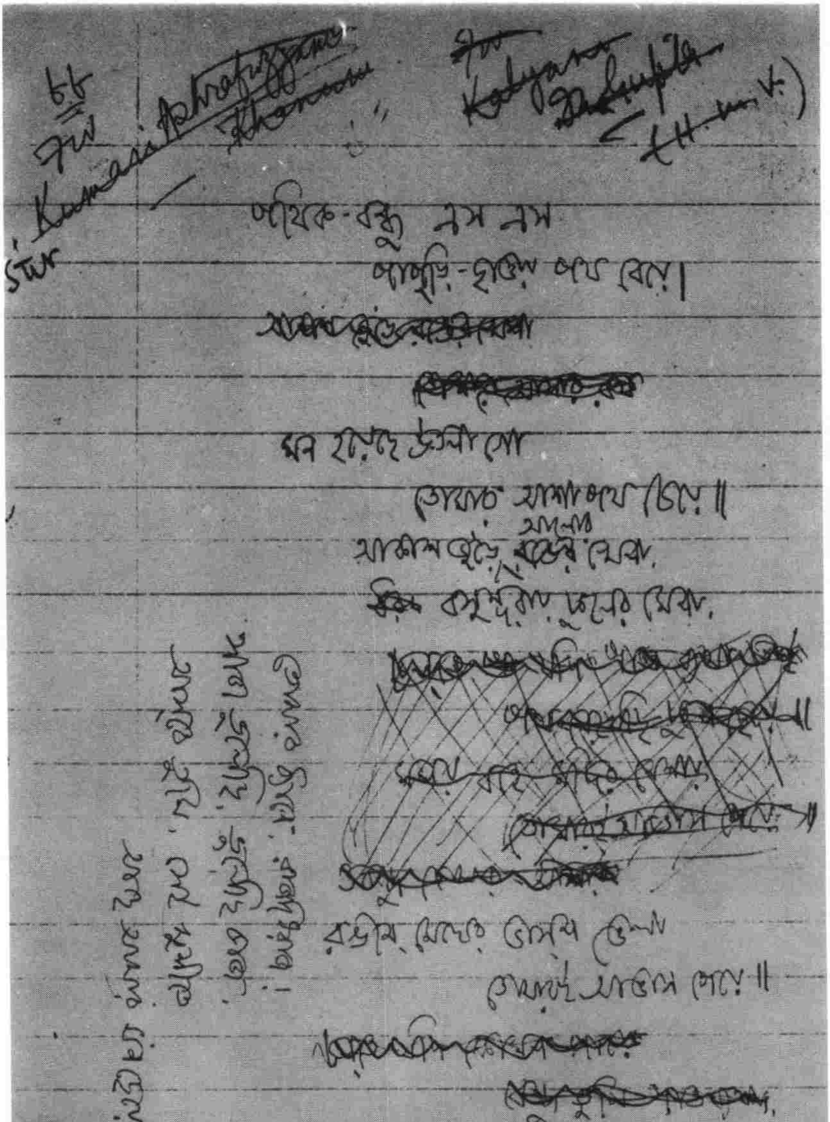
নিশিদিন তব ডাক শুনিয়াছি মনে মনে।
শ্রবণে শুনিনি আহ্বান তব,
পবনে শুনেছি বনে বনে॥
হে বিরহী, তব [illegible]-আভাস
পাণ্ডু করেছে আমার আকাশ,
মিলনে তোমার করিয়াছি ধ্যান
খুঁজিয়া ফিরিনি জনে জনে॥

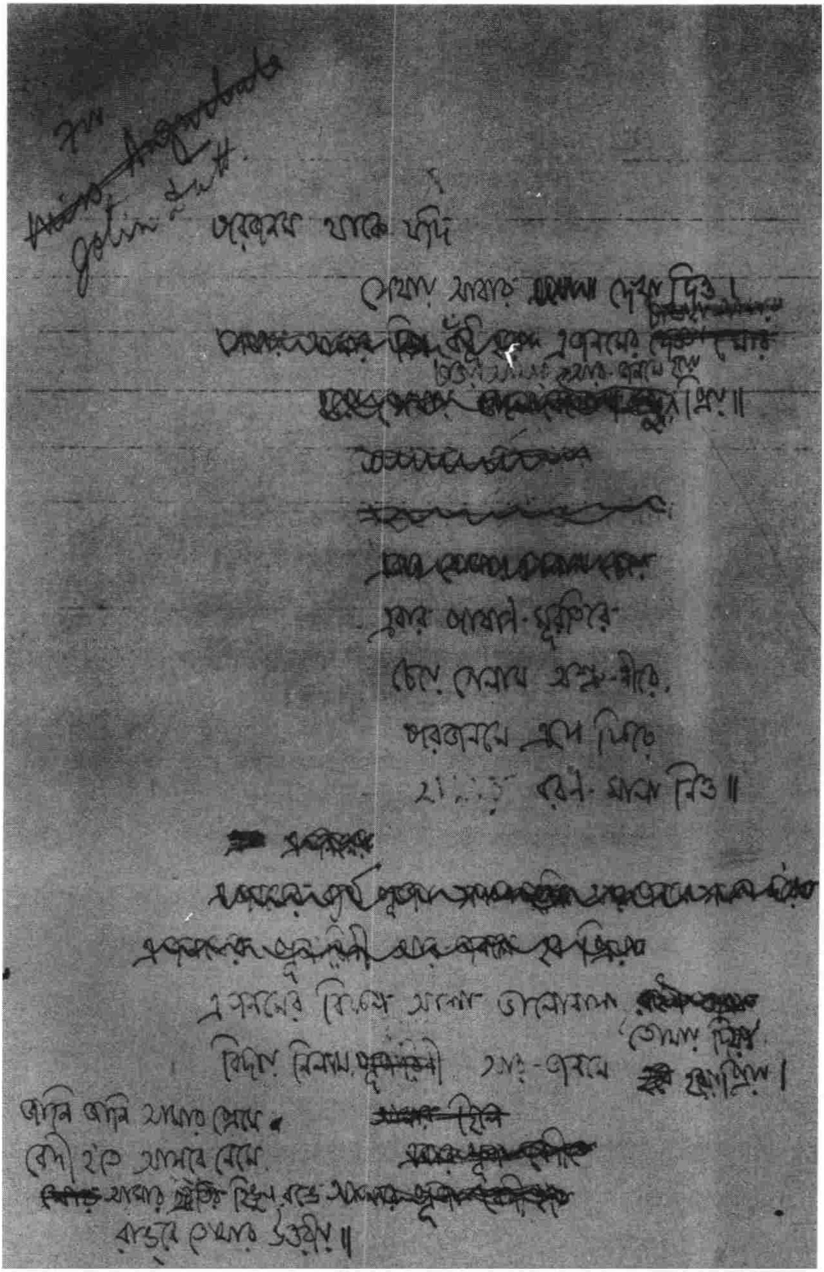
সকলে যখন ঘুমায়ে পড়েছি আঁধার রাতে
স্মৃতি-মঞ্জুষা খুলিয়া দেখেছি নিরালাতে।
যদি তব ছবি ম্লান হয়ে যায়,
অশ্রু-সলিলে ধুয়ে রাখি তায়,
দেবতা! তোমারে মৌন পূজায়
নীরবে [illegible] নিরজনে॥

নিশীথ রাতে ডাকলে আমায়
কে গো তুমি কে ।
কাঁদিয়ে গেলে আমার মনের বন্দিনীকে ।
কে গো তুমি কে ॥

তোমার অকূল করুণ স্বরে
আজকে তারেই মনে পড়ে
এমনি রাতে হারিয়েছি যে হৃদয়-মণিকে ॥

দুয়ার খুলে চেয়ে আছি তারার পারে দূরে-
আরেকটিবার ডাকো ডাকো তেমনি করুণ সুরে ।
একটি কথা শুনব বলে
রাত কেটে যায় চোখের জলে
দাও সাড়া দাও, জাগিয়ে তোলো
আঁধার পুরীকে ॥


পথিক-বন্ধু এস এস
মন হয়েছে উদাসী গো
তোমার আসা-পথে চেয়ে॥


পরজনম থাকে যদি

ভজন

পরমাত্মা নহ তুমি
(তুমি) পরমাত্মীয় মোর। x
হে বিপুল বিরাট! মোর কাছে তুমি প্রিয়তম চিত-চোর॥

তোমারে যে ভয় করে হে ~~[illegible]~~ বিশ্বপাতা
তার কাছে তুমি রুদ্র দণ্ড-দাতা
প্রেমময় বলে তোমারে যে বাসে ভালো
তার কাছে তুমি মধুর লীলা-কিশোর।

দেখে ভীরু চোখ আঁধারের মেঘে বজ্র তব বিপুল
মোর মনে হয় সেই মেঘে দোলে ফোটায় নব মুকুল।
আকাশের নীল অসীম পাথার পারে
চরণ রেখেছ হে মহান, লীলা-ভরে
সেই অনন্ত জানি না কেমন করে
আমার হৃদয়ে মেলে ঝিকিমিকি ভোর॥

১৩

for Binapani

গজল

পলাশ ফুলের গেলাস ভরি'
পিয়াব অমিয়া তোমারে প্রিয়া।
চাঁদিনী রাতের চাঁদোয়া-তলে
বুকের এ আঁচল দিব পাতিয়া॥
~~[illegible]~~ মুকুরে তোমার
তুলিব আমার সজল ছবি,
সবুজ ঘাসের শিশির ছানি'
মুক্তা-মানিক দিব গাঁথিয়া॥
ফিরোজা আকাশ আবেশে ঝিমায়
দীঘির বুকে কমল ঘুমায়,
নীরব যখন পাখীর কূজন
আমরা দু'জন রব জাগিয়া॥
হিজল তরুর শীতল ছায়ায়,
ঘুমাব যবে প্রিয়া ঘুম যদি পায়,
~~[illegible] শাখা তুলিব পাখা~~
~~[illegible]~~
ঝরিবে রাঙা ফুল কপোল চুমিয়া॥

শঙ্করা - দাদরা ৫১

পলাশ ফুলের মউ পিয়ে ঐ
বউ কথা কও উঠল ডেকে।
শেষ দিনে যায় উদাস হাওয়া
নেবুফুলের আতর মেখে॥

এমন পূর্ণ চাঁদের রাতি
নেই গো আমার জাগার সাথী।
ফুলহারা মোর কুঞ্জ-বীথি
কাঁটার স্মৃতি গেছে রেখে॥

শূন্য মনে একলা গুণি
কান্না হাসির পান্না চুনী।
বিদায়-বেলার বাঁশী শুনি
আসছে ভেসে ওপার থেকে॥

22/7/W

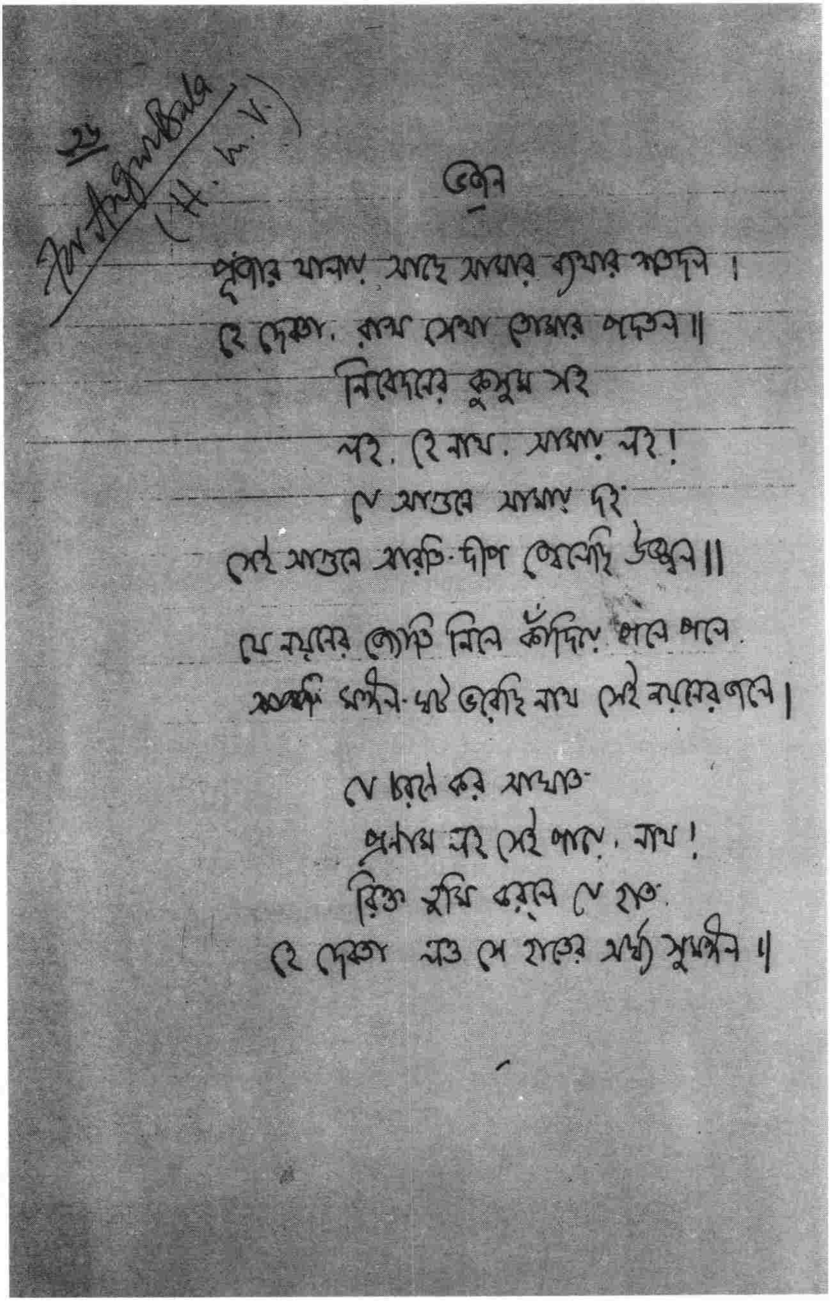
Bimalpama

ঠুমরী – সন্ধ্যাকল্যাণী

পিউ পিউ পিউ বোলে পাপিয়া
বুকে তার প্রিয়ারে চাপিয়া
বোলে পাপিয়া ॥

বাতাবি নেবুর ফুলেল কুঞ্জে
মাতাল সমীরণ প্রলাপ গুঞ্জে
ফুলের মহলায় চাঁদিনী শিহরায়
নদীকূলে ঢেউ ওঠে ছাপিয়া ॥

এমনি নেবুফুল এমনি মধু রাতে
পরাত বঁধু মোর বিনোদ-খোঁপাতে
বাতায়নে পাখী করিত ডাকাডাকি
মনে পড়ে তা উঠি কাঁপিয়া ॥



ভজন

পূজার থালায় আছে আমার ব্যথার শতদল।
হে দেবতা, রাখ সেথা তোমার পদতল॥
নিবেদনের কুসুম সহ
লহ, হে নাথ, আমায় লহ!
যে অন্তরে আমায় দহ
সেই অন্তরে আরতি-দীপ জ্বেলেছি উজ্জ্বল॥

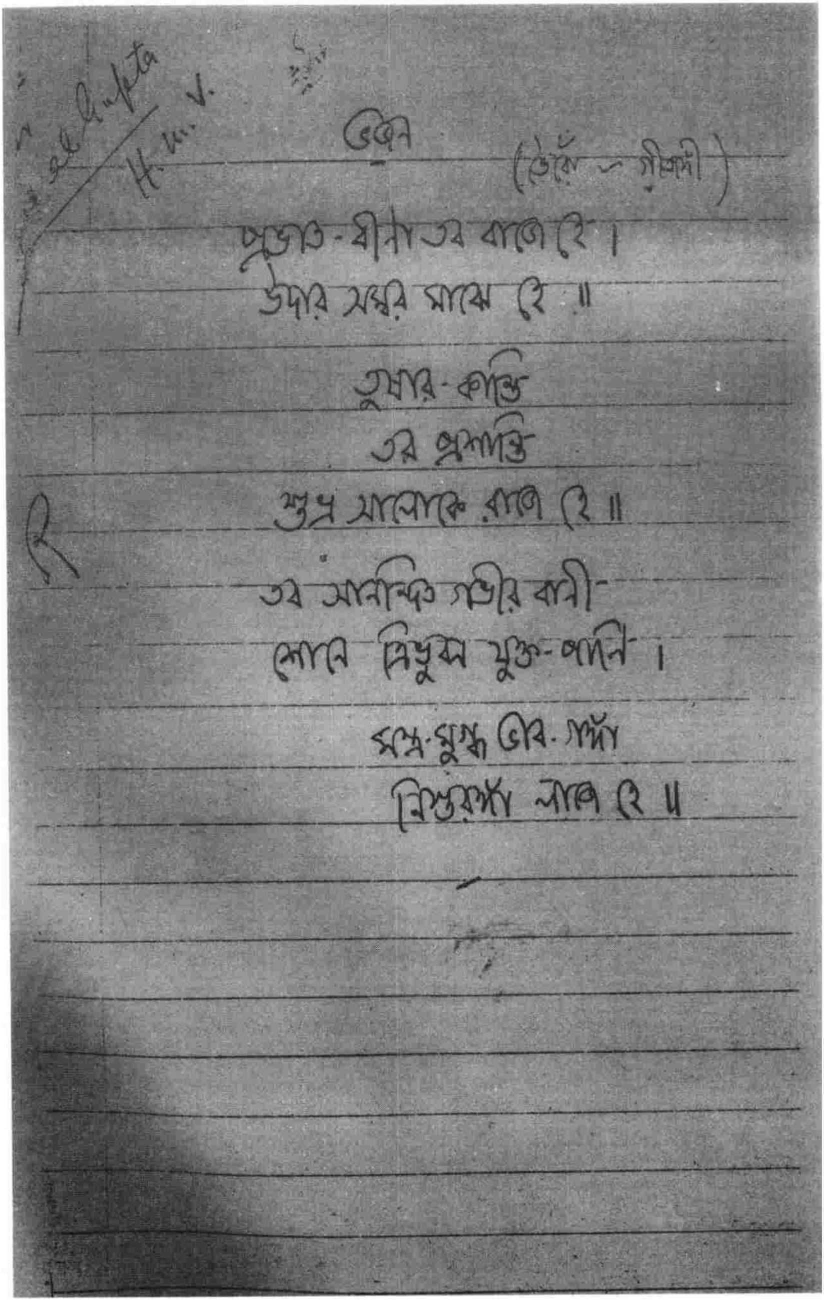
যে নয়নের জ্যোতি নিলে কাঁদায়ে পলে পলে,
মঙ্গল-ঘট ভরেছি নাথ সেই নয়নের জলে।

যে চরণে কর আঘাত
প্রণাম সহ সেই পায়ে, নাথ!
রিক্ত তুমি করলে যে হাত,
হে দেবতা এই সে হাতের অর্ঘ্য সুমঙ্গল॥

মডার্ন

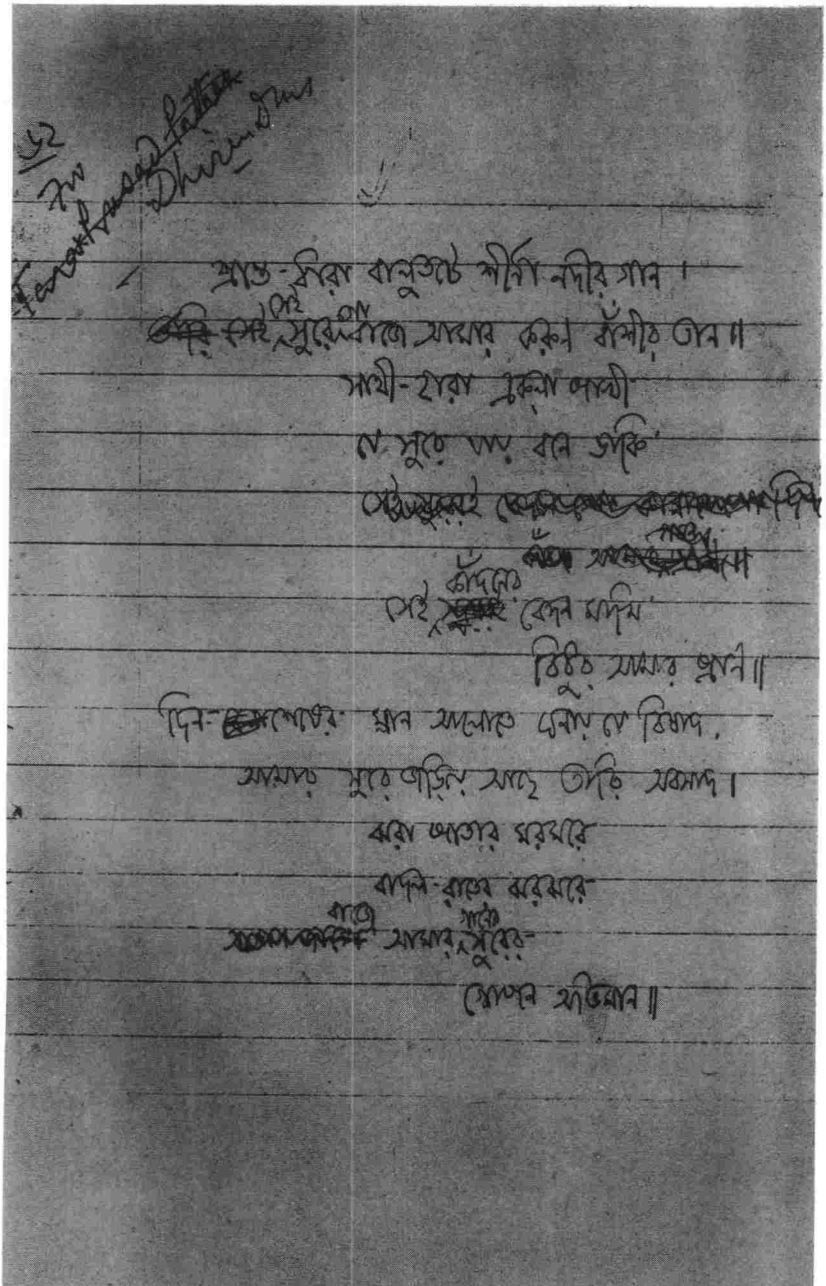
প্রদীপ নিভায়ে দাও, উঠিয়াছে চাঁদ।
বাহু-বন্ধন আছে, মালায় কি সাধ॥
ফুল যদি নাহি ভবনে,
কেশের সুবাস তব ঢালুক মনে,
হৃদয়ের পাশে মোর হৃদয় কাঁদে —
চন্দন লাগে বিস্বাদ॥

খোলো উত্তরী, ফেলে দাও আভরণ,
হাতে রাখ হাত, তোলো থাক নয়ন।
বাহিরে বহুক বাতাস,
বক্ষে লাগুক মোর তব নিশ্বাস
~~রেখে উঁকি খুঁজে আমাদের চাঁদে~~
চম্পার ডালে বসি মোদের দেখে
~~হেসে দিল [illegible] আকাশের চাঁদ~~।
হেসে যার আঁখিপাশে ঢেকে বিষাদ॥



ভজন (ভৈরোঁ — গীতশ্রী)

প্রভাত-বীণা তব বাজে হে।
উদার অম্বর মাঝে হে॥
তুষার-কান্তি
তব প্রশান্তি
শুভ্র আলোকে রাজে হে॥
তব আনন্দিত গভীর বাণী-
শোনে ত্রিভুবন যুক্ত-পাণি।
মন্ত্র-মুগ্ধ ভব-সাঁঝা
নিত্যকর্মা লাগে হে॥



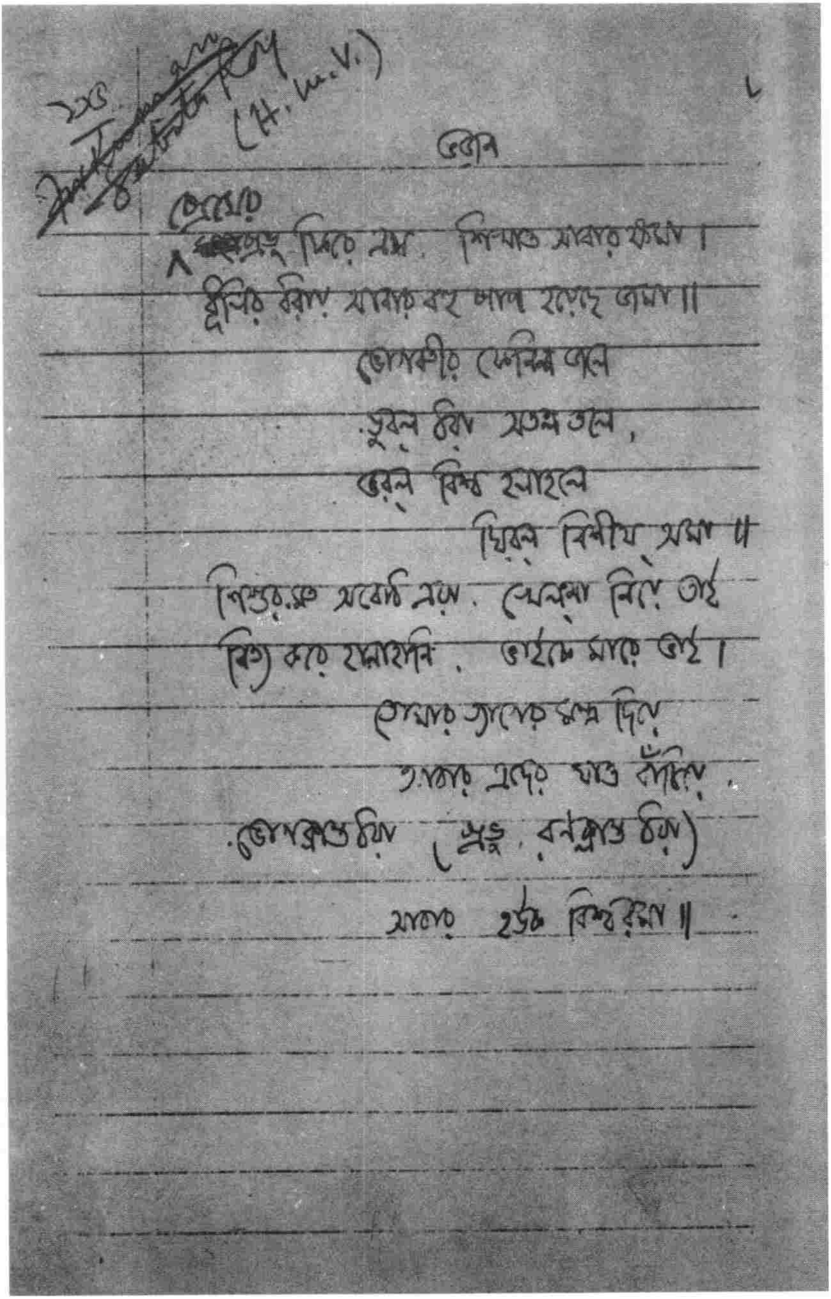
প্রান্ত-ধারা বালুতটে শীর্ণা নদীর গান।
সেই সুরে গান বাজে আমার করুণ বাঁশীর তান॥
সাথী-হারা কুহু পাখী
যে সুরে যায় বনে ডাকি'
সেই কাঁদনে বেদন মাখি'
ছিটিয়ে আমার প্রাণ॥
দিন-শেষের ম্লান আলোতে ঘনায় যে বিষাদ,
আমার সুরে জড়িয়ে আছে তারি অবসাদ।
ঝরা পাতার মরমরে
বাদল-রাতের ঝরঝরে
বাজে আমার সুরে
গোপন অভিমান॥

গান

প্রিয় তুমি কোথায় আজি কত সে দূর।
প্রাণ কাঁদে ব্যথায় বিরহ-বিধুর ॥
স্বপন-কুমারী, স্বপনে এসে
মিলাইলে কোন্ ঘুমের দেশে,
তড়িত-শিখা ক্ষণিক হেসে
লুকালে মেঘে ঝাঁঝরি' হৃদি-পুর ॥
আপনা নিয়ে ছিনু একেলা,
কেন সে কূলে ভিড়ালে ভেলা,
জীবন নিয়ে মরণ-খেলা
খেলিতে কেন আসিলে নিঠুর ॥
ঊষার গাঙে গাহন করি'
দাঁড়ালে নভে রাঙের পরী,

প্রেমের অরুণ উদিল যবে
মিলালে নভে হে লীলা-চতুর॥
কাঁদি মোরা আজ এ-কূল ও-কূল,
মাঝে বহে স্রোত বিরহ বিপুল,
নাহি পারাপার, বেদনা-বিথার
কাঁদন-পাথার লুটায় ব্যথাতুর॥

কলিকাতা
জুলাই ১৯৩১



(H. M. V.)

ভৈরবী

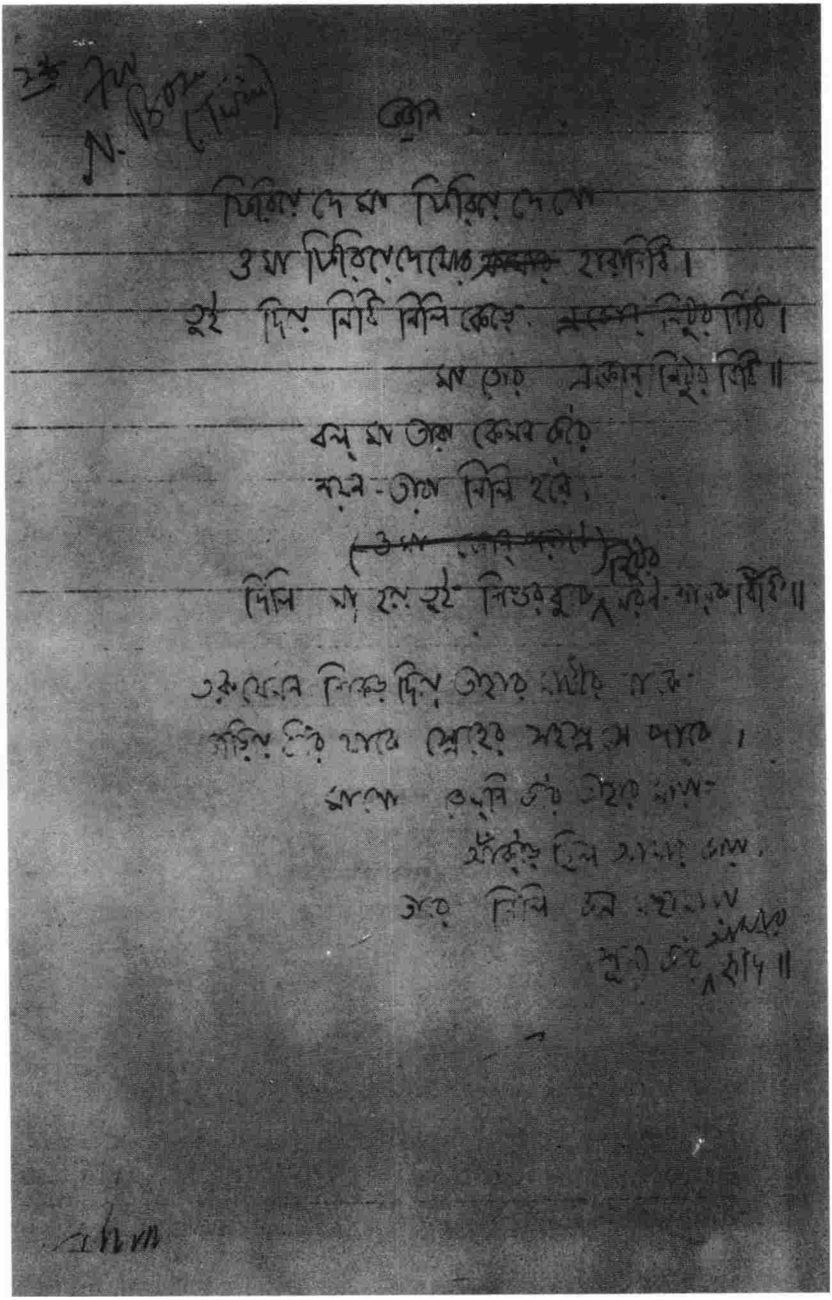
প্রেমের প্রভু ফিরে এস, শিখাও আবার ক্ষমা।
ধরণীর বুকে আবার বহু পাপ হয়েছে জমা॥
ভোগলোভীর ফেনিল জলে
ডুবল কি সত্য তলে,
ভরল বিশ্ব হলাহলে
ফিরল নিশীথ অমা॥
শিশুর মত সবাই এসে, খেলনা নিয়ে ভাই
কি করে হানাহানি, ভাইকে মারে ভাই।
তোমার প্রেমের মন্ত্র দিয়ে
আবার এদের যাও বাঁচিয়ে,
ভোগক্লান্ত কি (প্রভু, রণক্লান্ত কি)
আবার হউক বিশ্বরমা॥

প্রেমের হাওয়া বইল, যখন
মুকুল গেল ঝরে।
প্রদীপ নিভে রইল, যখন
তুমি এলে ঘরে॥

তোমার আমার কথা এখন
যেদিন আশা ফুরিয়ে গেল
মন গিয়েছে হারে, যখন
পেলাম মনোহরে॥

আঘাত দিয়ে দিয়ে যেদিন করলে পাষাণ মোরে
সেদিন নিয়ে বসালে হায় তোমার ঠাকুর-ঘরে।

তোমার শুভ দৃষ্টি খানি
কই সে যুগ ছিলাম জানি
অজানি কোন্ কোণে তুমি
এলে স্বয়ম্বরে॥

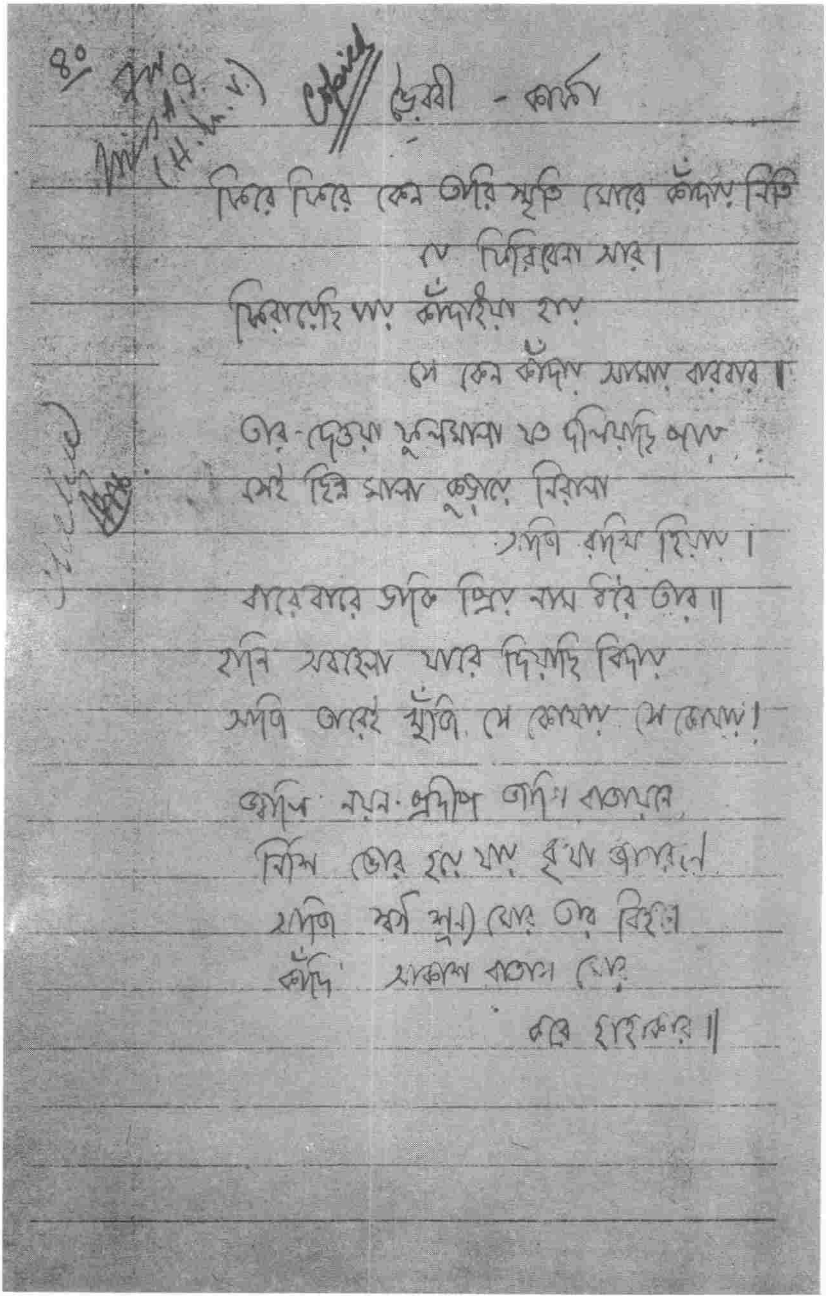


ফিরিয়ে দে মা ফিরিয়ে দে গো

ও মা ফিরিয়ে দে মোর হারানিধি।

তুই দিয়ে নিধি নিলি কেড়ে

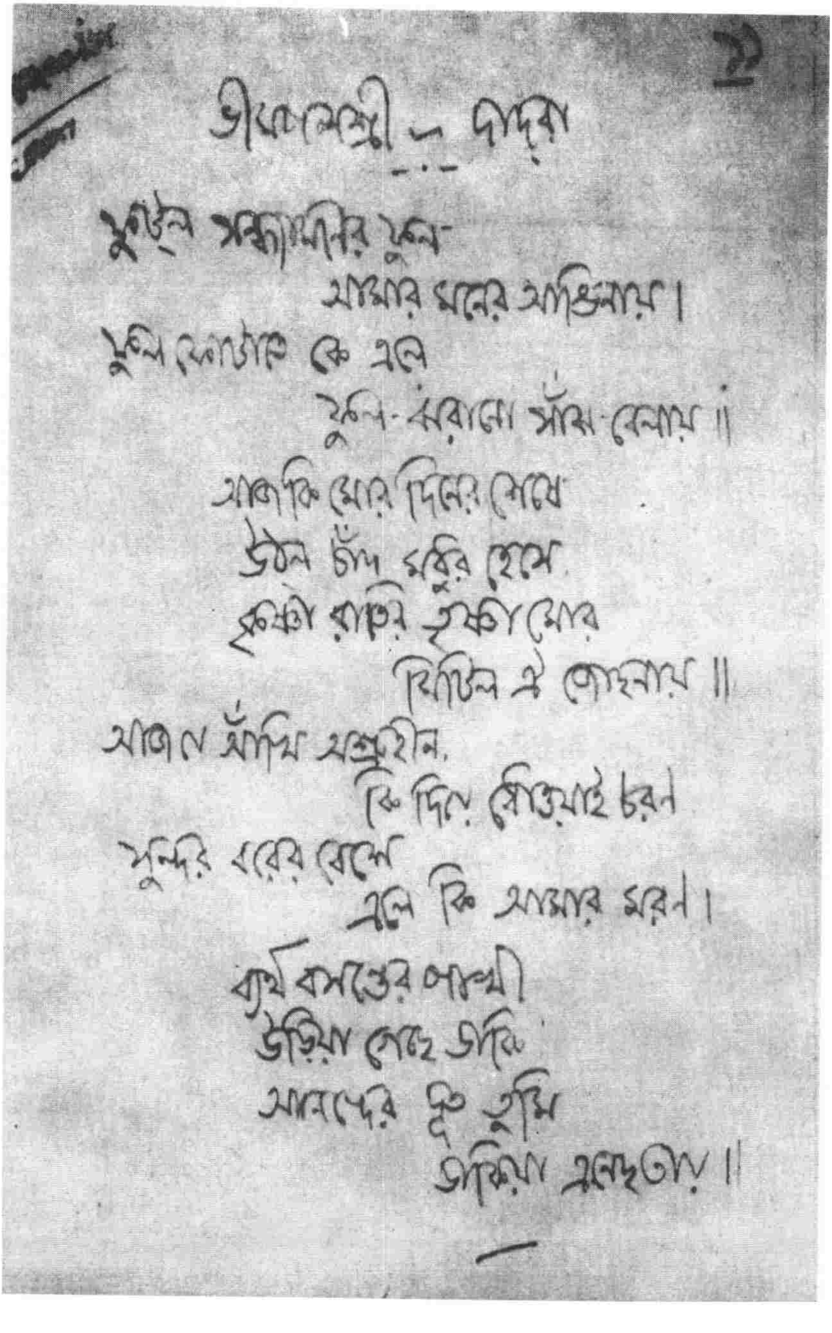
বল্ মা তারে কেমন করে



৪০

ভৈরবী - কাহার্বা

ফিরে ফিরে কেন তারি স্মৃতি মোরে কাঁদায় নিতি
সে ফিরিবেনা আর।
ফিরায়েছি যায় কাঁদাইয়া হায়
সে কেন কাঁদায় আমায় বারবার॥
তার-দেওয়া ফুলমালা যত দলিয়াছি পায়
সেই ছিন্ন মালা কুড়ায়ে নিরালা
রজনী বসিয়া হিয়ায়।
বারেবারে ডাকি প্রিয় নাম ধরি তার॥
যদি অবহেলে যারে দিয়াছি বিদায়
সদাই তারেই খুঁজি সে কোথায় সে কোথায়!
আঁখি নয়ন-প্রদীপ জ্বালি বাতায়নে
নিশি ভোর হয়ে যায় বৃথা জাগরণে
রাতি স্বর্গ শূন্য মোর তার বিহনে
কাঁদি আকাশ বাতাস মোর
ভরে হাহাকার॥



১

ভীমপলশ্রী — দাদ্‌রা

ফুট্‌ল সন্ধ্যামণির ফুল
আমার মনের আঙিনায়।
ফুল ফোটাতে কে এলে
ফুল-ঝরানো সাঁঝ-বেলায়॥
আজ কি মোর দিনের শেষে
উঠল চাঁদ মধুর হেসে
কৃষ্ণা রাতের তৃষ্ণা মোর
মিটিল এ জোছনায়॥
আজ যে আঁখি অশ্রুহীন,
কি দিয়ে ধোয়াই চরণ
সুন্দর বরের বেশে
এলে কি আমার মরণ।
ব্যর্থ বসন্তের পাখী
উড়িয়া গেছে ডাকি
আনন্দের দূত তুমি
ডাকিয়া এনেছ তায়॥

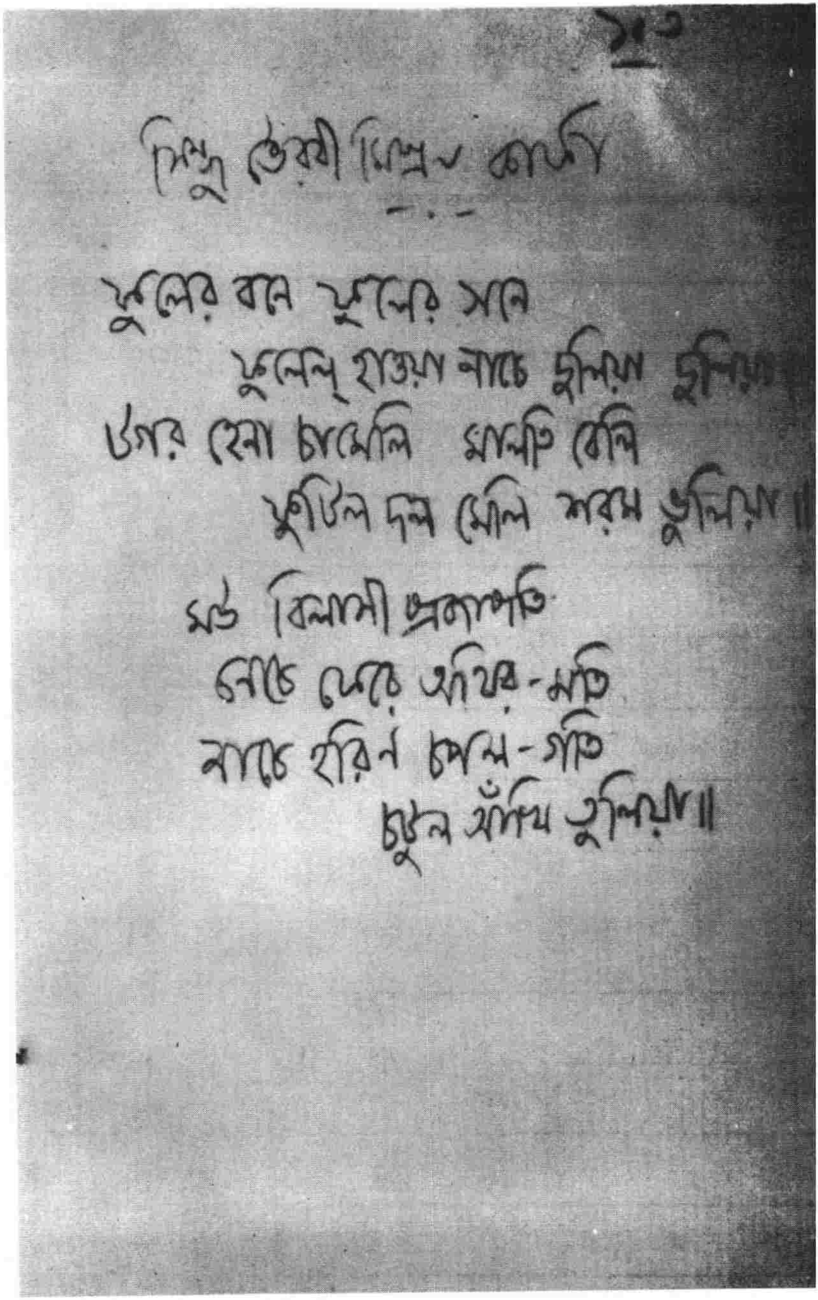
১৪

নাচ

ফুল চাই, চাই ফুল টগর চম্পা চামেলি।
ফিরি ফুল-ওয়ালী নিয়ে ফুল-ডালি—
মল্লিকা মালতী যুঁই বেলি॥

যার প্রাণে বিরহ-জ্বালা,
লহ এ অশোক মাধবী মালা,
এ হাস্নুহানা নেবে সে বালা
কাঁটার জীবন তার হাসি মেলি॥

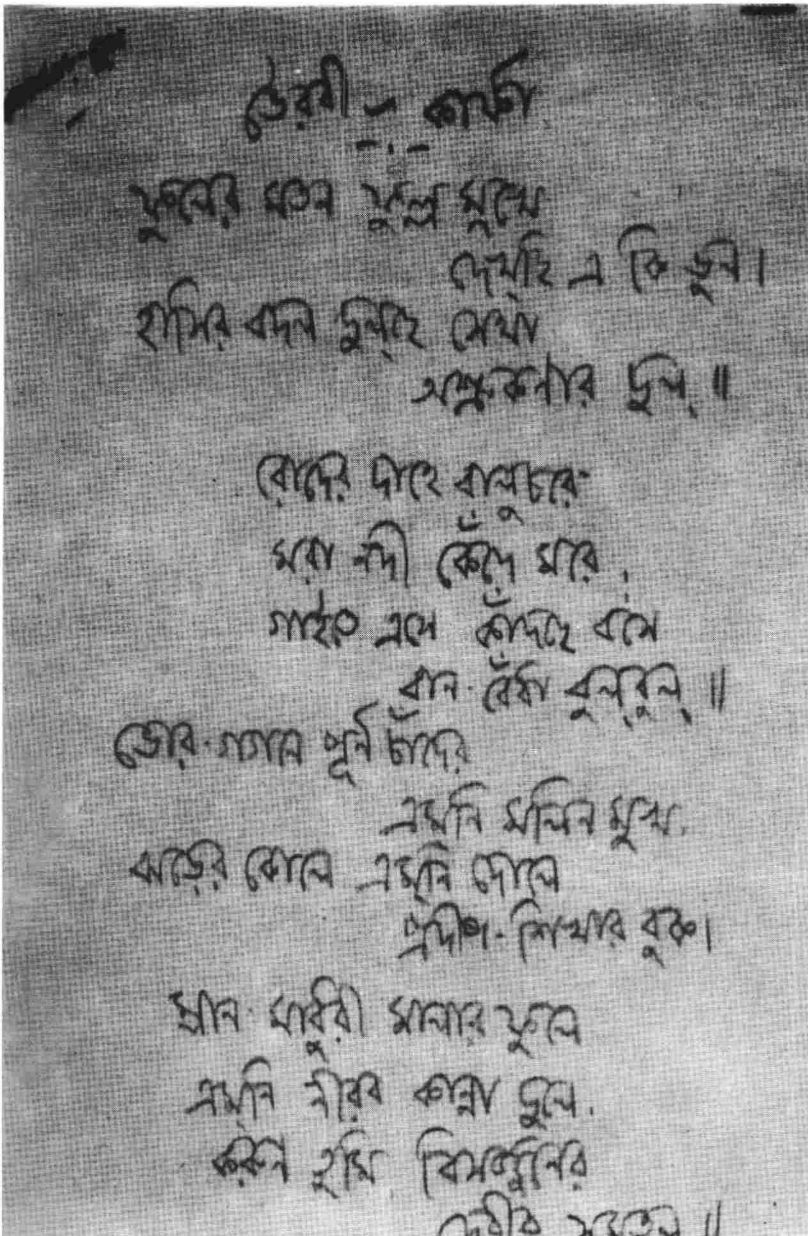
মোর এই বকুল-মালা পরে সে আদর করে—
বঁধু তোর ব্যাকুল হয়ে ফিরিয়া আসে দ্বারে।
আমার এই পলাশ জবা রঙন ও কৃষ্ণচূড়ায়
বিনোদ-বেণীতে খোঁপায় পরে নববধূরা।
শুনি মোর ফুলের বাণী সন্ধ্যারাণী
পরে গোধূলি-রাঙা চেলী॥



সিন্ধু ভৈরবী মিশ্র – কার্ফা

ফুলের বনে ফুলের সনে
ফুলেল্ হাওয়া নাচে দুলিয়া দুলিয়া।
টগর হেনা চামেলি মালতি বেলি
ফুটিল দল মেলি শরম ভুলিয়া॥

মউ বিলাসী প্রজাপতি
নেচে ফেরে অথির-মতি
নাচে হরিণ চপল-গতি
চটুল আঁখি তুলিয়া॥



ভৈরবী — কার্ফা

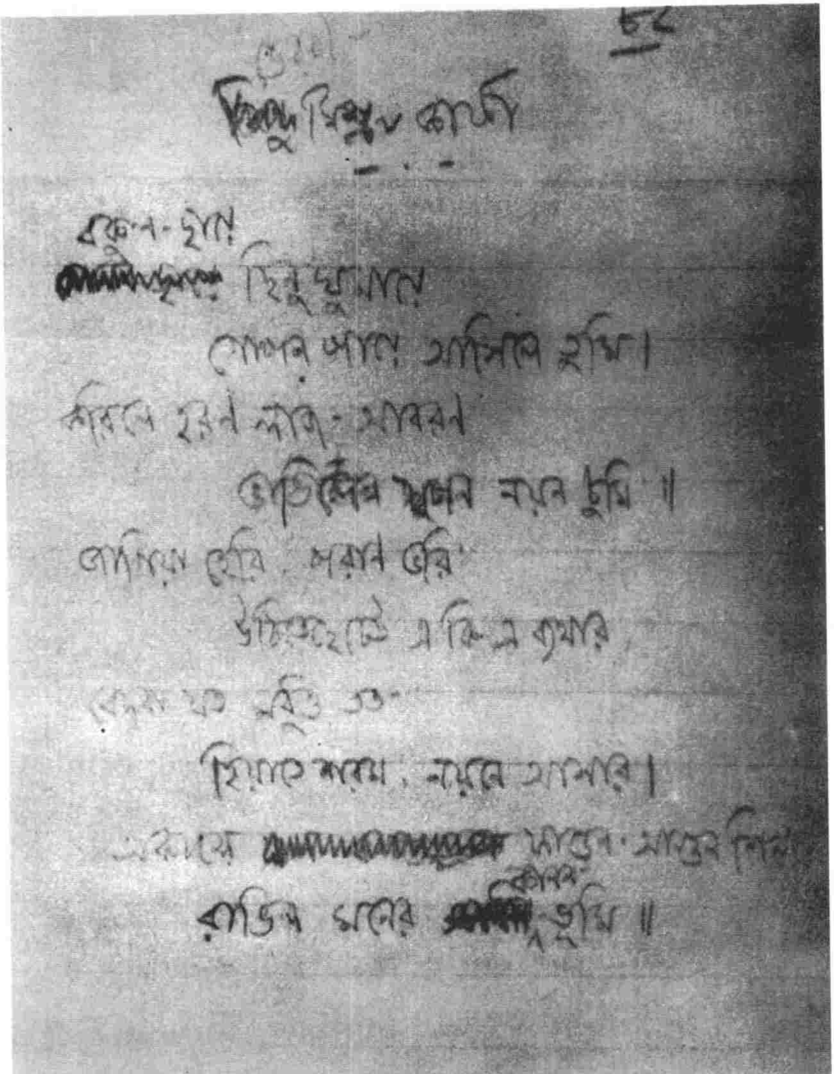
ফুলের মতন ফুল্ল মুখে
দেখছি এ কি ভুল।
হাসির বদল দুলছে সেথা
অশ্রুকণার দুল॥

রোদের দাহে বালুচরে
মরা নদী কেঁদে মরে,
গাইতে এসে কাঁদছে বসে
বান-বেঁধা বুলবুলি॥
ভোর-গগনে পূর্ণ চাঁদের
এমনি মলিন মুখ,
ঝড়ের রাতে এমনি কাঁপে
প্রদীপ-শিখার বুক।
ম্লান-মাধবী মালার ফুলে
এমনি নীরব কান্না দুলে.
করনি তুমি বিসর্জনের
দেবীর সমতুল॥

Radharani

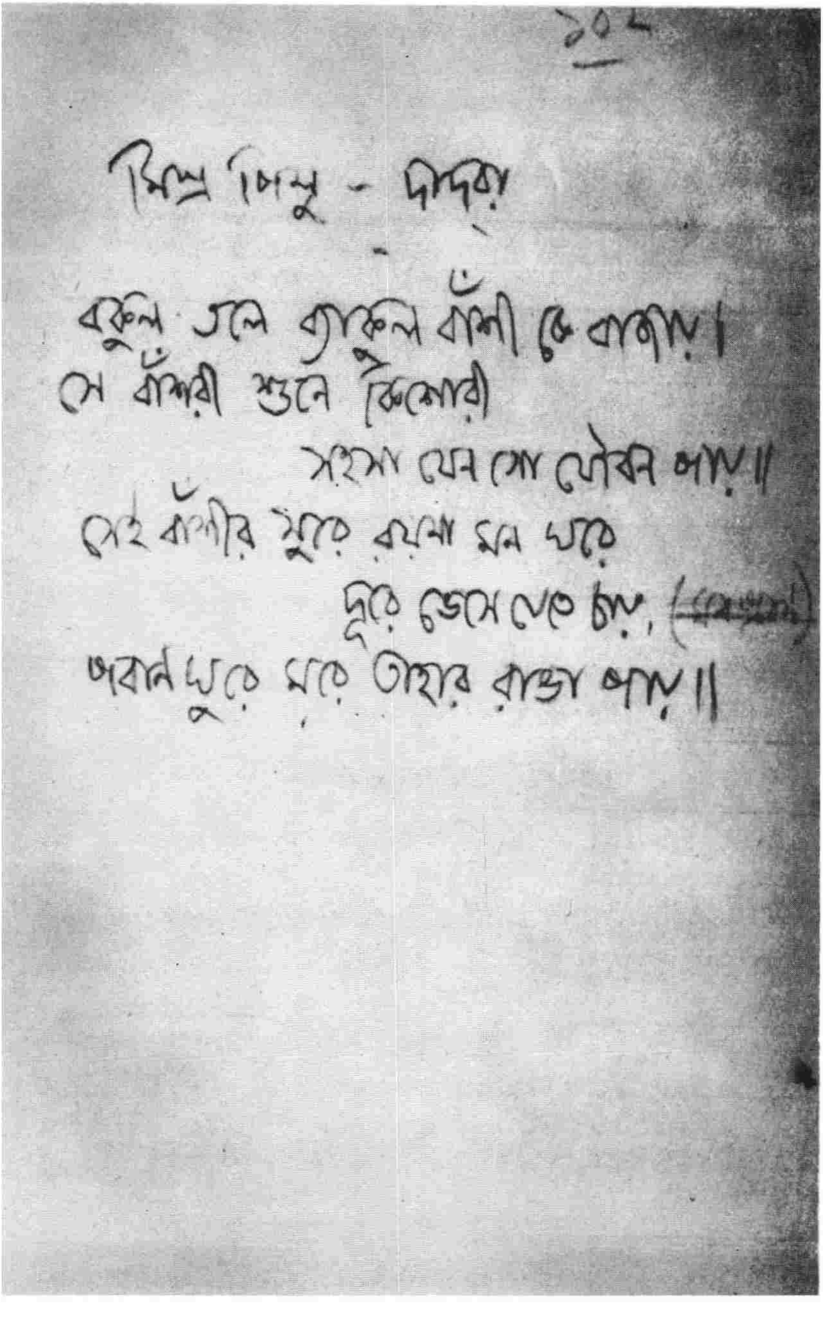
ঠুংরী — দাদরা :

বঁধু, তোমার আমার এই যে বিরহ
এক জনমের নহে।
তাই যত কাছে পাই তত এ হিয়া
কি যেন অভাব রহে॥
বারেবারে মোরা এত যে ভুবনে আসি'
দেখিয়া নিমেষে দুই করে ভালোবাসি,
দলিয়া সহসা মিলনের সেই মালা
কেন চলিয়া গিয়াছি দোঁহে॥
আমরা বুঝি গো বাঁধিনি ঘর
অভিশাপ বিধাতার,
শুধু চেয়ে থাকি কেঁদে কেঁদে আজি
চাঁদ আর পারাবার।
মোদের জীবন-মঞ্জরী ফুটে হায়
শতবার, আবার শতবার ঝরে হায়,
আমি কাঁদি ব্রজে, তুমি কাঁদ মথুরায়
মাঝে আঁধার যমুনা বহে॥


৮২

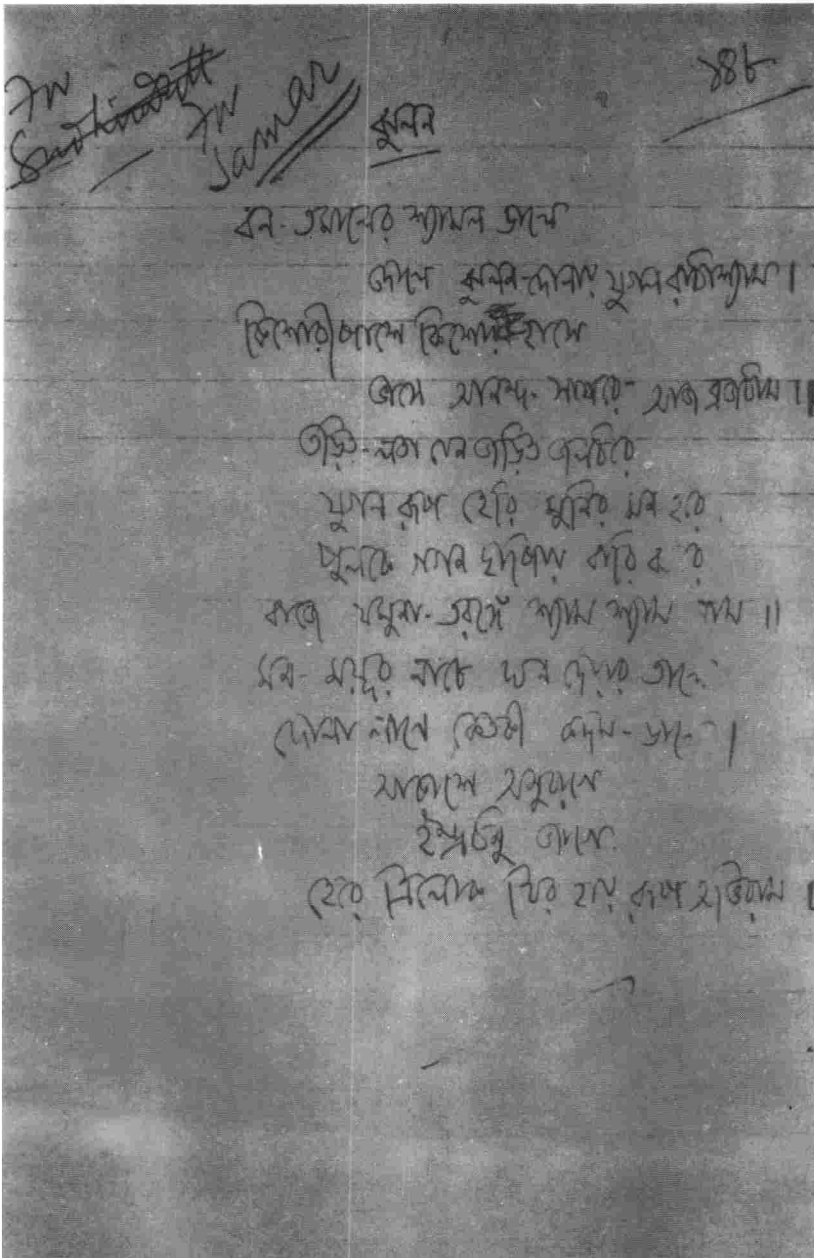
হিন্দুস্থানী কাফি

বকুল-ছায়ে
ছিনু ঘুমায়ে
গোপন পায়ে আসিলে তুমি।
করিলে হরণ লাজ-আবরণ
জাগিলে [illegible] নয়ন চুমি॥
জাগিয়ে হেরি, পরাণ ভরি
উঠিছে [illegible] এ কি এ বাহার,
বেদনা যত [illegible] তত
হিয়াতে ঝরে, নয়নে আসারে।
[illegible] ফাগুন-আগুন শিখা
কানন
রাঙিল মনের [illegible] তুমি॥



মিশ্র পিলু - দাদরা

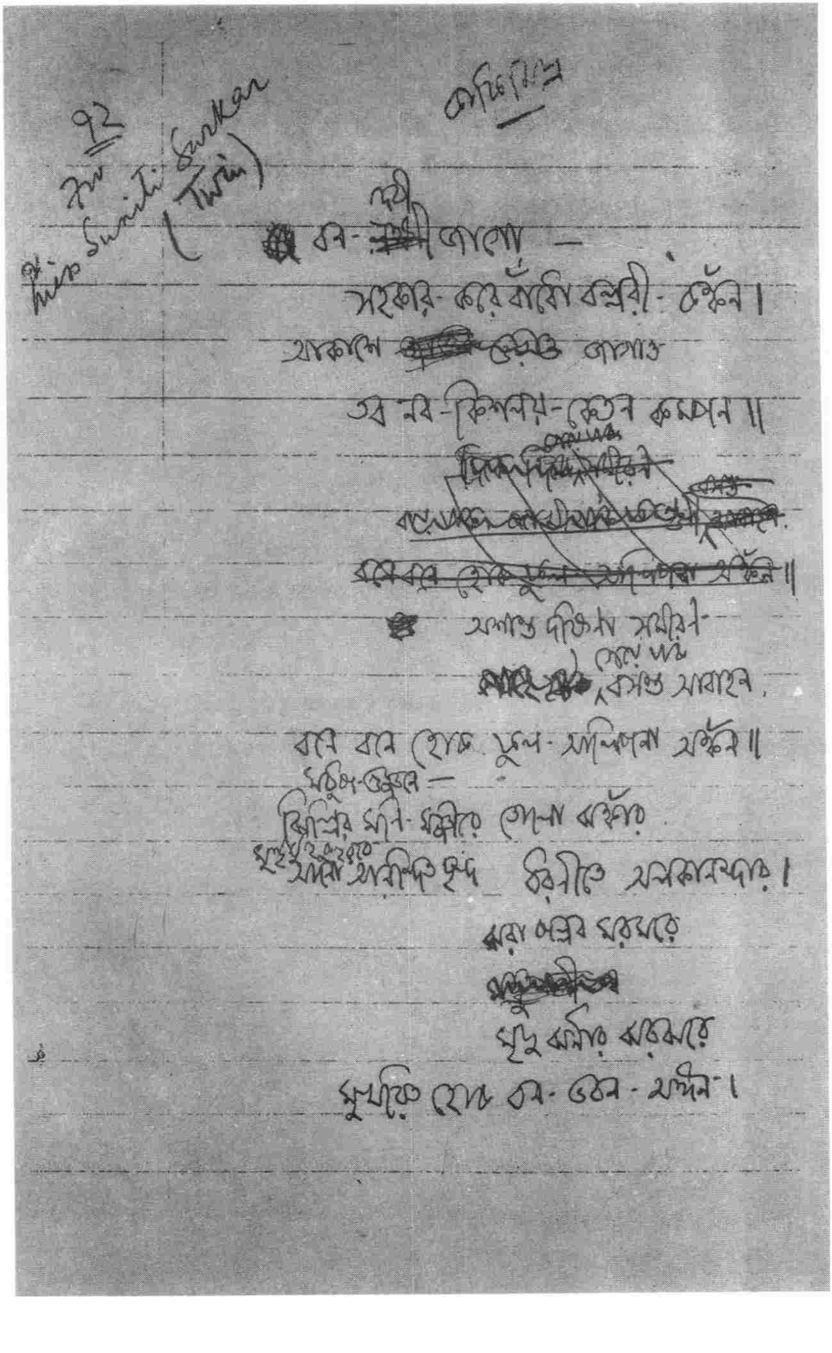
বকুল তলে ব্যাকুল বাঁশী কে বাজায়।
সে বাঁশরী শুনে কিশোরী
সহসা যেন গো যৌবন পায়॥
সেই বাঁশীর সুরে রয়না মন ঘরে
দূরে ভেসে যেতে চায়,
পরান ঘুরে মরে তাহার রাঙা পায়॥

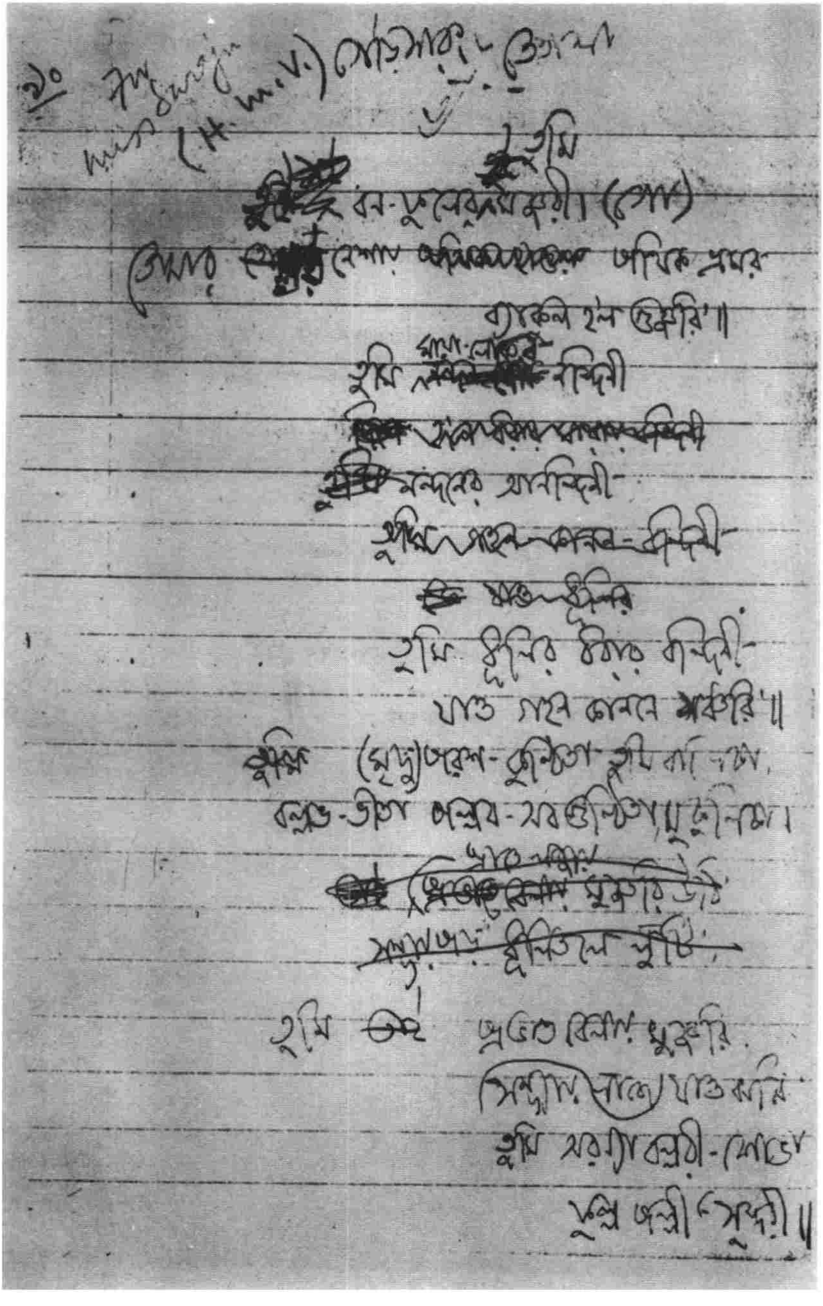


১৪৮

ঝুলন

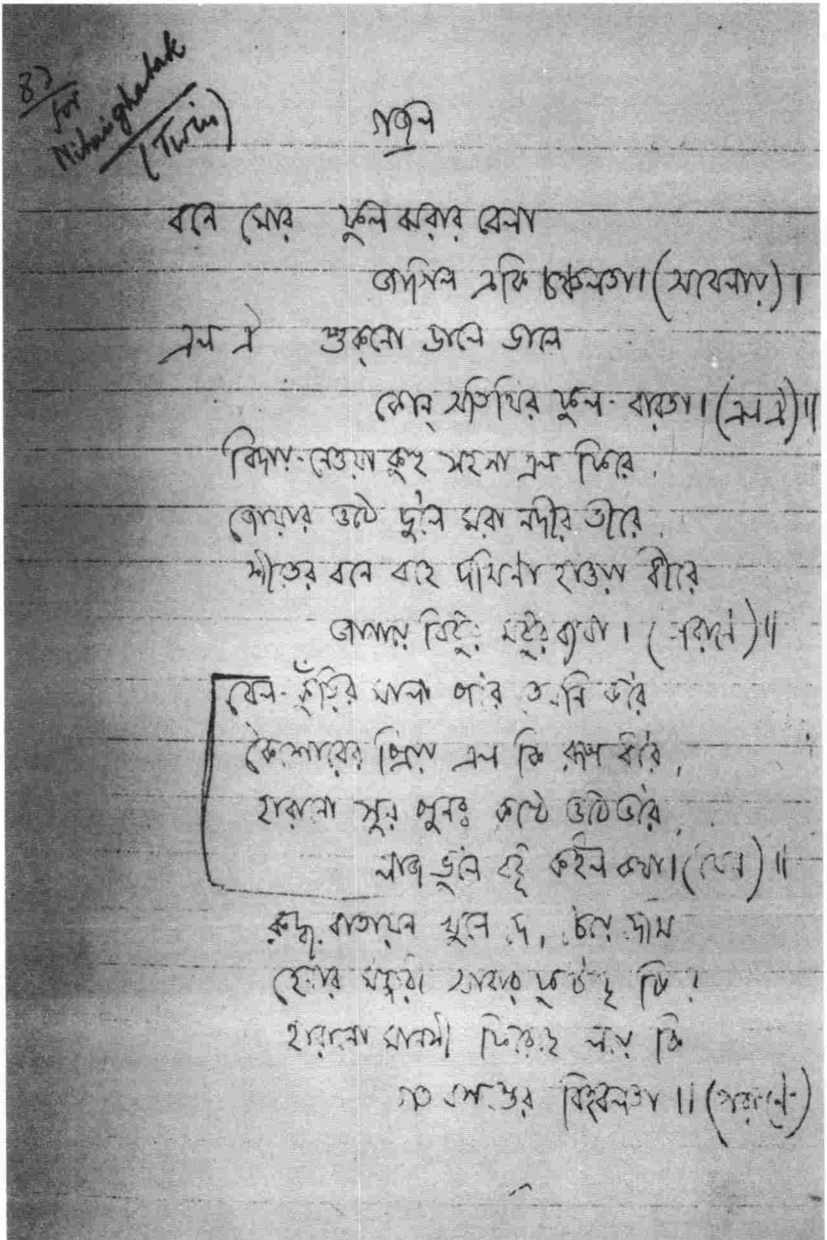
বন-তমালের শ্যামল ডালে
দোলে ঝুলন-দোলায় যুগলকিশোর শ্যাম।
কিশোরী বামে কিশোর হাসে
জাগে আনন্দ-সায়রে রাস রসোদ্দাম।।
তড়িৎ-লতা মেঘ জড়িয়ে রহিছে
যুগল রূপ হেরি মুরছি মন হরে,
দুলিছে সাথে হৃদিমাঝ ধরিত্রী
বাজে যমুনা-তরঙ্গে শ্যাম শ্যাম নাম।।
মন-মাধুরী নাচে ঘন দেয়ার তালে
দোলন লাগে কেতকী কদম-ডালে।
আকাশে অনুরাগে
ইন্দ্রধনু জাগে
হেরে ত্রিলোক চির রাধা রূপ অভিরাম।


৭২
Miss Suniti Sarkar
(Twin)
বন-দেবী জাগো —
সহকার-কুঞ্জে বাঁধো বল্লরী-কঙ্কন।
আকাশে জাগাও
তব নব-কিশলয়-কেতন কম্পন ॥
অশান্ত দক্ষিণা সমীরণ
সেধে যায় কান্ত আবাহন,
বনে বনে হোক ফুল-অলিজনা অর্চন ॥
মধুপ-গুঞ্জনে —
ঝিল্লির মীন-মঞ্জীরে তোলো ঝঙ্কার
ঝরা পল্লব মরমরে
মৃদু মর্মর ঝরঝরে
মুখরিত হোক বন-ভবন-অঙ্গন।



৭০ (H.M.V.) গৌড়সারং — ত্রেতালা

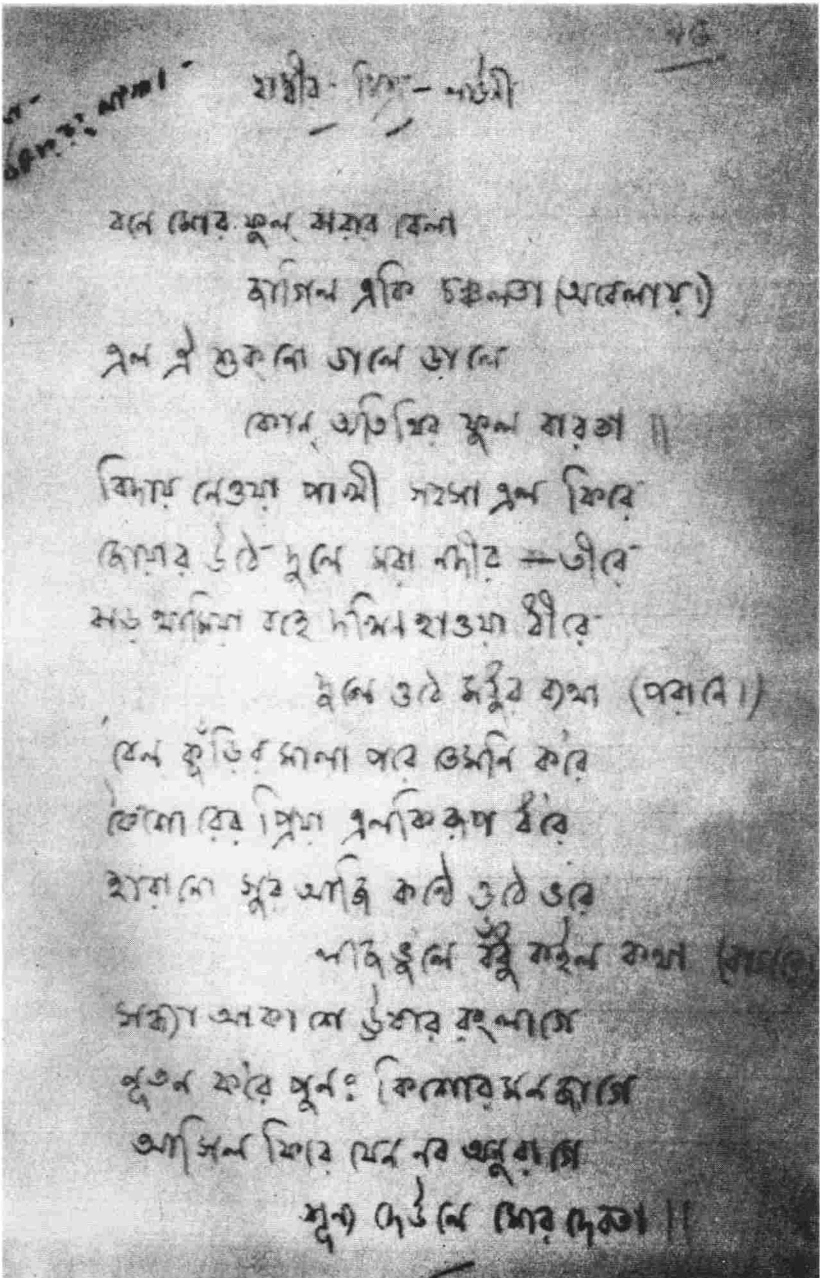
তুমি বন-ফুলের মঞ্জরী। (গো)
তোমার রূপের নেশায় অধীর ভ্রমর
ব্যাকুল হ'ল গুঞ্জরি'॥
তুমি মায়া-লোকের নন্দিনী
নন্দনের আনন্দিনী
তুমি ধূলির কুটির বন্দিনী
যাও গহন কাননে সঞ্চরি'॥
তুমি (মৃদু) পরশ-কুণ্ঠিতা ...
...
তুমি প্রভাত বেলায় মুঞ্জরি'
সন্ধ্যা-সাঁঝে যাও ঝরি'
তুমি ঝরা বল্লরী-শেষে
ফুল্ল ... সুন্দরী॥



47
for Nitaighatak
(Twin)

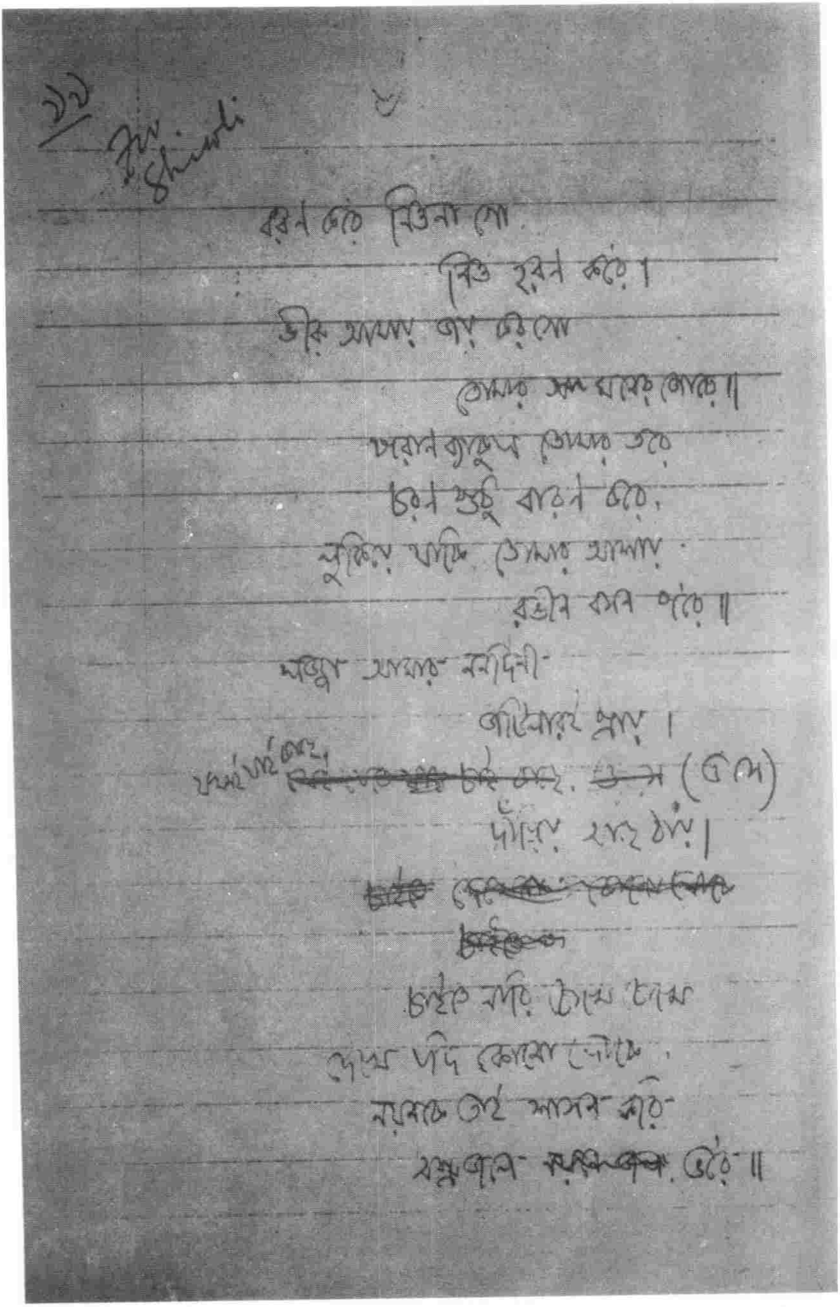
গজল

বনে মোর ফুল ঝরার বেলা
জাগিল একি চঞ্চলতা। (অবেলায়)।
এল ঐ শুকনো ডালে ডালে
কোন্ অতিথির ফুল-বারতা। (এল ঐ)॥
বিদায়-নেওয়া বঁধু সহসা এল ফিরে,
জোয়ার ওঠে দুলে মরা নদীর তীরে,
শীতের বনে বহে দখিনা হাওয়া ধীরে
জাগায় ঝিঁঝিঁ মঞ্জু ব্রততী। (শীতের)॥
যেন ফিরি' আসা [illegible] ভরে
কৈশোরের প্রিয়া এল কি রূপ ধরে,
হারানো সুর পুনঃ কণ্ঠে উঠে ভরে,
লাজ ভুলে বধূ কইল কথা। (যেন)॥
রুদ্ধ বাতায়ন খুলে দে, চেয়ে দ্যাখ
হের মঞ্জরী সবুজ ফুটেছে কি!
হারানো মানসী ফিরেছে সাথে কি
যত শেষের বিহ্বলতা॥ (হারানো)

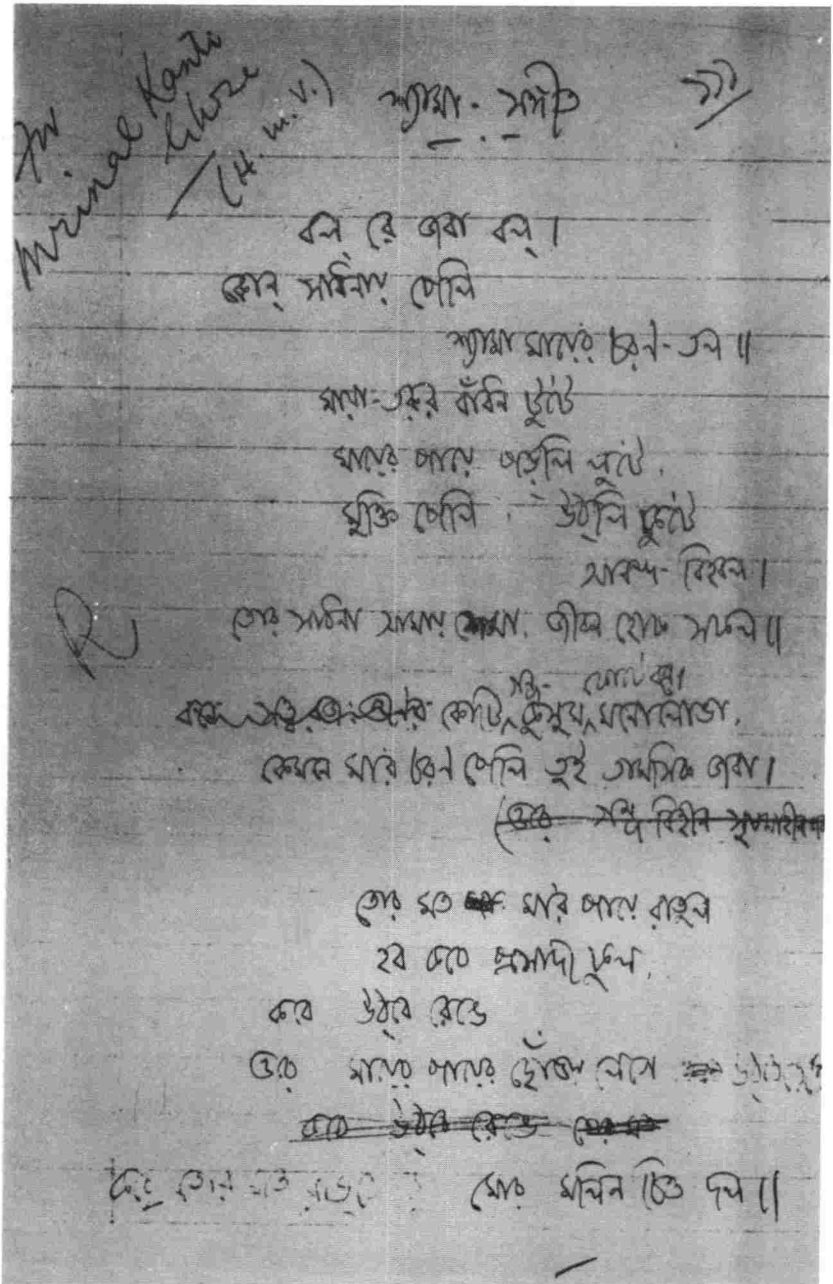


হাম্বীর - মিশ্র - কাওয়ালী

বনে মোর ফুল ঝরার বেলা
আসিল একি চঞ্চলতা (অবেলায়)
এল ঐ শুকনো ডালে ডালে
কোন অতিথির ফুল বারতা॥
বিদায় নেওয়া পাখী সহসা এল ফিরে
জোয়ার উঠে দুলে মরা নদীর তীরে
মৃদু অলি[illegible] বহে দখিন হাওয়া ধীরে
দুলে ওঠে মধুর ব্যথা (প্রাণে।)
এল কুঁড়ির মালা পরে তেমনি করে
কিশোরের প্রিয়া অলকে কুন্দ ধরে
হারালো সুর আজি কলি ওরে ওরে
পাখি ভুলে বধূ কইল কথা (সেদিন)
সন্ধ্যা আকাশে উষার রং লাগে
নূতন করে পুনঃ কিশোর মন জাগে
আসিল ফিরে যেন নব অনুরাগে
শূন্য দেউলে মোর দেবতা॥



বরণ করে নিও না গো
কিছু হরণ করে।
ভীরু আমার ভয় করি গো
তোমার সকল ঘরের দোরে ॥
চরণ ব্যাকুল তোমার তরে
চরণ শুধু বারণ করে,
লুকিয়ে থাকি তোমার আলোয়
রঙীন বসন পরে ॥
লজ্জা আমার ননদিনী
জীবনেরই প্রায়।
যখন তখন
দাঁড়িয়ে রয় ঠাঁয়।
চাইতে নারি চোখে চোখে
দেখে যদি কোনো লোকে
নয়নকে তাই আসন করি
অশ্রুজলে ভরে ॥



To Mrinal Kanti Ghose (H.M.V.)

শ্যামা-সঙ্গীত

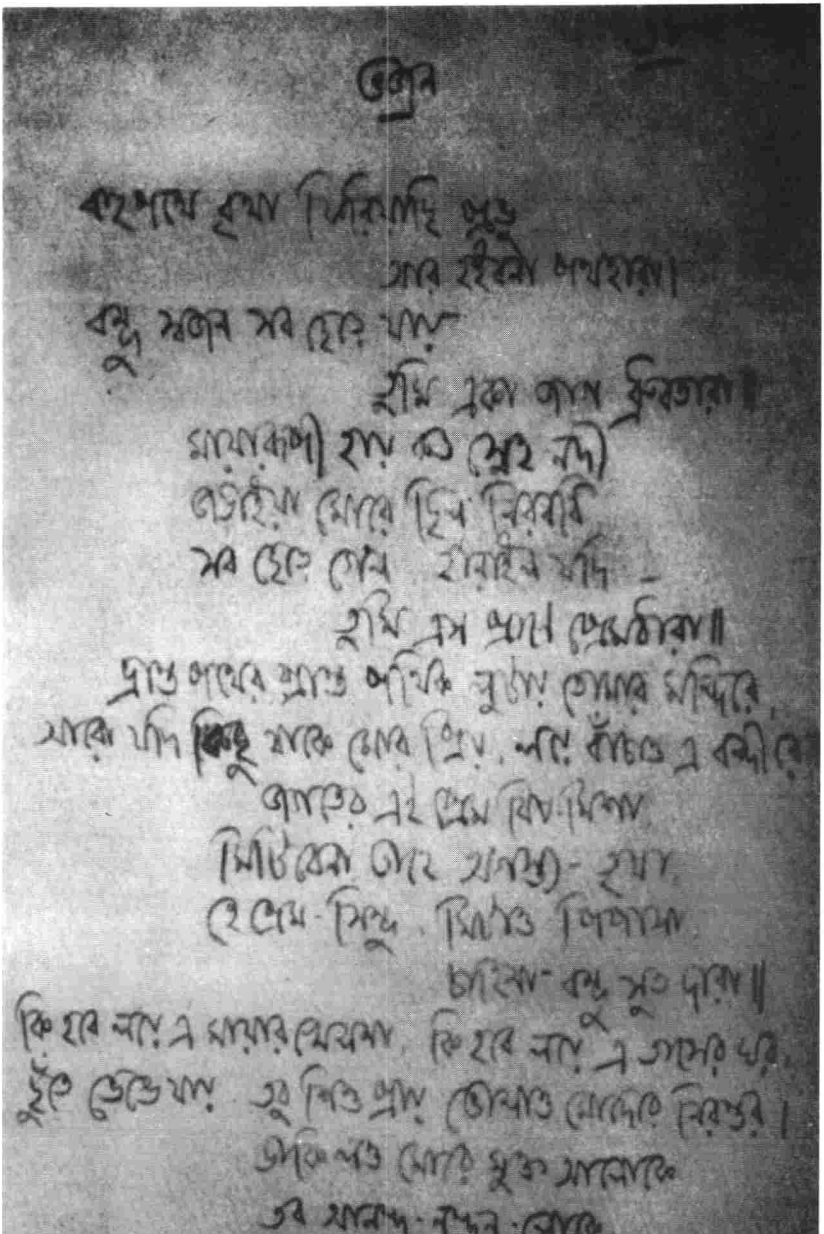
বল্ রে জবা বল্।
কোন্ সাধনায় পেলি
শ্যামা মায়ের চরণ-তল॥
মায়া-তরুর বাঁধন টুটে
মায়ের পায়ে পড়লি লুটে,
মুক্তি পেলি, উঠলি ফুটে
আনন্দ-বিহ্বল।
তোর সাধনা আমায় শেখা, জীবন হোক সফল॥
কোটি কুসুম মনোলোভা,
কেমনে মা'র চরণ পেলি তুই তামসিক জবা।
তোর মত মা'র পায়ে রাতুল
হব কবে প্রসাদী ফুল,
কবে উঠবে রেঙে
ওরে মায়ের পায়ের ছোঁয়া লেগে
মোর মলিন চিত্ত দল॥

১৯

XV. (Harmonium) From Bela.

ভজন

বহুপথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু হইবনা আর পথ হারা
বন্ধু স্বজন সব ছেড়ে যায় তুমি একা জাগো ধ্রুবতারা।
মায়ারূপী হায় কত স্নেহ-নদী
জড়াইয়া মোরে ছিল নিরবধি
সব ছেড়ে গেল হারাইল
তুমি এস প্রাণে প্রেমধারা
শ্রান্ত পথের ক্লান্ত পথিক লুটায় তোমার মন্দিরে,
আরো যদি কিছু থাকে মোর প্রিয় লয় বাঁধো এ বন্দীরে।
জগতের এই
মিটিবেনা তাহে অনন্ত-তৃষা,
হে প্রেম-সিন্ধু, মিটাও পিপাসা, চাহিনা।
কি হবে লয়ে এ মায়ার খেলনা, কি হবে লয়ে এ ভাঙ্গা ঘর
তুমি ডেকে যাও তবু শিশুপ্রায় ভোলাও মোদেরে নিরন্তর।
ডাকি লও মোরে মুক্তি আলোকে
তব আনন্দ-নন্দন-লোকে,
শান্ত হোক এ ক্রন্দন আর সহেনা এ বন্ধন-কারা॥



ভজন

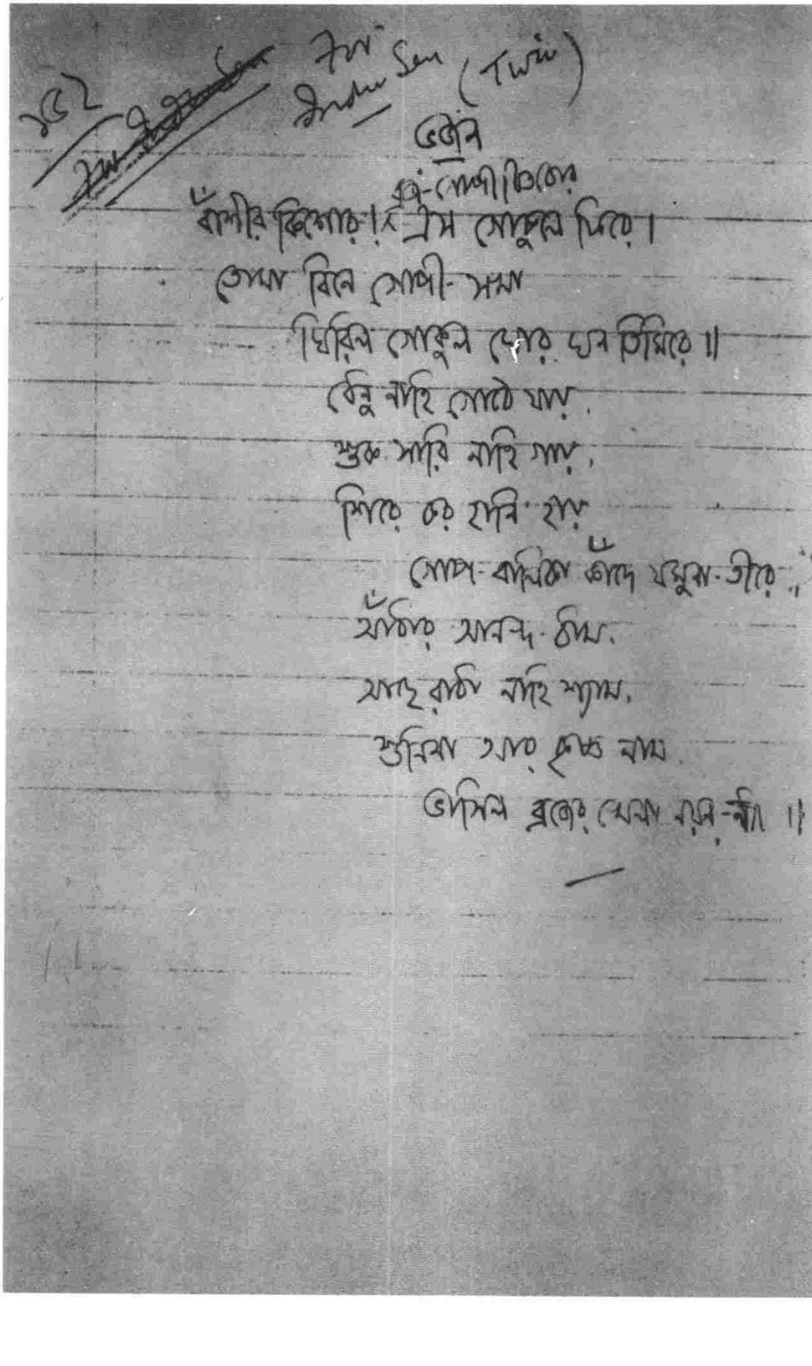
বহুপথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু
আর হইব না পথহারা।
বন্ধু স্বজন সব ছেড়ে যায়
তুমি একা জাগ ধ্রুবতারা॥
মায়াবিনী হায় কত স্নেহ নদী
জড়াইয়া মোরে ছিল নিরবধি
সব ছেড়ে গেল হারাইনু যদি
তুমি এস প্রাণে প্রেমধারা॥
ভ্রান্ত পথের শ্রান্ত পথিক লুটায় তোমার মন্দিরে,
আর যদি কিছু থাকে মোর প্রিয়, লয়ে বাঁধো এ বন্দীরে
জগতের এই প্রেম বিনিময়
মিটিবে না তবে অতৃপ্তি - হায়
হে প্রেম-সিন্ধু মিটাও পিপাসা
চাহি না বন্ধু সুত দারা॥
কি হবে লয়ে এ মায়ার খেলনা, কি হবে লয়ে এ তাসের ঘর,
টুটে ভেঙে যায় তবু দিতে প্রাণ ভোলাও মোদেরে নিরন্তর।
জাগিলেও মোর মুক্ত আলোকে
তব আনন্দ-নন্দন-লোকে.

২৬

তিলককামোদমিশ্র - দাদ্‌রা

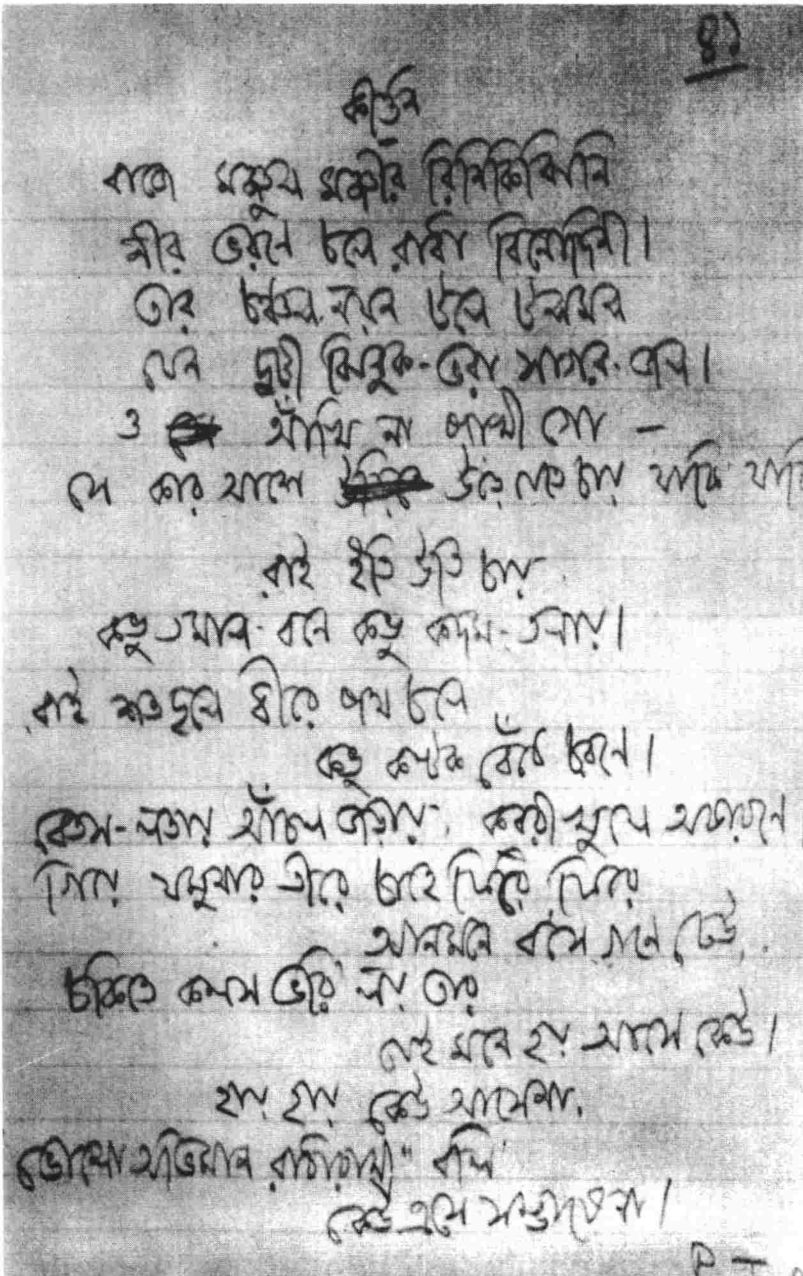
বহে বনে সমীরণ ফুল-জাগানো।
এস গোপন সাথী মোর ঘুম-ভাঙানো ॥
এস আঁধার রাতের চাঁদ
আমার স্বপন-সাথী
এস পরানে পাতি' মায়ার ফাঁদ।
ধীরে আঁখি-নীরে এস হৃদ-সায়রে দোল-জাগানো ॥

বনে মোর ফুলগুলি আছে সব পথ চেয়ে,
পরানে পাপিয়া 'পিউ পিউ' রবে গেয়ে।
এস তরুণ অরুণ আলোকের পথ বেয়ে,
এস আমার হৃদয়-আকাশ রাঙানো ॥


২৮২ Smt Indu Sen (Twin)

ভজন

বাঁশরী কিশোর! ব্রজ-গোপী চিতচোর এস গোকুলে ফিরে।
তোমা বিনে গোপী-সখা
ঘিরিল গোকুল ঘোর ঘন তিমিরে॥
ধেনু নাহি গোঠে যায়,
শুক সারি নাহি গায়,
শিরে কর হানি হায়
গোপ-বালিকা কাঁদে যমুনা-তীরে॥
আঁধার আনন্দ-ধাম,
আজি রাধা নাহি শ্যাম,
শুনিয়া তোর প্রিয় নাম
ভাসিল ব্রজের খেলা নয়ন-নীরে॥



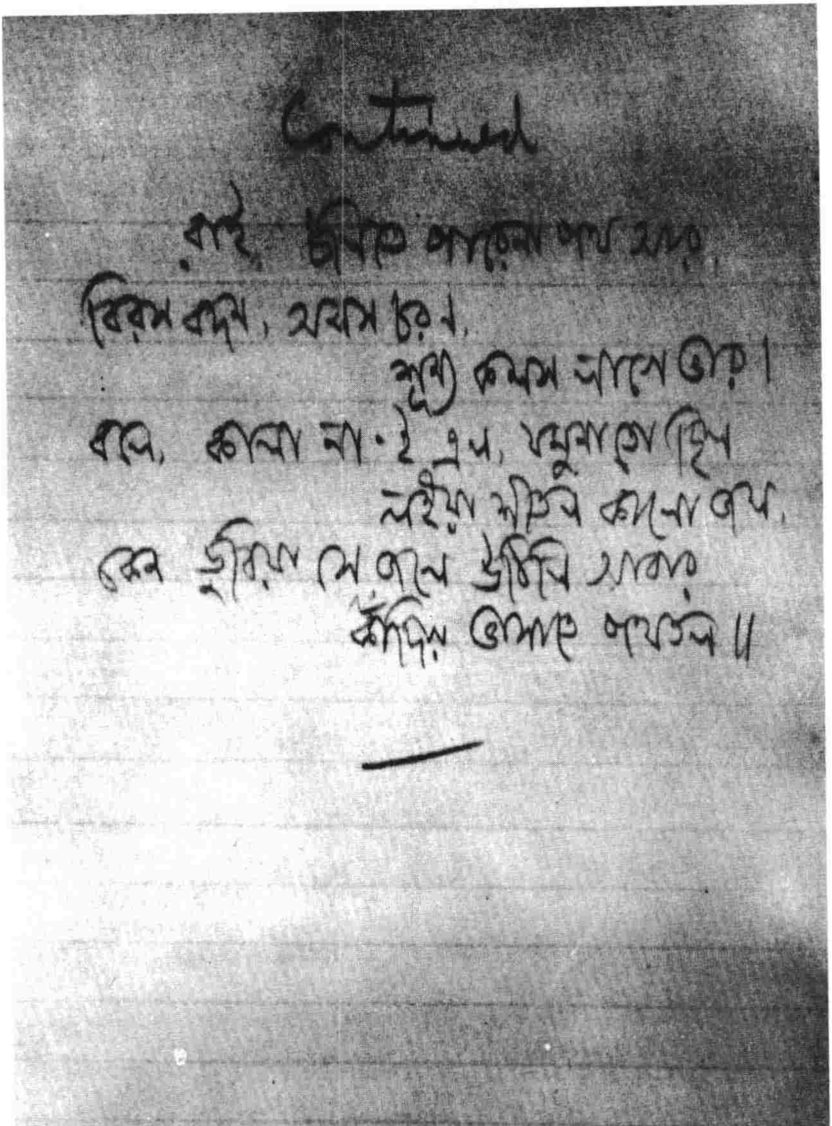
৪১

কীর্তন

বাজে মঞ্জুল মঞ্জীর রিনিকিঝিনি
ক্ষীর ভবনে চলে রাধা বিনোদিনী।
তার চঞ্চল নয়নে ওরে উন্মেষ
যেন দুটী ঝিনুক-ভরা সাগর-বেলা।
ও আঁখি না পাখী গো —
যে কার আশে উড়ে যেতে চায় থাকি থাকি

রাই ইতি উতি চায়
কভু মাধব-বনে কভু কদম-তলায়।
রাই শত ভুলে ধীরে পথ চলে
কভু কাঁটা বেঁধে চরণে।
কেশ-বসন আঁচলে জড়ায়, কবরী খুলে অকারণে।
গিয়ে যমুনার তীরে চাহে ফিরে ফিরে
আনমনে বসে গনে ঢেউ,
চকিতে কলস ভরি' লয় তার
নেই মনে হয় আসে কেউ।
হায় হায় কেউ আসে না,
"ভেঙো অভিমান রাধিকার" বলি
কেউ এসে সাধে না।

P.T.O



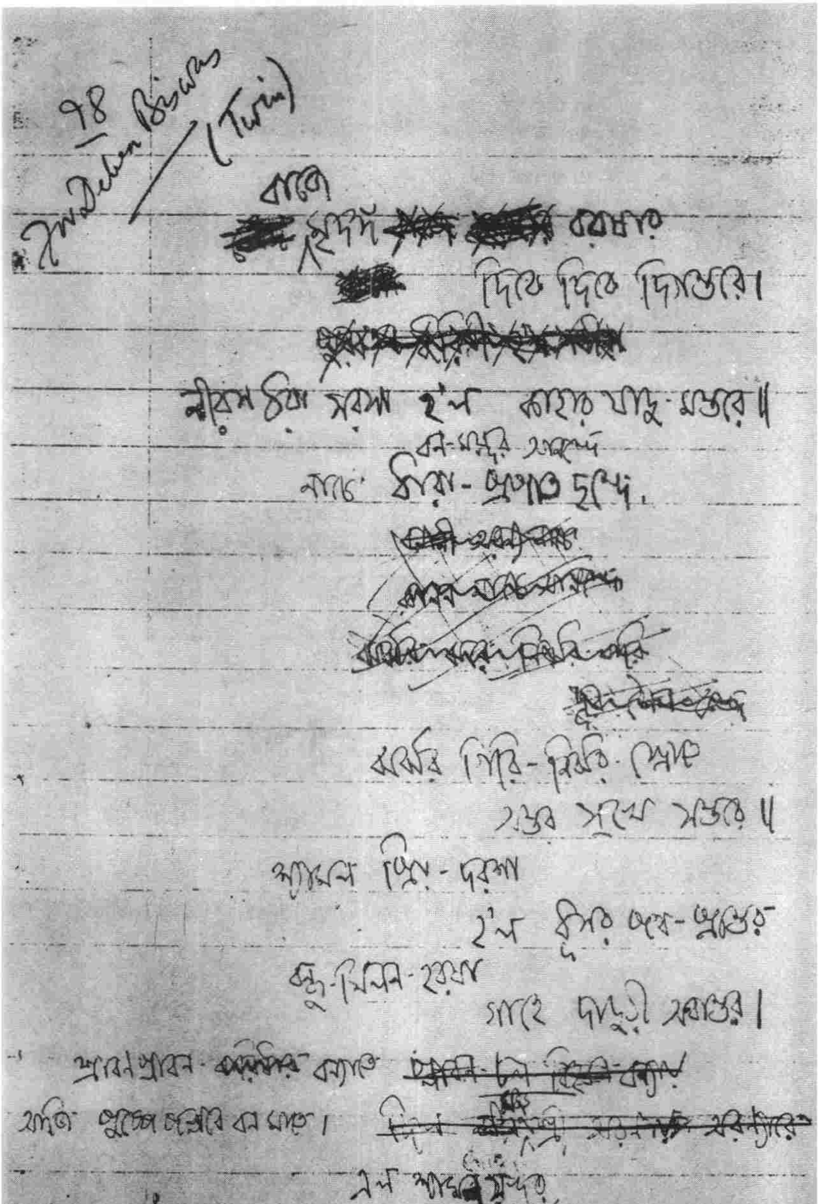
Continued

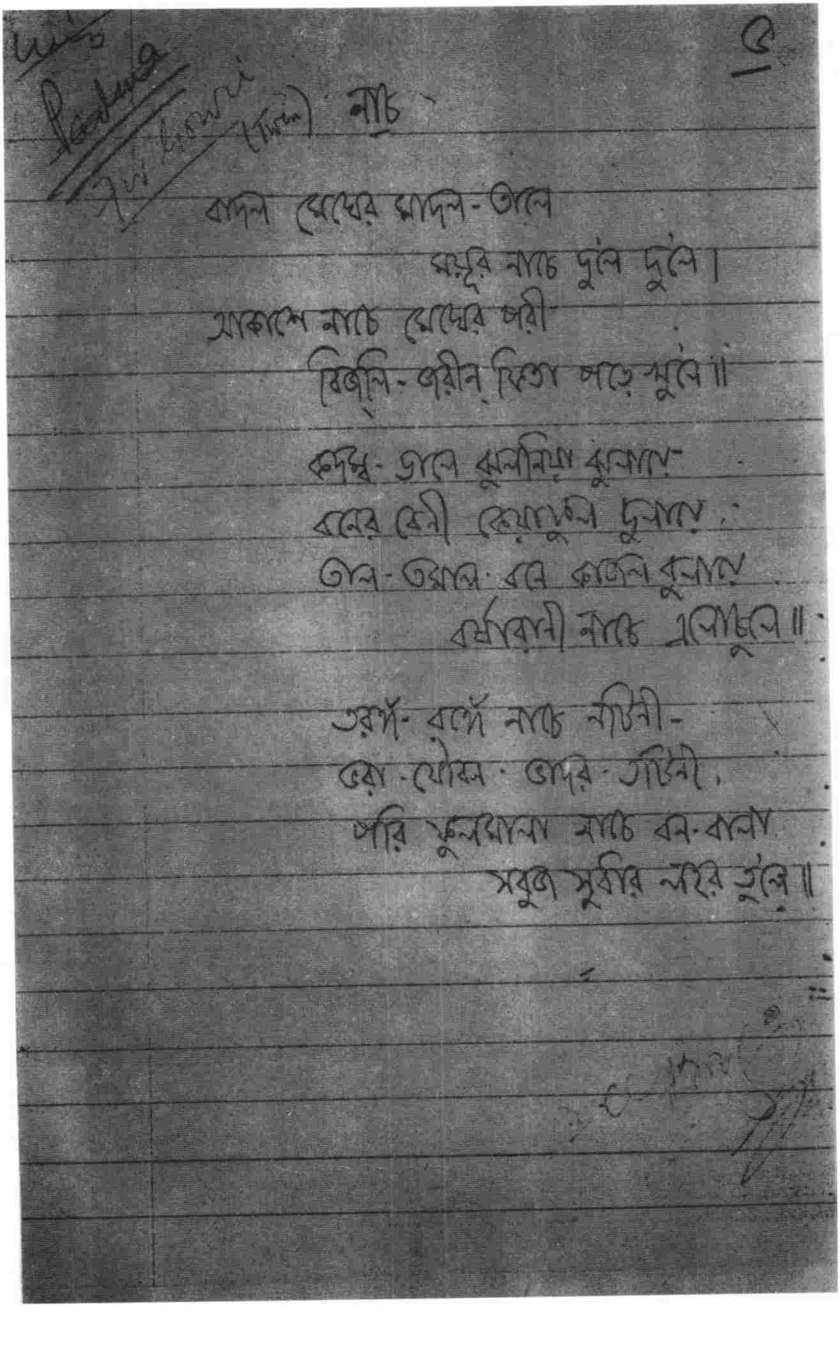
রাই, চাহিতে পারেনা পথ পানে,
বিরস বদন, অবশ চরণ,
শূন্য কলস নাহি ভরে।
বলে, কালা নাহি এল, যমুনাতে ছিল
লইয়া শ্যামল কালো রূপ,
কেন ডুবিয়া সে জলে উঠিবি আবার
কাঁদিয়া ভাসাও পথতল ॥

For Ikbal Sen

কীর্তন ৮১

বাজে মঞ্জুল মঞ্জীর রিনিকি ঝিনি
নীর ভরণে চলে রাধা বিনোদিনী।
ভরা চঞ্চল [illegible] দোলে যেমন
যেন দুটি সিন্ধুর সাগর-জল।
ও আঁখি কি পাখী গো
সে কাহার আশে উড়িতে চায় থাকি থাকি গো।
রাই ইতি উতি চায়
বঁধু তমাল- [illegible] বঁধু [illegible] কদম তলায়।
রাই শত ছলে ধীরে পথ চলে বঁধু [illegible]
বেশ-ভূষায় হাঁটে বড়ায়, বেণী খুলিয়া যায় [illegible]।
গিয়ে যমুনার তীরে চাহে ফিরে ফিরে [illegible]
চকিতে কলসী ভরিয়ে লয় ভরে [illegible]।
হায় হায় কেউ হাসেনা
ভোলা অভিমানে রাধারাণী বলি [illegible] শ্যাম এসে সাধলে না।
রাই চলিতে পারে না পথে আর
বিরস বদন অধর ম্লান [illegible] আঁখি-লোর।
বলে কালা না-ই এল যমুনা তো ছিল [illegible] কালো
কেন ডুবিয়া সে জলে উঠিলি এবার [illegible]
[illegible]-জল।।


78
Dhiren Biswas
(Twin)
বাজে মৃদঙ্গ বরষার
দিকে দিকে দিগন্তরে।
নীরস ধরা সরস হ'ল কাহার যাদু-মন্তরে॥
বন-ময়ূর আনন্দে
নাচে ধারা-প্রপাত ছন্দে,
ঝর্ঝর গিরি-নির্ঝর-স্রোত
সুর সুখে সন্তরে॥
আসিল প্রিয়-দরশা
হ'ল দূর [illegible]-অন্তর
বন্ধু-মিলন-হরষে
গাহে দাদুরী [illegible]।
[illegible]
[illegible]
এল আষাঢ় সুন্দর,
[illegible] করে অন্তরে॥



নাচ

বাদল মেঘের মাদল-তালে
ময়ূরী নাচে দুলে দুলে।
আকাশে নাচে মেঘের পরী
বিজলি-জরীন্ ফিতা পায়ে খুলে॥

কদম্ব-ডালে ঝুলনিয়া ঝুলায়ে
বনের বেনী কেয়াফুল দুলায়ে
জল-তমাল বনে কাজলি বুলায়ে
বর্ষারানী নাচে এলোচুলে॥

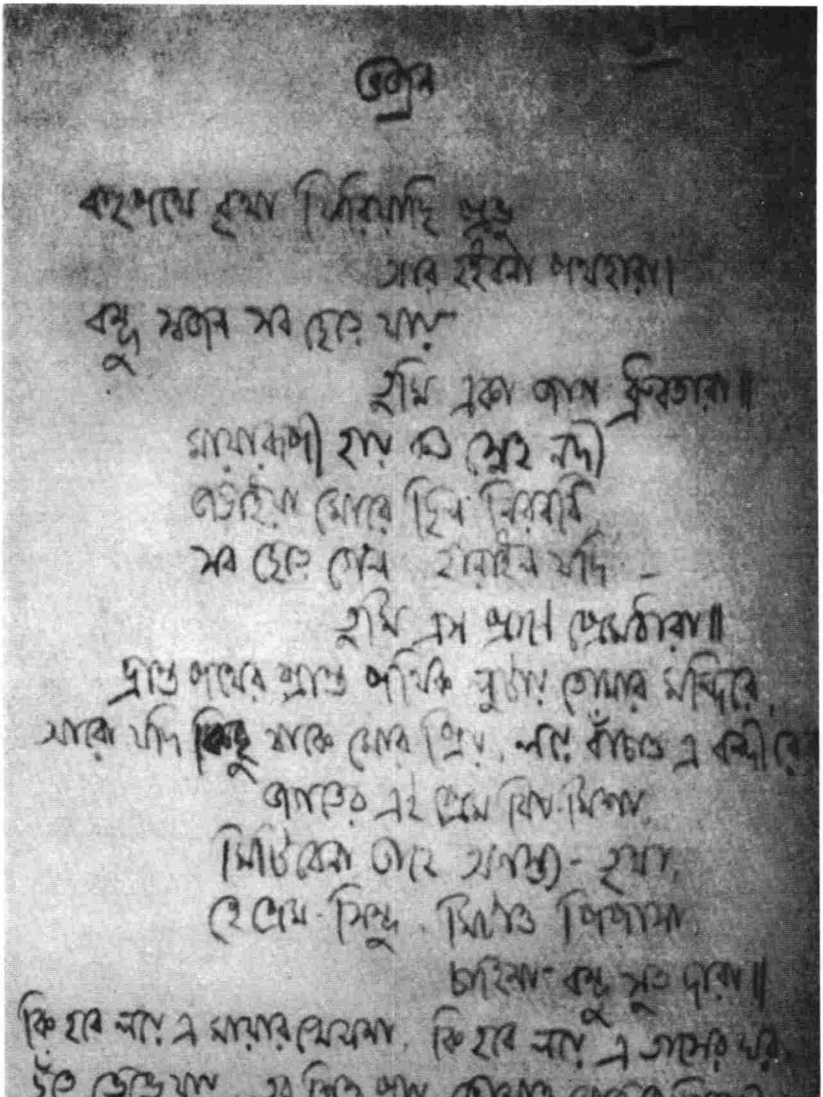
তরঙ্গ-রঙ্গে নাচে নটিনী-
ভরা-যৌবন-ভাদর-তটিনী,
পরি ফুলমালা নাচে বন-বালা
সবুজ সুধার লহরি তুলে॥

৪

দাদ্‌রা

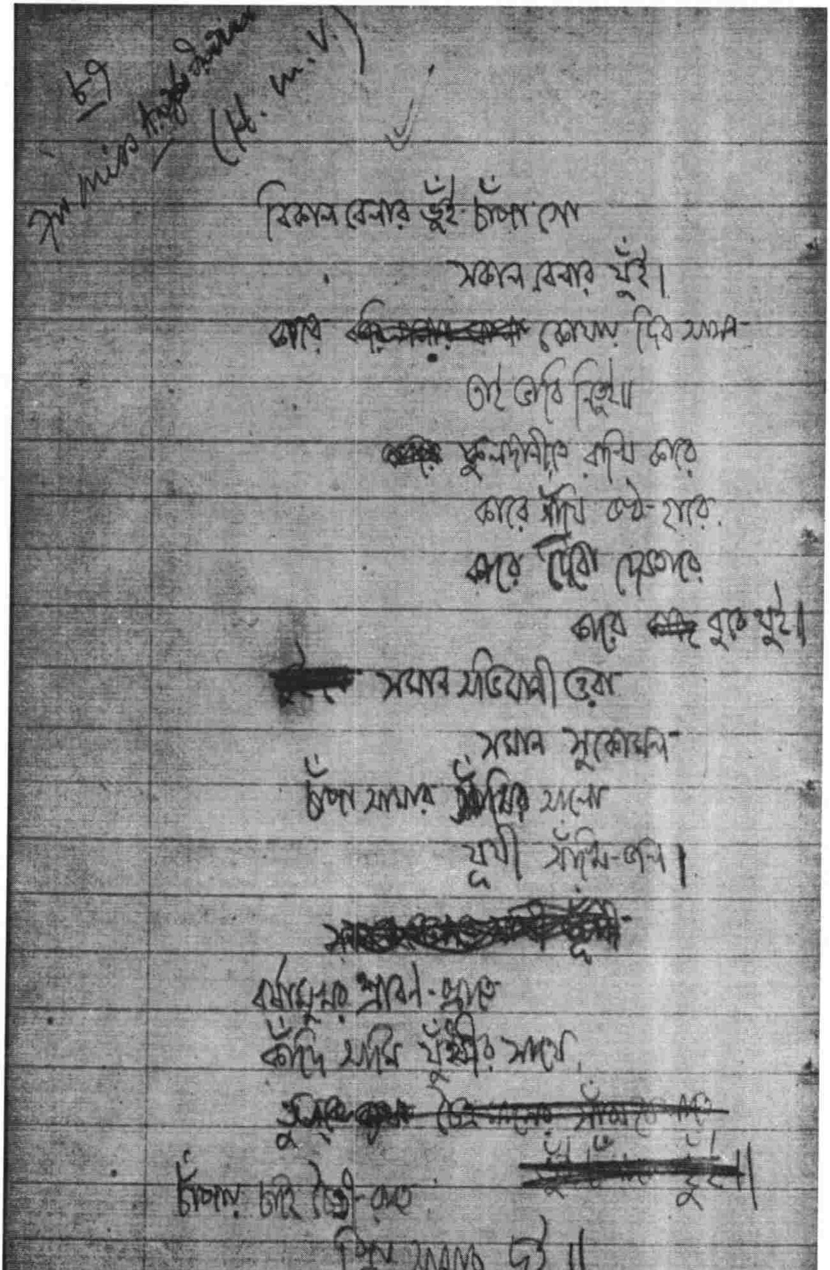
For Dhiren

বাসন্তী রং শাড়ী পরো
খয়ের রং-এর টীপ।
সাঁঝের বেলায় সাজবে যখন
জ্বালবে যখন দীপ॥
বন-যূথিকার গেঁথে মালা
দোলন-খোঁপায় পরবে বালা।
দুলিয়ে দিও কণ্ঠতটে
শিউরে-ওঠা নীপ॥
কর্ণমূলে দুলিয়ে দিও দুলাল-চাঁপার কুঁড়ি
বন-অতসীর কাঁকন পায়ে, কনক-চাঁপার চুড়ি।
আধ-খানা চাঁদ গরব ভরে
হাসে হাসুক আকাশ পরে
তুমি বাকী আধ-খানা চাঁদ
ধরার মণি-দীপ॥



ভৈরবী

বহুপথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু
আর হইব না পথহারা।
বন্ধু স্বজন সব ছেড়ে যায়
তুমি একা জাগ ধ্রুবতারা॥
মায়াকাদা হায় এ স্নেহ নদী
জড়াইয়া মোরে ছিল নিরবধি
সব ছেড়ে গেলে হারাইয়া যদি —
তুমি এস প্রাণে প্রেমধারা॥
শ্রান্ত পথের প্রান্তে পথিক ফিরুক তোমার মন্দিরে,
আরো যদি কিছু থাকে মোর প্রিয়, লয়ে বাঁচাও এ বন্দীরে।
জগতের এই প্রেম বিষ-মিশা,
মিটেনি তারে অশান্ত-তৃষা,
হে প্রেম-সিন্ধু মিটাও পিপাসা
চাহিনা বন্ধু মৃত দারা॥
কি হবে নাথ এ মায়ার খেলনা, কি হবে নাথ এ জীবের ঘর,
টুটে ভেঙে যায় তবু শিশু প্রায় ভোলাও মোদেরে নিরন্তর।
ডেকে লও মোরে ধ্রুব আলোকে
তব আনন্দ-নন্দন-লোকে
শান্ত হোক এ ক্রন্দন, আর সহেনা এ বন্ধন-কারা॥


বিকাল বেলার ভুঁই চাঁপা গো
সকাল বেলার যুঁই।
তোমায় দিব সাথী
তাই ভেবে নিই।
ফুলদানীতে রাখি কারে
কারে বাঁধি খোঁপা-হারে
কারে দেখি দেখাতে
কারে বুকে থুই।
সমান অভিমানী ওরা
সমান সুকোমল
চাঁপা আমার আঁখির আলো
যূথী আঁখি-জল।
বর্ষামুখর শ্রাবণ-প্রাতে
কাঁদি আমি যূথীর সাথে
চাঁপায় চাই চৈত্রী-রাতে
প্রিয় আমার দুই॥

Few Harmonies ১৫

কৌতুক

হাসি রাশি

প্রথম বন্ধু॥ বিজয়ার পর দেখা হ'ল ভায়া এস গলাগলি করি।
২য় বন্ধু॥ হয়েছে হয়েছে! ছাড় ছাড় দাদা ভুঁড়ি চাপাচাপে মরি॥
(হাঁফানি হাসি)

~~[illegible]~~

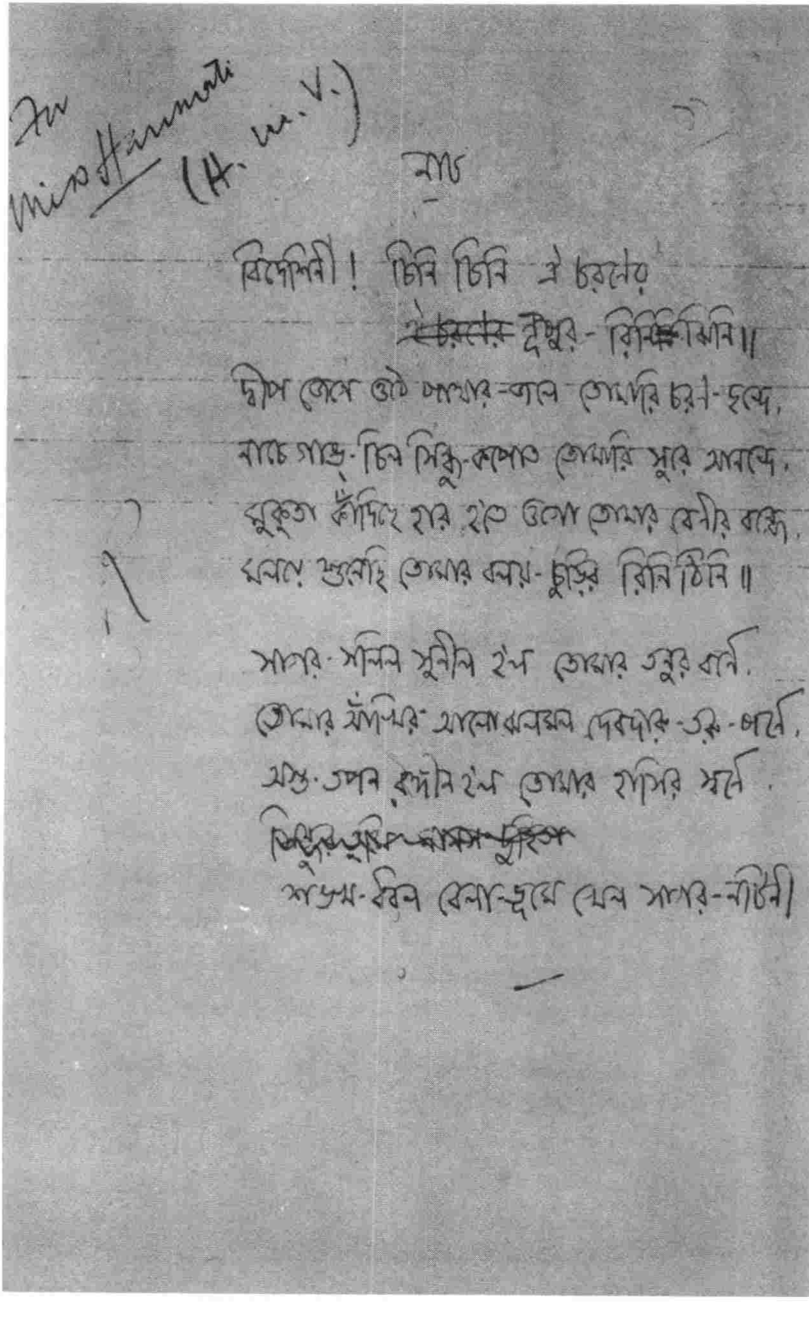
৩ ডঃ। হাসিয়ে দিলে, কাঁদিয়ে দিলে, এবার ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিবে!
নাকের জলে মুখের জলে কাপড় চোপড় ভাসিয়ে দিলে॥ ([illegible] হাসি)

শাশুড়ি॥ বৌমা! মিষ্টির থালায় কেন ফোকর দিলে নাই রাবড়ি?
বৌ॥ [illegible] মা, ওগুলো [illegible], ওগুলো ইঁদুর নাদি॥

~~[illegible]~~

১ম বন্ধু॥ আরে ও অফিস—! হ'ল কি? মুখে কোঁচা কেন গুঁজে হাসিস?
২য় ॥ কথায় কথায় কাতুকুতু তাই [illegible] হাসিস!
{ আর [illegible] হাসাহাসি নেই
দাঁতে কোঁচা দেওয়া গেছে } (কোঁচা চাপা হাসি)

P T O.

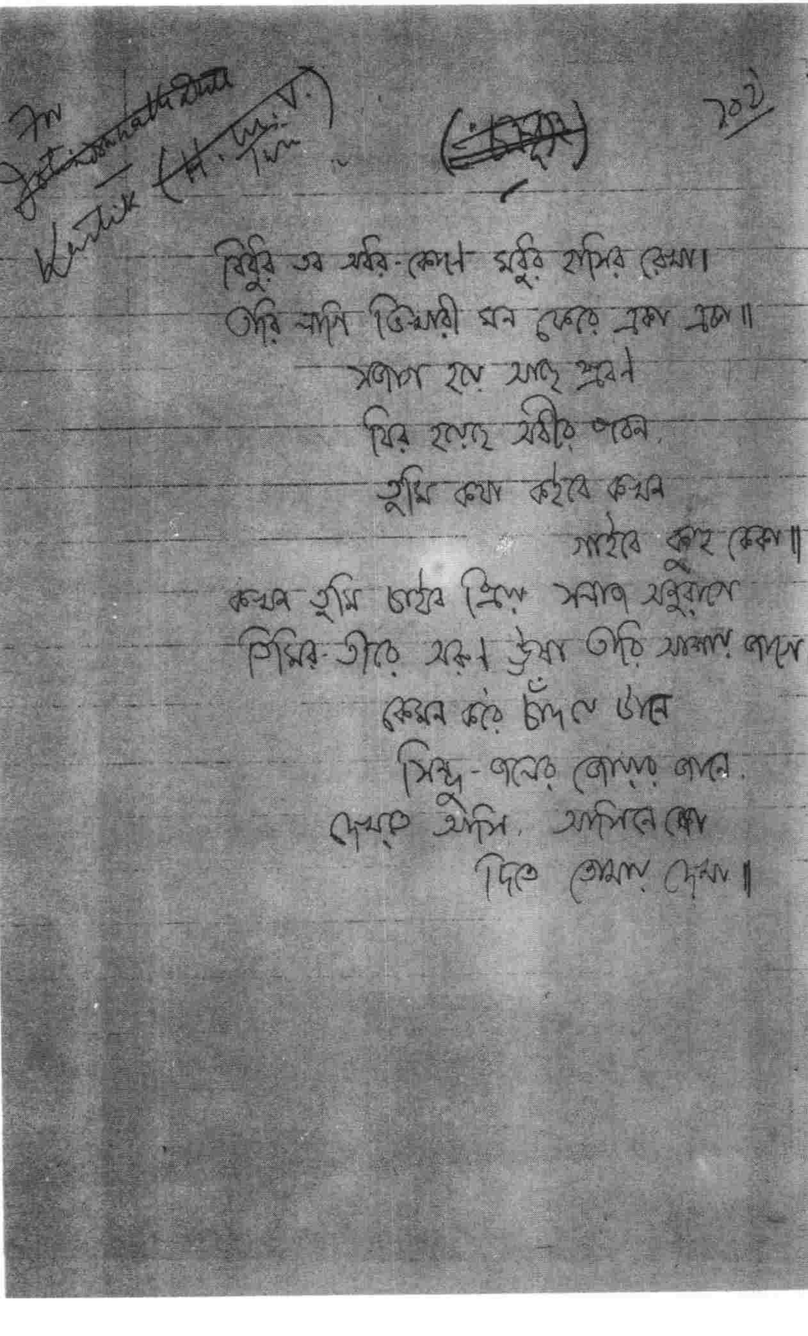


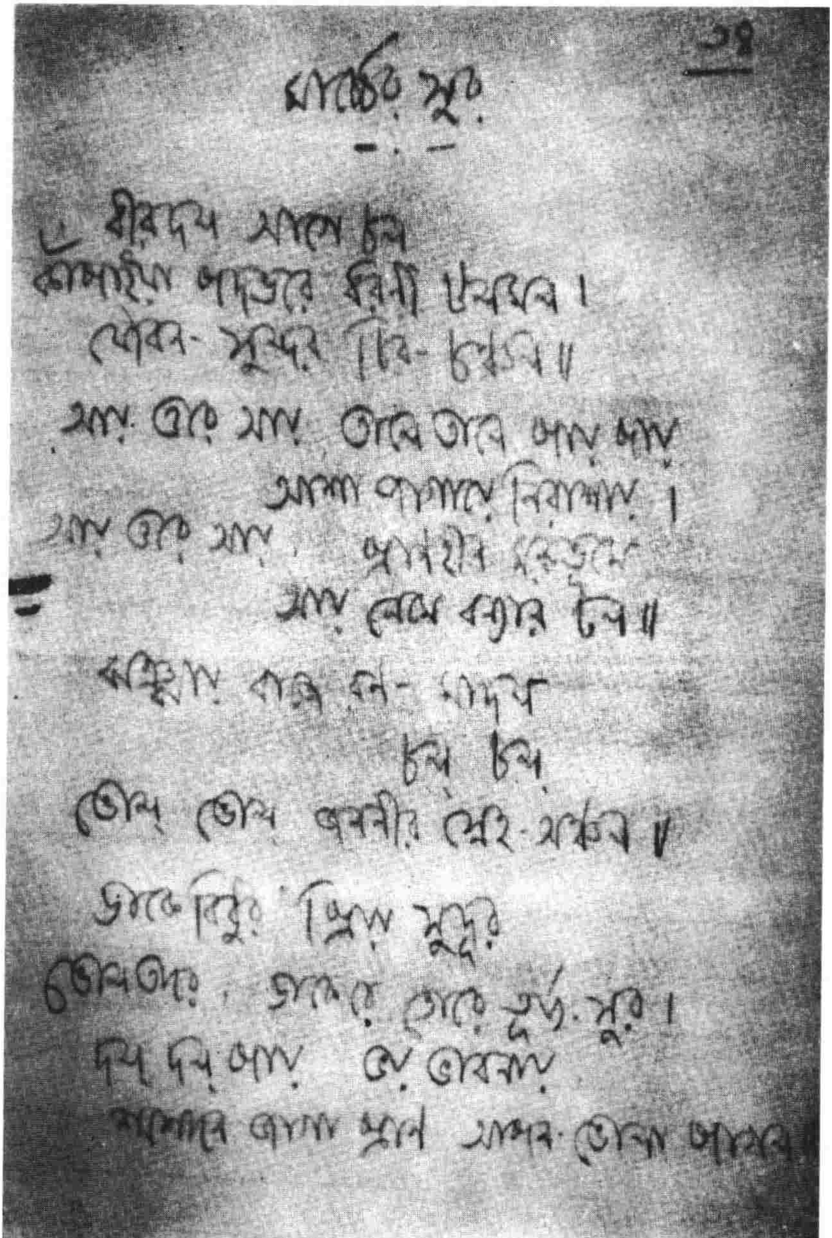
For Miss Hanumati (H. M. V.)

নাচ

বিদেশিনী! চিনি চিনি ঐ চরণের
নূপুর-রিনিঝিনি॥
দ্বীপ জেগে ওঠে সাগর-জলে তোমারি চরণ-ছন্দে,
নাচে গাঙ-চিল সিন্ধু-কপোত তোমারি সুরে আনন্দে,
মুকুতা কাঁদিছে হার হ'তে ওগো তোমার বেণীর বন্ধে,
মনে হয় শুনেছি তোমার বলয়-চুড়ির রিনিঠিনি॥

সাগর-সলিল সুনীল হ'ল তোমার তনুর বর্ণে,
তোমার আঁখির আলো ঝলমল দেবদারু-তরু-পর্ণে,
অস্ত-তপন রঙিন হ'ল তোমার হাসির স্বর্ণে,
শঙ্খ-ধবল বেলা-ভূমে খেলে সাগর-নটিনী॥

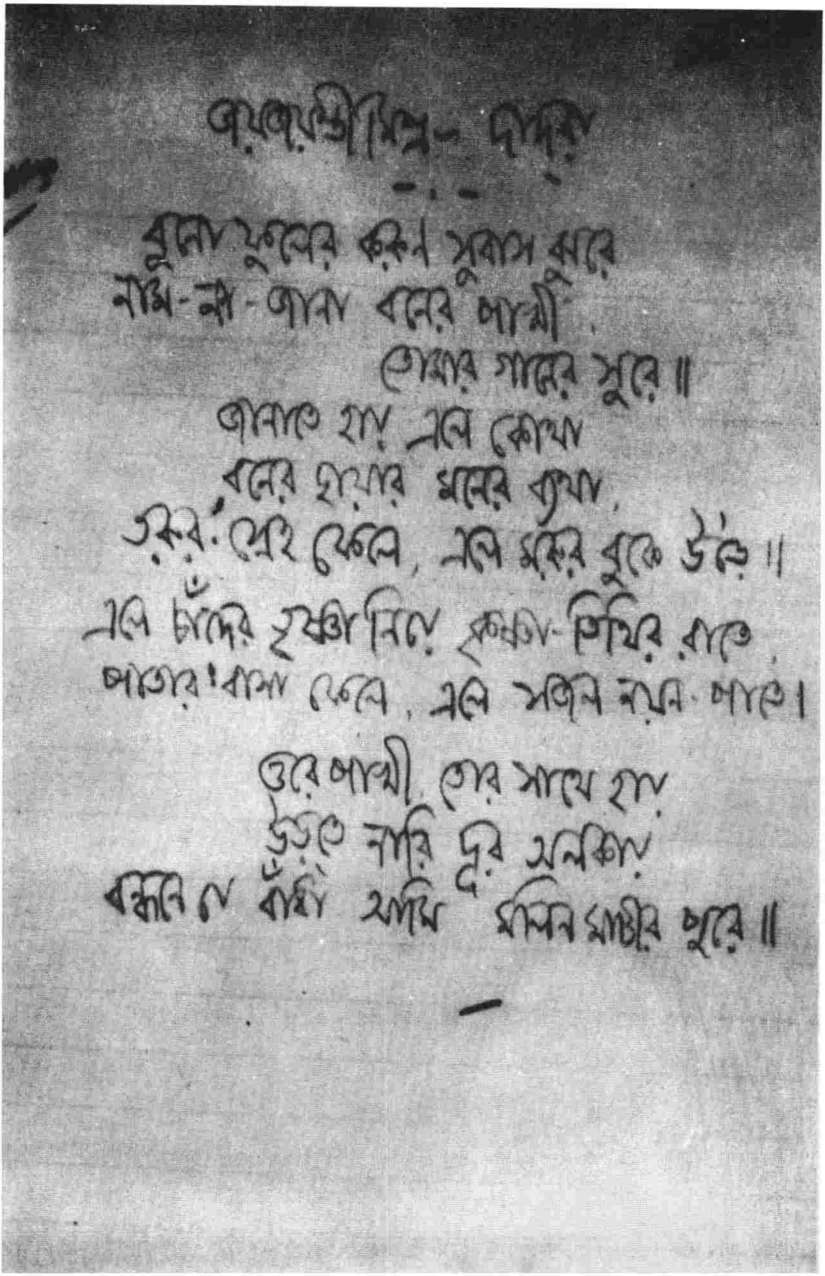

বিধুর তব অধর-কোণে মধুর হাসির রেখা।
তারি লাগি ভিখারী মন ফেরে একা একা॥
সজাগ হয়ে আছে শ্রবণ
ফিরে হয়েছে অধীর পবন,
তুমি কথা কইবে কখন
গাইবে কুহু কেকা॥
কখন তুমি চাইবে প্রিয় সলাজ অনুরাগে
শিশির-তীরে অরুণ ঊষা তারি আভাস জাগে।
কেমন করে চাঁদের টানে
সিন্ধু-জলের জোয়ার জাগে.
দেখতে আসি, আসিলে কেউ
দিতে তোমায় দেখা॥



৩৪

মার্চের সুর

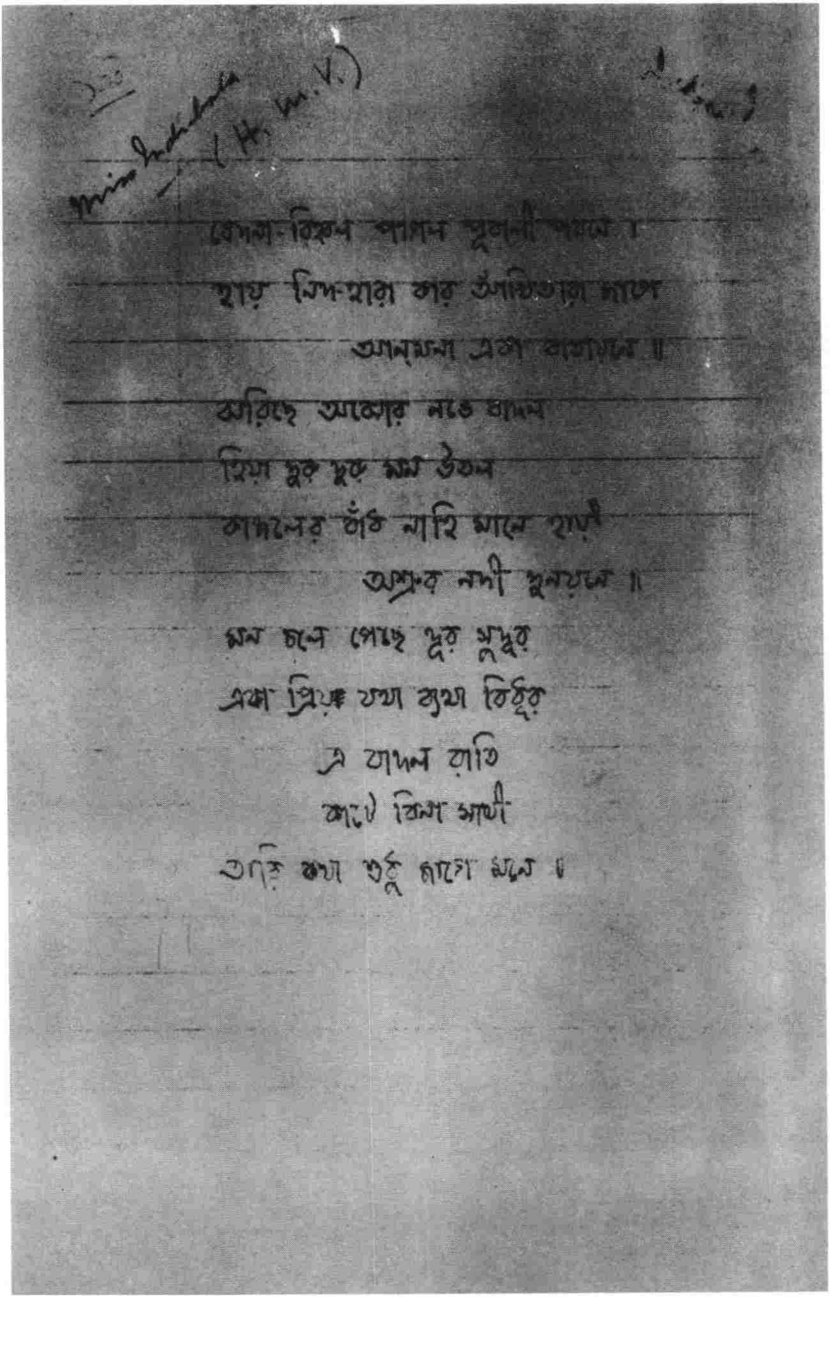
১ বীরদল আগে চল
কাঁদাইয়া পাছুরে ধরণী উৎসবে।
যৌবন-সুন্দর চির-চঞ্চল॥
আয় ওরে আয় তারে তারে আয় আয়
আশা-পাথারে নিরাশায়।
আয় ওরে আয়, প্রাণহীন মরুভূমে
আয় নেমে বন্যার ঢল॥
বক্ষিয়া বাজে দল-মাদল
চল চল
ভোল ভোল জননীর স্নেহ-অঞ্চল॥
ডাকে বিধুর প্রিয়া সুদূর
ভোল তার, ডাকে রে তোরে দূর-সুর।
দল দল আয় যে ভাবনায়
শ্মশানে জাগা প্রাণ অম্বর-ভোলা পাগল।



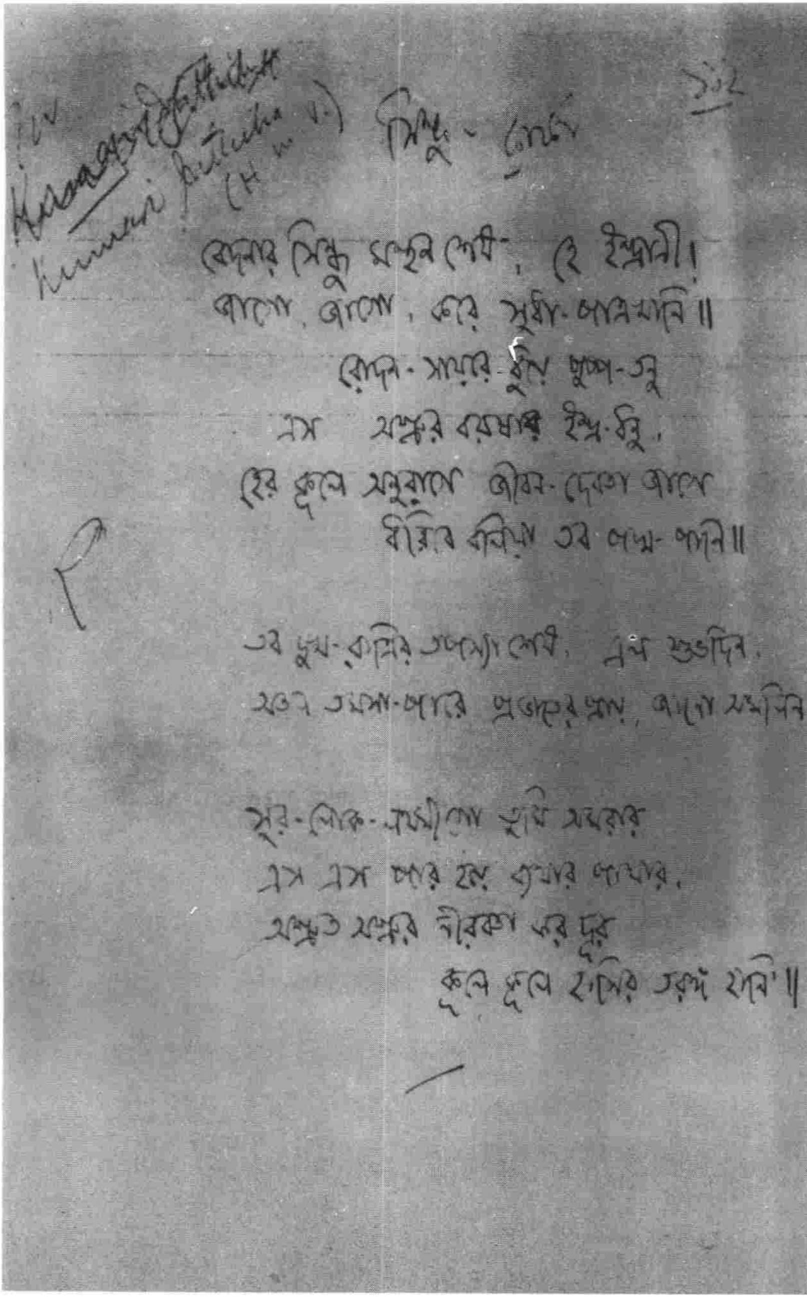
জয়জয়ন্তী মিশ্র — দাদরা

বুনো ফুলের করুণ সুবাস ঝরে
নাম-না-জানা বনের পাখী
তোমার গানের সুরে ॥
জানাতে হায় এলে কোথা
বনের হিয়ার মনের ব্যথা,
তরুর স্নেহ ফেলে, এলে মরুর বুকে উড়ে ॥
এলে চাঁদের তৃষ্ণা নিয়ে কৃষ্ণা-তিথির রাতে,
পাতার বাসা ফেলে, এলে সজল নয়ন-পাতে।
ওরে পাখী, তোর সাথে হায়
উড়তে নারি দূর অলকায়
বন্ধনে যে বাঁধা আমি মলিন মাটির পুরে ॥

বুলবুলি কি এলে ফিরে আবার গোপাল-বনে।
ভুলে-যাওয়া গুল-বাগ কি পড়ল আজি মনে ॥
ঝরা গোলাপ-পাপড়ি গুলি
ঢেকেছে আজ [struck-out] মরুর ধূলি।
মাটি-ঢাকা সমাধিতে ঘুমায় নিরজনে ॥
দিলরুবা আর পেয়ালা হাতে সিরাজ-সাকী আসি'
ফিরে গেছে নিরাশ হয়ে কলসা হ'য়ে বাসি।
ধূলায় লুটায় ফুলের ডালি,
চাঁদের চোখে পড়িল কালি।
শেষ গোলাপের নজরানা নিত
বন্ধু, বিদায়-ক্ষণে ॥



বেদনা-বিহ্বল পাগল পূবালী পবনে।
হায় নিদ-হারা কার আঁখিতারা জাগে
আনমনা একা গগনে॥
ঝরিছে আকোর নভে বাদল
হিয়া দুরু দুরু মন উতল
কাজলের আঁখি নাহি মানে হায়
অশ্রুর নদী দু'নয়নে॥
মন চলে গেছে দূর সুদূর
একা প্রিয় কথা ব্যথা বিধুর
এ বাদল রাতি
কাছে বিনা সাথী
তারি কথা শুধু জাগে মনে।

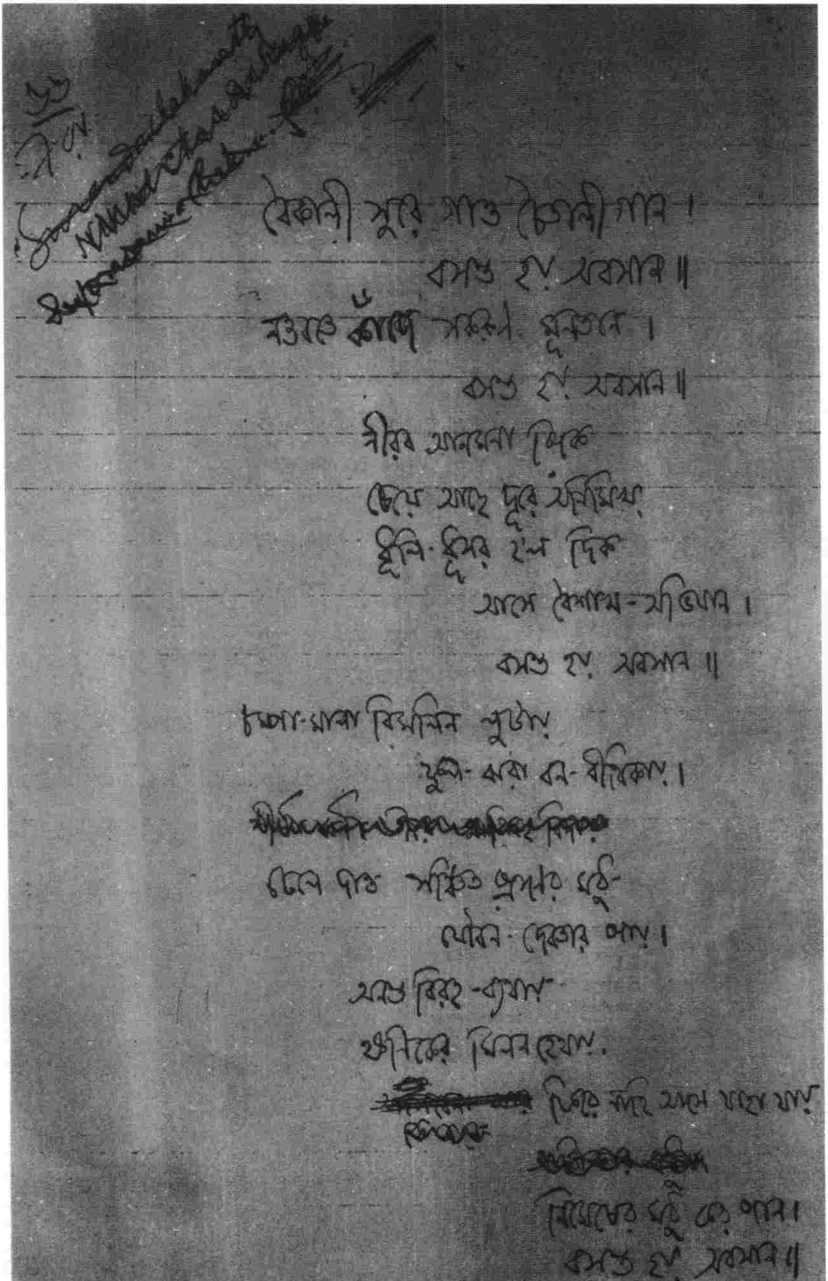


Kumari Bithika (H.M.V.) সিন্ধু - ভৈরবী

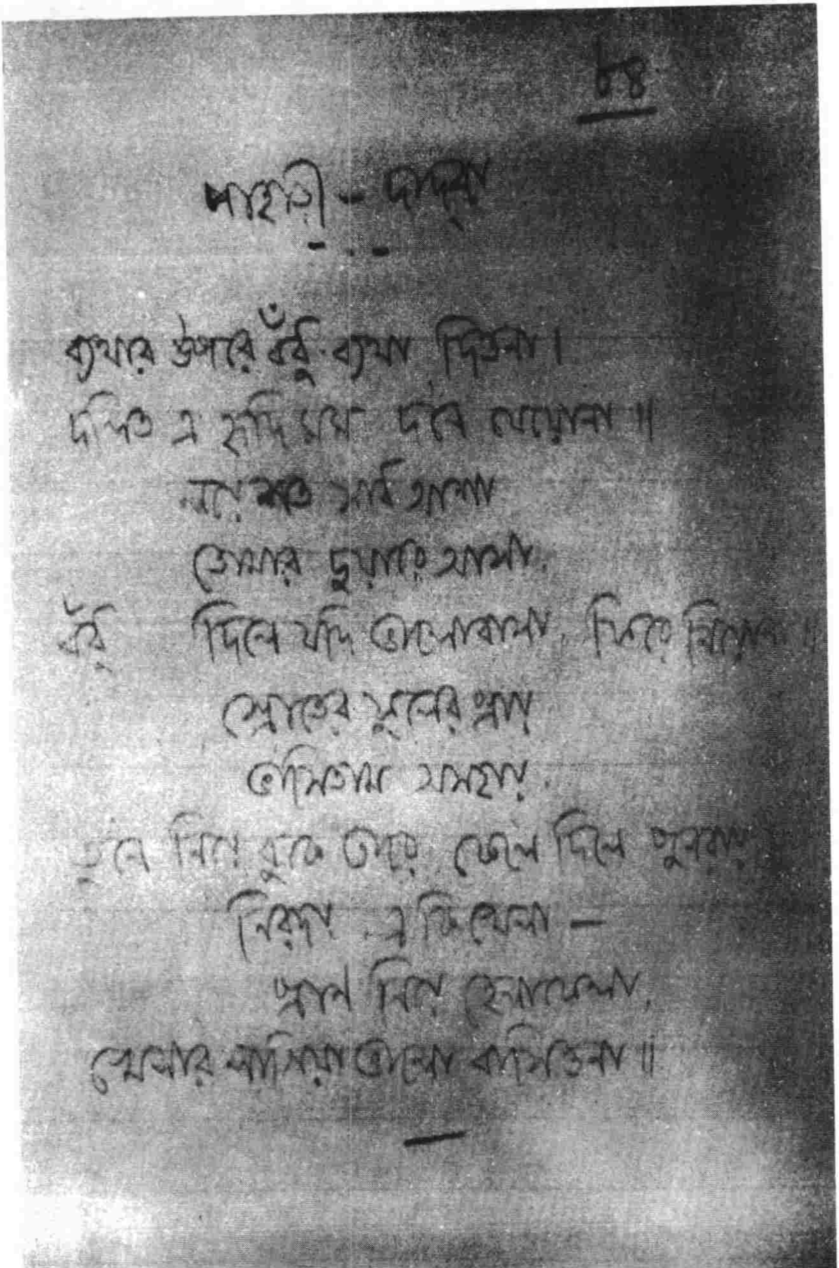
বেদনার সিন্ধু মন্থন শেষ, হে ইন্দ্রাণী!
জাগো, জাগো, ওরে সুধা-আনয়নি ॥
রোদন-সায়রে তুমি পুষ্প-তনু
এস অশ্রুর বরষায় ইন্দ্র-ধনু,
হের দুলে অনুরাগে জীবন-দেবতা জাগে
ধীরে ধরিয়া তব পদ্ম-পাণি ॥

তব দুখ-রজনীর তপস্যা শেষ, এল শুভদিন,
যেন তমসা-পারে প্রভাতের প্রায়, জাগো মহিমিনি।

সুর-লোক-লক্ষ্মী গো তুমি অমরার
এস এস পার হয়ে ব্যথার পাথার,
অশ্রুত অশ্রুর নীরবতা কর দূর
কূলে কূলে হাসির তরঙ্গ হানি ॥



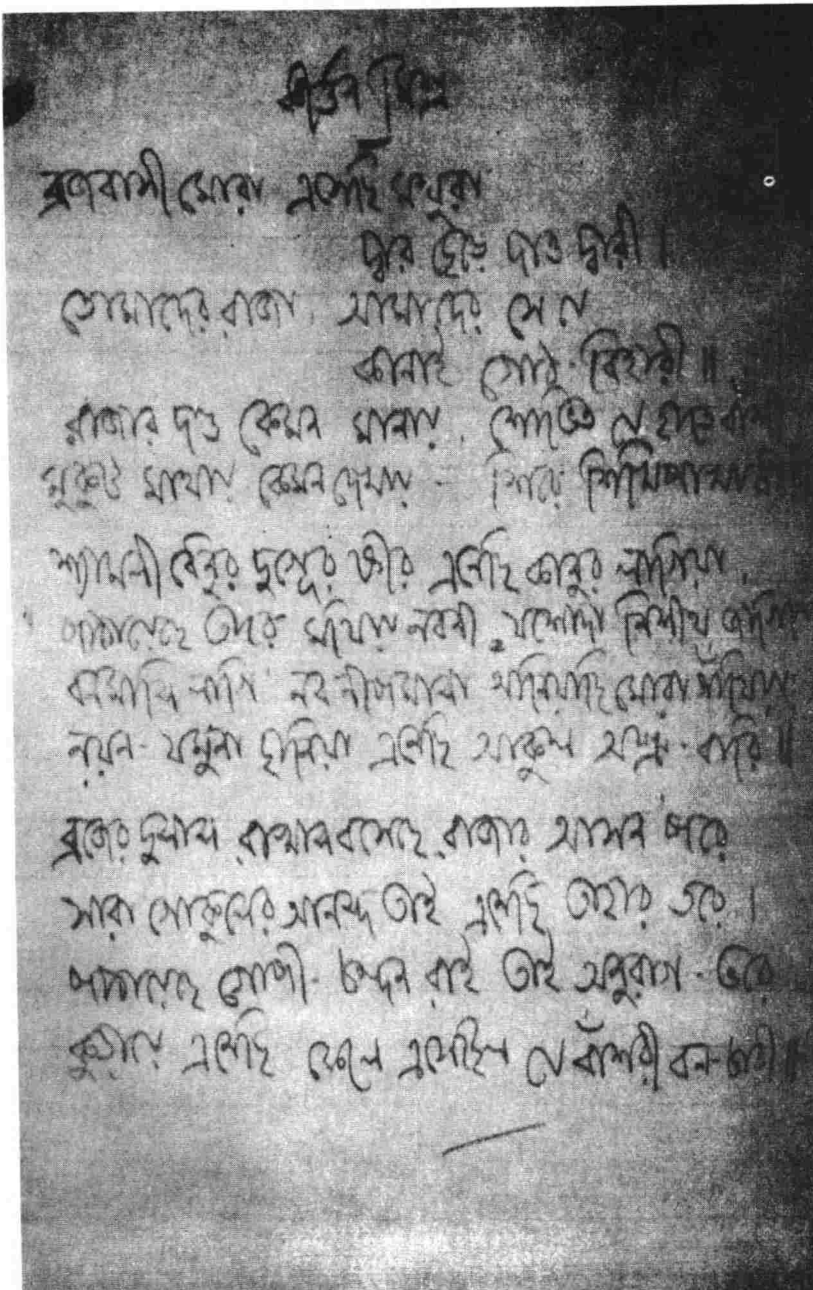
বৈকালী সুরে গাও চৈতালী গান।
বসন্ত হয় অবসান॥
নওরোজ কাঁদে সকরুণ মূলতানে।
বসন্ত হয় অবসান॥
নীরব আনমনা পিক
চেয়ে আছে দূরে অনিমিখ,
ধূলি-ধূসর হ'ল দিক
আসে বৈশাখ-অভিযান।
বসন্ত হয় অবসান॥
চম্পা-মালা বিমলিন লুটায়
ধূলি-ভরা বন-বীথিকায়।
ঢেলে দাও সঞ্চিত প্রাণের মধু-
যৌবন-দেবতার পায়।
অনন্ত বিরহ-ব্যথায়
ধরণীরে মিলন হেথায়,
ফিরে যদি আসে যাহে যায়
নিমেষের মধু কে পায়।
বসন্ত হয় অবসান॥



৮৪

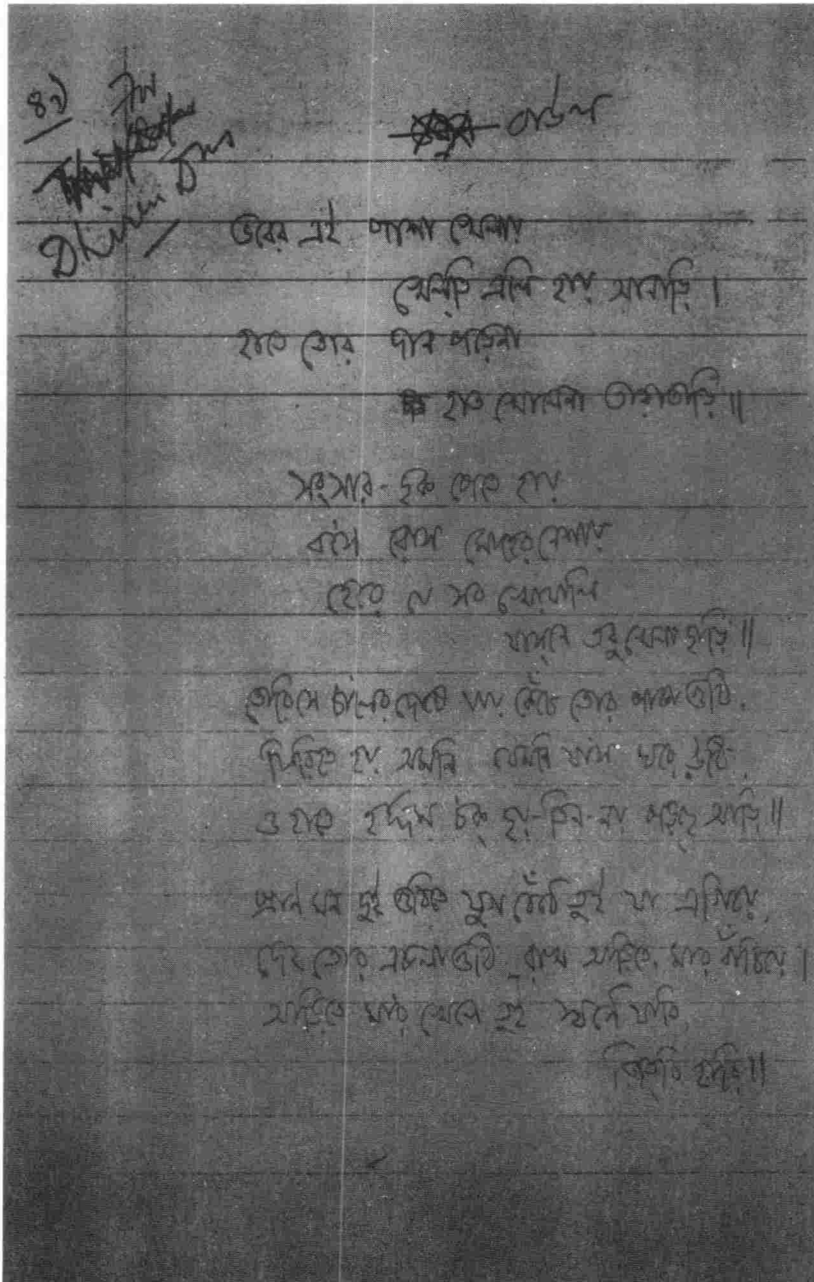
শাহানা – দাদ্‌রা

ব্যথার উপরে বঁধু ব্যথা দিওনা।
দলিত এ হৃদি মম দলে যেয়োনা॥
লয়ে শত সাধ আশা
তোমার দুয়ারে আসা,
বঁধু দিলে যদি ভালোবাসা, ফিরে নিয়োনা॥
স্রোতের ফুলের প্রায়
ভাসিতাম অসহায়।
তুলে নিয়ে বুকে তায় ফেলে দিলে পুনরায়
নিরদয় এ কি খেলা –
প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা,
খেলার লাগিয়া ভালো বাসিতেনা॥



কীর্তন প্রিয়ে

ব্রজবাসী মোরা এসেছি মথুরা
দ্বার ছেড়ে দাও দ্বারী।
তোমাদের রাজা আমাদের সেই
কানাই গোষ্ঠ-বিহারী॥
রাজার দণ্ড কেমন মানায়, শোভিত যে হাতে বাঁশী
মুকুট মাথায় কেমন দেখায় — শিরে শিখিপাখা যার।
শ্যামলী ধেনুর দুগ্ধের ক্ষীর এনেছি কানুর লাগিয়া,
পাঠায়েছে দেবে মথিয়া নবনী, যশোদা নিশীথ জাগিয়া
বনমালি লাগি নব নীপমালা আনিয়াছি মোরা গাঁথিয়া
নয়ন-যমুনা ছানিয়া এনেছি আকুল অশ্রু-বারি॥
ব্রজের দুলাল রাখাল বসেছে রাজার আসন জুড়ে
সারা গোকুলের আনন্দ তাই এনেছি তাহার তরে।
পাঠায়েছে গোপী-চন্দন রাই তার অনুরাগ-ভরে
কুড়ায়ে এনেছি ফেলে এসেছিল যে বাঁশরী বন-চারী॥



ভবের এই পাশা খেলায়

হাতে মোর দান পড়েনি

সংসার-ছক পেতে হায়

৩৩

আগমনী

ভারত-লক্ষ্মী মা, আয় ফিরে এ ভারতে।
ব্যথায় মোদের চরণ ফেলে করুণ আশার
সোনার রথে॥
অশ্রু-গঙ্গার জলে তুই মা তোর চরণ নিতি,
ত্রিশ কোটি কণ্ঠে বাজে রোদনে তোর বোধন-গীতি।
আয় মা দলিত রাঙা হৃদয়-বিছানো পথে॥

বিজয়া তোর হ'ল কবে শতাব্দী চলিয়া যায়
ভারত-বিজয়লক্ষ্মী, ভারতে ফিরিয়া আয়।
বিসর্জনের কান্না মা
তুই এবার এসে থামা
সফল কর এ তপস্যা মা
স্থান দে স্বাধীন জগতে॥

[illegible]

শ্যামা-সঙ্গীত 23

— • —

ভিখারিণী করে পাঠাইলি মোরে,
কি দিয়ে পূজিব বল।
হাতে আছে শুধু শূন্য প্রণাম, চোখে আছে শুধু জল॥

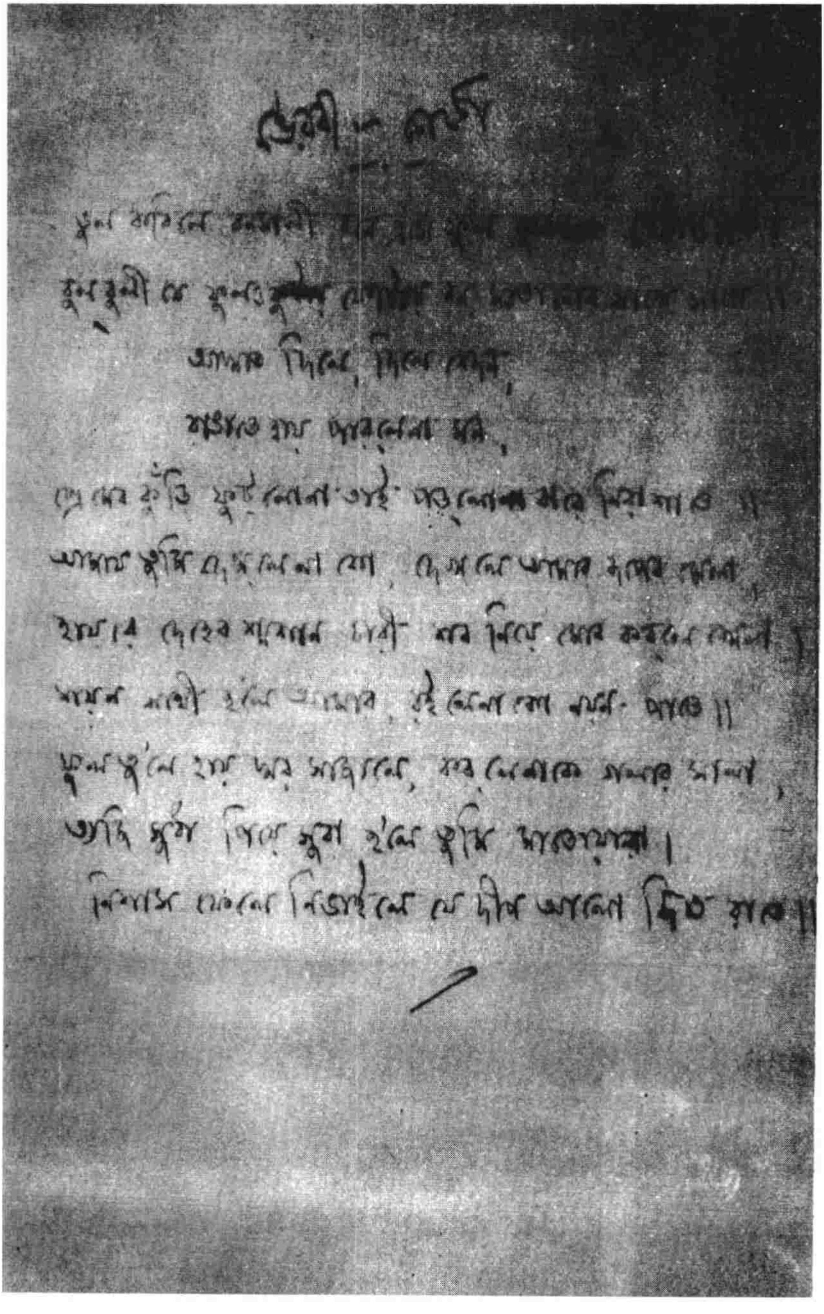
পূজা-ফুল নাই, চন্দন নাই,
মন বলে, মাকে কী দিতে যে চাই-
তুমি-ভরে-সবার দুটি আঁখি-কূলে
মুক্তা বিন্দু-দল॥

তোর কী ছেলেমেয়ে আছে ওরে তোর-
পূজার তরে এত রূপে
মনে হয় ভিখারী মেয়ের বেশে, তোর দাঁড়াইলি এসে
মোর দ্বারে চুপে চুপে।
কিছু নাই মনে হাতে দিবে তোর
তোর নাম মালা সম্বল মোর,
যদি চাস তুই, ঐ জপের মালা দিব-
মায়ের সে সম্বল॥

Twin হোরী ৭১

ভবনে ভুবনে আজি ছড়িয়ে গেছে রং।
রঙিন সাজিল ধরা অভিনব ঢং॥

রাঙা কানড়া হাসে নন্দন-আনন্দে,
চিত্ত-শিখী নাচে মদালস ছন্দে,
নাচিছে পরানে আজি তরুণ দুরন্ত
বাজায়ে মৃদং॥
কামোদে নাচে আমোদে ওঠে গান
মাতিয়া ওঠে প্রাণে।
উতল যমুনা-জল-তরঙ্গ
অঙ্গে অপাঙ্গে আজি মেলিছে অনঙ্গ
পরানে বাজে সারং সুর
কাফির সঙ্গ॥



১৪ Twin

ভুল করিলে বনমালি এসে বনে ফুল ফোটাতে

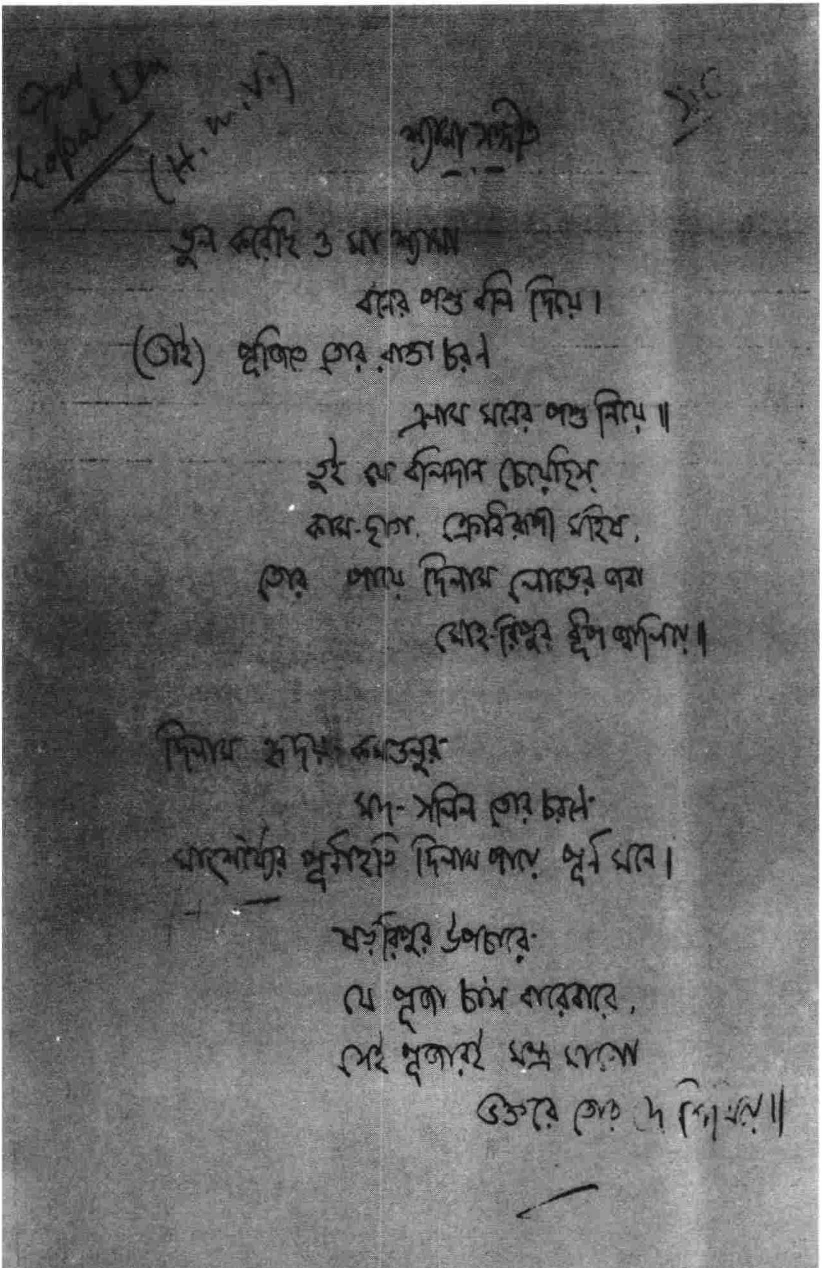
পারলে না হায় ফুল ফোটাতে

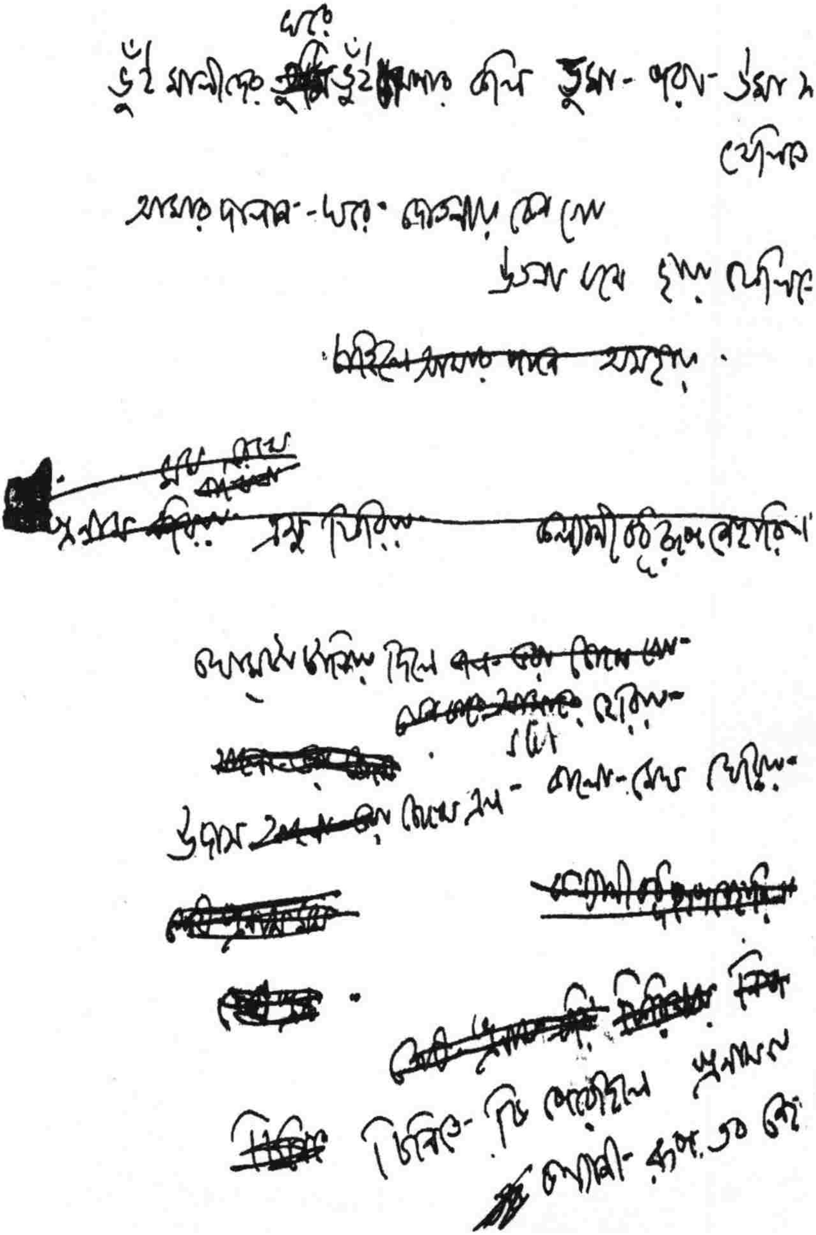
বুলবুলি নাই ফুলও ফোটাতে

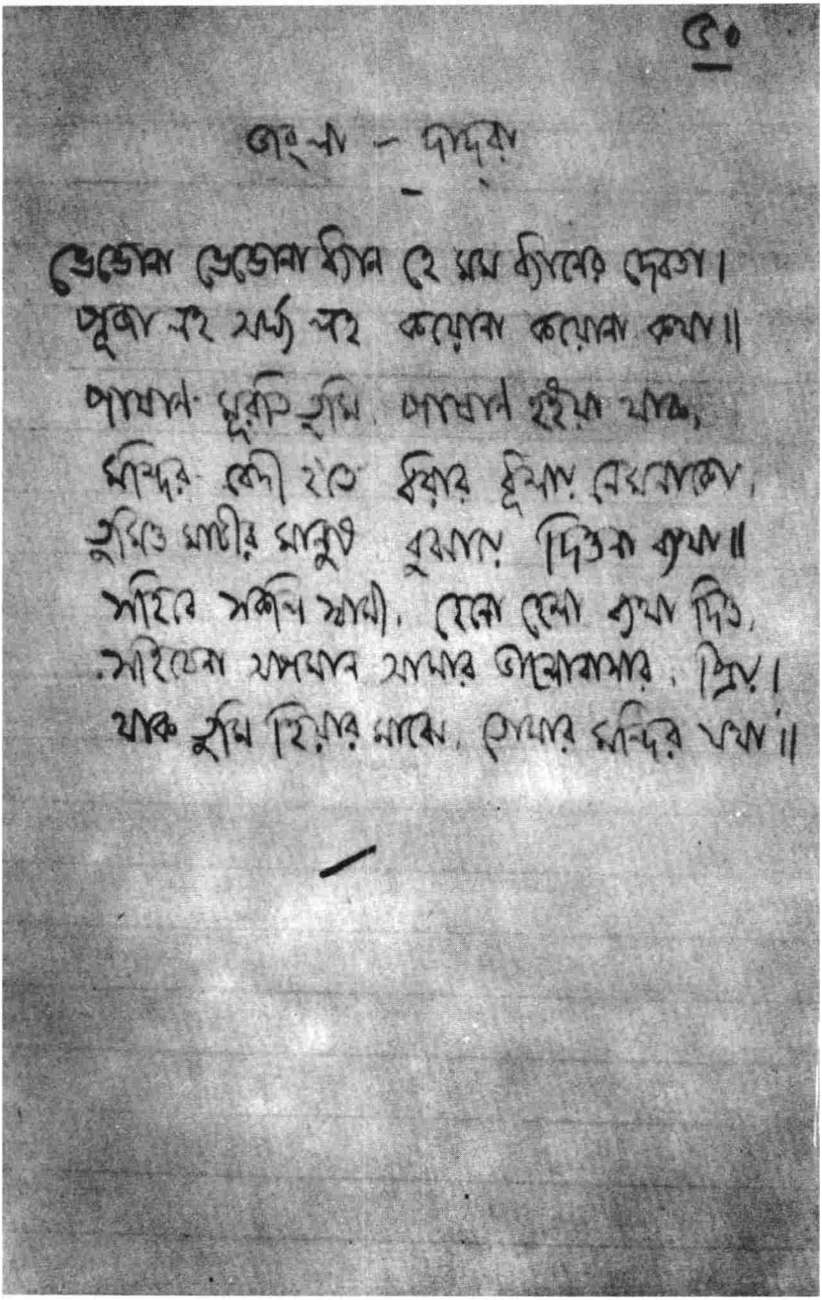
আঘাত দিলে দিলে বেদন,
রাঙাতে হায় পারলে না মন,
প্রেমের কুঁড়ি ফুটলো না তাই, পড়লো ঝরে নিরাশাতে।

আমায় তুমি দেখলে নাকো দেখলে আমার রূপের মেলা
হায় রে দেহের শ্মশান-চারী, শব নিয়ে মোর করলে খেলা।

শয়ন-সাথী হ'লে আমার, রইলে নাকো নয়ন-পাতে।
ফুল তুলে হায় ঘর সাজালে, করলে নাকো গলার মালা
জাতি যুথি ফেলায় সুরা হ'লে তুমি মাতোয়ালা।
নিশাস ফেলে নিভাইলে সে দীপ আলো দিত রাতে॥


শ্যামা সঙ্গীত
ভুল করেছি ও মা শ্যামা
বনের পশু বলি দিয়ে।
(তাই) পূজিতে তোর রাঙা চরণ
এলাম মনের পশু নিয়ে॥
তুই যে বলিদান চেয়েছিস
কাম-ছাগ, ক্রোধরূপী মহিষ,
তোর পায়ে দিলাম লোভের জবা
মোহ-রিপুর দীপ জ্বালিয়ে॥
দিলাম হৃদয়-কমণ্ডলুর
মদ-সলিল তোর চরণে
মাৎসর্যের পূর্ণাহুতি দিলাম পায়ে পূর্ণ মনে।
ষড়রিপুর উপচারে
যে পূজা চাস বারেবারে,
সেই পূজারই মন্ত্র মাগো
ভক্তরে তোর দে শিখিয়ে॥


ভুঁই মালীদের ঘরে ভুঁইচাপার কলি



৫০

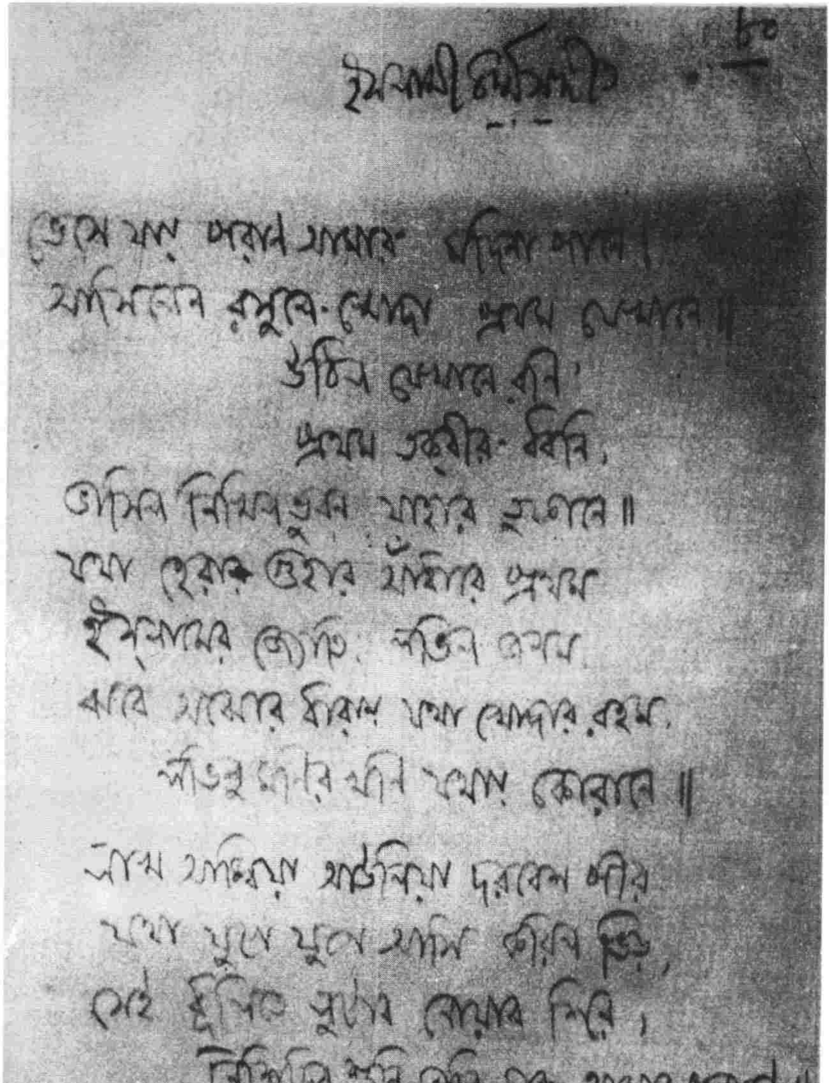
জংলা – দাদরা

ভেঙো না ভেঙো না ধ্যান হে মম ধ্যানের দেবতা।
পূজা লহ অর্ঘ্য লহ কয়োনা কয়োনা কথা॥
পাষাণ মূরতি তুমি পাষাণ হইয়া থাক,
মন্দির বেদী হ'তে হিয়ার দুনিয়ায় নেমো নাকো,
তুমিও মাটির মানুষ বুঝায়ে দিও না ব্যথা॥
সহিবে সকলি স্বামী, যেবা দেবো ব্যথা দিও,
সহিবো না অপমান আমার ভালোবাসার, প্রিয়।
থাক তুমি হিয়ার মাঝে, তোমার মন্দির যথা॥

৪১

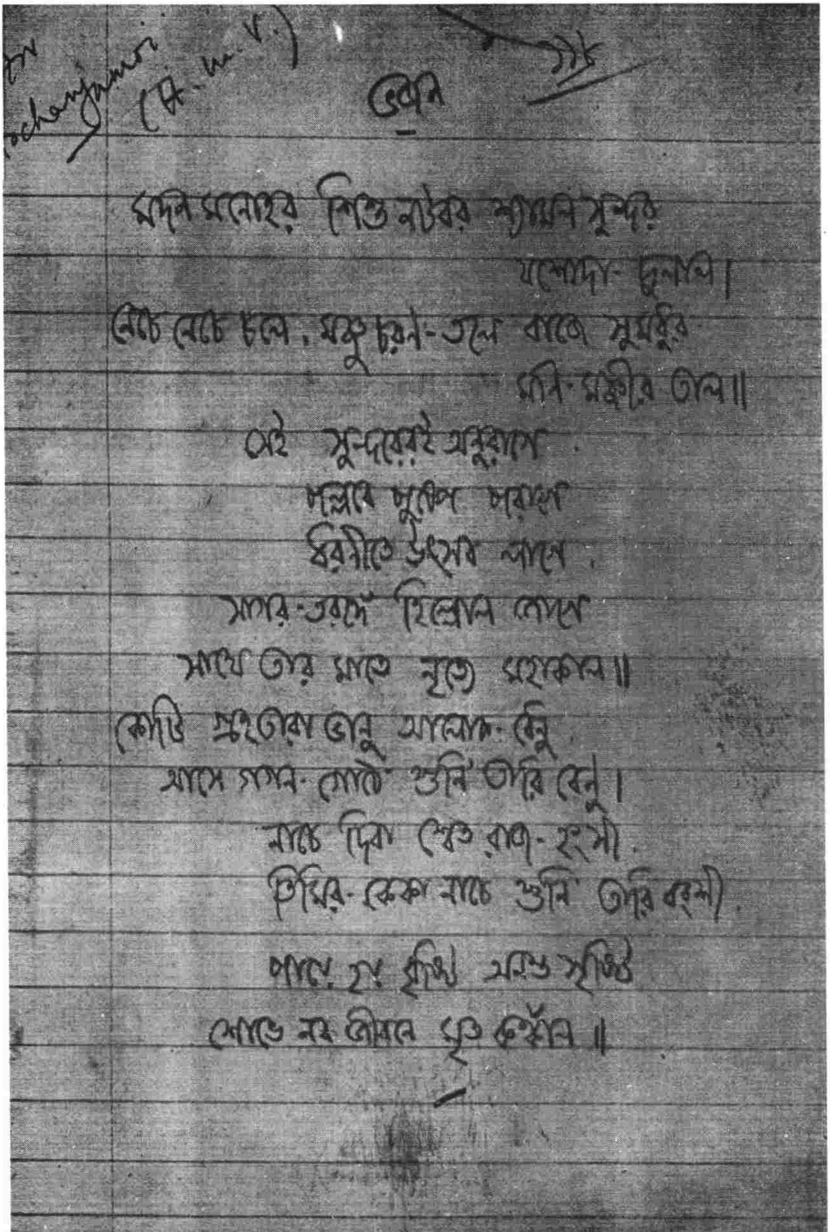
গজল

ভেঙোনা ভেঙোনা ধ্যান হে মম ধ্যানের দেবতা।
পূজা নহে অর্ঘ্য নহে কয়োনা কয়োনা কথা॥
পাষাণ মূরতি তুমি পাষাণ হইয়া থাক,
মন্দির-বেদী হ'তে ধরার ধূলায় নেমোনাকো.
তুমিও মাটীর মানুষ বুঝায়ে দিওনা ব্যথা॥
সহিবে সকলি স্বামী হেনো হেনো ব্যথা দিও
সহিবেনা অপমান আমার ভালোবাসার প্রিয়।
থাক তুমি হিয়ার মাঝে তোমার মন্দির মাঝে॥
হেথায় মিলন-মালা ম্লান হয়ে যায় মলিন ধূলায়.
সুন্দর ভালোবাসা শুকায়ে যায় হেলাফেলায়.
মাঝে থাক বিরহ নদী এই চির-নীরবতা।



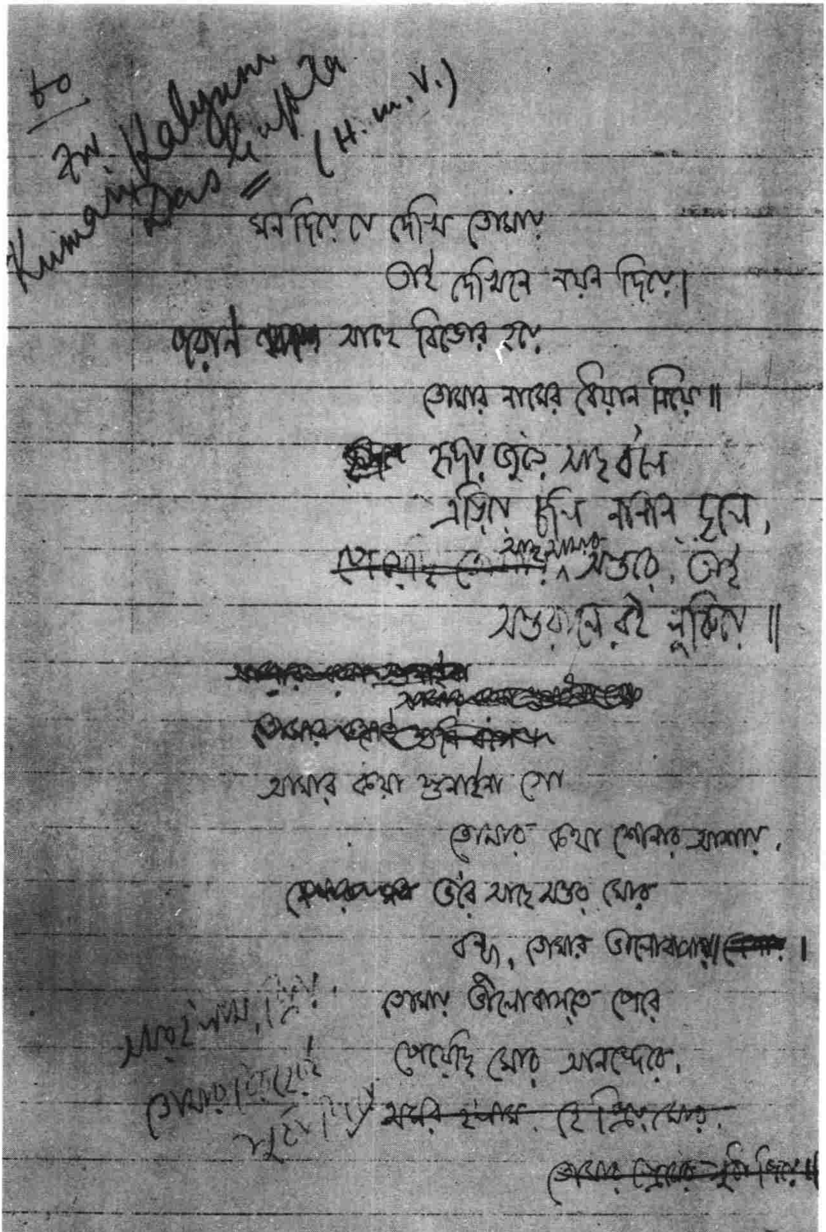
ইসলামী সঙ্গীত ৮০

ভেসে যায় পরাণ আমার মদিনা পানে।
আসিলেন রসুলে-খোদা প্রথম যেখানে॥
উঠিত যেখানে রবি
প্রথম তকবীর-ধ্বনি,
ভাসিল নিখিল ভুবন যাহার তুফানে॥
যেথা হেরার গুহার আঁধারে প্রথম
ইসলামের জ্যোতি: লভিল জনম,
ঝরে অঝোর ধারায় যেথা খোদার রহম,
লভিনু দীনের খনি যেথায় কোরানে॥
সেথা আম্বিয়া আউলিয়া দরবেশ পীর
যেথা যুগে যুগে আসি' করিল ভিড়,
সেই দুনিয়ার সুলতান নোয়ায় শিরে,
নিশিদিন শুনি তাঁরি ডাক আমার পরাণে॥



ভজন

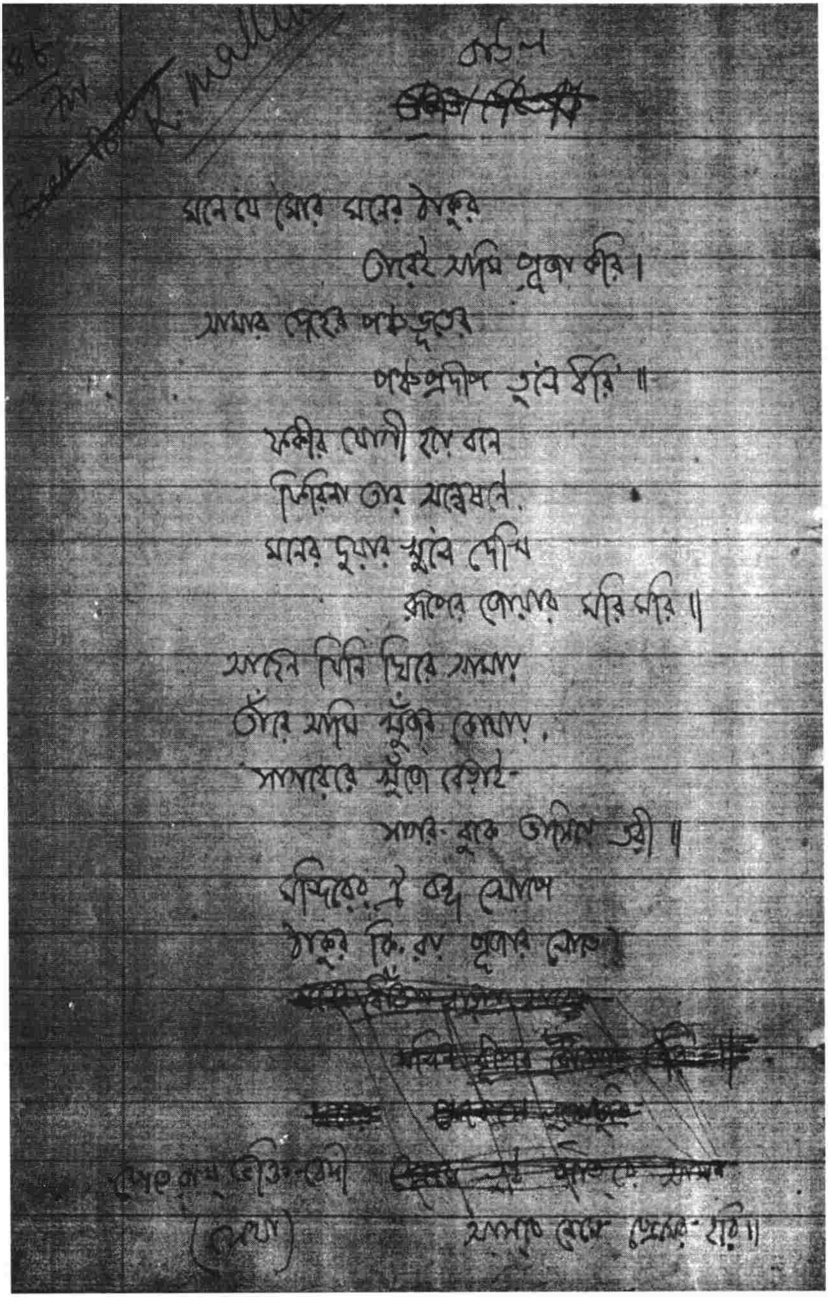
মদন মনোহর শিশু নটবর শ্যামল সুন্দর
যশোদা-দুলাল।
নেচে নেচে চলে, মঞ্জু চরণ-তলে বাজে সুমধুর
মণি-মঞ্জীর তাল॥
সেই সুন্দরেরই অনুরাগে
পল্লবে দুলিছে পরাগ
ধরণীতে উৎসব লাগে,
সাগর-তরঙ্গে হিল্লোল জাগে
সাথে তার মাতে নৃত্যে মহাকাল॥
কোটি গ্রহ-তারা ভানু আলোক-ধেনু
আসে গগন-গোঠে শুনি তারি বেণু।
নাচে দিবা শ্বেত রাজ-হংসী
তিমির-কেকা নাচে শুনি তারি বংশী
পায়ে হয় দৃষ্টি অনন্ত সৃষ্টি
শোভে নব জীবনে মৃত কঙ্কাল॥



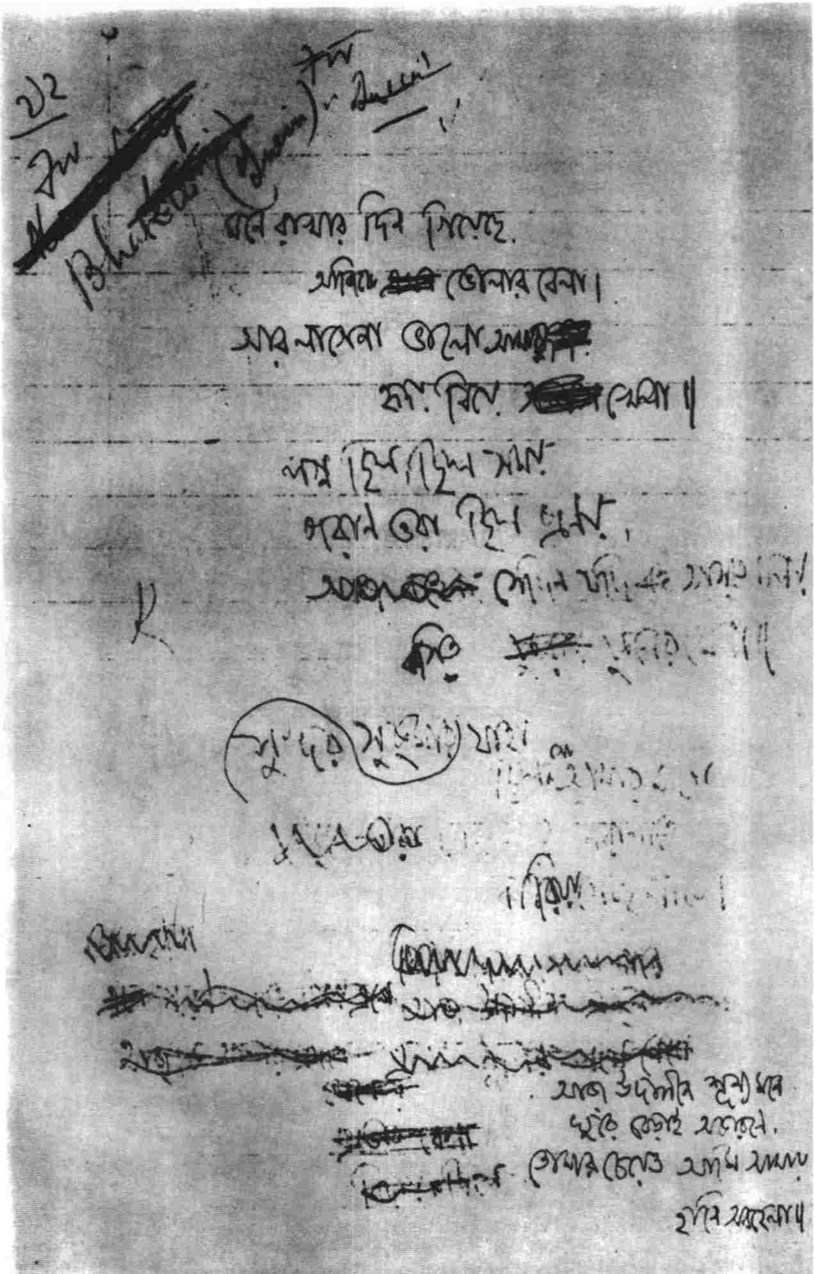
80

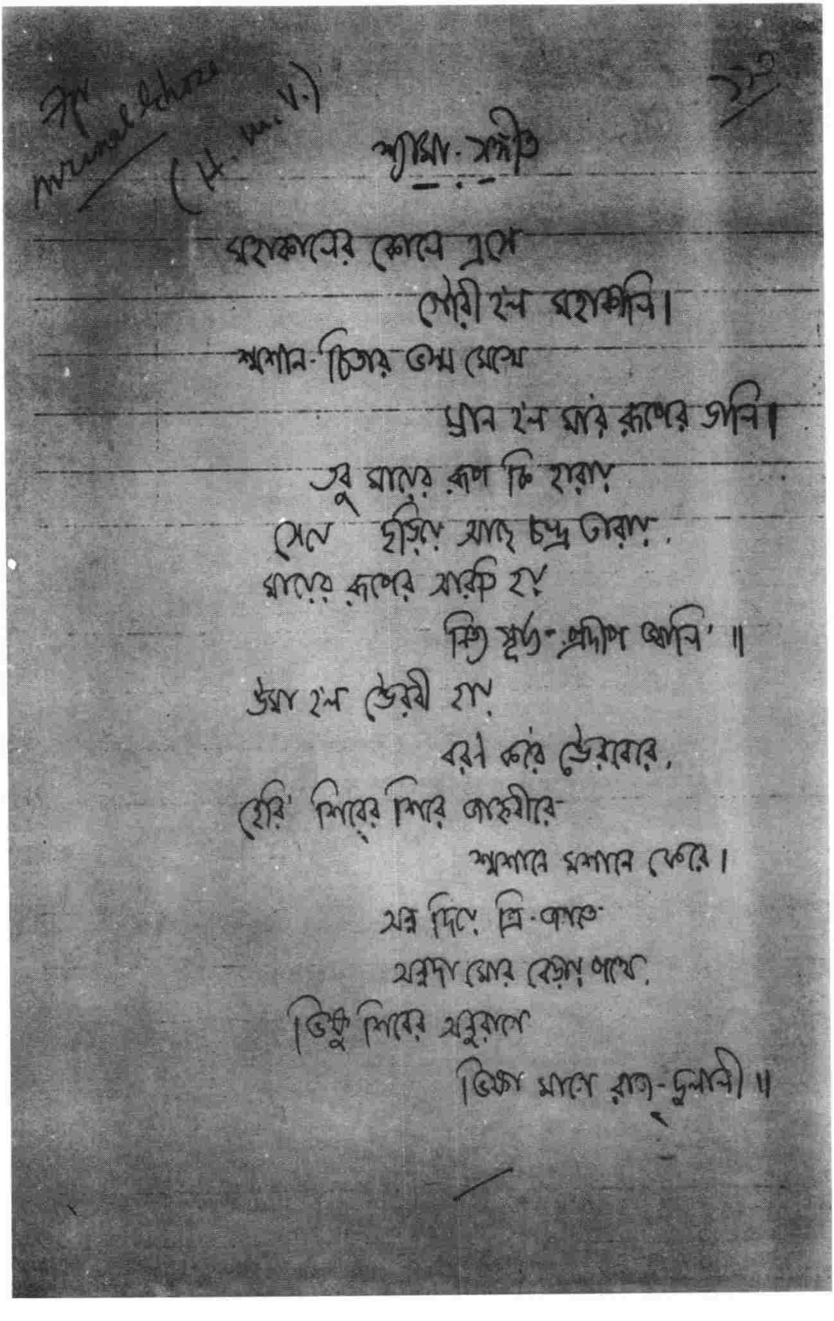
Kumari Kalyani Das Gupta (H.M.V.)

মন দিয়ে যে দেখি তোমায়
তাই দেখিনে নয়ন দিয়ে।
জগৎ যায় বিভোর হয়ে
তোমার নামের ধেয়ান নিয়ে॥
হৃদয় জুড়ে আছ বলে
এড়িয়ে চলি নানান ছলে,
অন্তরে, তাই
অন্তরালেই রই লুকিয়ে॥
আমার কথা শুনাইনা গো
তোমার কথা শোনার আশায়,
ভরে আছে অন্তর মোর
বন্ধু, তোমার ভালোবাসায়।
তোমায় ভালোবাসতে পেরে
পেয়েছি মোর আনন্দেরে,



মনে যে মোর মনের ঠাকুর
তারেই আমি পূজা করি।
আমার দেহের পঞ্চভূতের
পঞ্চপ্রদীপ তুলে ধরি॥
ফকির যোগী হয়ে বনে
ফিরিনা তার অন্বেষণে,
মনের দুয়ার খুলে দেখি
রূপের জোয়ার মরি মরি॥
আছেন যিনি ঘিরে আমায়
তাঁরে আমি খুঁজি কোথায়,
সায়রেরে খুঁজে বেড়াই
সাগর-বুকে ভাসিয়ে তরী॥
মন্দিরে ঐ বদ্ধ খোপে
ঠাকুর কি রয় পূজার লোভে।
দেশ রাগ ত্রিতালী (ঠেকা)
আমায় দেখে হেসে হরি।





শ্যামা-সঙ্গীত

মহাকালের কোলে এসে
গৌরী হ'ল মহাকালী।
শ্মশান-চিতার ভস্ম মেখে
ম্লান হ'ল মা'র রূপের ডালি।
তবু মায়ের রূপ কি হারায়
সে যে ছড়িয়ে আছে চন্দ্র তারায়.
মায়ের রূপের আরতি হয়
নিত্য সূর্য-প্রদীপ জ্বালি' ॥
উমা হ'ল ভৈরবী হায়
বরণ করে ভৈরবেরে,
হেরি' শিবের শিরে জাহ্নবীরে
শ্মশানে মশানে ফেরে।
অন্ন দিয়ে ত্রি-জগতে
অন্নদা মোর বেড়ায় পথে,
ভিক্ষু শিবের অনুরাগে
ভিক্ষা মাগে রাজ-দুলালী ॥

[illegible]

৮৭

নাট

মহুয়া বনের মদির ঘন সুবাস
হয়ে [illegible] আসে॥
মধুমাস চাঁদিনী পাপিয়া পিয়া ডাকে
দোলন-চাঁপার ঝুলন-মায়ে
ঝিরি ঝিরি হাওয়ায় মন উদাসে॥

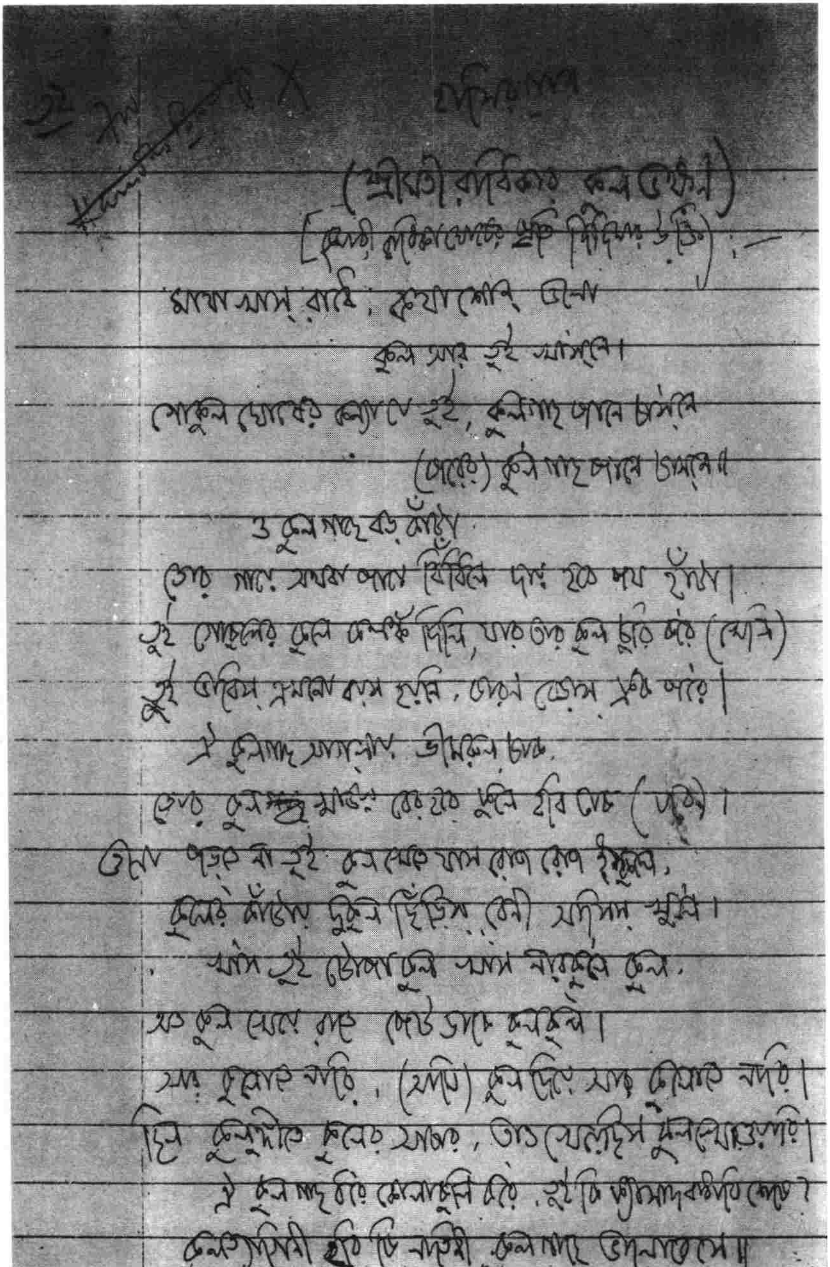
নিঁদহারা চাহিয়া চৈতালী হাওয়া
স্বপনের ঘোর লাগে আকাশে—
মৌ-মাছি পাখা জড়িয়ে আছে॥

শ্যামা সঙ্গীত

মা কালি সেজে ফির্‌লি ঘরে
কোটি ছেলের কাজল মেখে।

ভজন

মা গো ভুল করেছি চোরের রাজায় ছেড়ে দিতে বলে।
সে এবার এলে শক্ত করে বাঁধিস উদূখলে
(সেই ধন পেলে) বাঁধিস উদূখলে ॥
মা জানিস কে, সে এমনি ভাবে
সে হাওয়া পেলেই পালিয়ে যাবে,
মা! ভুলবো না আর সেই মায়াবীর
কাজল-চোখের জলে ॥
প্রেম প্রীতি-ডোর বাহির বাঁধন
করুণ চোখের জল
আমার মা গো বাঁধিস তারে
(আছে) যার যাহা সম্বল।
তারে নীল যমুনা, বন উপবন-,
সবাই মিলে ঘিরবে যখন
দেখব কেমন করে তখন
পালায় সে চোর ছলে ॥



মাথা খাস্ রাধে, কথা শোন্ ওলো
কুল আর তুই খাসনে।

রাধিকার কুলভঞ্জন

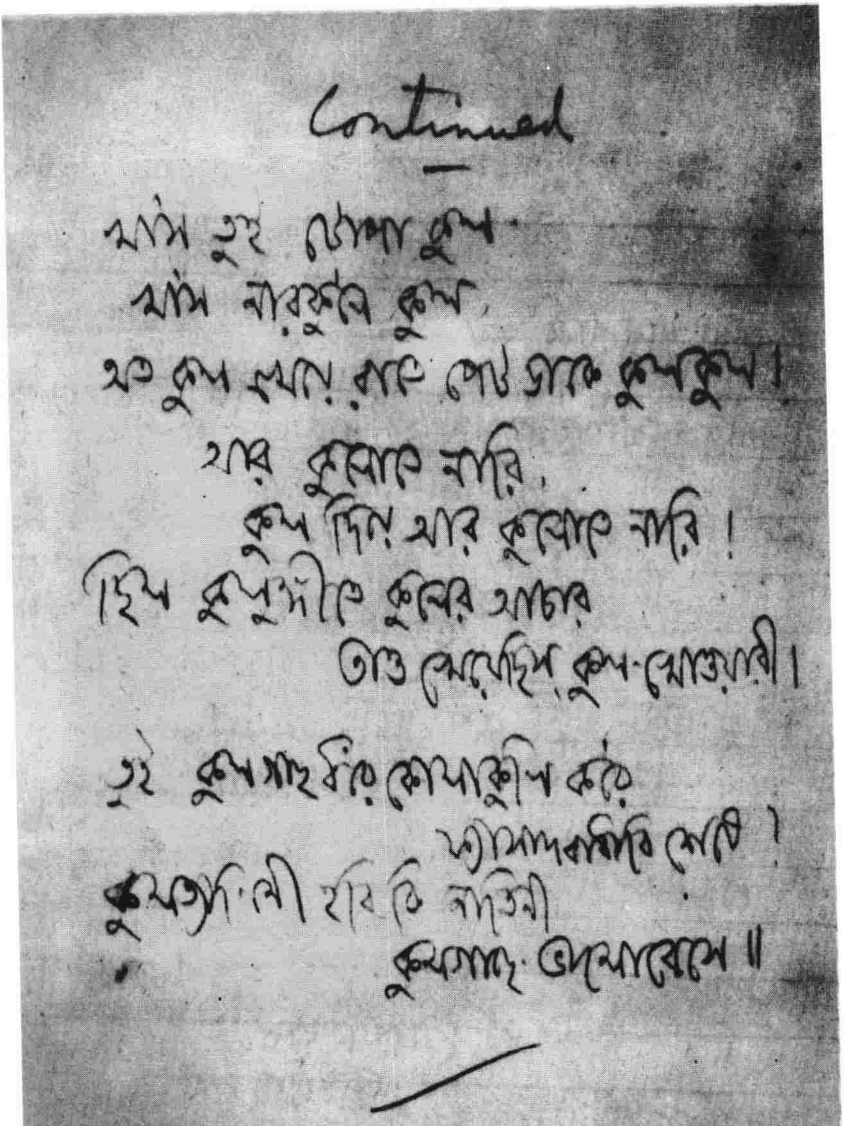
(শ্রী কুমারী শ্রীমতী রাধিকা ঘোষের প্রতি শ্রীযুক্তা দিদিমার উক্তি)

কীর্তন

মাথা খাস্ রাধে, কথা শোন্,
বলি কুল আর তুই খাস্‌নে।
গোকুল ঘোষের কন্যা যে তুই
কুলগাছ পানে চাস্‌নে।
ওরে কুলগাছ পানে চাস্‌নে॥

ও কুলগাছে বড় কাঁটা
তোর গায়ে অথবা পায়ে বিঁধিলে দায় হবে পথ হাঁটা।
সে যে গোকুলের কুলে কলঙ্ক দিলি যার তরে কুল চুরি করে।
তুই ভাবিস্ এখনো বয়স হয়নি, কারণ বেড়াস্ ফ্রক পরে।

ঐ কুলগাছে থাকে ভীমরুল চাক,
তোর কুল খাওয়া বের হবে, ফুলে হবি ঢাক
যাবে ফুলে হবি ঢাক।
বলি, পড়তে, না তুই রোজ থেকে যাস
রোজ রোজ ইস্কুলে,
কুলের কাঁটায় ফ্রক ছিঁড়িস
বেণী আসিস খুলে।



Continued

খাস তুই ঢোপা কুল
খাস নারকুলে কুল,
যত কুল খেয়ে রাতে পেট ডাকে কুলকুল।
হায় কুলোতে নারি,
কুল দিয়ে আর কুলোতে নারি!
ছিলি কুলুঙ্গীতে কুলের আচার
তাও খেয়েছিস কুল-খোয়ারী।

তুই কুলগাছ ঘিরে কোপাকুলীন করে
[illegible] লেগে!
কুলাঙ্গারী হবি কি নাতিনী
কুলগাছে ভালোবেসে॥

৭৭

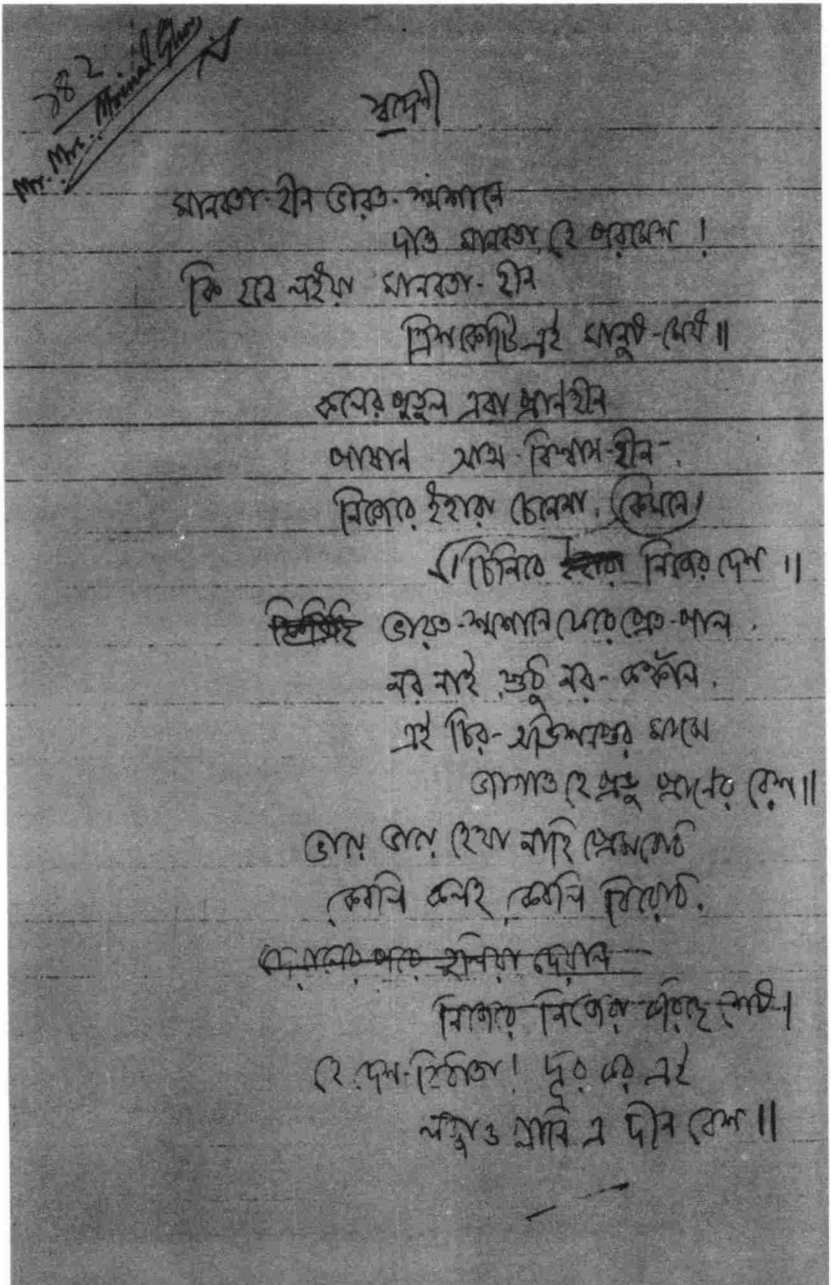
(কুমারী শ্রীমতী রাধিকা ঘোষের প্রতি
প্রাজ্ঞা দিদিমার উক্তি)

মাথা খাস্ রাধে কথা শোন্, বলি কুল ধর তুই আপনে।
গোকুল ঘোষের মে তুই, কুলগাছ পানে চাস্‌নে
(ওরে) কুলগাছ পানে চাস্‌নে॥

ও কুলগাছে বড় কাঁটা.
গায়ে যখন লাগে বিঁধিলে দেয় হবে লাল হাঁটা (কাটা)।
গোকুলের কুলে কলঙ্ক দিলি
যার তার কুল চুরি করে, খেলে
ভাবিস্ এখনো বয়স হয়নি, কোন্ ক্রোশ
দূরে আছে।

ঐ কুলগাছ আশপাশ ভীমরুল চরে
কুল খাওয়া হাত, খুলে হবি চোর (মরে)।
বলি ভাঙতে যা তুই কুল খেতে যাস কোতরো ইস্কুলে,
কুলের কাঁটায় ছিঁড়িস্
খেলা খাওয়ার স্থলে।

খাস্ তুই টোপা কুল খাস নারকুলে কুল
এত কুল খেয়ে রাতে পেট ডাকে কুলকুল।
আর কুলোতে নারি কুল দিয়ে খায়
কুলে খাবার তাও খেয়েছিস॥
নকুল ওকুল দুকুল খেলি তুই আর তোর দিদি
কুল খেলিয়ে উঠতে নারে।
তোদের কুল-খাওয়া কুল খেলিয়ে উঠতে নারে।



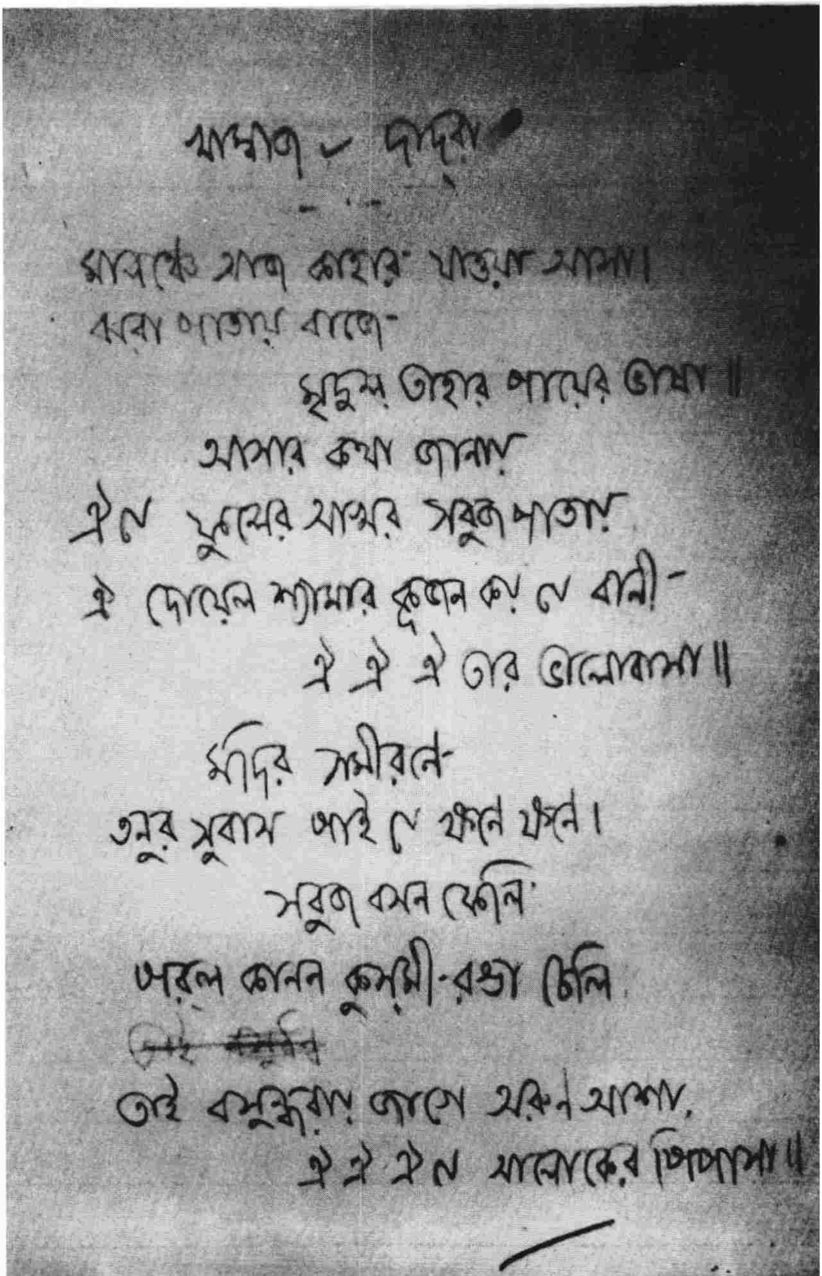
স্বদেশী

মানবতা-হীন ভারত-শ্মশানে
দাও মানবতা, হে পরমেশ!
কি হবে লইয়া মানবতা-হীন
ত্রিশ কোটি এই মানুষ-মেষ॥

কলের পুতুল এরা প্রাণহীন
আপনার সাথে বিশ্বাস-হীন,
নিজেরে ইহারা চেনে না, কেমনে
চিনিবে নিজের দেশ॥

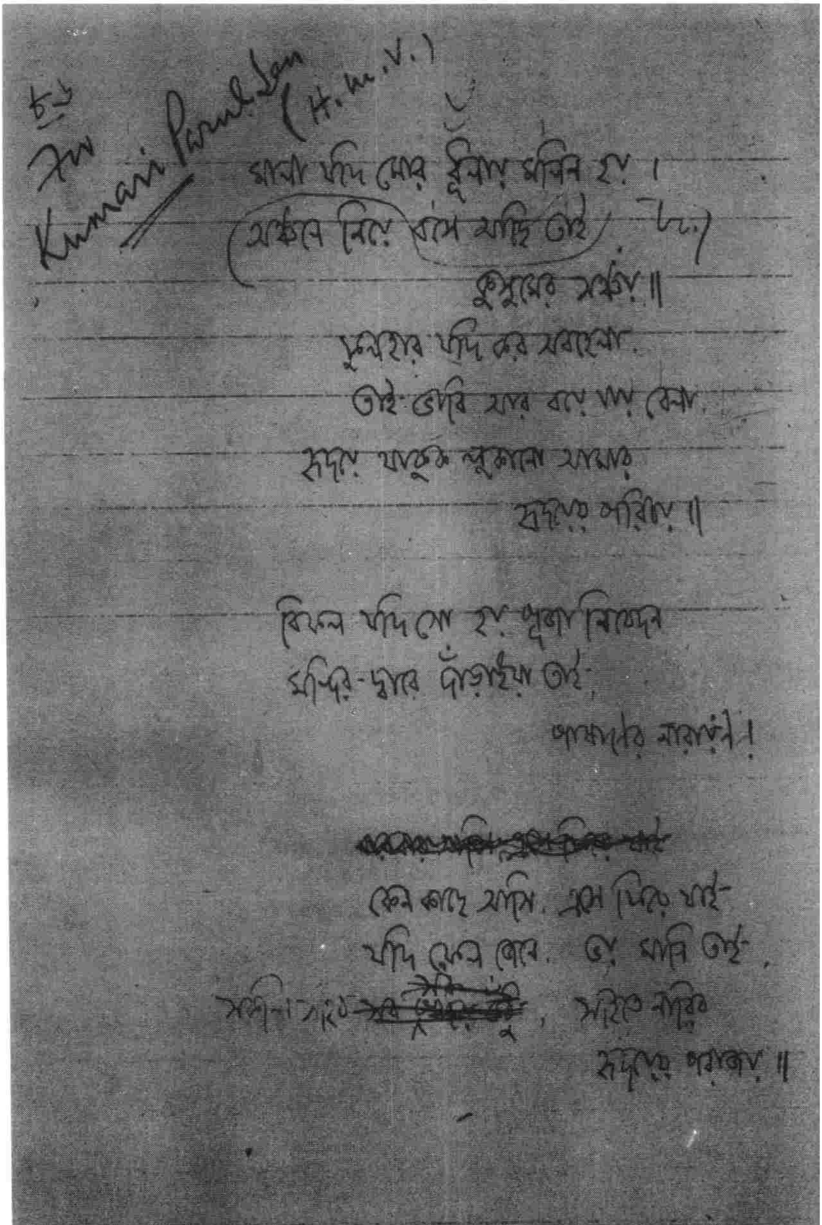
ভারত-শ্মশানে ফেরে প্রেত-পাল,
নর নাই শুধু নর-কঙ্কাল,
এই চির-অভিশপ্তের মাঝে
জাগাও হে প্রভু প্রাণের লেশ॥

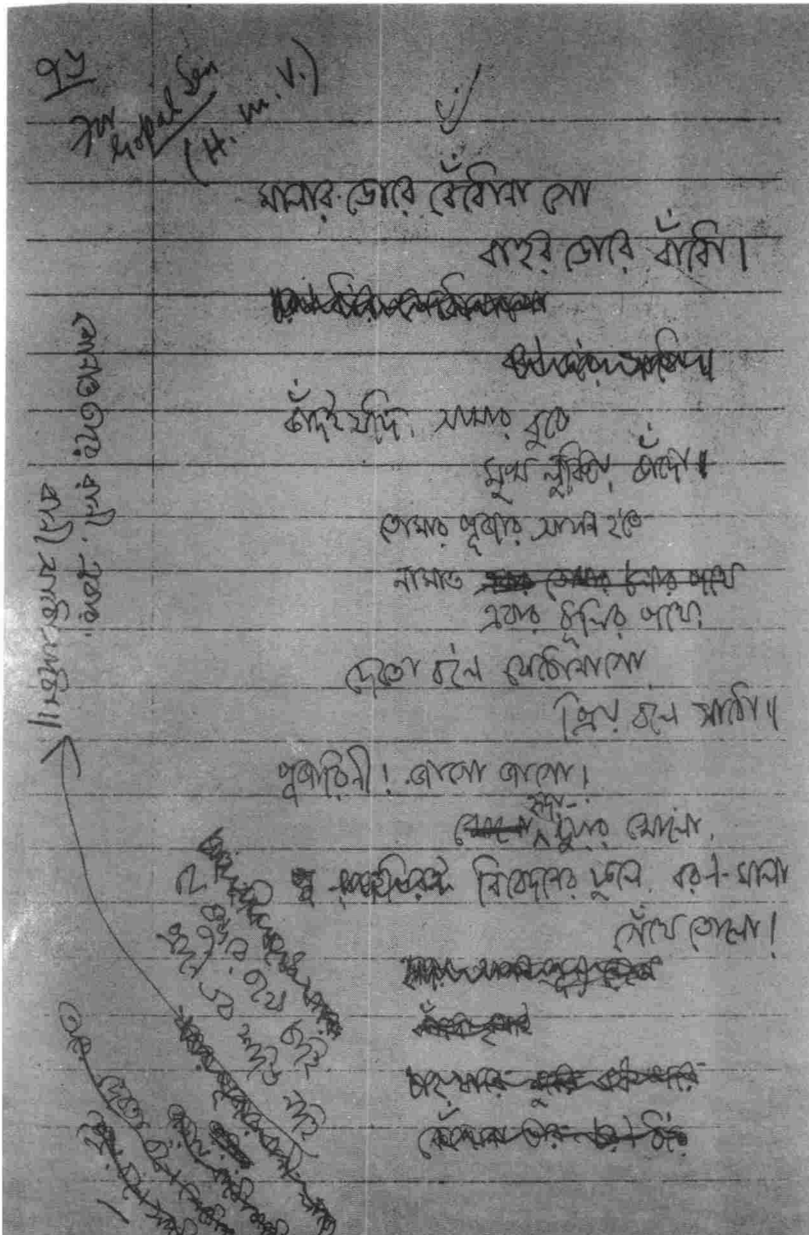
ভায়ে ভায়ে হেথা নাহি প্রেমপ্রীতি
কেবলি কলহ কেবলি বিরোধ,
নিভায়ে নিজের ঘরের শান্তি।
হে দেশ-হিতৈষী! দূর করে এই
লজ্জা ও গ্লানি এ দীন বেশ॥



খাম্বাজ — দাদ্‌রা

মালঞ্চে আজ কাহার যাওয়া আসা।
ঝরা পাতায় বাজে—
মৃদুল তাহার পায়ের ভাষা॥
আসার কথা জানায়
ঐ যে মুকুলের আতর সবুজ পাতায়
ঐ দোয়েল শ্যামার কূজন কয় যে বাণী—
ঐ ঐ ঐ তার ভালোবাসা॥
মদির সমীরণে
তনুর সুবাস পাই যে ক্ষণে ক্ষণে।
সবুজ বসন ফেলি'
পরল কোমল কুসুমী-রঙা চেলি
তাই বসুন্ধরায় জাগে অরুণ আশা,
ঐ ঐ ঐ যে আলোকের পিপাসা॥


For Kumari Parul Sen (H.M.V.)
মালা যদি মোর ধূলায় মলিন হয়।
অঞ্চলে নিয়ে বসে আছি তাই
কুসুমের সঞ্চয়॥
ফুলহার যদি কর অবহেলা
তাই ভেবে মোর বয়ে যায় বেলা
হৃদয়ে থাকুক লুকানো আমার
হৃদয়ের পরিচয়॥
বিফল যদি গো হয় পূজা নিবেদন
মন্দির-দ্বারে দাঁড়াইয়া তাই
আমাদের মাঝে
কেন কাছে আসি, এসে ফিরে যাই
যদি কেন ভেবে, ভয় মানি তাই,
সহিতে নারিব
হৃদয়ের পরাজয়॥



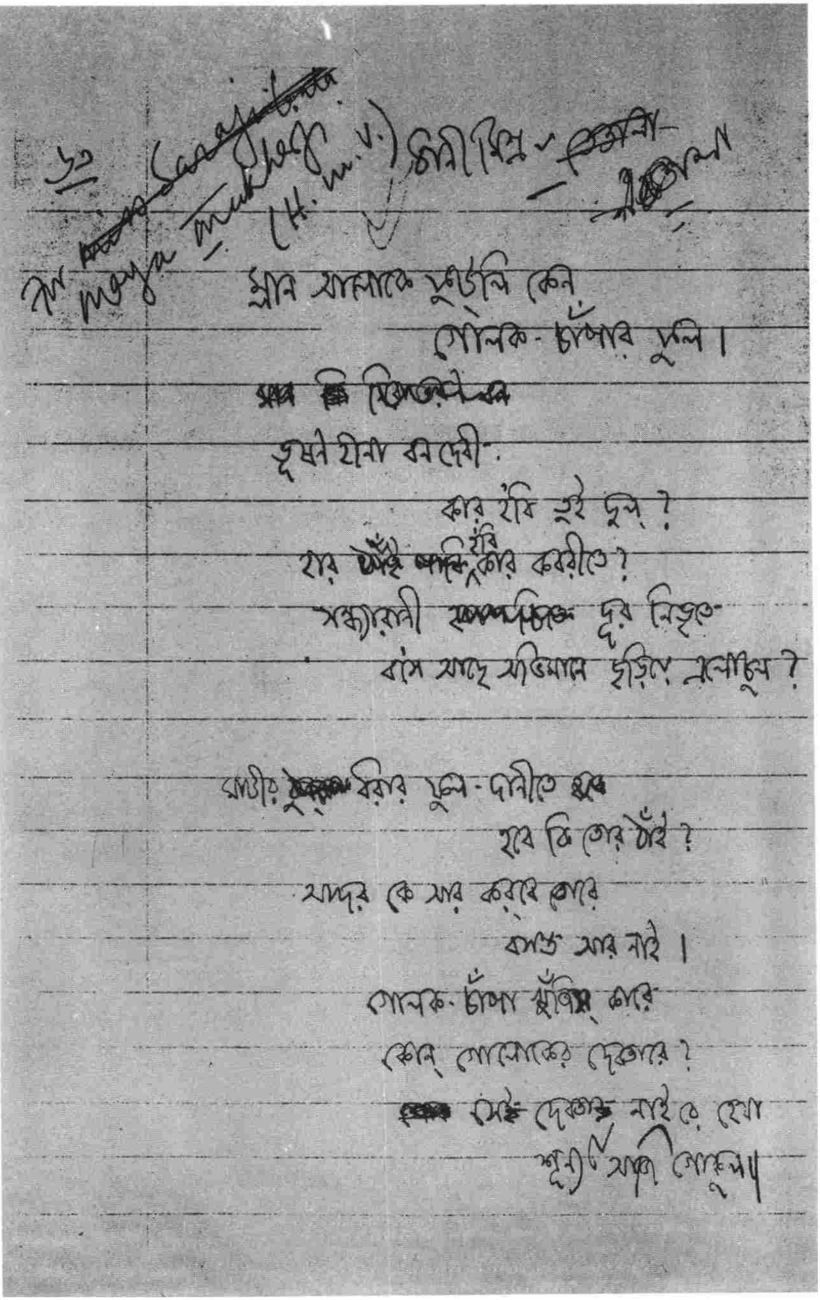
মালার ডোরে বেঁধো না গো
বাহির ডোরে বাঁধি।

কাঁদি যদি সবার বুকে
মুখ লুকিয়ে কাঁদি

দেবতা হলে যেতাম যোগী
প্রিয় হলে সাথী॥

পূজারিণী! জাগো জাগো।

বিচ্ছেদের ফুলে বরণ-মালা
গেঁথে তোলো!

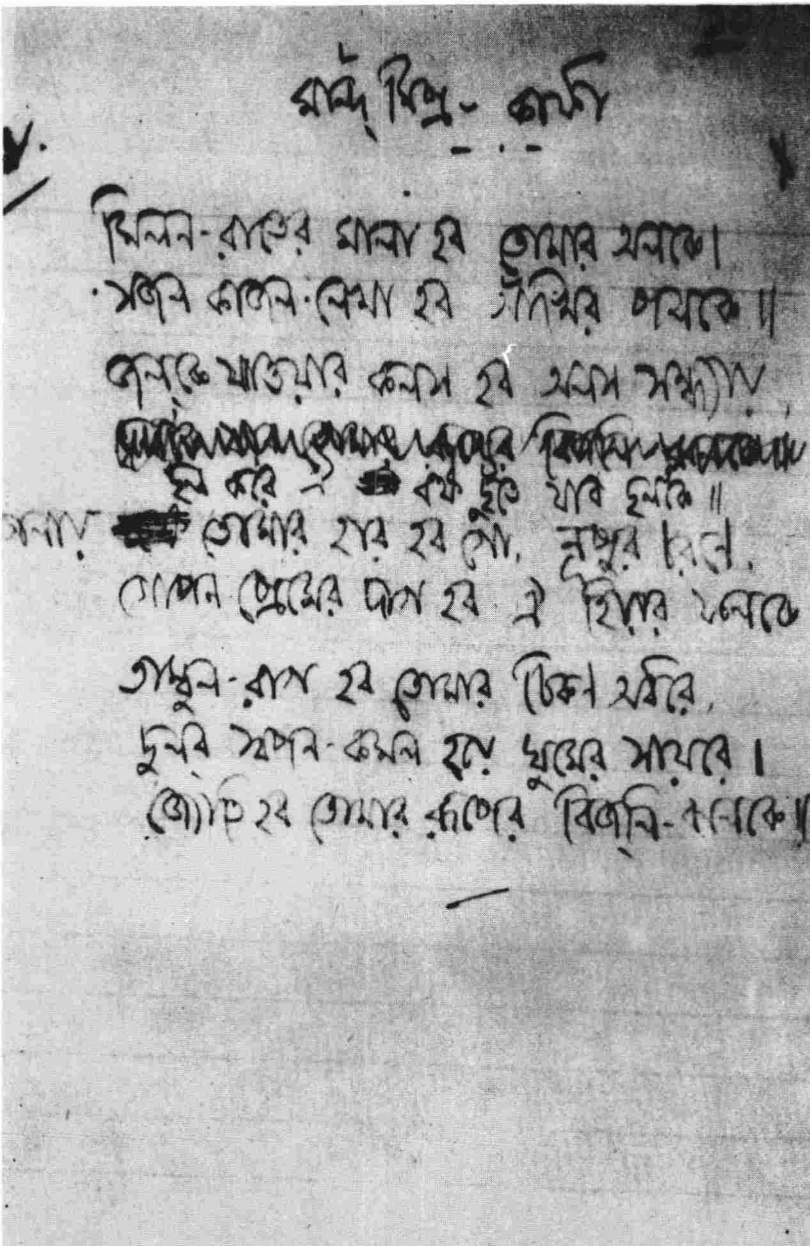


Maya Mukherjee (H.M.V.)

ম্লান আলোকে ফুটলি কেন
গোলক-চাঁপার ফুল।

দুখনী হীনা বনদেবী
কার হবি তুই দুল?
হায় কার কবরীতে?
সন্ধ্যারানী [illegible] দূর নিভৃতে
বসে আছে অভিমানে ছড়িয়ে এলোচুল?

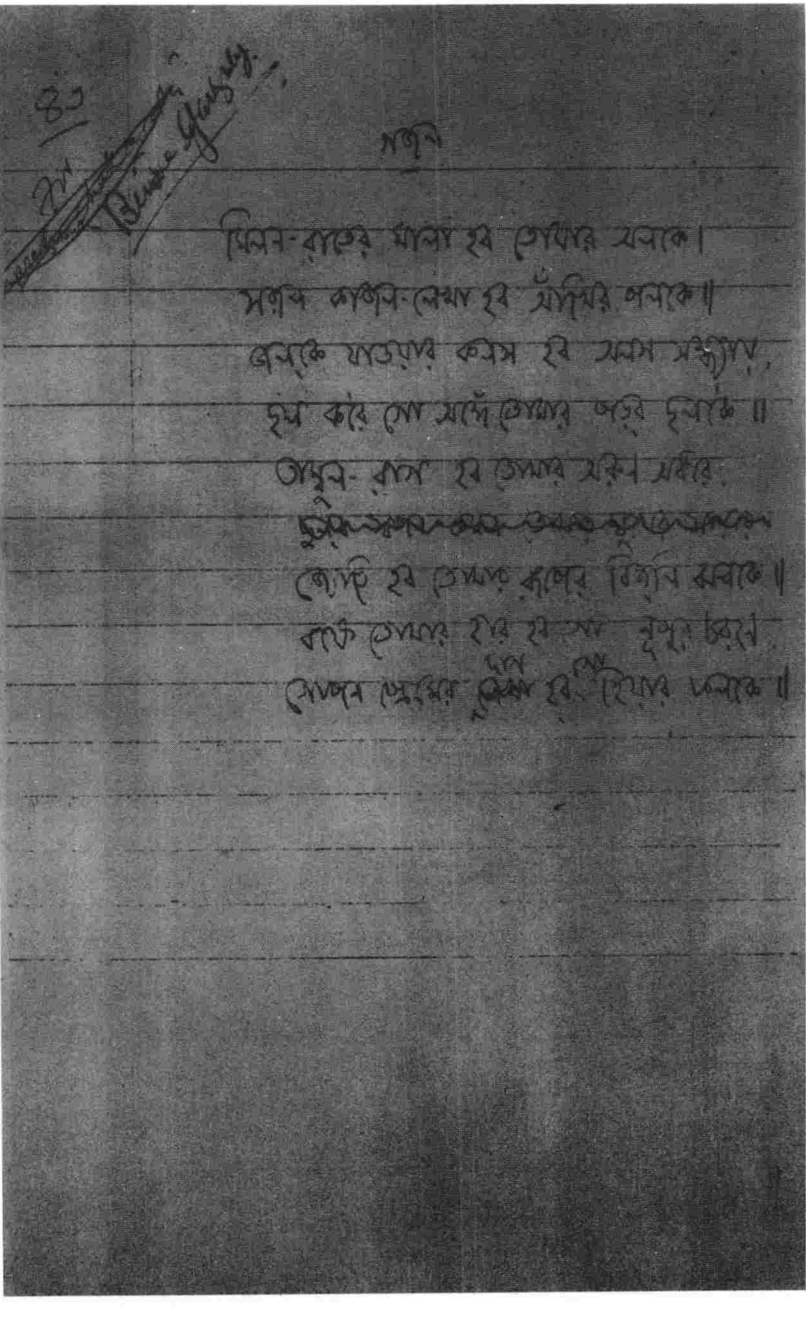
মাটীর [illegible] বিরার ফুল-দানীতে
হবে কি তোর ঠাঁই?
আদর কে আর করবে তোরে
বসন্ত আর নাই।
গোলক-চাঁপা ঝুঁকিস্ কারে
কোন্ গোলোকের দেবতারে?
সেই দেবতা নাই রে হেথা
শূন্য আজি গোকুল।



মান্দ মিশ্র-কাফি

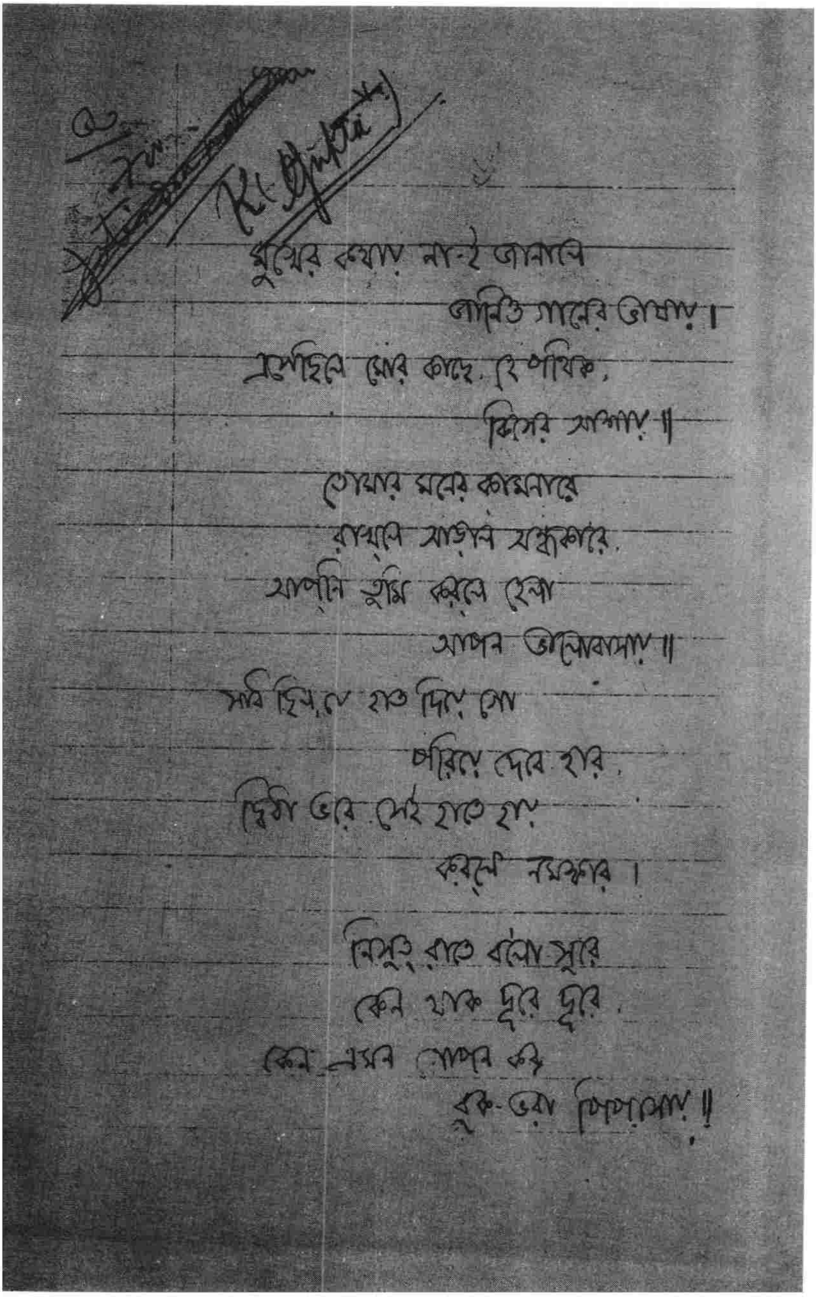
মিলন-রাতের মালা হব তোমার অলকে।
সজল কাজল-লেখা হব আঁখির পলকে॥
চলকে যাওয়ার কলস হব অলস সন্ধ্যায়,
হাসি হয়ে বঁধু ফুটে যাব ঝলকে॥
গলায় তোমার হার হব গো, নূপুর চরণে,
গোপন প্রেমের দাগ হব ঐ হিয়ার ফলকে॥

তাম্বুল-রাগ হব তোমার চিকন অধরে,
দুলবে স্বপন-কমল হয়ে ঘুমের সায়রে।
জ্যোতি হব তোমার চোখের বিজলি-ঝলকে॥

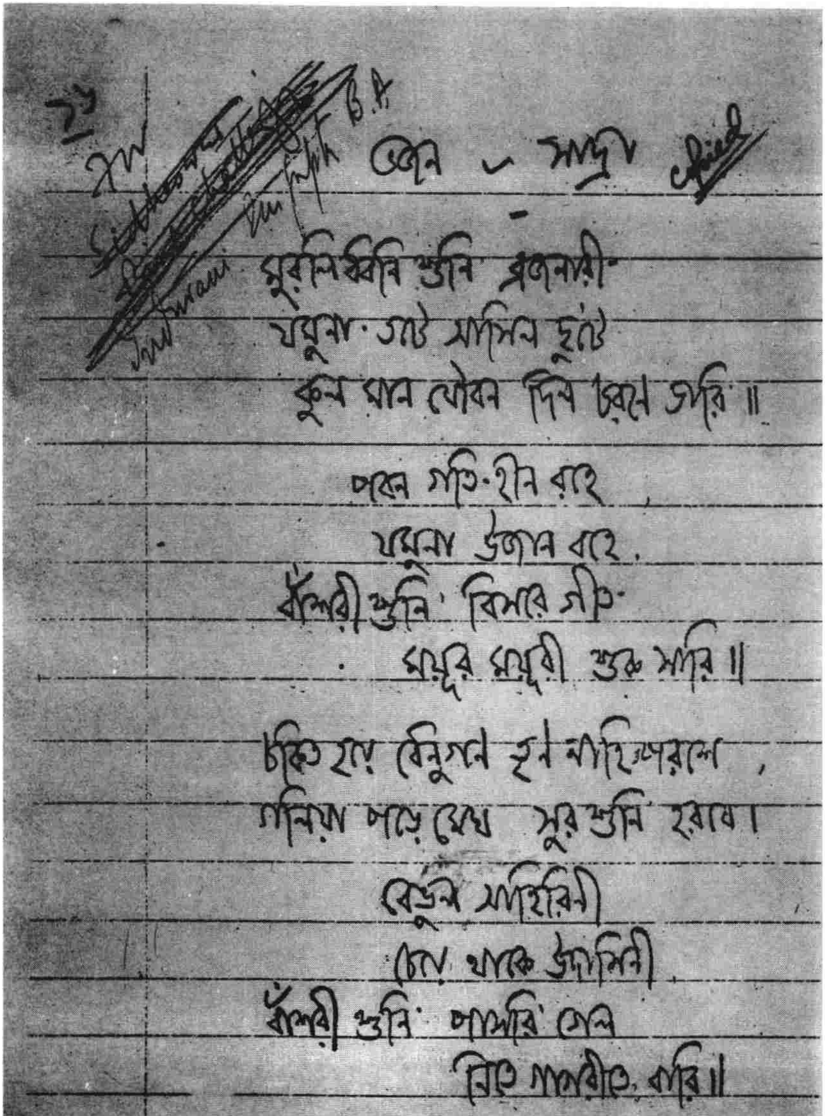


গজল

মিলন-রাতের মালা হব তোমার অলকে।
সলাজ কাজল-লেখা হব আঁখির পলকে॥
[illegible] [illegible] কুসুম হব মলয় সন্ধ্যায়,
[illegible] করে গো যাবে তোমার অধর [illegible] ॥
[illegible] হব তোমার [illegible] [illegible]
[illegible] হব তোমার কানের ঝিলিমিল ঝলকে ॥
কণ্ঠে তোমার হার হব আর নূপুর চরণে,
সেদিন প্রেমের [illegible] হব হিয়ার পলকে ॥



মুখের কথায় না-ই জানালে
জানিও গানের ভাষায়।
এসেছিলে মোর কাছে হে পথিক,
কিসের আশায়॥
তোমার মনের কামনারে
রাখলে আড়াল অন্ধকারে
আপনি তুমি করলে হেলা
আপন ভালোবাসায়॥
সবি ছিল, যে হাত দিয়ে সে
পরিয়ে দেবে হার
দ্বিধা ভরে সেই হাতে হায়
করলে নমস্কার।
নিশুত রাতে বলো সুরে
কেন থাক দূরে দূরে
কেন এমন গোপন কর
বুক-ভরা পিপাসায়॥



ভজন — সাদ্রা

মুরলি ধ্বনি শুনি ব্রজনারী
যমুনা তটে আসিল ছুটে
কুল মান যৌবন দিল চরণে ডারি ॥

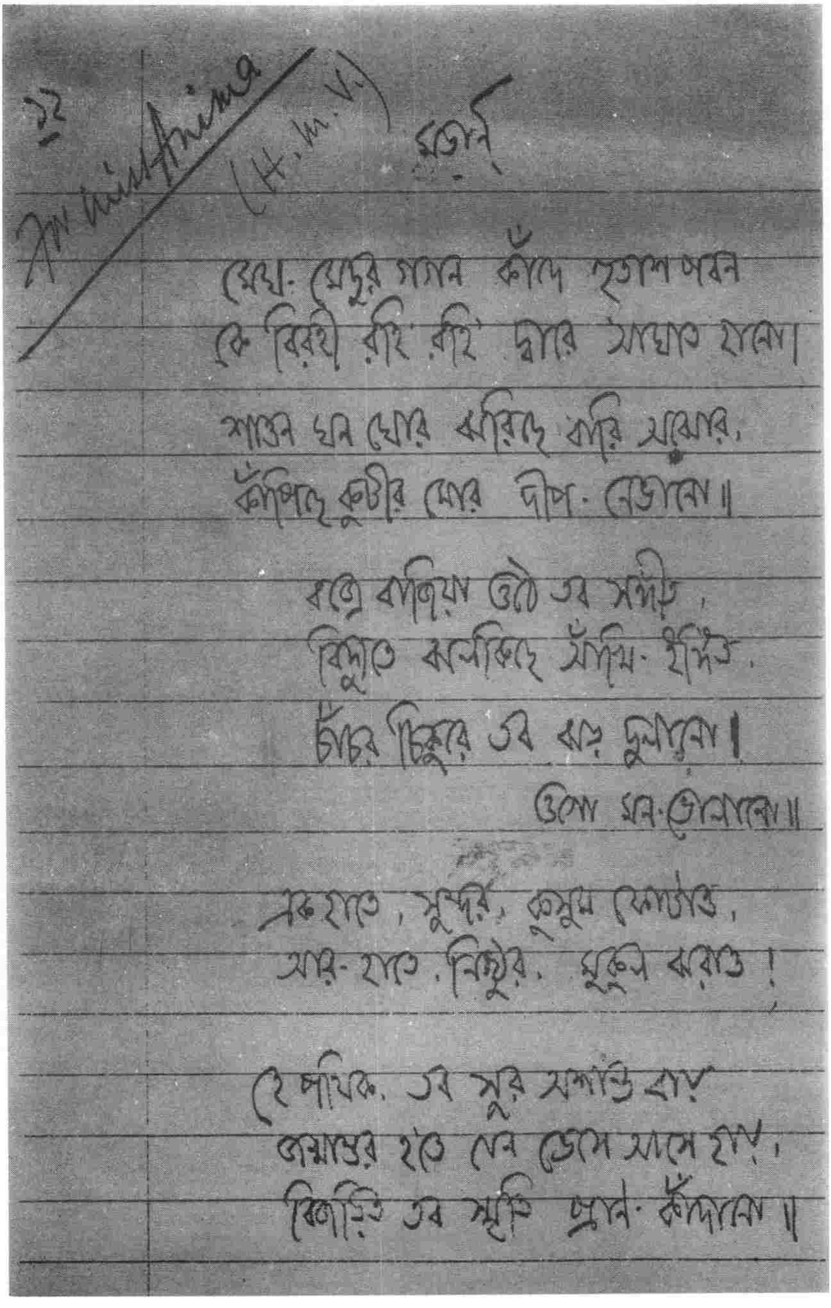
পবন গতি-হীন রহে,
যমুনা উজান বহে,
বাঁশরী শুনি বিসরে গীতি
ময়ূর ময়ূরী শুক সারি ॥

চকিত হয়ে ধেনুগণ তৃণ নাহি খেরলে,
গনিয়া পায়ে মেঘ সুর শুনি হরষে।
বেদুঈন সাহারিনী
চেয়ে থাকে উদাসিনী
বাঁশরী শুনি পাসরি গেল
নিতে গাগরীতে বারি ॥

কোরাস

Chitta + Amaresh + Shefali Basu 25

মৃতের দেশে নেমে এল মাতৃনামের গঙ্গাধারা।
আয় রে, নেয়ে শুদ্ধ হবি সন্তাপে মলিন যারা॥
আয় আশাহীন ভাগ্য-হত
শক্তি-বিহীন সন্তপ্ত,
আয় রে সবাই আয়!
আয় এই অমৃতে উঠবি বেঁচে জীবন্মৃত সর্বহারা॥
ওরে এই শক্তির গঙ্গা-স্রোতে
শুনেছ সবাই এই সে দেশে
মৃত সগর-বংশ বেঁচে উঠেছিল
এক নিমেষে।
এই গঙ্গোত্রীর তরঙ্গ লেগে
মহা-ভারত উঠল জেগে,
এই পুণ্য-স্রোতেই ভেসেছিল
ভেদ বিভেদের নষ্ট রেখা॥



১২

(H.M.V.)

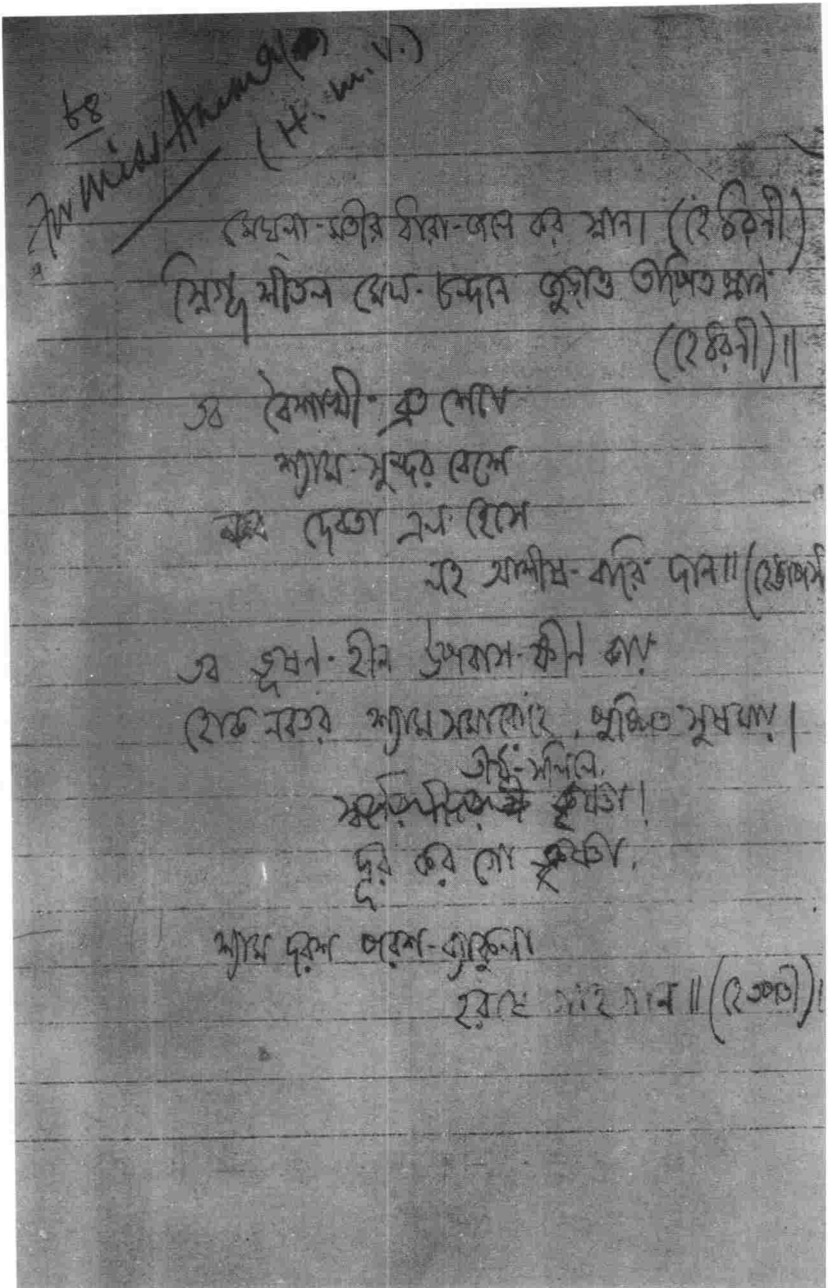
মডার্ন

মেঘ-মেদুর গগন কাঁদে হুতাশ পবন
কে বিরহী রহি' রহি' দ্বারে আঘাত হানো।
শাওন ঘন ঘোর ঝরিছে ঝরি অঝোর,
কাঁপিছে কুটীর মোর দীপ-নেভানো॥

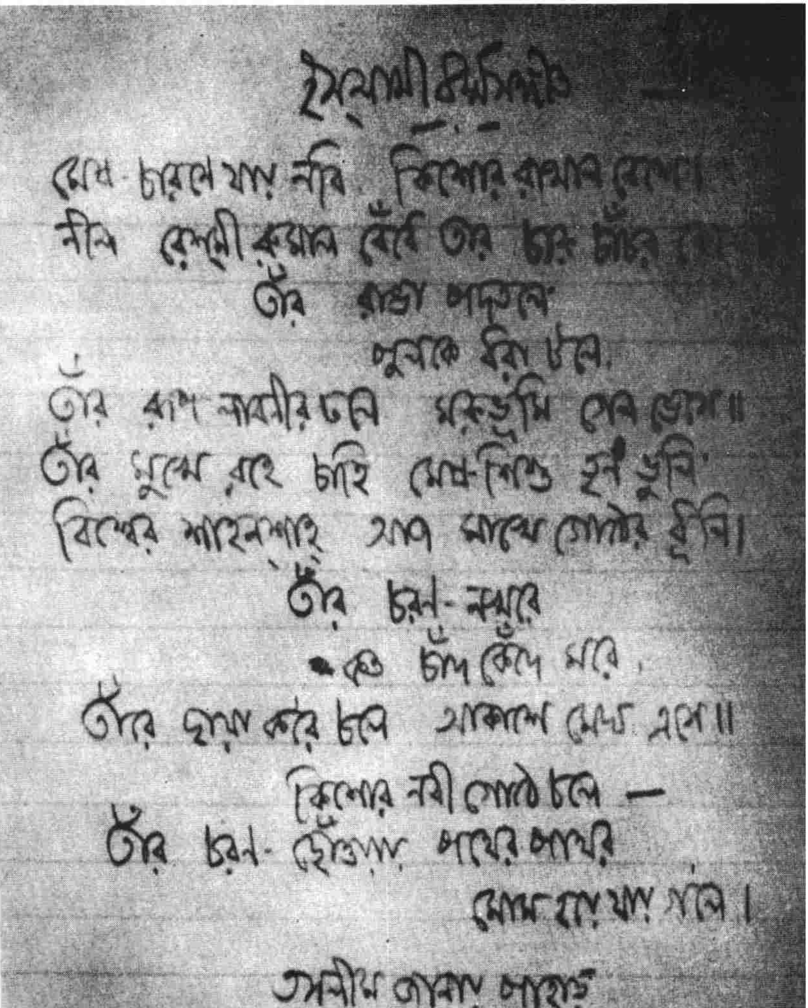
বজ্রে বাজিয়া ওঠে তব সঙ্গীত,
বিদ্যুতে ঝলকিছে আঁখি-ইঙ্গিত,
চাঁচর চিকুরে তব ঝড় দুলানো।
ওগো মন-ভোলানো॥

এক হাতে, সুন্দর, কুসুম ফোটাও,
আর-হাতে নিঠুর, মুকুল ঝরাও!

হে পথিক, তব সুর অশান্ত-বায়
জন্মান্তর হতে যেন ভেসে আসে হায়,
বিজড়িত তব স্মৃতি প্রাণ-কাঁদানো॥

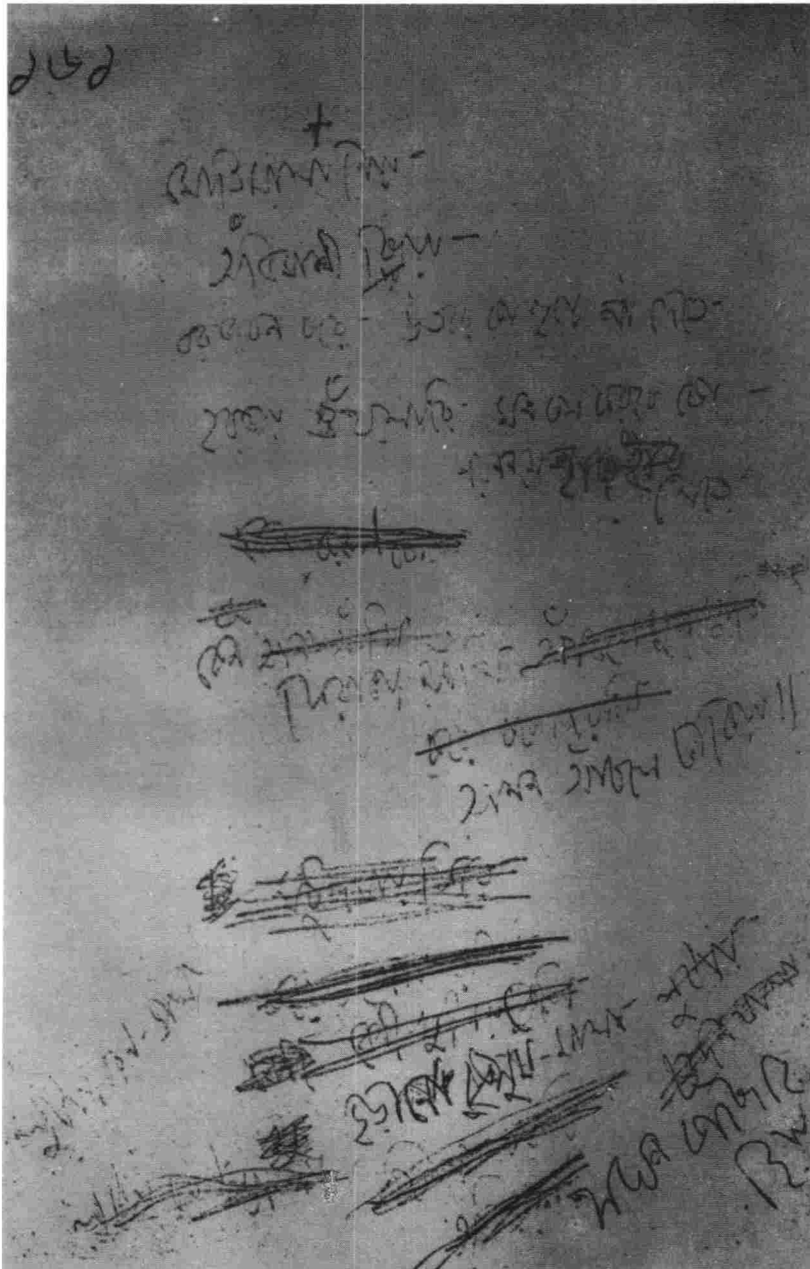


মেঘলা-মতীর ধারা-জলে কর স্নান। (হে ধরণী)
স্নিগ্ধ শীতল মেঘ-চন্দনে জুড়াও তাপিত প্রাণ
(হে ধরণী)॥
তব বৈশাখী-রুদ্র শেষে
শ্যাম-সুন্দর বেশে
দেবতা এল হেসে
সহ আশীষ-বারি দান॥ (হে ধরণী)
তব যৌবন-হীন উপবাস-ক্ষীণ কায়
হোক নবতর শ্যাম সমারোহে, পুলকিত সুধায়।
তীর্থ-সলিলে
[illegible] ধারা।
দূর কর গো [illegible],
শ্যাম দরশ পরশ-আকুলী।
[illegible]॥ (হে ধরণী)॥



ইসলামী ধর্মসঙ্গীত

মেষ-চারণে যায় নবি কিশোর রাখাল বেশে।
নীল রেশমী রুমাল বেঁধে তার চারু চাঁচর কেশে॥
তাঁর রাঙা পদতলে
পুলকে ধরা টলে,
তাঁর রূপ-লাবনীর তলে মরুভূমি গেল ভেসে॥
তাঁর মুখে রহে চাহি মেষ-শিশু তৃণ ভুলি,
বিশ্বের শাহানশাহ্ আজ মাঠে গোঠের দুলি।
তাঁর চরণ-নখরে
ঐ চাঁদ কেঁদে মরে,
তাঁরে ছায়া করে চলে আকাশে মেঘ এসে॥
কিশোর নবী গোঠে চলে —
তাঁর চরণ-ছোঁওয়ায় পাথর পাথর
মোম হয়ে যায় গলে।
অসীম জানায় পাহাড়
চরণে ঝুঁকে তাঁহার,
নারঙ্গী আঙ্গুর খর্জুর আয় নজরানা দেয় হেসে।



১২৮

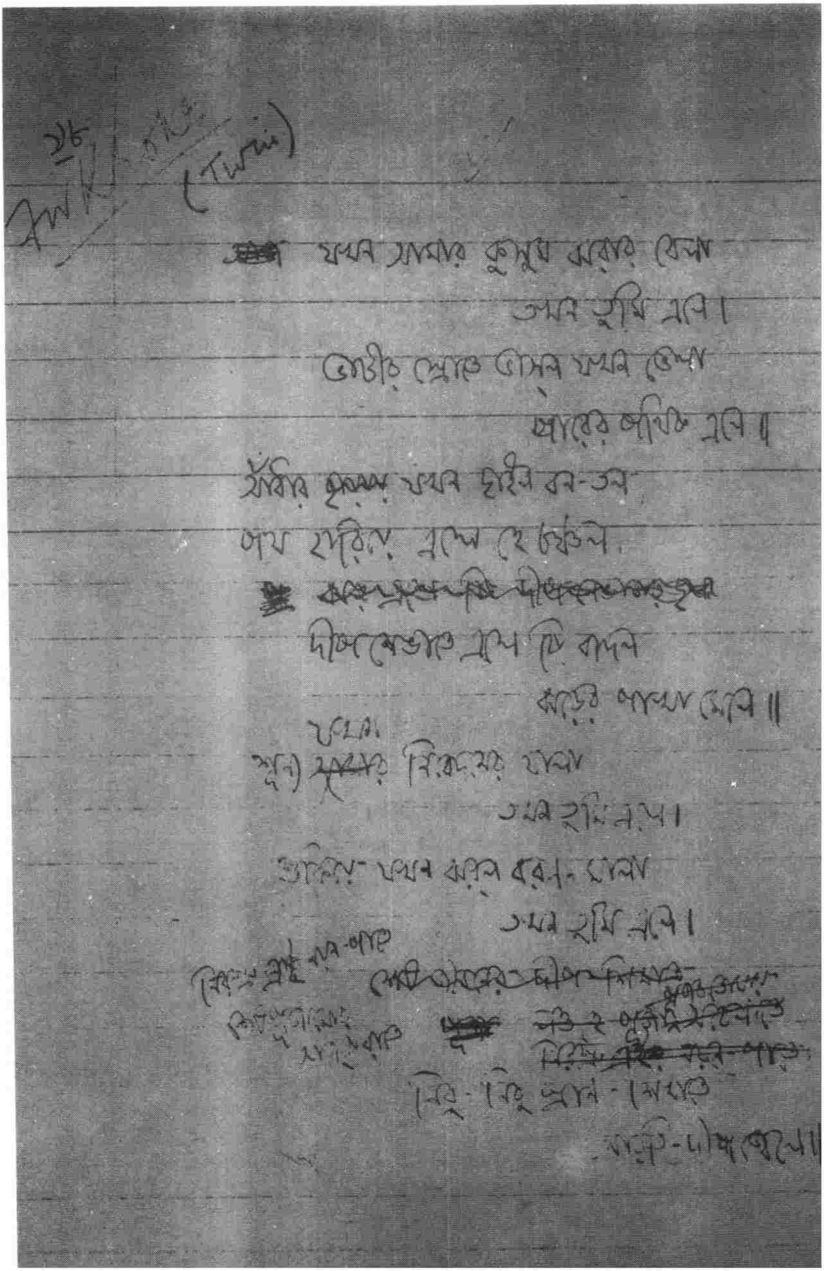
কীর্তন

মোর নন্দ-কুমার বিনে সই
নাহি ব্রজে আনন্দ আর।
আজি বৃন্দাবন অন্ধকার।
যমুনার জল দ্বিগুণ বেড়েছে ঝরি গোকুলের অশ্রুবারি।
(আজি সে)
শীতল জানিয়া মেঘ-বরন শ্যামের শরণ লইয়া সই
তৃষিত চাতকী জ্বলে মরি সখি বিরহ-দাহনে জ্বলি সই
শীতল মেঘে অশনি থাকে
কে জানিত সখি সজল কাজল শীতল মেঘে অশনি থাকে।
(সখি সে)
ব্রজে বাজেনাকো বেনু আর চরেনা ধেনু;
আর পড়েনা গোকুলে শ্যাম চরণ রেনু।
তার ফেলে-যাওয়া বাঁশী নিয়ে শ্রীদাম সুদাম
হায় মথুরার পথে আর কাঁদে অবিরাম।
হায় উড়ে গেছে শুক সারি, কৃষ্ণের নাম
আর শুনিনাকো, চল সখি যথা মোর শ্যাম।

৩০
Harimati

কীর্তন

মোরে সেইরূপে দেখা দাও হরি,
তুমি ব্রজের বালারে রাইকিশোরীরে
ভুলাইলে যে রূপ ধরি॥
হরি বাজায়ে বাঁশরী সেই সাথে
সে বাঁশী শুনিয়া ধেনু ছোটে যে
উজান বাহিত যমুনাতে।
যে নূপুর শুনে ময়ূর নাচিত, এস হে সেই
নূপুর পরি॥
নন্দ-যশোদা-কোলে গোপাল
যে রূপে খেলিত ক্ষীর ননী খেয়ে
এস সেইরূপে ব্রজ-দুলাল।
যে পীত বসনে কদম তলায় নাচিতে, এসো সে বেশ পরি॥
কংসে বধিলে যে রূপে শ্যাম
কুরুক্ষেত্রে হইলে সারথি এসো সেইরূপে
এ বিপদে,
যে রূপে গাহিলে গীতা নারায়ণ,
এস সে বিরাট রূপ ধরি॥



যখন আমার কুসুম ঝরার বেলা
তখন তুমি এলে।
ভাটীর স্রোতে ভাসল যখন ভেলা
জোয়ার জাগিয়ে এলে॥
ঝরিয়া কুসুম যখন ছাইল বন-তল
পথ হারিয়ে এলে হে চঞ্চল
দীপ নেভাতে এসে কি বাদল
ঝড়ের পাখা মেলে॥

৪ ॥

Sm. Kamala Debi
H. M. V.

কীর্তন

যা সখি যা তোর গোকুলে ফিরে।
যে পথে শ্যামরায় চলে গেছে মথুরায়
কাঁদিতে দে মোয় সেই পথ-ধূলিরে॥
এ ত ধূলি নয় ধূলি নয়
হরি-চরণ-চিহ্ন-মাখা এ যে হরি-চন্দন
ধূলি নয় ধূলি নয়।
আমি এই ধূলি মাখিয়া
হব পাগলিনী, ফিরিব শ্যাম শ্যাম ডাকিয়া,
হব যোগিনী এই ধূলি-তিলক আঁকিয়া।
শুনিয়াছি দূতীমুখে প্রিয়তম আছে সুখে
সেই মোর পরম প্রসাদ।
ভুলিয়া এ রাধিকায় সে যদি সুখ পায়
তবে সে সুখে সাধিব না বাদ।
আমার দীর্ঘশ্বাসে উৎসব-বাতি তার যদি নিভে যায়,
তাই ভেবে ললিতা (লো আমি) রব ধূলি-দলিতা
যাবনা লো তার মথুরায়।
আমি মথুরায় যাবনা.
মন হারানো মানিক সখি আর ফিরে পাবনা।
হারানো মানিক সখি তবু ফিরে লোকে পায়

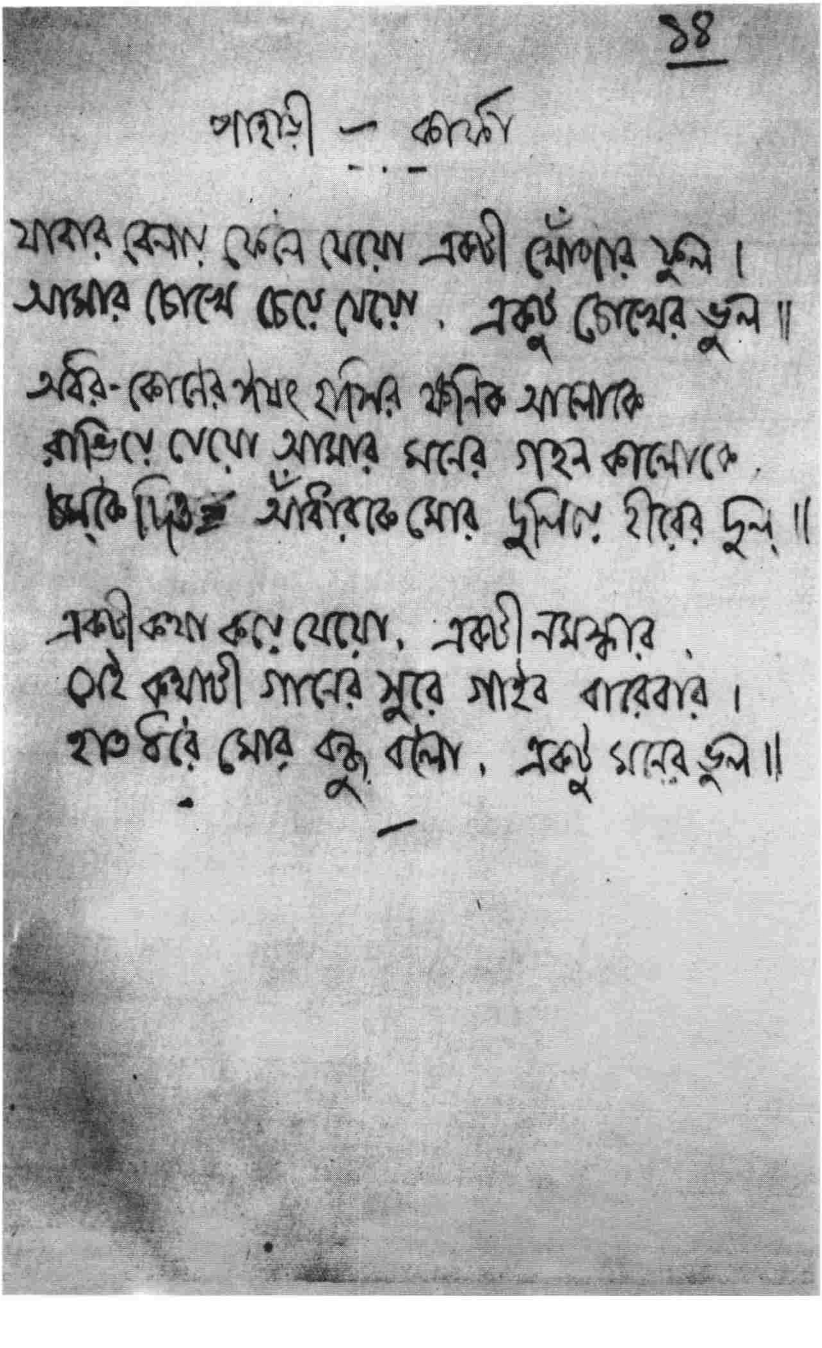
※ সে চিরতরে হারায়.
হৃদয় যে হারায় সে চিরতরে হারায়।
প্রেম যে হারায় সে চিরতরে হারায়॥

ডুয়েট

পু॥ যাও হেলে দুলে এলোচুলে কে গো বিদেশিনী।
কাহার আশে — কাহার অনুরাগিণী॥
স্ত্রী॥ আমি কনক-চাঁপার দেশের মেয়ে
এনু ঊষার রঙের গাঙে নেয়ে,
আমি মল্লিকা সে পল্লীবাসিনী॥

পু॥ চিনি চিনি ঐ চুড়ি কাঁকনের রিনিঝিনি
তুমি ভোর বেলা দাও স্বপনে দেখা।
স্ত্রী॥ তোমার রঙে, কবি আঁক আমার ছবি
তুমি দেবতা রবি আমি তব পূজারিণী॥

পু॥ এস পরীর দুলালী আমার দেশে
যথা তারার সাথে চাঁদ গোপনে মেশে।
স্ত্রী॥ আলো আলোক-তরী আমি যাইব ভেসে।
উভয়॥ চল যাই পরীর ঝিলির কূলে
যথা বয় অনন্ত প্রেম-মন্দাকিনী॥



১৪

পাহাড়ী — কার্ফা

যাবার বেলায় ফেলে যেয়ো একটী খোঁপার ফুল।
আমার চোখে চেয়ে যেয়ো, একটু চোখের ভুল॥
অধর-কোনের শরৎ হাসির ঝিলিক আলোকে
রাঙিয়ে যেয়ো আমার মনের গহন কালোকে,
চমকে দিও আঁধারকে মোর দুলিয়ে হীরের দুল॥

একটী কথা কয়ে যেয়ো, একটী নমস্কার,
ঐ কথাটী গানের সুরে গাইব বারবার।
হাত ধরে মোর বন্ধু বলো, একটু মনের ভুল॥

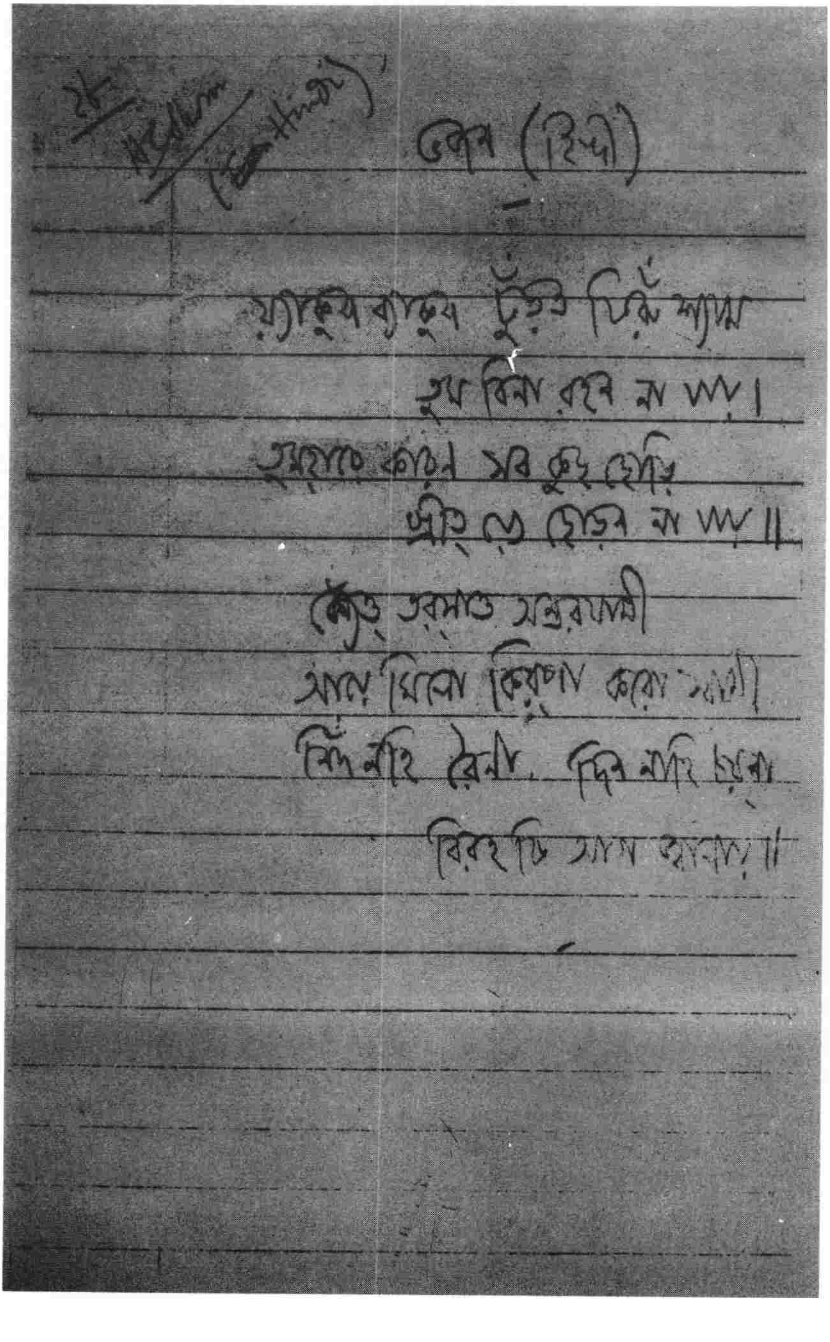
ইসলামী

যার হৃদয়ে আল্লার নাম সদাই জেগে রয়
আল্লার ঘর কাবা শরীফ তাহারই হৃদয় ॥

আল্লার নাম জিকির করে যে জন নিরালায়
নাই গেল সে হজে, রে ভাই মক্কা মদিনায়
ঘরে বসেই হয় সে হাজী, আউলিয়া সে হয় ॥

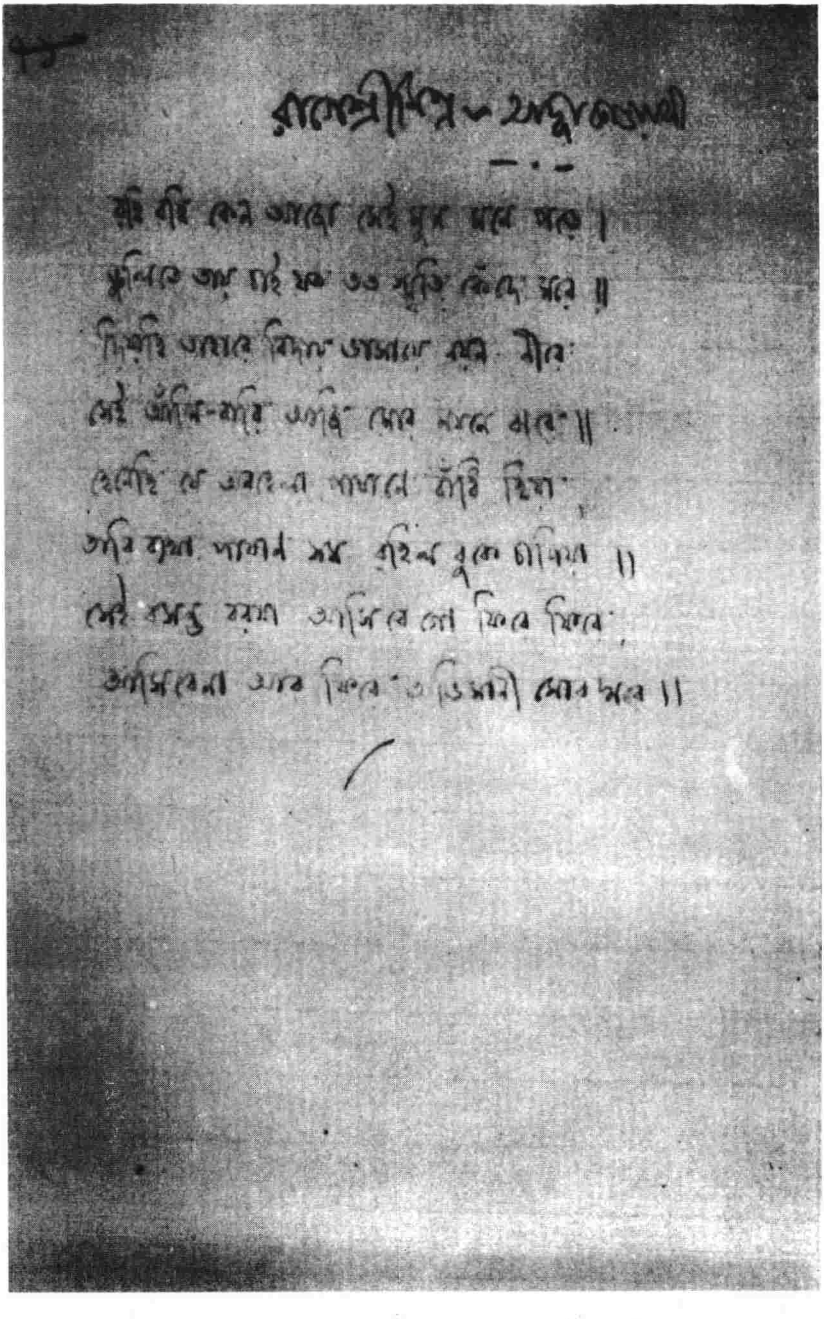
আপনাকে যে দিয়েছে ভাই খোদার নামে সঁপে
কাজের মাঝেও মনে মনে আল্লা আল্লা জপে
তাহার মতন সুখী রে ভাই ফেরেশতাও নয় ॥

(সে) যথায় বসে জিকির করে, সেই হয় মসজিদ,
(সে) যেখানে যায় সেইখানে ভাই আসে খুশির ঈদ,
বেহেশতের সে আশ রাখে না,
(তার) নাই দোজখের ভয় ॥


ভৈরবী (হিন্দী)

য়্যাকুল ব্যাকুল ঢুঁড়ত ফিরু শ্যাম
তুম বিনা রহে না যায়।
তুমহারে কারণ সব কুছ ছোড়ি
প্রীত সে ছোড়ন না যায়॥

আয়ে মিলো কিরপা করো স্বামী
নিঁদ নাহি রৈনা, দিন নাহি চৈনা



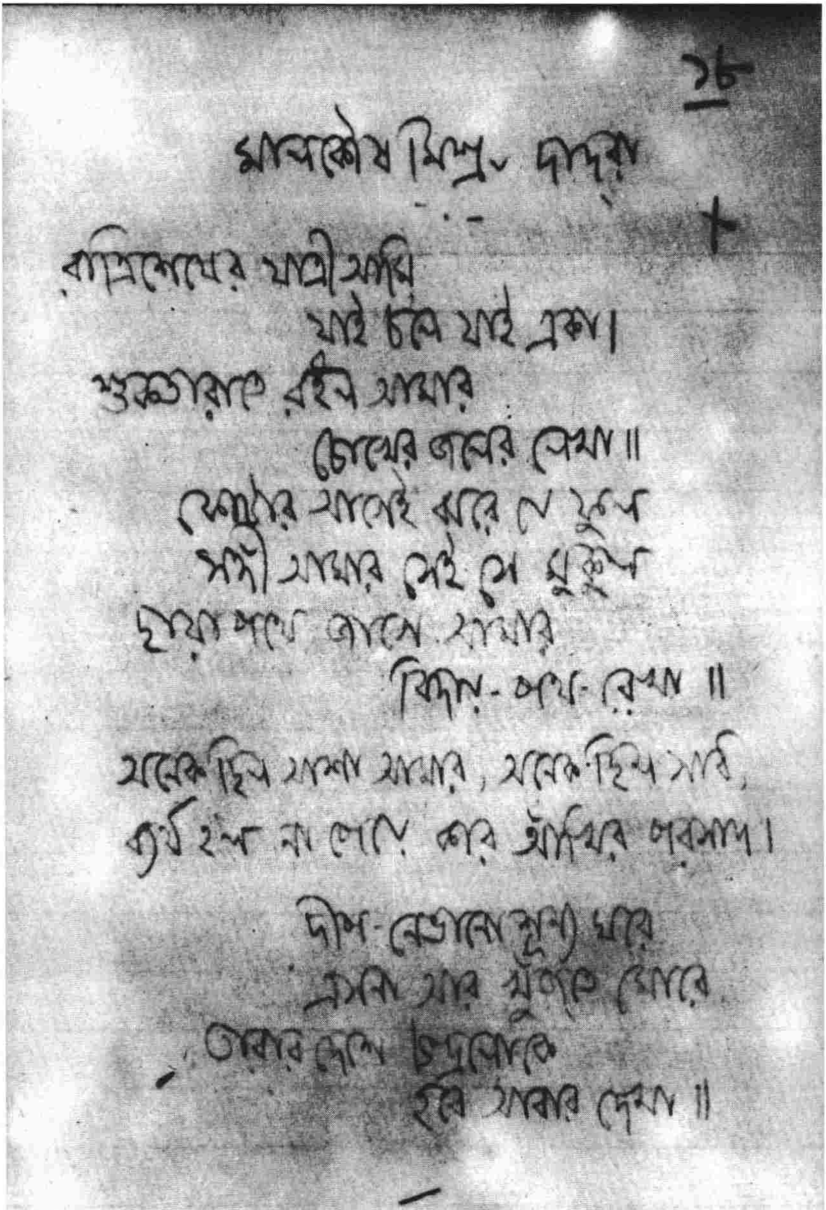
রাগেশ্রী মিশ্র — অদ্ধা কাওয়ালী

রহি রহি কেন আজো সেই মুখ মনে পড়ে।
ভুলিতে তায় চাই যত তত স্মৃতি কেঁদে মরে॥
দিয়েছি তাহারে বিদায় ভাসায়ে নয়ন-নীরে
সেই আঁখি-নীর আজি মোর নয়নে ঝরে॥
হেনেছি যে অবহেলা যাহারে কাঁটি দিয়া,
তারি ব্যথা পাষাণ সম রহিল বুকে চাপিয়া॥
সেই বসন্ত যবে আসিবে গো ফিরে ফিরে,
আসিবে না আর ফিরে অভিমানী মোর ঘরে॥

Radha Rani

নারায়ণী — মধ্য কাওয়ালী

রহি রহি কেন সেই মুখ পড়ে মনে।
ফিরায়ে দিয়াছি যারে অনাদরে অকারণে॥
উদাসী মেঘ দূরে
মন উড়ে যেতে চায় সুদূরে,
ঐ বনপথে সে ভিখারীর বেশে
করুণ তাকায়েছিল সকরুণ নয়নে॥
তার বুকে ছিল তৃষ্ণা, মোর হাতে ছিল বাঁশি,
পিয়াসী পথিক-জন জল চাইলো গো
চিনিতে নারিনু হায় জলদ নেহারি।
তার মঞ্জরির ফুল পথে দলিতে
হয়েছি, সেই ব্যথা নারি ভুলিতে,
অন্তরে যারে রাখিনু চিরদিন
অন্তর জুড়িয়া কেন কাঁদে সে গোপনে॥



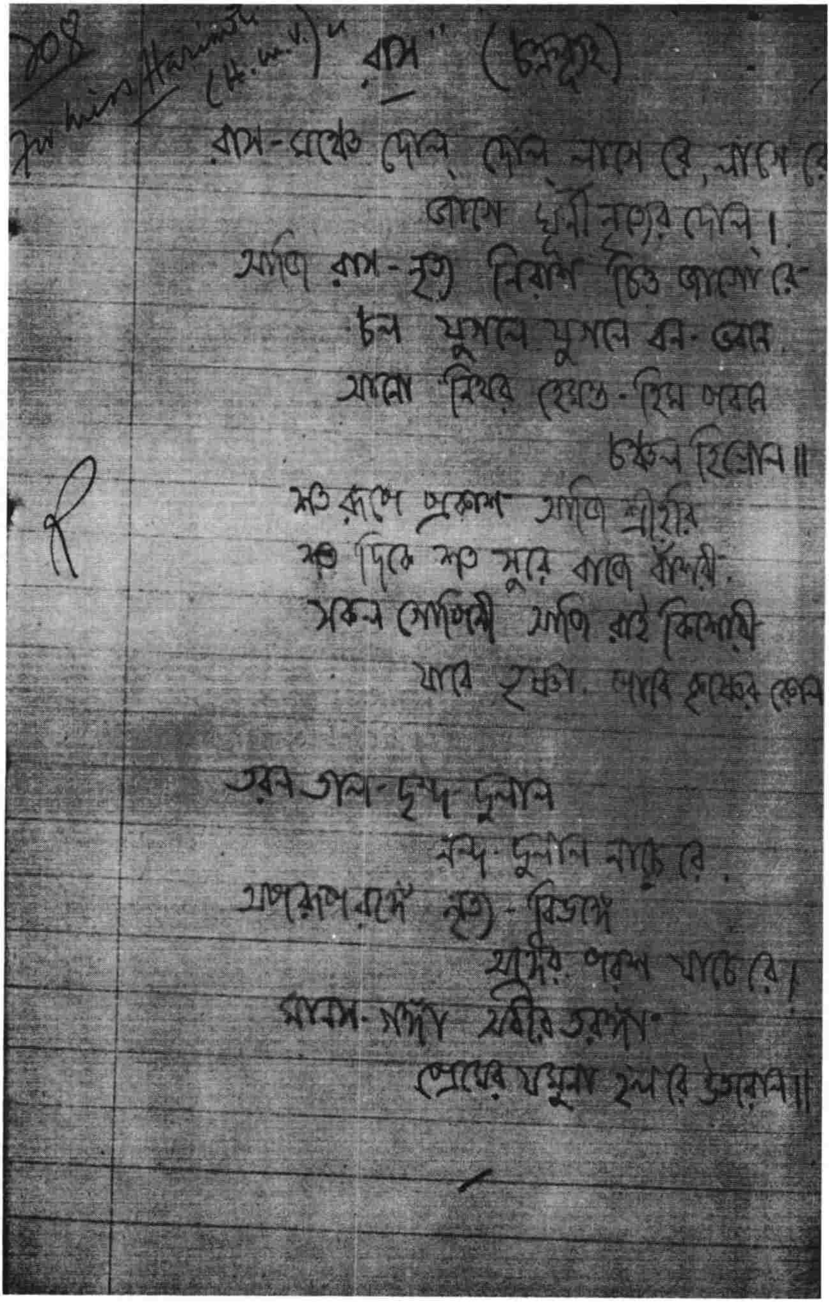
১৮

মালকোষ মিশ্র – দাদ্‌রা

রাত্রিশেষের যাত্রী আমি
যাই চলে যাই একা।
শুকতারাতে রইল আমার
চোখের জলের লেখা॥
ভোরের আগেই ঝরে যে ফুল
সঙ্গী আমার সেই সে মুকুল
ছায়াপথে জাগে আমার
বিদায়-পথ-রেখা॥

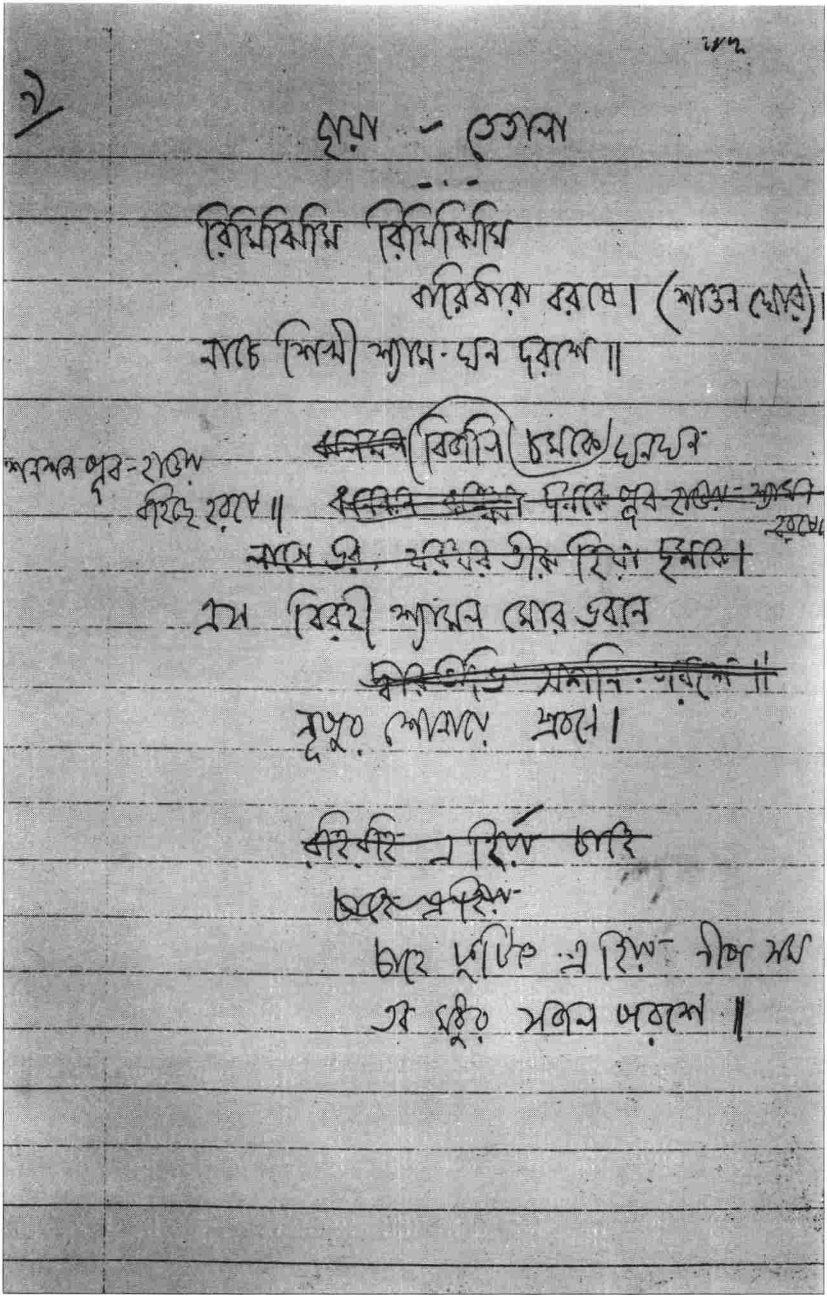
অনেক ছিল আশা আমার, অনেক ছিল সাধ,
ব্যর্থ হ'ল না পেয়ে কার আঁখির পরসাদ।

দীপ-নেভানো শূন্য ঘরে
এসো না আর খুঁজতে মোরে
তারার দেশে চন্দ্রলোকে
হবে আবার দেখা॥

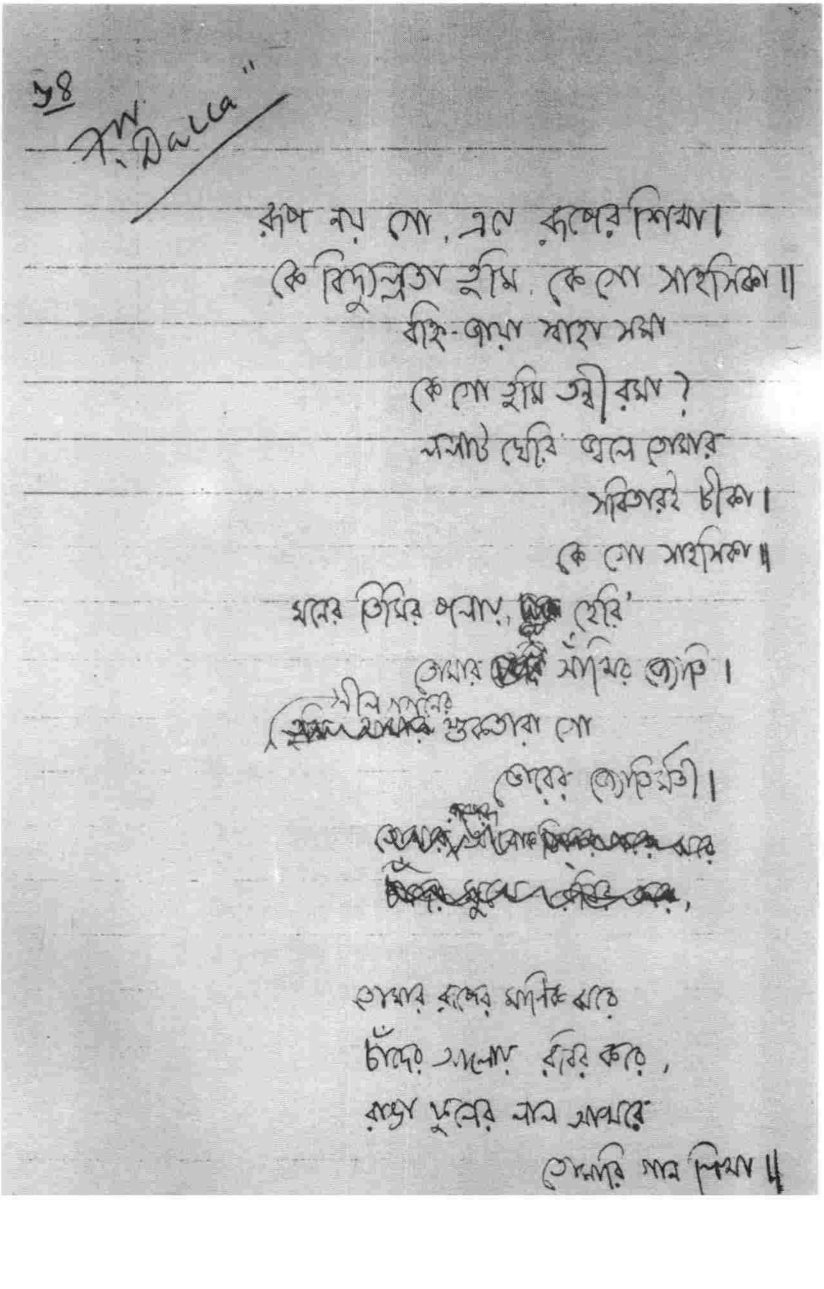


"রাস"

রাস-মঞ্চে দোল্ দোল্ লাগে রে, লাগে রে
জাগে ধরণী নৃত্যের দোল্।
আজি রাস-নৃত্য নিরখি চিত্তে জাগে রে
চল যুগলে যুগলে বন-ভবনে
আনো নিখিল হেমন্ত-হিম পবনে
চঞ্চল হিল্লোল॥
শত রূপে প্রকাশ আজি শ্রীহরির
শত দিকে শত সুরে বাজে বাঁশরী।
সকল গোপিনী আজি রাই কিশোরী
যারে ইচ্ছা লবে হৃদয়ের কোল
তরল তাল-ছন্দ দুলানি
নন্দ-দুলাল নাচে রে।
অপরূপ রঙ্গে নৃত্য-বিভঙ্গে
শ্রীমুখ পরশ যাচে রে।
মানস-গঙ্গা ঝরিছে তরঙ্গ
প্রেমের যমুনা হল রে উতরোল॥

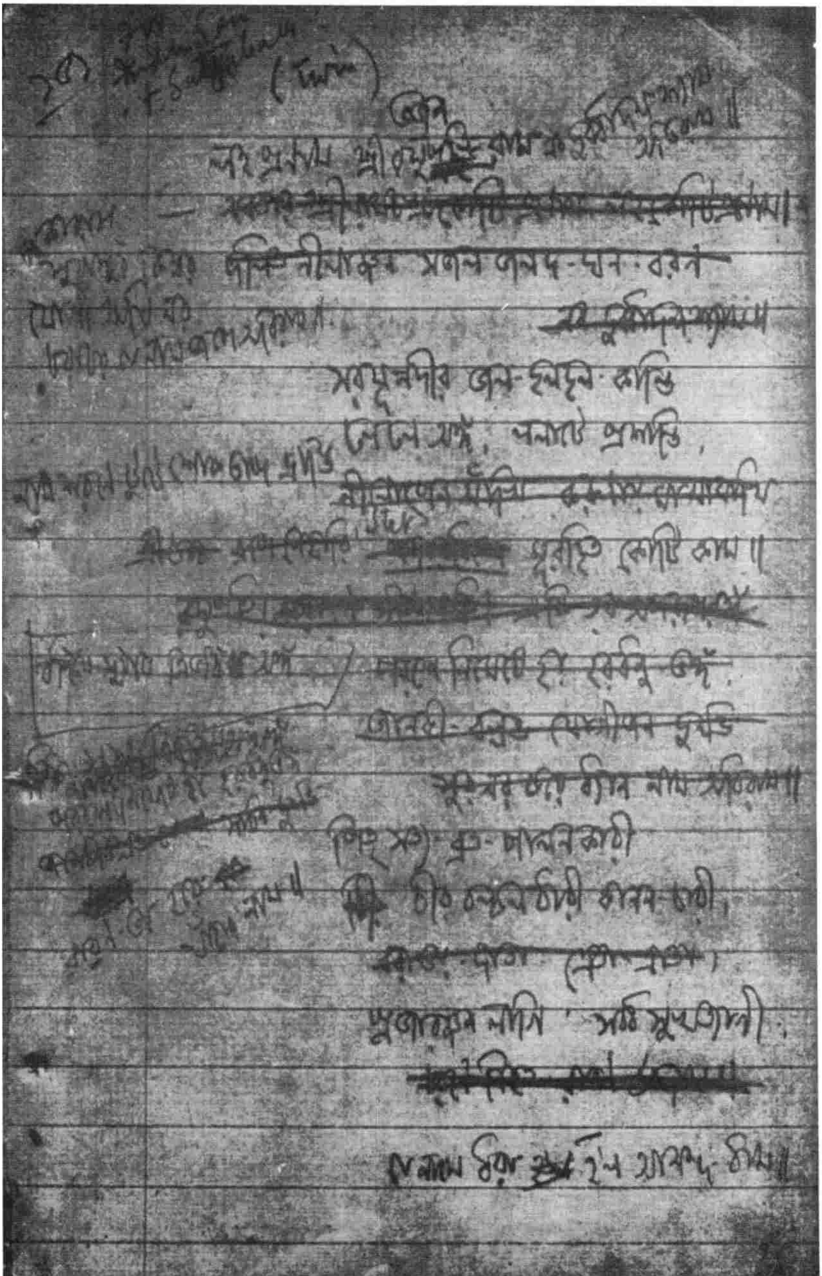

দুর্গা — তেতালা

রিমিঝিমি রিমিঝিমি
ঝরিঝরিয়া বরষে। (শাওন ঘোর)।
নাচে শিখী শ্যাম-ঘন দরশে॥
বিজলি চমকে ঘনঘন
শনশন পূব-হাওয়া বহিছে হরষে॥
এস বিরহী শ্যামল মোর ভবনে
নূপুর শোনাবে শ্রবণে।
চাহে দুটি ... হিয়া নীল নভ
ওর মুখুর সজল পরশে॥



রূপ নয় গো, এযে রূপের শিখা।
কে বিদ্যুল্লতা তুমি, কে গো সাহসিকা।।
বহ্নি-জায়া স্বাহা সমা
কে গো তুমি তন্বী রমা ?
ললাট ঘেরি' জ্বলে তোমার
সবিতারই টীকা।
কে গো সাহসিকা।।
মনের তিমির পলায়, হেরি'
তোমার আঁখির জ্যোতি।
নীল গগনের ধ্রুবতারা গো
ভোরের জ্যোতির্মতী।

তোমার রূপের মানিক মাঝে
চাঁদের আলো রবির করে,
রাঙা ফুলের লাল আখরে
তোমারি নাম লিখা।।



লহ প্রণাম শ্রীরঘুপতি রাম

সরযূনদীর জল-ছলছল কান্তি

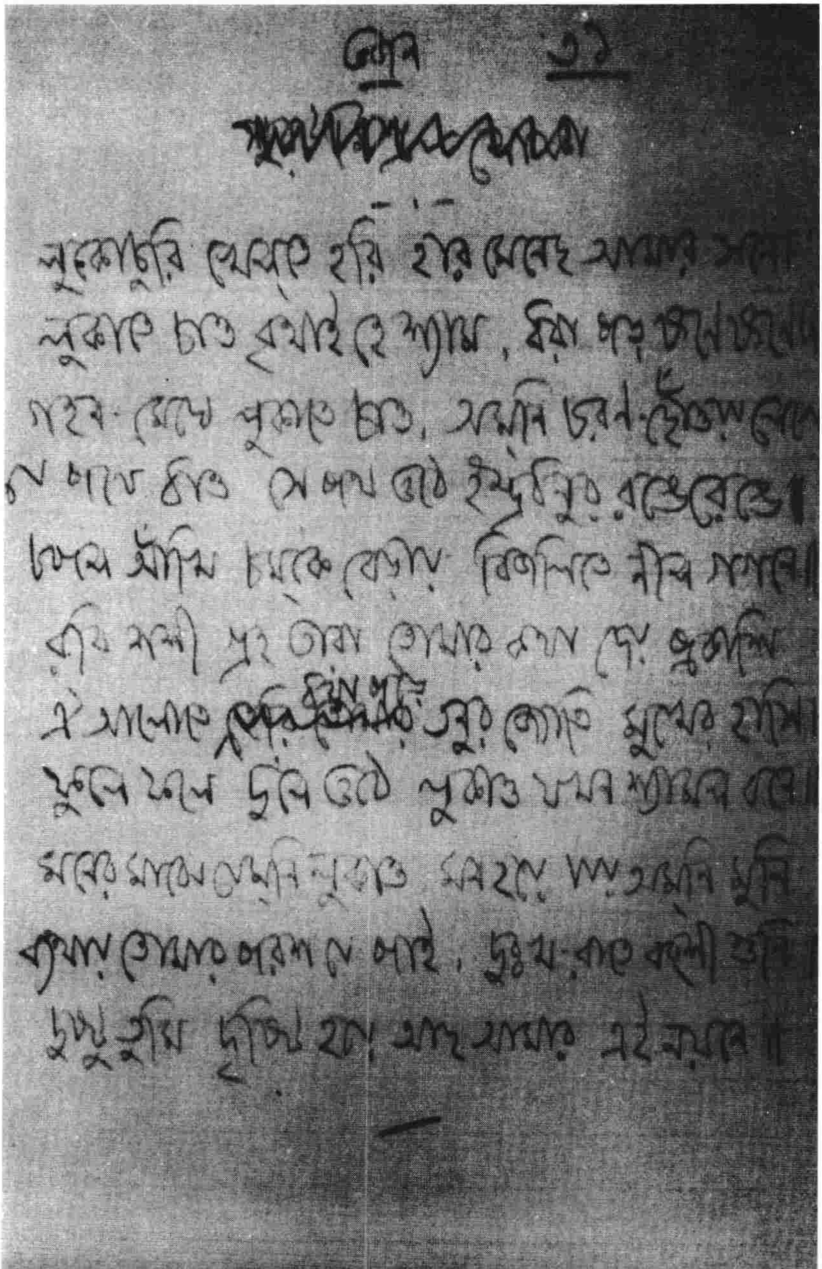
মিলে যায়, ললাটে প্রশান্তি,

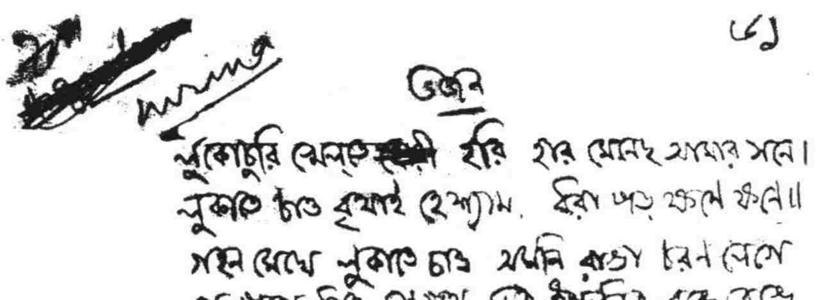
সুরারি কোটি কাম ॥

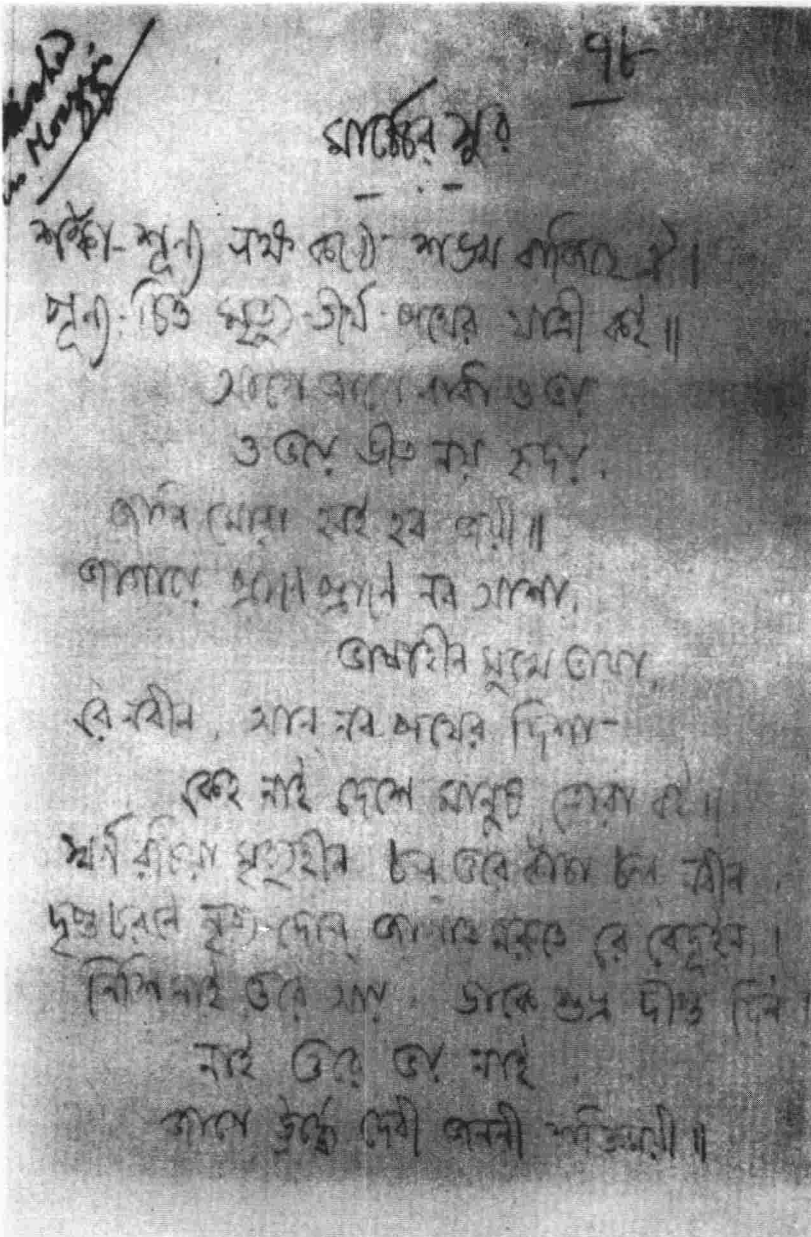
শিব সম ব্রত-পালনকারী

সুজাবনে লসি অতি সুখকারী

নাম হিয়া হল আনন্দ-ধাম ॥


লুকোচুরি খেলতে হরি হার মেনেছ আমার সনে

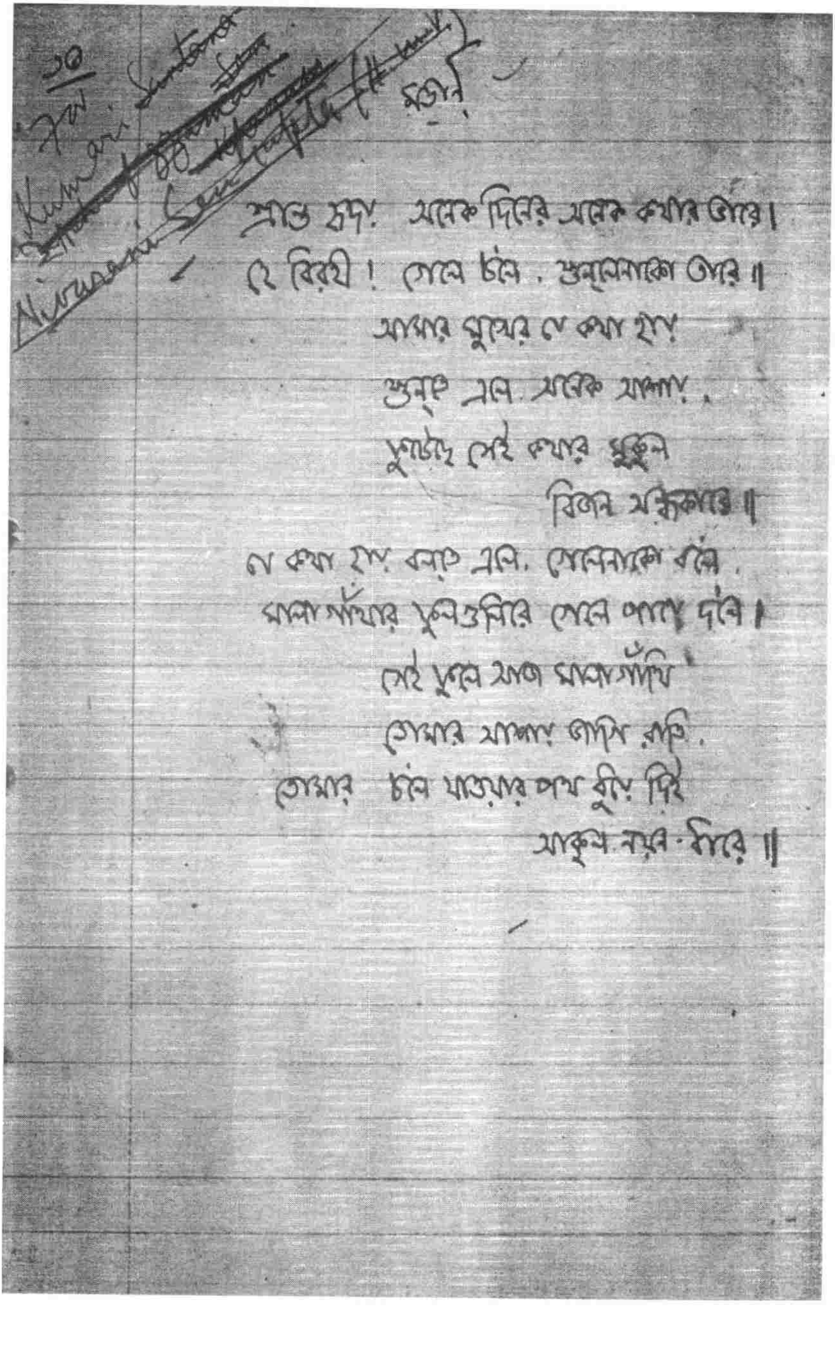

৫৬
ভজন
লুকোচুরি খেলতে হরি হার মেনেছ আমার সনে।
লুকাতে চাও বৃথাই হে শ্যাম, ধরা পড় ক্ষণে ক্ষণে॥
গহন মেঘে লুকাতে চাও অমনি রাঙা চরণ লেগে
যে পথে যাও সে পথ ওঠে ইন্দ্রধনুর রঙে রেঙে,
চপল
হাসি চমকে বেড়ায় বিজলীতে নীল গগনে॥
রবি শশী গ্রহতারা তোমার কথা দেয় প্রকাশ,
ঐ হেরি তোমার স্নিগ্ধ জ্যোতি মুখের হাসি,
হাজার কুসুম ফুটে ওঠে লুকাও যখন শ্যামল বনে॥
মনের মাঝে যেমনি লুকাও ধ্যানে পায় অমনি মুনি,
কোথায় তোমার চরণ থেকে যায়, ঝড়ের রাতে বাঁশী শুনি।
চক্ষু তুমি দৃষ্টি হয়ে আছ আমার এই নয়নে॥

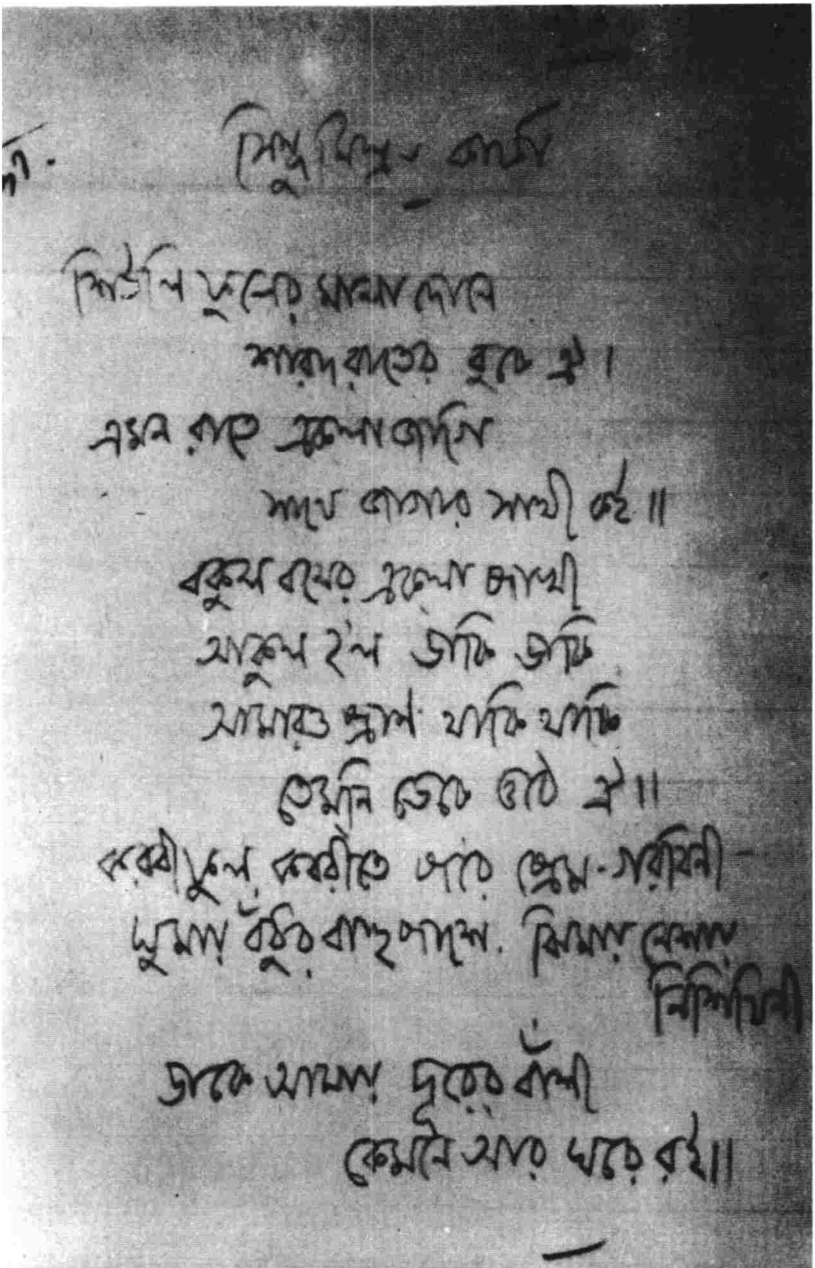


৭৮

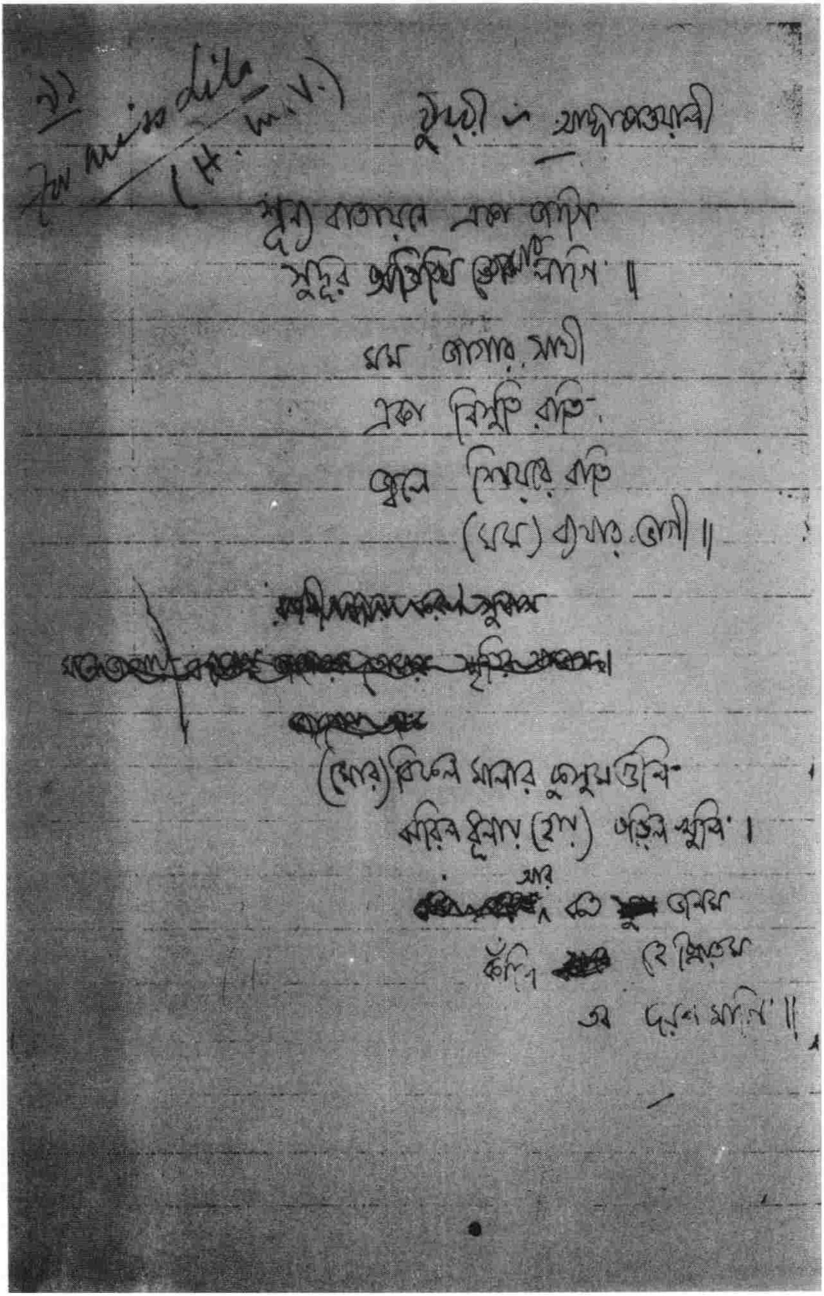
মার্চের সুর

শঙ্কা-শূন্য লক্ষ কণ্ঠে শঙ্খ বাজিছে ঐ।
পূন্য-চিত্ত মৃত্যু-তীর্থ পথের যাত্রী কই॥
সংঘে সংঘে শক্তি ও জয়
ও ভয় ভীত নয় হৃদয়,
জীবন মোরা হবই হব জয়ী॥
জাগায়ে প্রাণে প্রাণে নব আশা,
ভাষাহীন মুখে ভাষা,
রে নবীন, আন নব পথের দিশা—
কেহ নাই দেশে মানুষ তোরা বই॥
স্বর্গ রচিয়া মৃত্যুহীন চল ওরে বীর চল নবীন,
দৃপ্ত চরণে নৃত্য-দোলে জাগাও মরুতে রে বেদুইন।
নিশি নাই ওরে আয়, ডাকে শুভ্র দীপ্ত দিন।
নাই ওরে ভয় নাই,
জাগে ঊর্দ্ধে দেবী জননী শক্তিময়ী॥


শ্রান্ত হৃদয় অনেক দিনের অনেক কথার ভারে।
হে বিরহী! গেলে চলে, শুনলে নাকো তারে॥
আমার বুকের যে কথা হায়
শুনতে এলে অনেক বেলায়,
ফুটেছে সেই কথার মুকুল
বিজন মল্লিকারে॥
যে কথা হায় বলতে এলে, গেলে নাকো বলে,
মালা গাঁথার ফুলগুলিরে গেলে পায়ে দলে।
সেই ফুলে আজ মালা গাঁথি
তোমার আশায় জাগি রাতি,
তোমার চলে যাওয়ার পথ ধুয়ে দিই
আকুল নয়ন-নীরে॥


সিন্ধু-মিশ্র – কার্ফা

শিউলি ফুলের মালা দোলে
শারদ রাতের বুকে ঐ।
এমন রাতে একলা জাগি
সাথে জাগার সাথী কই॥
বকুল বনের মুকুল শাখী
আকুল হ'ল ডাকি ডাকি
আমারও প্রাণ থাকি থাকি
তেমনি জেগে ওঠে ঐ॥
করবী ফুল কবরীতে পরে প্রেম-গরবিনী
ঘুমায় কুঁড়ি বাহু-পাশে, ঝিমায় নেশায় নিশীথিনী
ডাকে আমায় দূরের বাঁশী
কেমনে আর ঘরে রই॥

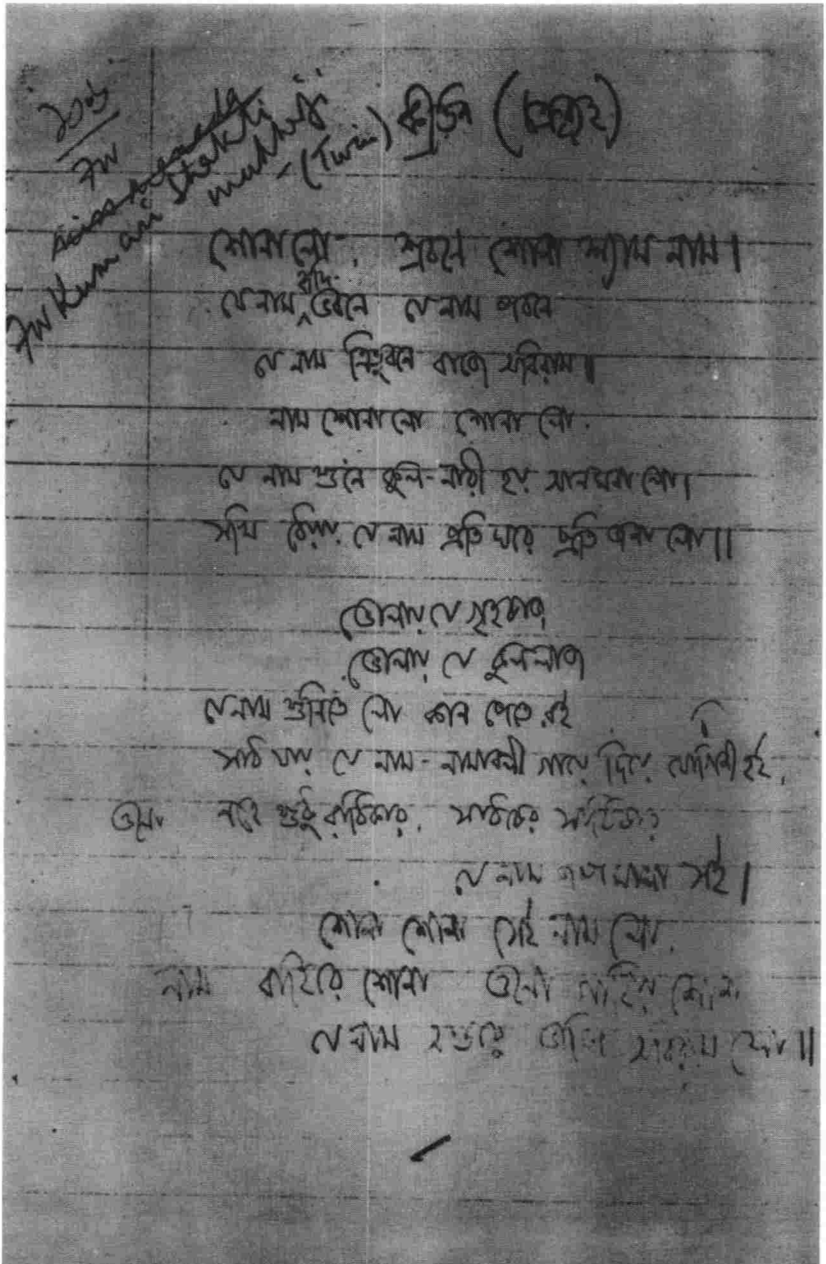


For Miss Dilu (H.M.V.)

ঠুংরী — আদ্ধা কাওয়ালী

শূন্য বাতায়নে একা জাগি
সুদূর অতিথি তোমারি লাগি ॥
মম জাগার সাথী
একা বিরহী রাতি
জ্বলে শিয়রে বাতি
(মম) বাসর ভোগী ॥

(মোর) বিফল মালার কুসুমগুলি
ঝরিয়া ধুলায় (হায়) পড়িল খুলি।
আর কত অনুরাগে
কাঁদি হে প্রিয়তম
তব দরশ মাগি ॥



শোনালো, শ্রবণে শোনা শ্যাম নাম।
যে নাম বাঁশি ভনে যে নাম পবনে
যে নাম ত্রিভুবনে বাজে অবিরাম।
নাম শোনালো সে শোনা লো
যে নাম শুনে কুল-নারী হয় আনমনা লো।
সখি ঐ সে নাম প্রতি ঘরে চক্রী পরম লো।।
তোমায় যে সুখদাত
তোমায় যে কুলনাশ
যে নাম শুনিতে সে কান পেতে রই
সাধ যায় যে নাম-নামাবলী গায়ে দিয়ে যোগিনী হই,
ওগো নহে শুধু রাধিকার, সাথীদের সখীদের
যে নাম প্রাণময় সই।
শোনো শোনা সেই নাম লো
নাম বাহিরে শোনা ভিতরে নাহি শোনা
যে নাম হৃদয়ে ... লো।।

Tw
Radharani
R-5-2-40

সন্ধ্যা-মালতী — [illegible]
— · — classical

শোনো ও সন্ধ্যা-মালতী বালিকা তপতী
বেলা-শেষের বাঁশী বাজে, বাজে।
শোনো মাধবী চাঁদের নূপুর ঝিনি-
উদাস আকাশ-মাঝে, বাজে॥

1

তব যৌবন-বৃন্ত ভেঙে এসো যেন কেউ
মোর নৃত্য-সারথির সঙ্গিনী হও।
মাধবী হেন হের রূপ বাহিরে
রস-রাতে হেরি রাস-নৃত্যের সাজে॥
তুমি যার লাগি সারাদিন বিরহ-ক্ষীণ-লীন
প্রতীক্ষিণী ছিলে—
হের সে মাধব নিশীথ-ভ্রমর হয়ে—
তব আশেপাশে উঁকি, উঁকি, উঁকি।
হের সুন্দর দাঁড়ায়ে তব দ্বারে আসিয়ে
মঞ্জরী-দীপ জ্বালো ডালে ডালে
বুকের চন্দন-সুরভি ঢালো
আড়াল আঁচলে মুখ ঢেকো না লাজে॥

Niliman Chatterji (Ravi) ভৈরবী

১৭

শ্যামে হারায়েছি বলে কাঁদিয়া বিশাখা
হারায়েছি শ্যামের হৃদয়।
R (আমি তারি তরে কাঁদি গো,
সেই হৃদয়ের তরে হায়, তার হৃদয়ের তরে কাঁদি,
হারায়েছি শ্যামের হৃদয়)।
সে-হৃদয় ছিল ব্রজ গোপীকার বাঁধিবার—,
কুবুজা কেড়েছে তাহারে।
(কু-বুজা তারে কু বুঝায়েছে
এ রাধা ছাড়া জানত না সই, কু-বুজা তারে কু বুঝায়েছে)
কি হবে মথুরা গিয়ে—হেরি সে হৃদয়-হীন আমার-দেবতায়,
(সে দেবতাই বটে গো, দেখে তায় সবকিছু, সে কিছুই দেখেনা
সে দেবতাই বটে গো)।
আমার পূজেনা রাধা, তার প্রিয় আনন্দ-ঘন শ্যামরায়।
(তোরা দেখে আয় না লো, ঠাকুর দেখিতে তোরা দেখে আয় না লো,
রক্ত-মাংসের রাতুল-পদ ঠাকুর দেখিতে তোরা দেখে আয় না লো)।।
ঠাকুর প্রেম মধু ভুলে মন লোভে সঁপিনু চরণে যার
সে পদ-পূজায় হ'ল আঁখি অন্ধ, কুসুম-মুকুল মুরছায়।
(সে প্রেমরত্ন সমতুল, ভুলে ভুলে প্রেমে সে প্রেমরত্নই সমতুল
তারে দেখিলে প্রেমে জাতি কুল, সে প্রেমরত্নই সমতুল)
হায় হরি ছাড়া কেহ নাই ত্রিলোকে দিয়েছে তায় সজনী,
সবারই ভেবেছে নিধি, ভেবেছে রাধারই ও আঁচির রজনী।।

[illegible]

সখি আমিই না-হয় মান করেছিনু তোরা ত সকলে ছিলি
ফিরে গেল হরি, তোরা পায়ে ধরি' কেন নাহি ফিরাইলি ॥

(আখর! —) তারে ফিরাস্ নে পায়ে ধরি'
তার পায়ে পায়ে ফেরে হরি—,
পরিহরি মান অভিমান, তারে কেন নাহি ফিরাইলি ॥

তোরা ত হরির স্বভাব জানিস্।

তার স্ব-ভাবের চেয়ে পর-ভাব বেশী, তোরা ত হরির স্বভাব জানিস,

মগ্ন হয়ে পর-ভাবে পরের ভাবনা ভেবে মোর হরি, হায়
চন্দন ধরি' পর-পুরুষের কলঙ্ক মাখিয়াছে গায় ।

তার স্বভাব জেনেও রহিলি স্ব-ভাবে, জাগিলি না পর-কোটি—

তোদের পরম পুরুষই পর হোল হায়, জাগিলি না পর-কোটি—

তারে প্রাণে কেন চিনিলে সই—

তোরা ত চিনিস্ হরিরে কেন জাগিলি না পর-কোটি—
হরি প্রহরী হইয়া রহিত রাতি, .. সখি সে অনুরাগে ।

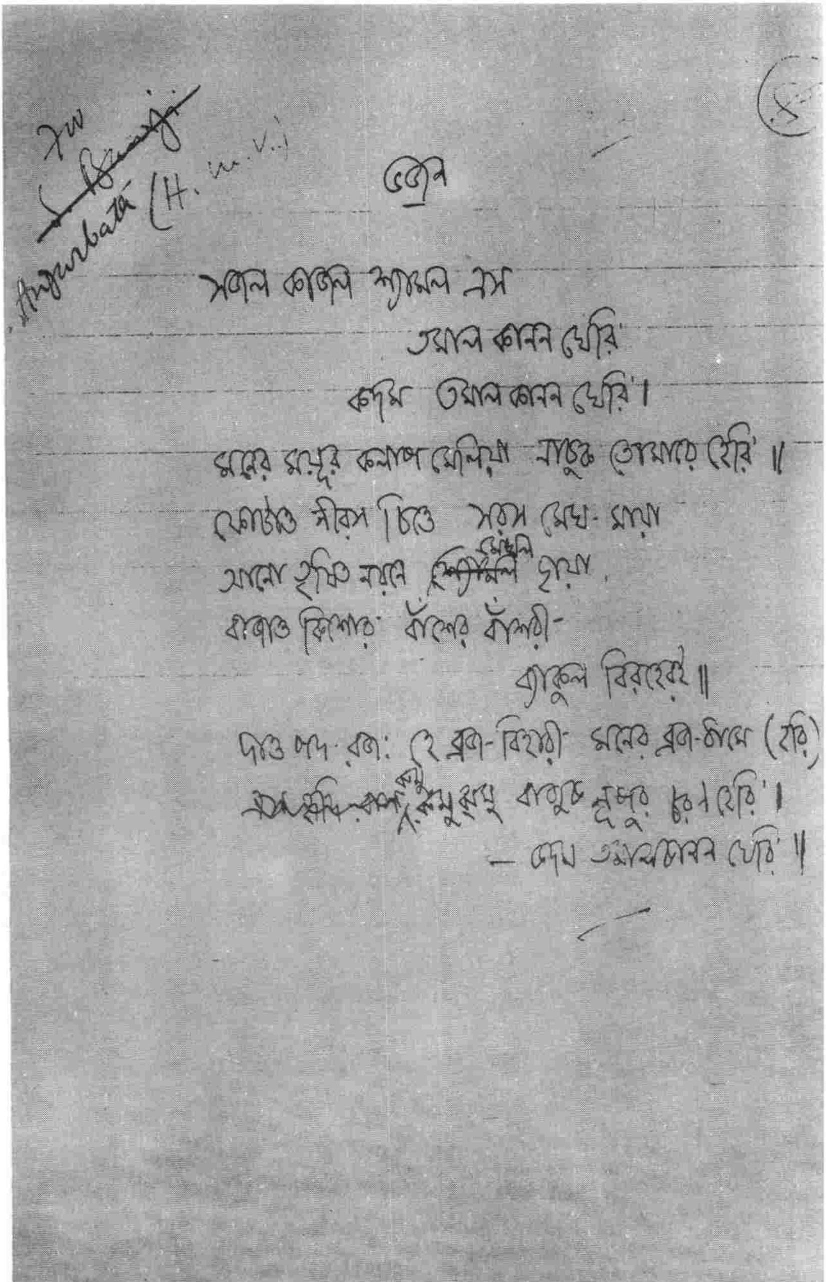
অনুরাগে কেন বেঁধিলে সই ?

· তোরা যে অনেক অনুরাগী, তোরা রাতি অনুরাগিণী
তোরা অনুরাগে কেন বাঁধিলি না সই, জাগিলি না পর-কোটি!

৪৪

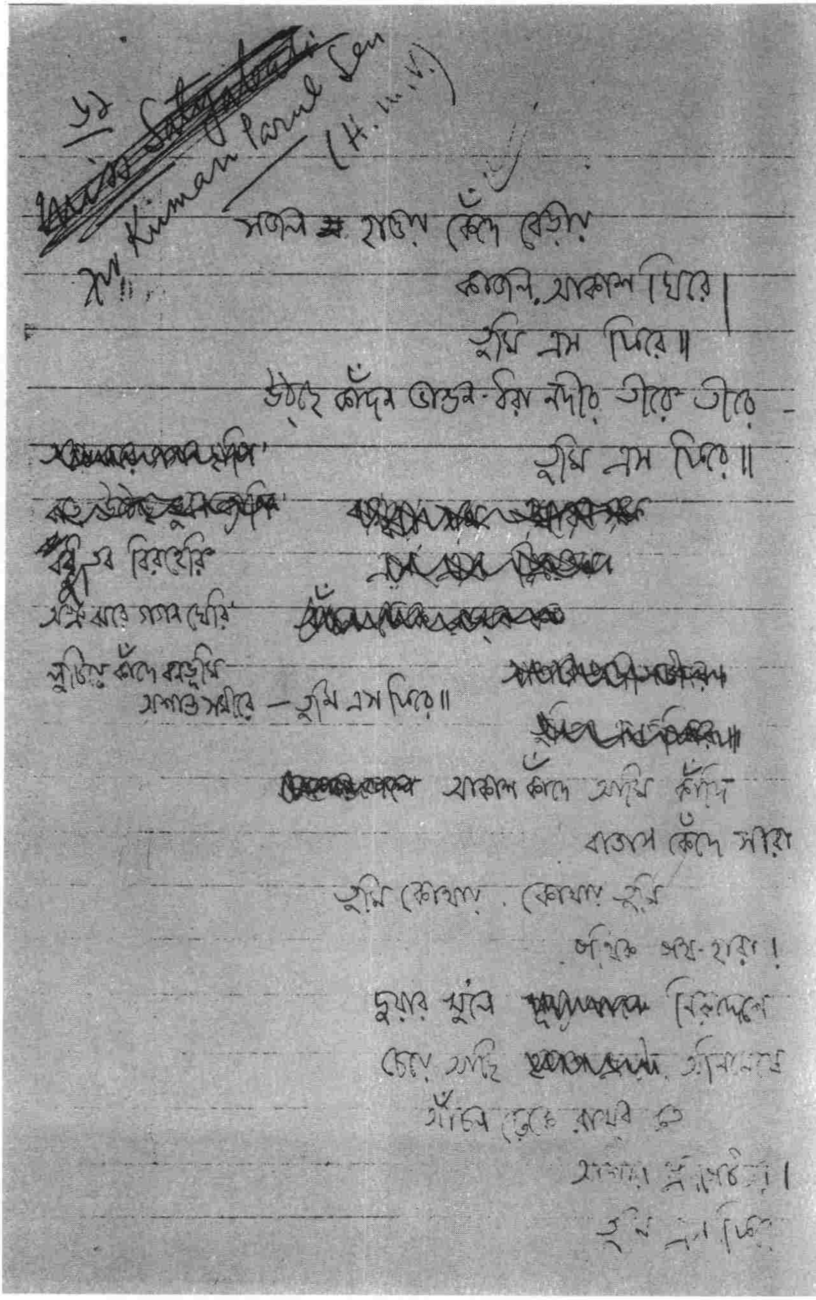
কীর্তন

সখি কই গোপী-বল্লভ শ্যামল পল্লব-কান্তি।
সখি আমার হরি বিনে হরি-চন্দনে নাহি শান্তি।।
ঐ দেখ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে
ও নহে কদম (পিয়াল তমাল), প্রিয় মোর ঐ দাঁড়িয়ে।
ও নহে তরুর শাখা, ওযে মোর বঁধু আছে বাহু বাড়িয়ে।
ঝুলন-শ্যামল তরু কি এখনো দুলিছে সে পবন লাগিয়া,
ওযে বনমালা গলে বনমালি মোর নাচিছে হেলিয়া দুলিয়া
ঐ যে শ্যামের মোহন চূড়া,
ও শিখী-বরের ময়ূর নহে ও, ঐ যে শ্যামের মোহন চূড়া।
তোরা দেখে যা তোরা দেখে যায়,
অভিসারে শ্যাম আসিছে কাছে
ডেকে যা তারে ডেকে যা।
তারি বিকশিত নীল লাবনী কি ঐ
যমুনার কালো জলে,
বিজলির আঁখি-ইঙ্গিতে সে কি
ডাকে মোরে মেঘ-দল।
তোরা ছেড়ে দে মোরে ছেড়ে দে
আর দিসনে বাধা,
ঐ গহন কাননে সাহস করিয়া
ঘুচাব আলোক-বাধা।।

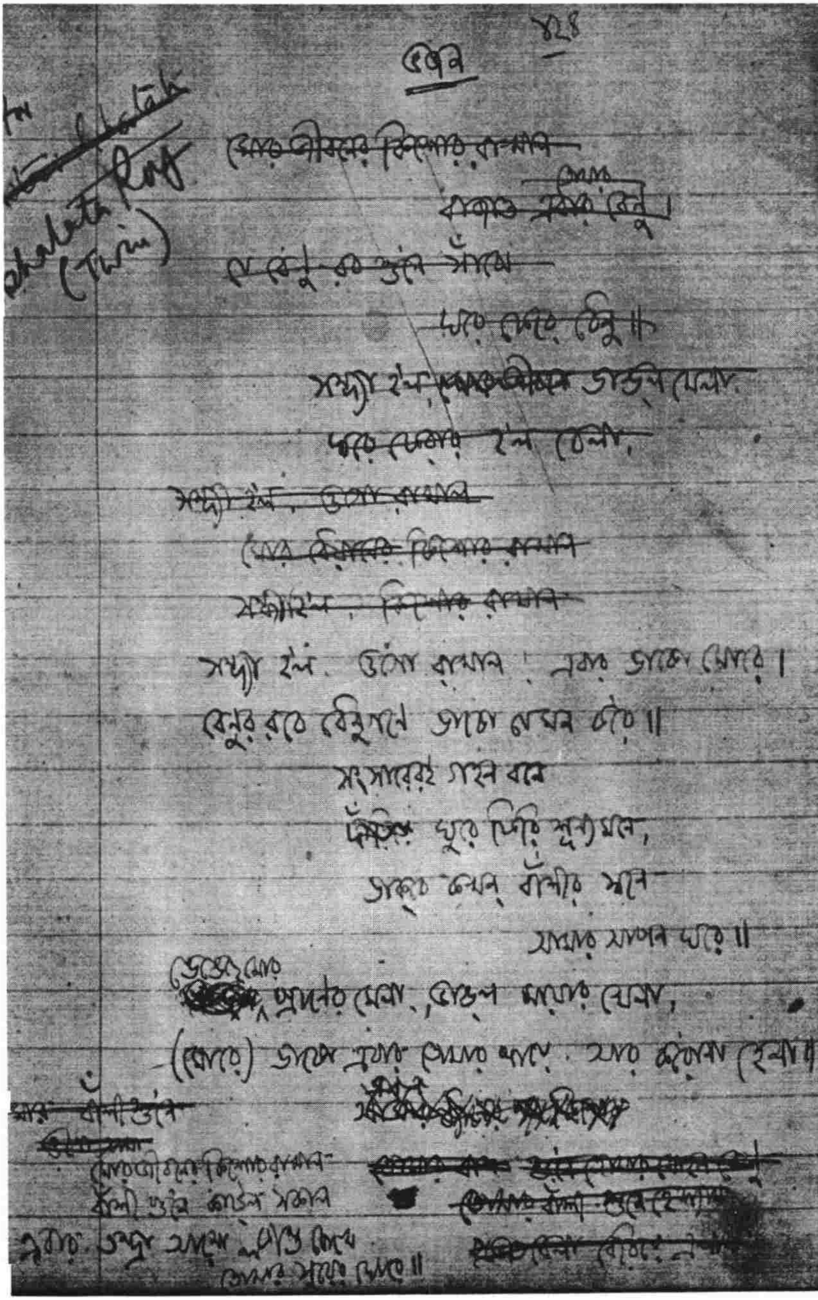


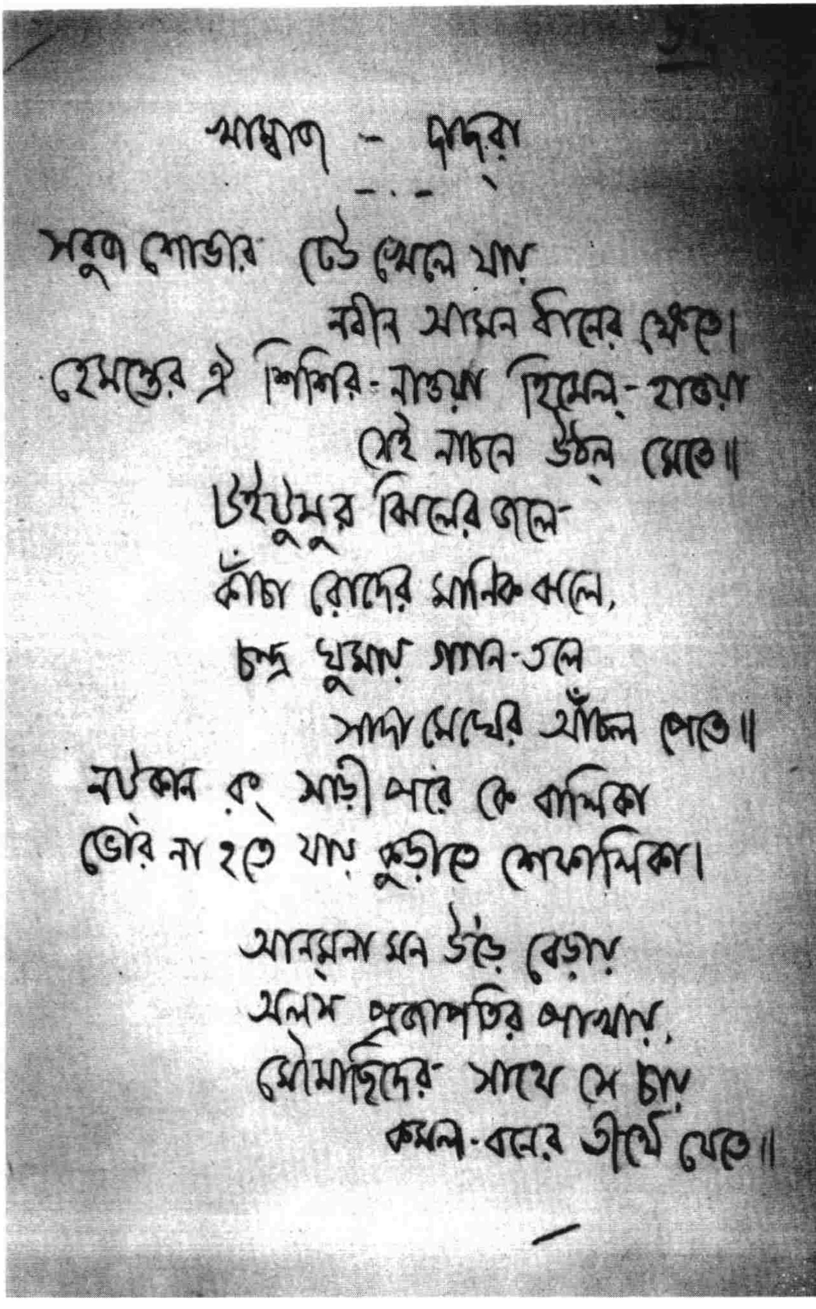
ভৈরবী

সজল কাজল শ্যামল এস
তমাল কানন ঘেরি
কদম তমাল কানন ঘেরি।
মনের ময়ূর কলাপ মেলিয়া নাচুক তোমারে হেরি॥
জোছনা নীরস চিত্তে সরস মেঘ-মায়া
আনো তৃষিত নয়নে মেদুর ছায়া,
বাজাও কিশোর বাঁশের বাঁশরী-
ব্যাকুল বিরহেরি॥
দাও পদ-রজ: হে ব্রজ-বিহারী মনের ব্রজ-গলে (হরি)
[illegible] নূপুর [illegible] হেরি।
— কদম তমাল কানন ঘেরি॥


Kumari Parul Sen

সজল হাওয়া কেঁদে বেড়ায়
কাজল আকাশ ঘিরে।
তুমি এস ফিরে॥
উঠছে কাঁদন ডাহুক-ডাকা নদীর তীরে তীরে
তুমি এস ফিরে॥
বন্ধু এ বিরহেরি
অশ্রু ঝরে গগন ঘেরি'
লুটিয়ে কাঁদে বনভূমি
অশান্ত সমীরে — তুমি এস ফিরে॥
আকাশ কাঁদে আমি কাঁদি
বাতাস কেঁদে সারা
তুমি কোথায়, কোথায় তুমি
পথিক পথ-হারা!
দুয়ার খুলে নিশিদিনে
চেয়ে আছি আঁখিনীরে
আঁচলে ঢেকে রাখব ও
অশ্রু-ধারা।
তুমি এস ফিরে


সন্ধ্যা হ'ল ওগো রাখাল! এবার ডাকো মোরে।
সংসারেরই গহন বনে
ঘুরে ফিরি শূন্য মনে,
ডাকো তেমন বাঁশীর স্বনে
আমায় আপন ঘরে॥

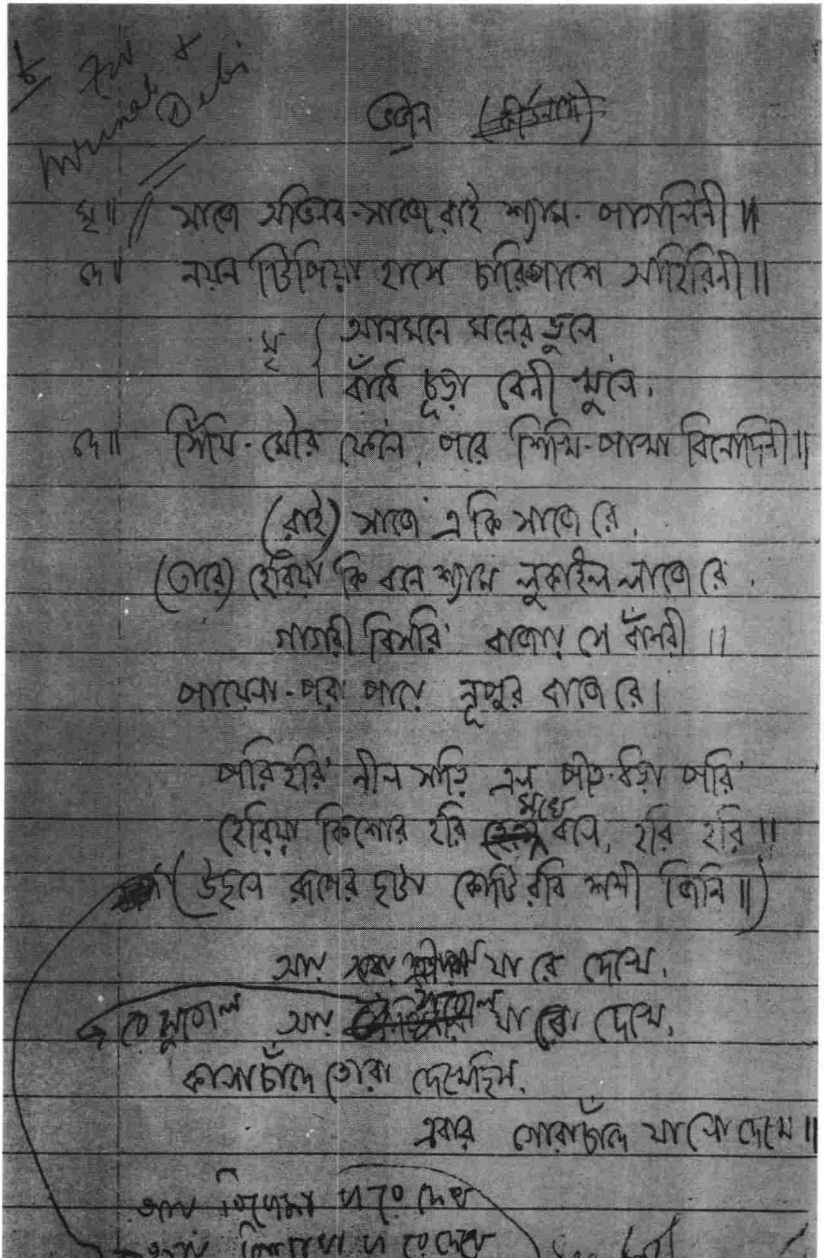

খাম্বাজ — দাদ্‌রা

সবুজ শোভার ঢেউ খেলে যায়
নবীন আমন ধানের ক্ষেতে।
হেমন্তের ঐ শিশির-নাওয়া হিমেল্‌-হাওয়া
সেই নাচনে উঠল্‌ মেতে॥
টইটুম্বুর ঝিলের জলে
কাঁচা রোদের মানিক জ্বলে,
চন্দ্র ঘুমায় গগন-তলে
সাদা মেঘের আঁচল পেতে॥
নটকান রং সাড়ী পরে কে বালিকা
ভোর না হতে যায় কুড়াতে শেফালিকা।
আনমনা মন উড়ে বেড়ায়
অলস প্রজাপতির পাখায়,
মৌমাছিদের সাথে সে চায়
কমল-বনের তীর্থে যেতে॥

সাগ –

সাগরে যে জোয়ার জাগে জানেনা তা চাঁদ।
চাহি' চাঁদে কোন্ লোকে ওঠে ফুলের কাঁদ॥
দখিন-হাওয়া গোপন পায়
যায় কাননে ফুল হেনে ফুলশরে।
কুসুম ভাবে — এল বনে এ কোন্ পরমাদ॥

কুঁড়ির বুকে শিশির ঝরি' ফুটিয়ে তোলে ফুল।
নবীন ফুলের বার্তা আনে ঝড় নিমেষের ভুল।
~~আমি এলাম তেমনি করে~~
~~আমি এলাম তেমনি করে~~
আমি এলাম তেমনি করে
ঝড়ের বেগে তোমার ঘরে।
শান্ত বনে ফুল-ফুটানো খেলে চাঁদ-ছুঁয়া॥

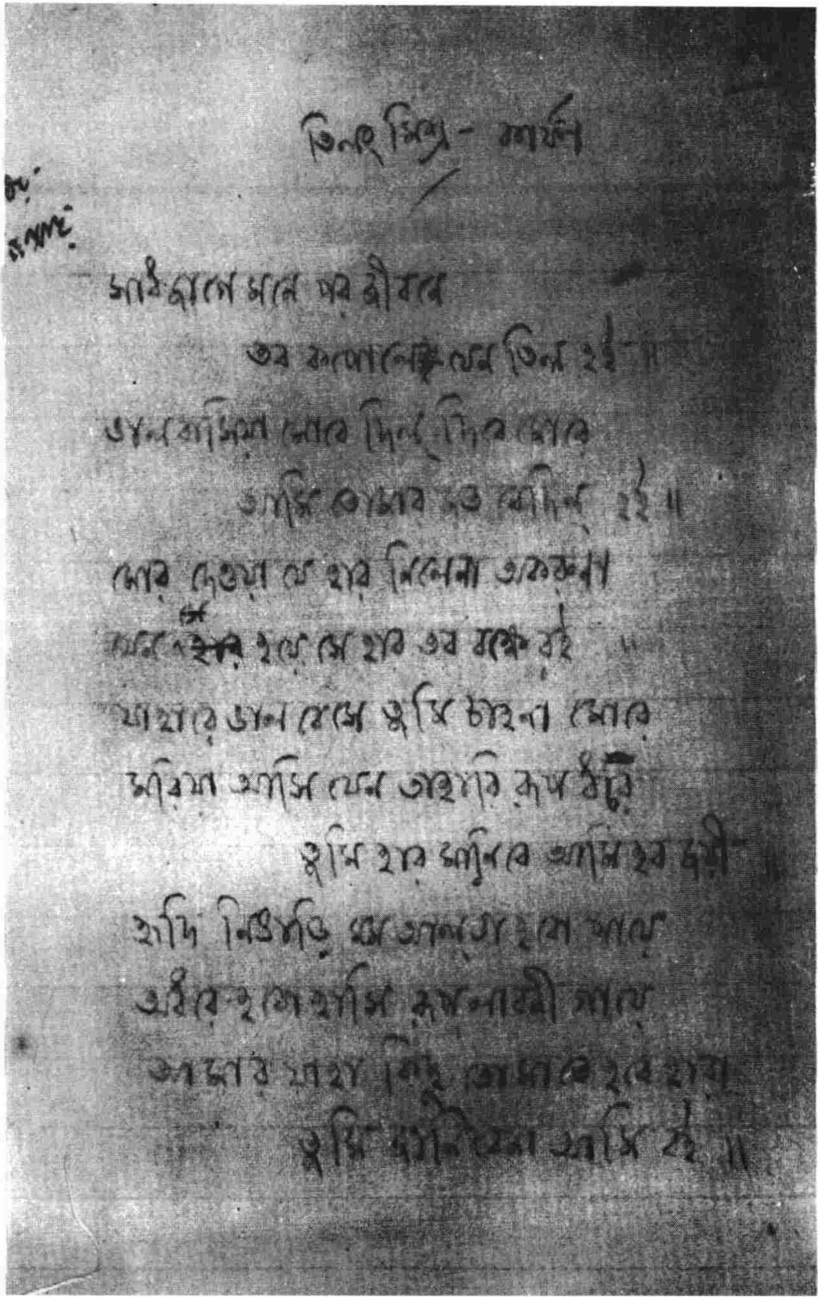


ধ্রু॥ সাজে অভিনব-সাজে রাই শ্যাম-পাগলিনী॥
দো॥ নয়ন টিপিয়া হাসে চারিপাশে সহচরিনী॥
অন্যমনে মনের ভুলে
বাঁধে চূড়া বেণী খুলে,
দো॥ শিখি-মোর ফেলে, পরে শিখি-পাখা বিনোদিনী॥

(রাই) সাজে এ কি সাজে রে,
(তারে) হেরিয়া কি বনে শ্যাম লুকাইল লাজে রে,
গাগরী বিসরি' বাজায় সে বাঁশরী॥
পায়েলা-পরা পায়ে নূপুর বাজে রে।

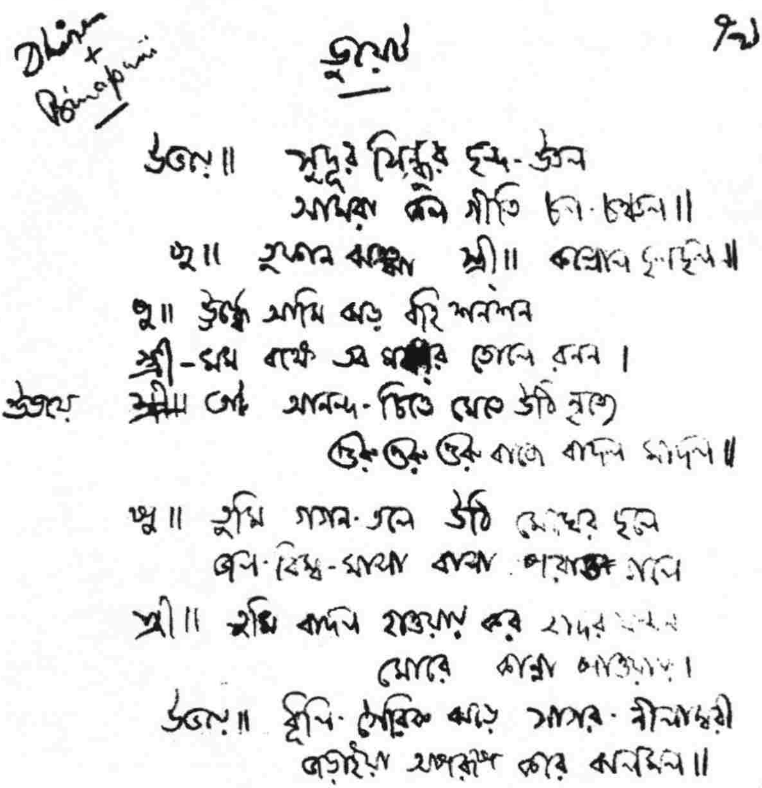
পরিহরি' নীল শাড়ি এল পীত-ধড়া পরি'
হেরিয়া কিশোর হরি মুখে বলে, হরি হরি॥
(উদিলে রূপের ছটায় কোটি রবি শশী জিনি॥)

কালাচাঁদে তোরা দেখেছিস,
এবার গোরাচাঁদে যা লো দেখে॥



তিলং মিশ্র - কার্ফা

সাধ জাগে মনে পর জীবনে
তব কপোলে যেন তিল হই ।।
তখন বাসিয়া মোরে দিনে দিনে মোরে
আমি তোমার তত [illegible] হই ।।
মোর দেওয়া যে হার নিলে না তখন
[illegible] হয়ে সে হার তব বক্ষে রই ।।
যাহারে ভাল বেসে তুমি চাহনা মোরে
মরিয়া আসি যেন তাহারি রূপ ধরে
তুমি হার মানিবে আমি হব জয়ী
যদি নিঠুর [illegible] আলতা হয়ে পায়ে
অধরে হাসি আমি রূপ-[illegible] [illegible]
আজ [illegible] [illegible] তোমাকে [illegible] হায়
তুমি [illegible] আমি [illegible] ।।



Dhani + Bhimpalasi

৭৯

ডুয়েট

উভয়॥ সুদূর সিন্ধুর ছন্দ-উতল
আমরা বনের গীতি চল-চঞ্চল॥
পু॥ তুফান ঝঞ্ঝা স্ত্রী॥ কল্লোল হিল্লোল॥
পু॥ ঊর্দ্ধে আমি ঝড় করি শনশন
স্ত্রী—মম বক্ষে ঐ সাগর তোলে রণন।
উভয়॥ মোরা আনন্দ-চিতে মেতে উঠি নৃত্যে
গুরু গুরু গুরু বাজে বাদল মাদল॥
পু॥ তুমি গগন-তলে উঠি মেঘের ছলে
জল-বিন্দু-মালা বরষ পায়ের তলে
স্ত্রী॥ তুমি বাদল হাওয়ায় কর বাদর সজল
মোরে কান্না পাওয়াও।
উভয়॥ তুমি-গৈরিক ঝড়ে সাগর-নীলাম্বরী
জড়াইয়া অপরূপ করে ঝলমল॥

92
Manada

ঠুমরী

সুনয়না, চোখে কথা কয়ে যায় ॥
বানের বানী দুটী মুখে শুনি
নয়ন-ফাঁদে প্রাণ লুকিয়ে চায় ॥

দেহ-দেউলে দুটী দীপ দুলে,
হেরি সারা অন্তর তায় ॥

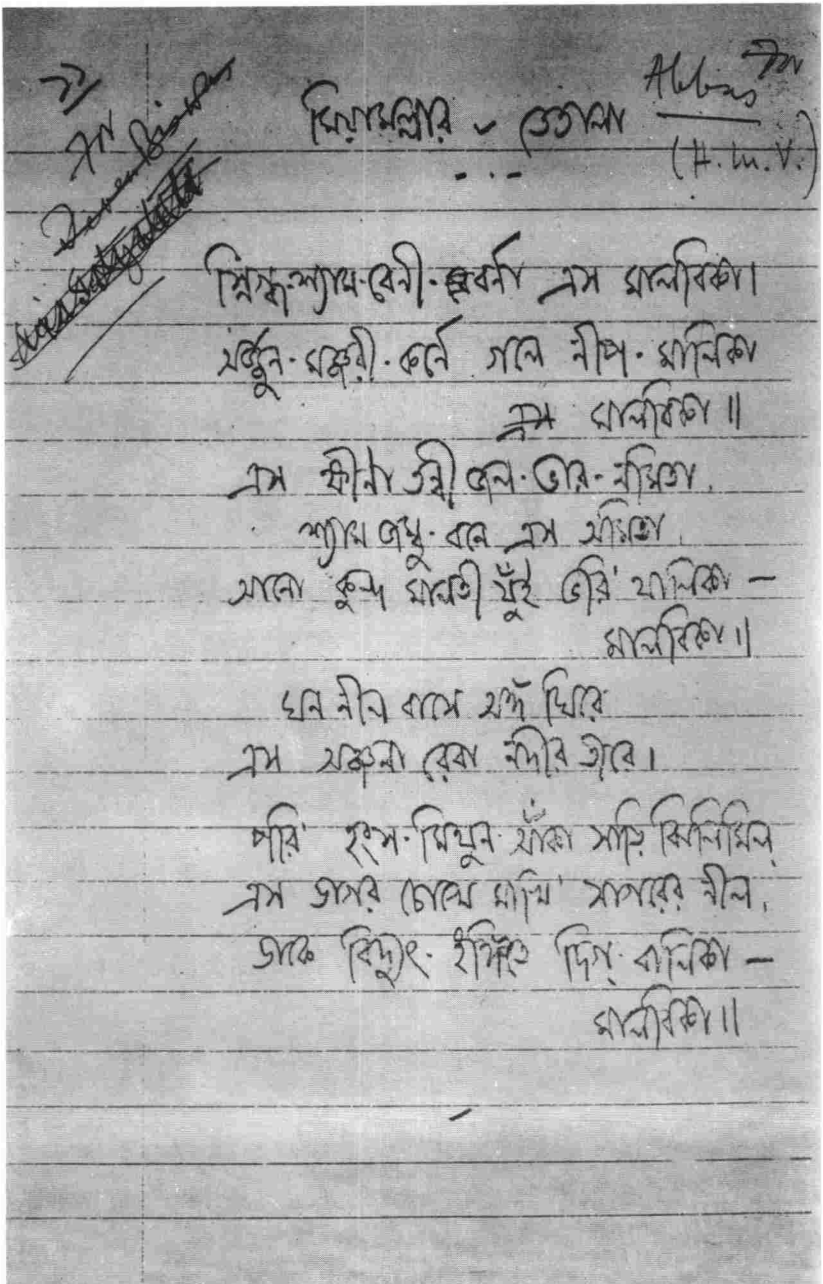
বেহাগ

'Chitta + Amaresh + Shefali Bisi

সুরধুনী-ধারার মত সুধার সাগর পড়ুক ঝরে।
মাগো, তোমার ত্রিভুবনের সকল জড় জীবের পরে ॥
যত মলিন আঁধার কালো
হোক সুধাময় নতুন আলো,
সকল জীব হোক শুদ্ধ শিব, মা
সেই সুধাতে সিনান করে।
তোর শক্তি-প্রসাদ পেয়ে মানুষ হবে অমর-দেব
দিব্য জ্যোতির্দেহ পাবে, দানব অসুর ভয় রবে না।
এই পৃথিবী ব্যথা-হত
স্বর্গ-নন্দনের মত—
মা, তোর পূজাঞ্জলি হয়ে উঠবে ফুটে
সেই সাগরে।

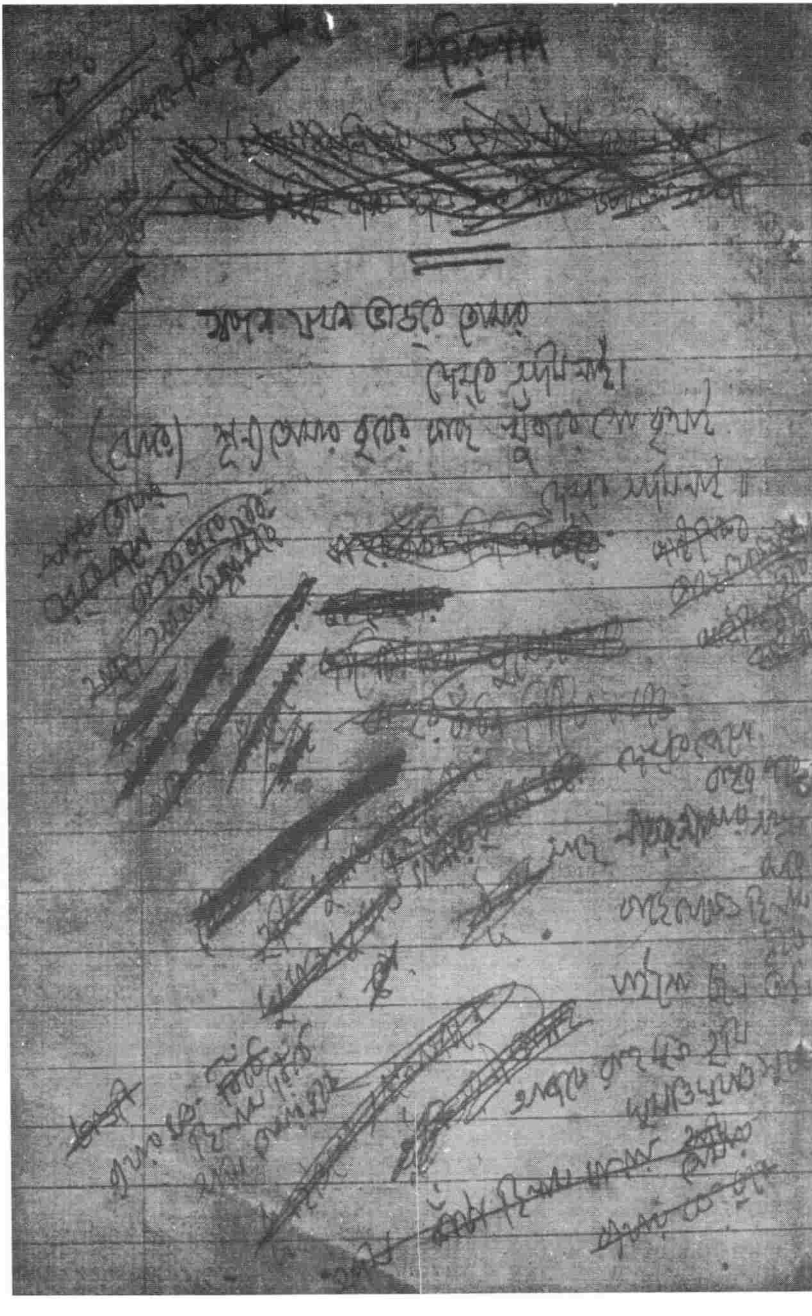
Dilip (চৈতী ঠুংরী) (রাগ - ভৈরবী) 15

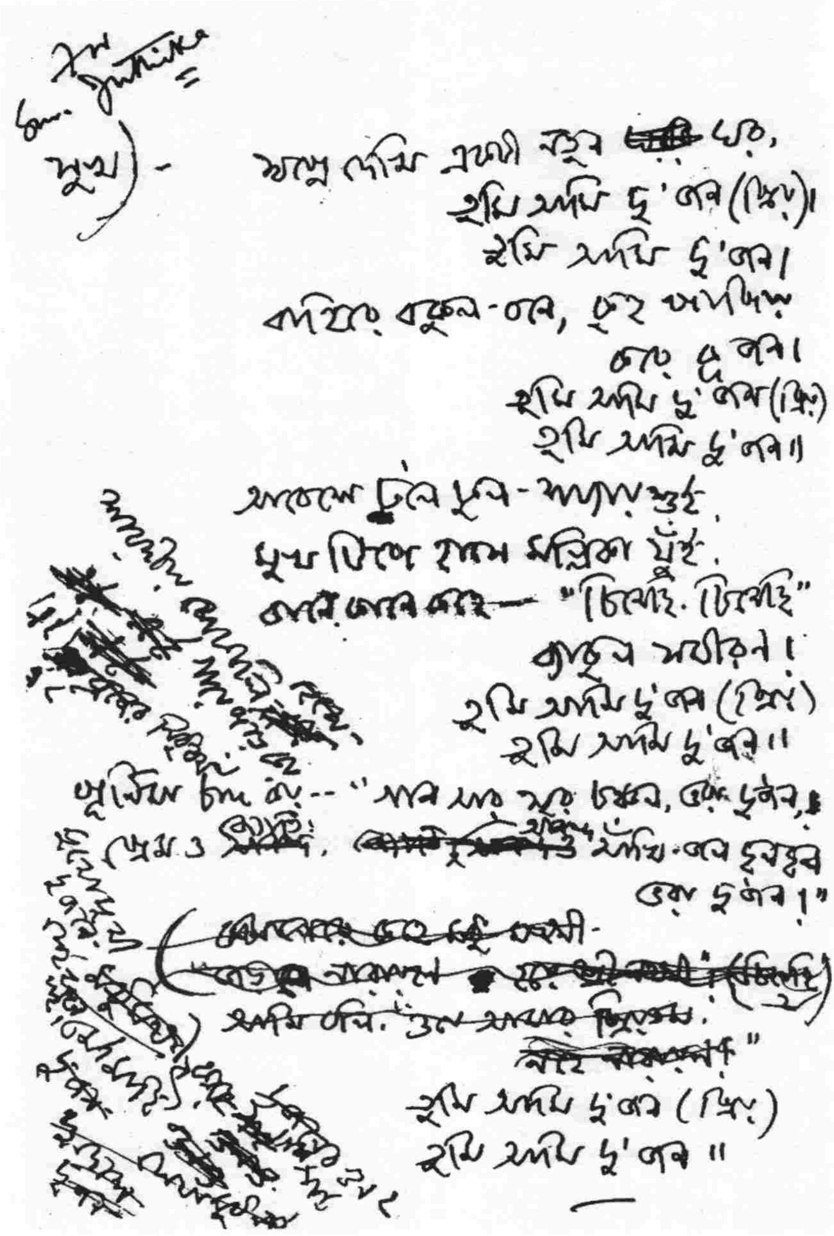
সেই মিঠে সুরে মাঠের বাঁশরী বাজে।
নিঝুম নিশীথে ব্যথিত বুকের মাঝে॥
মনে পড়ে যায় সহসা কখন্
জল-ভরা সেই দুটী ডাগর নয়ন,
দীঘি-ভরা ঢেউ সেই চাঁপা ফুল দোলে
ছুটি-যাওয়া সাঁঝে॥
হারানো সে দিন পাবো না তো আর ফিরে,
দেখিতে পাবো না আর সেই কিশোরীরে।
তবু মনে মনে একা আশা জাগে কেন
আমি ভুলিয়াছি, ভোলেনি সে যেন,
গোধূলি তীরে আমার কুটীরে
(সে) সাজায়ে দীপ চাহে সাঁঝে।



মিয়ামল্লার — তেতালা (H.M.V.)

স্নিগ্ধ-শ্যাম-বেণী-বর্ণা এস মালবিকা।
অর্জুন-মঞ্জরী-কর্ণে গলে নীপ-মালিকা
এস মালবিকা॥
এস ক্ষীণা তন্বী জল-ভার-নমিতা,
শ্যাম জম্বু-বনে এস অমিতা,
আনো কুন্দ মালতী যুঁই ভরি' থালিকা —
মালবিকা॥
ঘন নীল বাসে অঙ্গ ঘিরে
এস অলকা রেবা নদীর তীরে।
চরি' হংস-মিথুন আঁকা সাড়ি ঝিলিমিল,
এস ডাগর চোখে মাখি' সাগরের নীল,
ডাকে বিদ্যুৎ-ইঙ্গিতে দিগ্‌-বালিকা —
মালবিকা॥





স্বপ্নে দেখি একাকী নতুন ঘর,
তুমি আমি দু'জন (প্রিয়)।
তুমি আমি দু'জন।
বাহিরে বকুল-তলে, দুই আঁখি
তলে দু'জন।
তুমি আমি দু'জন (প্রিয়)
তুমি আমি দু'জন॥
আবেশে ঢুলে দুল-আয়নায় শুই,
মুখ চিনে হাসে মল্লিকা যুঁই,
[illegible] — "চিনেছি চিনেছি"
[illegible] সখীগণ।
তুমি আমি দু'জন (প্রিয়)
তুমি আমি দু'জন॥
[illegible] -- "[illegible],
প্রেম ও [illegible], [illegible] আঁখি-জলে [illegible]
[illegible] দু'জন।"
আমি [illegible]
তুমি আমি দু'জন (প্রিয়)
তুমি আমি দু'জন॥

সাঁওতালী নাচ

হলুদ-গাঁদার ফুল রাঙা পলাশ ফুল

এনে দে এনে দে নৈলে রাঁধব না বাঁধব না চুল।

কুসমী-রং শাড়ি চুড়ি বেলোয়ারি-

কিনে দে হাট থেকে, এনে দে মাঠ থেকে

বাবলা ফুল আমের মুকুল॥

ডিকুটি পাহাড় আর-বাঁধ ঘিরে

বসবে মেলা আজি বিকাল বেলায়-

দলে দলে পথে চলে সকলে হ'য়

সাঁওতাল সাঁওতালনী নূপুর বেঁধে পায়-

যেতে দে এ পথে বাঁশী সুরে সুরে পাগল করে॥

মহুয়া-কুঁড়ির মালা গেঁথেছি বিরলে নূতন গাছে

মাথে-আধ দেখ টিয়ার পালক ঢেকে রেখেছি খোঁপে।

গলার মালা নাই

পীত পাড়ি চাই-

পায়ে মল রে এনে দে এনে দে এনে দে রে শিমূল-ফুল॥

(অসমাপ্ত)

খাম্বাজ (কেমন) 1

হলুদ বাঁটিতে হলুদ-বরণ গউর মনে পড়ে —
গউর মনে পড়ে।
আমি ঘোমটা দিয়ে কান্না লুকাই
একা রান্না-ঘরে ॥

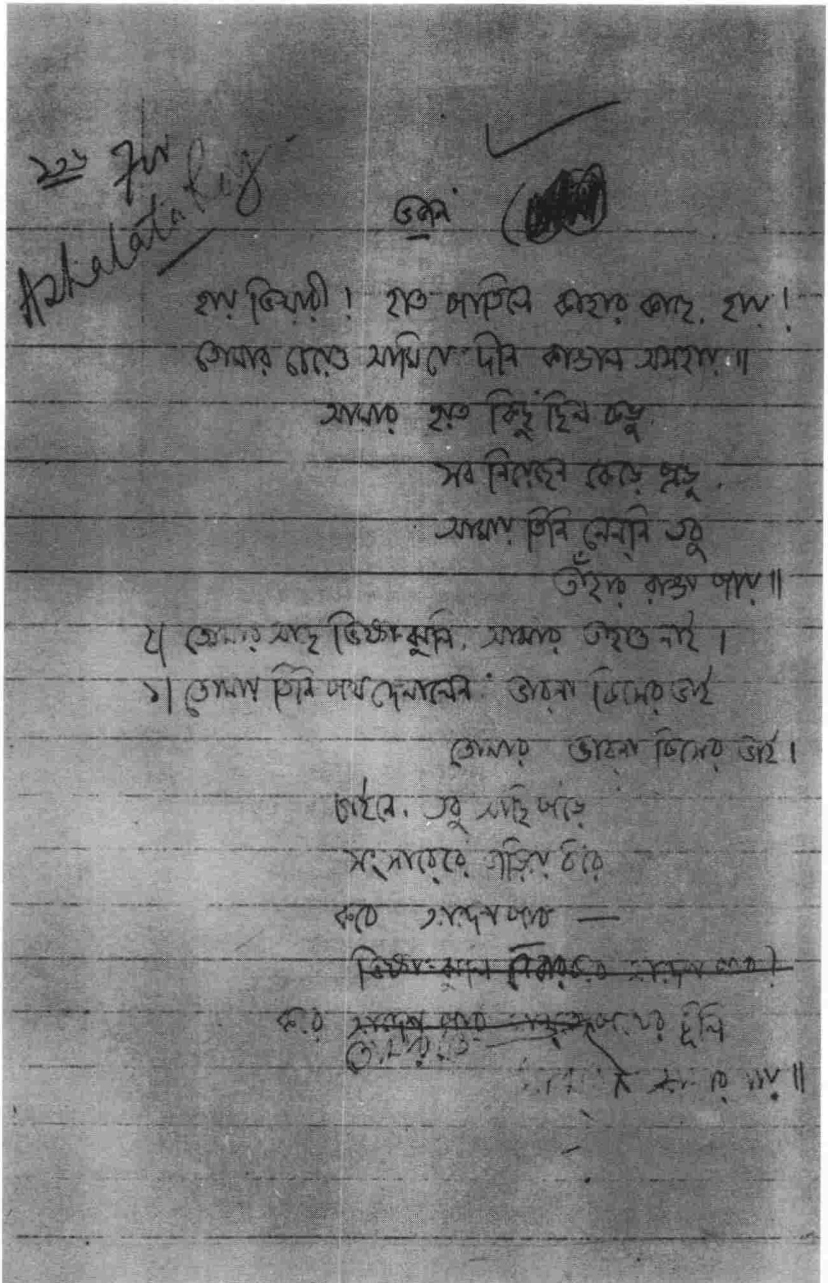
২/ আমার রইলনা লোকে লাজ
১/ তুমি ধর জোনার কাজ-
৩/ আমি নদে-নাগর খেয়ে মরি-
ভাবে দাঁড়িয়ে জরে
শাশুড়ির কাছে ভাবে দাঁড়িয়ে জরে ॥

সোয়ামীতে সন্দেহ করে দেওর ভাসুর রাগে গো,
পাড়া পড়শী সব মন্দ বলে ঝি চাকরে জাগে
আড়ি পেতে ঝি চাকরে জাগে।

যত নদীয়া-কামিনী
সবাই আমার সতিনী,
আমি যার কাছে যাই সেই পেতে চায়
নদীয়া-নাগরে ॥

খাম্বাজ — কাওয়ালী

হাওয়াতে নেচে নেচে যায় ঐ তটিনী।
পাহাড়ের পথ-ভোলা কিশোরী নটিনী॥
তরঙ্গ-আঁচল দুলায়ে
বনভূমির মন ভুলায়ে
চলিছে চপল পায়ে
একাকিনী উদাসিনী॥
এঁকে বেঁকে থমকে গিয়ে
হরিণীরে চমকে দিয়ে
ছুটিয়া যায় সে দূরে
আয় আয় আয় বলি' ডাকে কূলের বধূরে।
কূলে কূলে ফুটিয়ে ফুল
টগর জবা পলাশ শিমুল,
নেচে চলে পথ-বেভুল
ঘর-ছাড়া বিবাগিনী॥



হায় ভিখারী! হাত পাতিলে কাহার কাছে, হায়!
তোমার চেয়েও আমি যে দীন কাঙাল অসহায়॥
আমার যত কিছু ছিল বন্ধু
সব নিয়েছেন কেড়ে প্রভু,
আমায় তিনি নেননি তবু
তাঁহার রাঙা পায়॥
যে তোমার অন্ধ ভিক্ষাঝুলি, আমার তাহাও নাই।

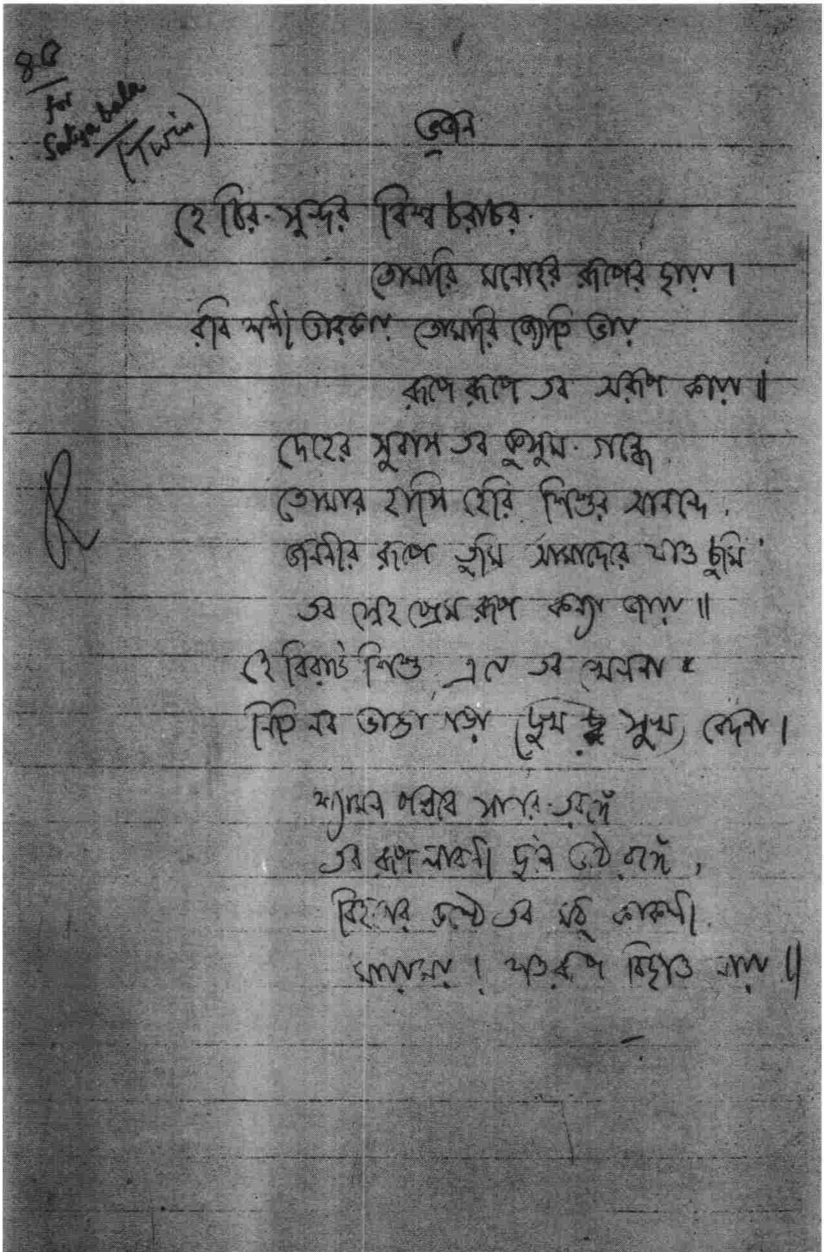
Dilip Sinha

৯৮

হাসি মুখে বাসিফুল ফেলে দাও ভোরে,
(মোর) মন নিয়ে ফেলে দিও তেমনি করে॥

কেন ডেকেছিলে তব উৎসব-সভাতে,
অবহেলা-ভরে যদি ফেলে দিবে প্রভাতে।
অকারণ অকরুণ বাণ হানিতে কেন
বনের পাখীরে ডেকেছিলে পিঞ্জরে॥

গান গেয়ে চলেছিনু আপনার পথে,
কেন তব হৃদয়ে ঠাঁই দিলে আমারে
এনে পথ হতে।
পুতুল খেলার মত মোরে লয়ে খেলিলে,
বাঁশী ~~সে ছিল তবে~~ পায়ে দলে
ফেলিলে।
দেবতার পূজা-শেষে বিসর্জনে
ডুবাইলে নদী-জলে নিঠুর করে॥



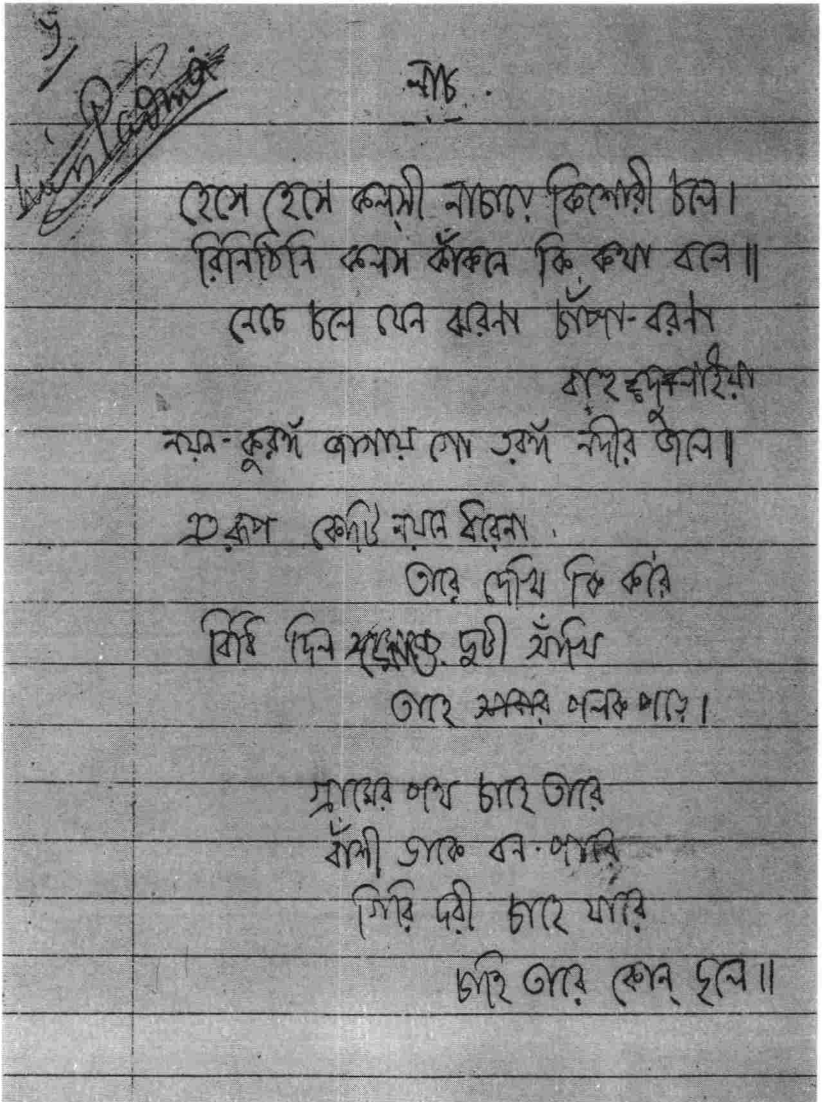
8B
for Satyabala
(Twin)

ভজন

হে চির-সুন্দর বিশ্ব চরাচর
তোমারি মনোহর রূপের ছায়া।
রবি শশী তারকায় তোমারি জ্যোতি ভায়
রূপে রূপে তব অরূপ কায়া॥
দেহের সুবাস তব কুসুম-গন্ধে
তোমার হাসি হেরি শিশুর আনন্দে,
জননীর রূপে তুমি আমাদের খাও চুমি
তব স্নেহ প্রেম রূপ কন্যা জায়া॥
হে বিরাট শিশু, এ যে তব খেলনা
নিতি নব ভাঙা গড়া দুখ সুখ বেদনা।
শ্যামল পল্লবে সাগর-তরঙ্গে
তব রূপ মাধুরী দুলে ওঠে রঙ্গে,
বিশ্বের চক্ষে তব মধু লাবনী
মায়াময়! অপরূপ বিছাও মায়া॥

দাদরা ৩

হেরি আজ শূন্য নিখিল
প্রিয় তোমারি বিহনে।
কোথা হায় তুমি কোথায়
উঠিছে কাঁদন পবনে॥
কেন বা এলে তুমি কেন বা বিদায় নিলে
স্বপনে দিয়ে দেখা মিশালে জাগরণে॥
কান্তা-বিরহে হেথা ক্লান্ত কপোত কাঁদে
সে কোথায় গেছে উড়ে সাথী মোর কোন্ গগনে
আঁধার ঘরে মম কেন জ্বালালে বাতি
যদি নিভায়ে দেবে ছিল গো তোমার মনে॥
ভাসিয়া চলেছি আজ স্রোতের কুসুম সম
নিরাশার পাথার-জলে তোমারি অন্বেষণে॥



নাচ

হেসে হেসে কলসী নাচায়ে কিশোরী চলে।
রিনিঝিনি কলস কাঁকনে কি কথা বলে॥
নেচে চলে যেন ঝরনা চাঁপা-বরনা
বাহু দুলাইয়া
নয়ন-কুরঙ্গ জাগায় গো তরঙ্গ নদীর জলে॥

এ রূপ কেহই নয়নে ধরেনা
তারে দেখি কি করে
বিধি দিল শুধু দুটী আঁখি
তাই পলক মারে।

গাঁয়ের পথে চাহে তারে
বাঁশী ডাকে বন-পারে
গিরি দরী চাহে যারে
চাহি তারে কোন্ ছলে॥

For Kamala (Jharia) ৪৩

হোরী

হোরি খেলে নন্দলালা।
প্রেমের রঙে মাতোয়ালা॥
শিখি-রবি সে সাথে
রঙের খেলায় মাতে-
রঙে ত্রিভুবন হয়
রাঙা আলোক আবীর ছড়ায়
ভরি' চন্দ্র-সূর্য থালা॥

আজি বনে বনে মনে মনে হোরী।
মনের মরুতে নতুন করে
রাঙা ফুল ফোটে সারি সারি।
আজি প্রাণে প্রাণে রূপ দোল,
দোল-পূর্ণিমা রাতি
রাঙা ফুল ভরা রাতি
ঝরিছে আকাশে প্যালা॥

For Archanananda

১৭

রসিয়া - হোরী

হোরীর রং লাগে আজি গোপিনীর তনু মনে।
অনুরাগে-রাঙা গোরীর বিধু-বদনে॥
ফাগের লালী আনিল কে
কাজল-কালো চোখে,
কামনার আবীর ঝরে রাঙা নয়নে॥
অশোক রঙন ফুলের আভা
জাগে ডালিম-ফুলী গালে,
নাচিছে হৃদয় আজি রসিয়ার নাচের তালে।
তাম্বুলী-রাঙা ঠোঁটে
ফাগুনের ভাষা ফোটে,
প্রাণের খুশীর রং লেগেছে রাঙা বসনে॥



কবিতা

গোপন প্রিয়া

(১)

পাইনি ব'লে আজো তোমায় বাসছি ভালো, রানী।
মধ্যে সাগর, এ-পার ও-পার করছি কানাকানি।
আমি এ-পার তুমি ও-পার
মধ্যে কাঁদে বাধার পাথার,
ও-পার হ'তে ছায়াতরু দাও তুমি হাত-ছানি,
আমি মরু পাইনে তোমার ছায়ার ছোঁওয়াখানি!

(২)

নাম-শোনা দুই বন্ধু মোরা, হয়নি পরিচয়।
আমার বুকে কাঁদছে আশা, তোমার বুকে ভয়!
এই-পারী ঢেউ বাদল-বায়ে
আছড়ে পড়ে তোমার পায়ে,
আমার ঢেউএর দোলা তোমার কল্পনা কূল ক্ষয়,
কূল ভেঙেছে আমার ধারে — তোমার ধারে নয়!

(৩)

চেনার বন্ধু! পেলামনাক' জানার অবসর।
গানের পাখী বসেছিলাম দুদিন শাখার 'পর।
গান ফুরালে যাব যবে
গানের কথাই মনে রবে,
পাখী তখন থাকবেনাক' — থাকবে পাখীর স্বর!
উড়ব আমি — কাঁদবে তুমি ব্যথার বালুচর!

(৪)

তোমার পায়ে বাজল কখন আমার পায়ের ঢেউ,
অ-জানিতে! কেউ জানেনা, জানবেনাক কেউ!
উড়তে গিয়ে পাখা হতে
একটি পালক পড়লে পথে
তুলে প্রিয়-তুলে যেন খোঁপায় গুঁজে নেও!
ভয় কি সখি? আপনি তুমি ফেলবে খুলে এ-ও!

(৫)

বর্ষা-ঝরা এমনি প্রাতে আমার মত কি
ঝুরবে তুমি একলা মনে, বনের কেতকী?
মনের মনে নিশীথ-রাতে
চুম দেবে কি কল্পনাতে?
স্বপ্ন দেখে ~~[illegible]~~ উঠবে জেগে, ভাববে কত কি!
মেঘের সাথে কাঁদবে তুমি, আমার চাতকী!

(৬)

দূরের প্রিয়া! পাইনি তোমায় তাই এ কাঁদন-রোল,
কূল মেলেনা তাই দরিয়ায় উঠতেছে ঢেউ-দোল!
তোমায় পেলে থামত বাঁশী
আসত মরণ সর্বনাশী,
পাইনিক তাই ভরে আছে আমার বুকের কোল!
বেণুর হিয়া শূন্য বলে উঠছে বাঁশীর বোল!

(৭)

বন্ধু, তুমি হাতের কাছের সাথের সাথী নও!
দূরে যত রও, এ প্রাণে তত নিকট হও!
থাকবে তুমি ছায়ার সাথে
মায়ার মত চাঁদনী রাতে,
যত গোপন তত মধুর, নাই বা কথা কও!
শয়ন-সাথে রও না তুমি, নয়ন-পাতে রও!

(৮)

ওগো আমার আড়াল-থাকা! ওগো স্বপন-চোর!
তুমি আছ আমি আছি এইত খুশী মোর।
কোথায় আছ কেমন রানী
কাজ কি খোঁজে, নাইবা জানি!
ভালোবাসি এই আনন্দে আপনি আছি ভোর!
চাইনা জাগা, থাকুক চোখে এমনি ঘুমের ঘোর।

(৯)

রাত্রে যখন একলা শোব, চাইব তোমায় বুক,
নিবিড় ঘন হবে যখন একলা থাকার দুখ
দুখের সুরায় মস্ত হয়ে
থাকব এ প্রাণ তোমায় লয়ে
কল্পনাতে আঁকব তোমার চাঁদ-চুয়ানো মুখ।
ঘুমে জাগায় জড়িয়ে রবে — সেইত চরম সুখ!

(২০)

গাইব আমি, দূরে থেকে শুনবে তুমি গান;
থামবে আমি গানগাওয়ার তোমার অভিমান!
শিল্পী আমি আমি কবি
তুমি আমার-আঁকা ছবি,
আমার লেখা কাব্য তুমি, আমার রচা গান।
চাইব নাক, পরান ভরে করে যাব দান!

(২১)

তোমার বুকে স্থান কোথা গো এ দূর-বিরহীর,
কাজ কি জেনে? ~~কোথায় তুমি অদূর~~ তুমি কেবা আমার-অন্তর জলধির!
গোপন তুমি আসলে নেমে
কাব্যে আমার — আমার প্রেমে,
এই সে সুখে থাকব বেঁচে, কাজ কি দেখে তীর?
দূরের পাখী গান গেয়ে যাই, নাই বাঁধিলাম নীড়!

(১২)

বিদায় যেদিন নেবো সেদিন নাইবা পেলাম দান,
মনে আমায় করবে নাকো, সেইতো মনে স্থান!
যেদিন আমায় ভুলতে গিয়ে
করবে মনে, সেদিন প্রিয়ে
তোমার মাঝে উঠব বেঁচে — সেইতো আমার প্রাণ!
নাইবা পেলাম, চেয়ে গেলাম গেয়ে গেলাম গান!

নজরুল ইসলাম

চট্টগ্রাম
২৮-৭-২৯
(মেঘে-ঢাকা দুপুর)

সিন্ধু

[প্রথম তরঙ্গ]

- • -

হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে চির-বিরহী !
হে অতৃপ্ত ! রহি' রহি'
কোন্ বেদনায়
উদ্বেলিয়া ওঠ তুমি কানায় কানায় ।
কি কথা শুনাতে চাও, কারে কি কহিবে বন্ধু তুমি ?
প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে ঊর্ধ্বে নীলা, নিম্নে বেলা-ভূমি ,—
কথা কও হে দুরন্ত বল
বুকে কেন এত ঢেউ জাগে, এত কলকল ?
কিসের এ অশান্ত গর্জ্জন ?
দিবা নাই রাত্রি নাই — অনন্ত ক্রন্দন
থামিলনা বন্ধু তব !
কোথা তব ব্যথা বাজে ? মোরে কও ; কারে নাহি কব !
কারে তুমি হারালে কখন ?
কোন্ মায়া-মণিকার হেরিছ স্বপন ?
কে সে বালা, কোথা তার ঘর ?
কবে দেখেছিলে তারে ? কেন হ'ল পর
যারে এত বাসিয়াছ ভালো ?
কেন সে আসিল, এসে কেন সে লুকালো ?

অভিমান করেছে সে?
মানিনী ঘুমায়েছে মুখ নিশীথিনী-কোলে?
ঘুমায়েছে একাকিনী জোছনা-বিছানে?—
চাঁদের চাঁদিনী বুঝি তাই এত টানে
তোমার সাগর-প্রাণ, জাগায় জোয়ার?
কী রহস্য আছে চাঁদে লুকানো তোমার,
বল বন্ধু বল!
ও কি গান? ও কি কাঁদা? ঐ মত্ত জল-ছলছল—
ও কি হুহুঙ্কার?
ঐ চাঁদ ঐ সে কি প্রেয়সী তোমার,
টানিয়া সে মেঘের আড়াল
সুদূরিকা সুদূরেই থাকে চিরকাল?
চাঁদের কলঙ্ক ঐ, ও কি তব লুব্ধ চুম্বনের দাগ?
দূরে থাকে কলঙ্কিনী, ও কি রাগ? ও কি অনুরাগ?
জান না কি? তাই
তরঙ্গে আছাড়ি' মর আক্রোশে বৃথাই?.....

মনে লাগে, তুমি যেন অনন্ত পুরুষ
আপনার স্বপ্নে ছিলে আপনি বেহুঁশ।
অশান্ত! প্রশান্ত ছিলে।
এ নিখিলে
জানিতেনা আপনারে ছাড়া।
তরঙ্গ ছিলনা বুকে, সেদিনো দোলানী এসে দেয়নিক নাড়া।
বিপুল আরশী সম ছিলে স্বচ্ছ, ছিলে স্থির,
তব মুখে মুখ রেখে ঘুমাইত তীর! —

তপস্বি! ধেয়ানী!
তারপর চাঁদ এলো! কবে, নাহি জানি!
তুমি যেন উঠিলে শিহরি'!
হে মৌনী! কহিলে কথা, "মরি মরি
সুন্দর সুন্দর!"
"সুন্দর সুন্দর" গাহি' জাগিয়া উঠিল চরাচর।
সেই সে আদিম শব্দ সেই আদি কথা।
সেই বুঝি নির্জনের সৃজনের ব্যথা!

সেই বুঝি বুঝিলে রাজন্
একা সে সুন্দর হয় হইলে দুজন!

কোথা সে উদিল চাঁদ হৃদয়ে না নভে —
সে কথা জানেনা কেউ, জানিবেনা, চিরকাল নাহি-জানা র'বে।
(এতদিনে ভার হ'ল) ~~আর [illegible]~~ আপনারে নিয়ে একা থাকা,
কেন যেন মনে হয় — ফাঁকা সব ফাঁকা!
কে যেন চাহিছে মোরে, কে যেন কি নাই!
~~যারে পাই [illegible] তারে বুকে পেলে কি চাই!~~ - -
যারে পাই তারে যেন আরো পেতে চাই! - - -
জাগিল আনন্দ-ব্যথা, জাগিল জোয়ার,
লাগিল তরঙ্গে দোলা, ভাঙিল দুয়ার,
মাতিয়া উঠিলে তুমি!
কাঁপিয়া উঠিল কেঁদে নিদ্রাতুরা ভূমি।
বাতাসে উঠিল ব্যেপে তব হতাশ্বাস,
জাগিল অনন্ত শূন্যে নীলিমা-উদ্বাস।
বিস্ময়ে বাহিরি' এল নব নব নক্ষত্রের দল,
রোমাঞ্চিত হ'ল ধরা, ~~[illegible] বুক চিরে [illegible]~~
বুক চিরে এল তার ফুল ফল!
এল আলো, এল বায়ু, এল তেজ, প্রাণ, —
জানা ও অজানা ব্যেপে ওঠে সে কী অভিনব গান! —
একি মাতামাতি ওগো একি উতরোল!
এত বুক ছিল হেথা, ছিল এত কোল?

শাখা ও শাখীতে যেন কত জানাশোনা
হাওয়া এসে দোলা দেয়, সেও যেন ছিল জানা
কত সে আপনা!
জলে জলে কানাকানি চলিছে বেগে,
ফুলে ফলে চুমোচুমি, চরাচরে বলা ওঠে জেগে!
আনন্দ-বিহ্বল—
সব আজ কথা কহে, গাহে গান, করে কোলাহল।

বন্ধু ওগো সিন্ধুরাজ! স্বপ্নে চাঁদ-মুখ
হেরিয়া উঠিলে জাগি', ব্যথা করি' উঠিল ও-বুক!
কী যেন সে ক্ষুধা জাগে, কী যেন সে পীড়া,
গলে যায় সারা হিয়া, ছিঁড়ে যায় যত স্নায়ু শিরা!
নিয়া বেলা নিয়া ব্যথা নিয়া সুখ
দুলিয়া উঠিলে সিন্ধু, উৎসুক উন্মুখ!

কোন্ প্রিয়-বিরহের সুগভীর ছায়া—
তোমাতে পড়িল যেন, নীল হল তব স্বচ্ছ কায়া!
সিন্ধু ওগো বন্ধু মোর!
গর্জিয়া উঠিলে ঘোর
আর্ত হাহাকারে—!
বারেবারে

বাসনা-তরঙ্গে তব পড়ে ছায়া তব প্রেয়সীর,
~~স্বপ্নে সে ভেঙে যায়~~
ছায়া সে তরঙ্গে ভাঙে, হানে মায়া, ঊর্দ্ধে প্রিয়া স্থির!
ঘুচিল না অনন্ত আড়াল,
তুমি কাঁদ — আমি কাঁদি, কাঁদে সাথে কাল!

কাঁদে গ্রীষ্ম কাঁদে বর্ষা বসন্ত ও শীত,
নিশিদিন শুনি বন্ধু ঐ এক ক্রন্দনের গীত!

নিখিল বিরহী কাঁদে, সিন্ধু, তব সাথে।
তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে প্রিয়া রাতে,
এক দুখে এক বেদনায়
বন্ধু ওগো সিন্ধু মোর, এক যাতনায়!

সেই অশ্রু — সেই লোনাজল —
তব চক্ষে — হে বিরহী বন্ধু মোর! — করে টলমল!

এক জ্বালা এক ব্যথা নিয়া
তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে মোর প্রিয়া! —

নজরুল ইসলাম

(বৃষ্টি-ঝরা সকাল)
চট্টগ্রাম
২৯-৭-২৬

সিন্ধু
(দ্বিতীয় তরঙ্গ)

হে সিন্ধু হে বন্ধু মোর
হে মোর বিদ্রোহী!
রহি' রহি'
কোন্ বেদনায়
তরঙ্গ-ভঙ্গে মাত উদ্দাম লীলায়!
হে উন্মত্ত, কেন এ নর্তন?
হে দুরন্ত! নিষ্ফল আক্রোশে কেন কর আস্ফালন
বেলাভূমে পড়ি' আছাড়িয়া?
সর্ব্বগ্রাসী! গ্রাসিতেছ মৃত্যু-ক্ষুধা নিয়া
ধরণীরে তিলে তিলে!
হে অস্থির! স্থির নাহি হ'তে দিলে
পৃথিবীরে। ওগো নৃত্য-ভোলা,
ধরারে দোলায় শূন্যে তোমার হিন্দোলা!
হে চঞ্চল,
বারেবারে টানিতেছ দিগন্তিকাবধূর অঞ্চল।
কৌতুকী গো! তোমার এ কৌতুকের অন্ত যেন নাই!—
কী যেন বৃথাই
খুঁজিতেছ কূলে কূলে
কার যেন পদ-রেখা!— কে নিশীথে এসেছিল ভুলে.

তব তীরে গর্বিতা সে নারী,
যত বারি আছে চোখে সব দিলে পদে তার ডারি',
সে শুধু হাসিল উপেক্ষায়!
তুমি গেলে করিতে চুম্বন, সে ফিরাল কঙ্কনের ঘায়!
— গেল চলে নারী!
সন্ধান করিয়া ফের হে সন্ধানী তারি—
দিকে দিকে তরঙ্গের জিহ্বা দিয়া,
গর্জনে গর্জনে কাঁদ — "পিয়া, মোরি পিয়া!"

বল বন্ধু, বুকে তব কেন এত বেগ এত জ্বালা?
কে দিল না প্রতিদান? কে ছিঁড়িল মালা?
কে সে গরবিনী বালা? কার এত রূপ এত প্রাণ,
হে সাগর, করিল তোমার অপমান!

হে "মজনুন" কোন্ সে "লায়লী"র
প্রণয়ে উন্মাদ তুমি? — বিরহ-অথির
করিয়াছ বিদ্রোহ-ঘোষণা, সিন্ধুরাজ,
কোন্ রাজ-কুমারীর লাগি? কারে আজ
পরাজিত করি রণে, তব প্রিয়া রাজ-দুহিতারে
আনিবে হরণ করি'? — সারে সারে

দলে দলে চলে তব তরঙ্গের সেনা,
উষ্ণীষ তাদের শিরে শোভে শুভ্র ফেনা!

ঝটিকা তোমার সেনাপতি –
আদেশ হানিয়া চলে উর্দ্ধ অগ্রগতি।
উড়ে চলে মেঘের বেলুন,
মাইন তোমার চোরা পর্ব্বত নিপুণ!
হাঙ্গর কুম্ভীর তিমি চলে সাবমেরিন,
নৌ-সেনা চলিছে নীচে মীন!
সিন্ধু-ঘোটকেতে চড়ি চলিয়াছে বীর-
উদ্দাম অস্থির!
কখন্ আনিবে জয় করি' – কবে সে আসিবে তব প্রিয়া,
সেই আশা নিয়া
তোমার হেরেম-বাঁদি শত শুক্তি-বধূ অপেক্ষিছে
মুক্তা-বুকে মালা রচি' নীচে!
প্রবাল গাঁথিছে রক্ত-হার –
হে সিন্ধু হে বন্ধু মোর – তোমার প্রিয়ার!
বধূ তব দ্বীপান্বিতা আসিবে কখন্
রচিতেছে নব নব দ্বীপ তারি প্রমোদ-কানন।...

চট্টগ্রাম
৩০-৭-২৬

বক্ষে তব চলে সিন্ধু-পোত
ওরা যেন তব পোষা কপোতী কপোত!
নাচায়ে আদর করে পাখীরে তোমার
ঢেউ-এর দোলায়, ওগো কোমল দুর্বার!
হে মধুর! উচ্ছ্বাসে তোমার জল উছলিয়া উঠে,
ও বুঝি চুম্বন তব তার চঞ্চু-পুটে?
আশা তব ওড়ে লুব্ধ সাগর-শকুন,
তট-ভূমি টেনে চলে তব আশা-তরীর গুণ!
উড়ে যায় নাম-নাহি-জানা কত পাখী,
ও যেন স্বপন তব! — কী তুমি একাকী
ভাব কভু আনমনে যেন,
সহসা লুকাতে চাও আপনারে কেন!
ফিরে চল ভাঁটি-টানে কোন্ অন্তরালে,
যেন তুমি বেঁচে যাও নিজেরে লুকালে! —
শ্রান্ত মাঝি গাহে গান ভাটিয়ালী সুরে,
প্রাণ যেন ভেসে যেতে চায় কোন্ দূরে — আরো দূরে
সীমাহীন নিরুদ্দেশ পথে।
মাঝি ভাসে, তুমি ভাস, আমি ভাসি স্রোতে।

নিরুদ্দেশ! শুনে কোন্ আড়ালীর ডাক–
ভাটিয়ালী পথে চল একাকী নির্বাক ;
অন্তরের তলা হ'তে শুন কি আহ্বান ?
কোন্ অন্তরিকা কাঁদে অন্তরালে থাকি' যেন,
চাহে তব প্রাণ!
বাহিরে না পেয়ে তারে ফের তুমি অন্তরের পানে
লজ্জায় — ব্যথায় — অপমানে!

তারপর, বিরাট পুরুষ, বোঝ নিজ ভুল–,
জোয়ারে উচ্ছ্বসি ওঠ, ভেঙে চল কূল
দিকে দিকে প্লাবনের বাজায়ে বিষাণ।
বল, 'প্রেম করেনা দুর্বল ওরে, করে মহীয়ান!'
আনন্দে নাচিয়া ওঠ দুখের নেশায়, বীর, তোল সব জ্বালা।
বারুণী-সাকীরে কহ, 'আনো সখী সুরার পেয়ালা!'
অন্তরের নিষ্পেষিত ব্যথার ক্রন্দন
ফেনা হ'য়ে ওঠে মুখে বিষের মতন।
হে শিব, পাগল,
তব-কণ্ঠে-ধরি রাখ সেই জ্বালা — সেই হলাহল!

হে বন্ধু, হে সখা,
এতদিনে দেখা হল, মোরা দুই বন্ধু পলাতকা!

কত কথা আছে – কত গান আছে শোনাবার,
কত ব্যথা জানাবার আছে – সিন্ধু, বন্ধু গো আমার!
এস বন্ধু, মুখোমুখি বসি!
অথবা টানিয়া লহ তরঙ্গের আলিঙ্গন দিয়া, দুই পশি
ঢেউ নাই যথা – শুধু নিতল সুনীল! –
তিমিরে কহিয়া দাও – সে যেন খোলে না খিল
থাকে দ্বারে বসি'।
সেইখানে কব কথা। যেন রবি শশী
নাহি পশে সেথা।
তুমি রবে – আমি রব – আর রবে ব্যথা!

সেথা শুধু ডুবে রব কথা নাহি কহি', —
যদি কই –
নাই সেথা দুটী কথা বই, —
'আমিও বিরহী, বন্ধু, তুমিও বিরহী!' –

চট্টগ্রাম
৩১-৭-২৬

(তৃতীয় তরঙ্গ)

হে ক্ষুধিত বন্ধু মোর, তৃষিত জলধি !
এত জল বুকে তব, তবু নাহি তৃষার অবধি !
এত নদী উপনদী তব পদে করে আত্মদান,
বুভুক্ষু ! তবু কি তব ভরিলনা প্রাণ ?
মহাবাহু
ওগো রাহু,
তিন ভাগ গ্রাসিয়াছ — এক ভাগ বাকী !
সুরা নাই — পাত্র হাতে কাঁপিতেছ সাকী ! --

হে দুর্গম ! খোলো খোলো খোলো দ্বার।
সারি সারি গিরিদরী দাঁড়ায়ে দুয়ারে করে প্রতীক্ষা তোমার।
শস্য-শ্যামা বসুমতী- ফুলে ফলে ভরিয়া অঞ্জলি
করিছে বন্দনা তব, বলী !
তুমি আছ নিয়া নিজ দুরন্ত কল্লোল
আপনাতে আপনি বিভোল।
পাশে না শ্রবণে তব ধরণীর শত দুঃখ গীত;
দেখিছ বর্তমান, দেখেছ অতীত,
দেখিবে সুদূর ভবিষ্যৎ,
মৃত্যুঞ্জয়ী দ্রষ্টা, ঋষি, উদাসীনবৎ !

ওঠে জাগে তব বুকে তরঙ্গের মত
জন্ম মৃত্যু দুঃখ সুখ, - ভূমানন্দে হেরিছ সতত!-

হে পবিত্র! আজিও সুন্দর ধরা, আজিও অম্লান -
সদ্য-ফোটা পুষ্প সম, তোমাতে করিয়া নিত্য স্নান।
জগতের যত পাপ গ্লানি -
হে দরদী, নিঃশেষে মুছিয়া লয় তব স্নেহ-পাণি!

ধরা তব আদরিণী মেয়ে,
তাহারে দেখিতে তুমি আস মেঘ বেয়ে!
হেসে ওঠে ফুলে শস্যে দুলালী তোমার -,
কালো চোখ বেয়ে তার ঝরে কত আনন্দাশ্রু-ভার!
জননীরা হয় নাম, দাও কত রঙিন যৌতুক,
ভাঙ, গড়, দোলা দাও, —
কন্যারে লইয়া তব অনন্ত কৌতুক!—
হে বিরাট, নাহি তব ক্ষয়,
নিত্য নব নব দানে ক্ষয়েরে করেছ তুমি জয়!

হে সুন্দর! জল-বাহু দিয়া
ধরণীর কটিতট আছ জড়াইয়া

ইন্দ্রনীলকান্তমণি-মেখলার সম,
মেদিনীর নিতম্ব-দোলায় সাথে দোল অনুপম!

বন্ধু, তব অনন্ত যৌবন
তরঙ্গে ফেনায়ে ওঠে সুরার মতন!
কত মৎস্য-কুমারীরা নিতি তোমা' যাচে
কত জল-দেবীদের শুক্তি-মালা পড়ে তব চরণের কাছে,
চেয়ে নাহি দেখ, উদাসীন!
কার যেন স্বপ্নে তুমি মগ্ন নিশিদিন!

মন্থন-মন্দার দিয়া দস্যু সুরাসুর-
মথিয়া লুণ্ঠিয়া গেছে তব রত্ন-পুর-,
হরিয়াছে উচ্চৈঃশ্রবা, তব লক্ষ্মী, তব শশী-প্রিয়া
তারা সব আছে আজ সুখে স্বর্গে গিয়া!
করেছে লুণ্ঠন
তোমার অমৃত-সুধা — তোমার জীবন!
সব গেছে, আছে শুধু ক্রন্দন কল্লোল
আছে জ্বালা — আছে স্মৃতি — ব্যথা-উতরোল।
ঊর্ধ্বে শূন্য — নিম্নে শূন্য — শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধার, সীমাহীন রিক্ত হাহাকার।

হে মহান! হে চির-বিরহী!
হে সিন্ধু হে বন্ধু মোর, হে মোর বিদ্রোহী,
সুন্দর আমার!
নমস্কার!
নমস্কার লহ!
তুমি কাঁদ — আমি কাঁদি, কাঁদে মোর প্রিয়া অহরহ!

হে দুস্তর! আছে তব পার, আছে কূল,
এ অনন্ত বিরহের নাহি পার, নাহি কূল, — ভুল স্বপ্ন, ভুল!

মাগিব বিদায় যবে, নাহি রবে আর
তব কল্লোলের মাঝে বাজে যেন ক্রন্দন আমার!
বৃথাই খুঁজিবে যবে প্রিয়া
উত্তরিও ওগো বন্ধু, সিন্ধু মোর, তুমি গরজিয়া

—

তুমি শূন্য, আমি শূন্য, শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধার — সীমাহীন রিক্ত হাহাকার!

চট্টগ্রাম —
২-৮-২৭

নজরুল ইসলাম

সিন্ধু
(চতুর্থ তরঙ্গ)

ভুলি নাই পুনঃ তাই আসিয়াছি ফিরে
ওগো বন্ধু, ওগো প্রিয়, তব সেই তীরে!---
কূলহারা কূলে তব নিমেষের আশি'
খেলিতে আসিয়া হায় যে জীব বিলাসী
সকলি হারায়ে গেল তব বালুচরে,
ঝিনুক কুড়াতে এসে — গেল আঁখি ভ'রে
তব লোনা জল নিয়ে, তব স্রোত টানে
ভাসিয়া যে গেল দূর নিরুদ্দেশ পানে!
ফিরে সে এসেছে আজ বহু বর্ষ পরে,
চিনিতে পার কি বন্ধু, মনে তারে পড়ে?
বর্ষার জোয়ারে যারে তব হিন্দোলায়
দোলাইয়া ফেলে দিলে দুরাশা-সীমায়,
ফিরিয়া সে আসিয়াছে তব তট-পথে,

উথলিয়া ওঠে কি সাধ তাহে ওর বুকে?

খেলিতে আসিনি বন্ধু, এসেছি এবার
দেখিতে তোমার রূপ বিরহ-বিথার!
~~সেবার আসিয়াছিনু হয়ে বেদুইন,~~
~~ফিরিয়া গিয়াছি [illegible] আঁখি ভরি লোনা জল,~~

সেবার আসিয়াছিনু হয়ে কুতূহলী,
বলিতে আসিয়া, দিনু আপনারে বলি!
কৃপণের সম আজ আসিয়াছি ফিরে
হারায়েছি মণি যথা সেই সিন্ধু-তীরে!
ফেরে না তা যা হারায়, মণিহারা ফণী
তবু ফিরে ফিরে আসে! বন্ধু গো, তেমনি
হয়ত এসেছি চোরা বালুচরে! —
যে চিতা জ্বলিয়া, যায় নিভে চিরতরে
~~পোড়া মানুষের পোড়া মানুষের মন সেই সে শ্মশানে~~
পোড়া মানুষের মন সে মহাশ্মশানে
তবু ঘুরে মরে কেন — কেন যে কে জানে!

~~[illegible] আসি' কবরের তলে,~~
~~তারি পাশি' সারা রাত অভিসারে চলে~~

প্রভাতে ঢাকিয়া আসি' কবরের তলে
তারি পাশি' সারা-রাত অভিসারে চলে—

অবুঝ মানুষ হায়! — ওগো উদাসীন,
সে বেদনা বুঝিবে কি তুমি কোনোদিন!
হয়ত হারানো মণি ফিরে তারা পায়,
কিন্তু হায়, যে অভাগা হৃদয় হারায় —
হারায় সে চিরতরে! এ জনমে তার
দিশা নাহি মিলে বন্ধু!... তুমি পারাবার,
পারাপার নাহি তব, তিমির-অতলে
যা ডোবে তা চিরতরে, ডুবে আঁখিজলে!...
জানো না সাঁতার বন্ধু, হইলে ডুবুরি,
কাড়িতাম কবে তব বক্ষ হ'তে চুরি
রত্নহার! কিন্তু হায়, জিনে শুধু মালা
কি হইবে — বাড়াইয়া হৃদয়ের জ্বালা?
বন্ধু তব রত্নহার মোর তরে নয়,
মালার সাথী যদি না মেলে হৃদয়!

উদাসী বন্ধু মোর, চির-খামখেয়ালী!
সাজা নাই বুকে তব কথার হেঁয়ালি!
শীতের কুহেলি- বিষণ্ন বয়ান
কিসের কন্না মাখা! কূলের সিথানে
এলায়ে শিথিল দেহ আছ একা শুয়ে
বিশীর্ণ কপোল বালু-উপাধানে থুয়ে!
~~তোমার কলঙ্কী বঁধু চাঁদ ডুবে যায়~~
~~ওপারে সুদূর পারে গগন-সীমায়,~~

তোমার কলঙ্কী বঁধু চাঁদ ডুবে যায়
তেমনি উঠিয়া দূর গগন-সীমায়,
ছায়া এসে পড়ে তার তোমার মুকুরে।
কায়াহীন মায়াবীর মায়া বুকে পুরে
ফুলে ফুলে কূলে কূলে কাঁদ অভিমানে,
আছাড়ি তরঙ্গ-বাহু ব্যর্থ শূন্য পানে
যে কলঙ্কী নিশিদিন ধায় শূন্য-পথে,
সে কি দেখেনা কোথা কোন্ বাতায়ন হ'তে
~~কে তারে চাহিছে নিতি!~~ সে খুঁজে বেড়ায়
বুকের প্রেয়সী তারি সাধের প্রেয়সী!

ভয় নাই বন্ধু ওগো, আমি জানি তো

অন্ত তব, শেষ নাই অন্তহীন চিত্ত

চাঁদ না সে চিতা জ্বলে তব উপকূলে —

কে হবে জানিয়া মোর? কার চিত্তমূলে

কে কবে ডুবিয়া হায় পাইয়াছে তল?

একভাগ ধরা ওরা তিন ভাগ জল!

এসেছি দেখিতে তোরে — সেদিন বর্ষায়

খেলিতে দেখেছি যারে উদ্দাম লীলায়

বিচিত্র তরঙ্গ-ভঙ্গে! সেদিন শ্রাবণে

ঝুম ঝুম মল-চুড়ি বলয় কঙ্কণে —

শুনিয়াছি যে সঙ্গীত, যার তালে তালে

নেচেছে বিজলি মেঘে, শিখী নীপ-ডালে

যার লোভে অতিদূর অস্ত-দেশ হতে
ছুটে এসেছিনু এই উদয়ের পথে! —
ওগো মোর লীলা-সাথী অতীত বর্ষার;
আজিকে শীতের রাতে নব অভিসার!
চলে গেছে আজি সেই বরষার মেঘ,
আকাশের চোখে নাই স্বপ্নের উদ্বেগ,
গরজেনা গুরু-গুরু গগনে সে বাজ,
উড়ে গেছে দূর বনে ময়ূরীরা আজ,
ঝোরে ঝোরে বহেনাক পূবালী বাতাস,
শ্বসেনা কাহারও পাশে সেই দীর্ঘশ্বাস,
নাই সেই চেয়ে থাকা বাতায়ন খুলি'
সেই পথে — মেঘ যথা যায় পথ ভুলি,
না মানিয়া কাজলের ছলনা নিষেধ
চোখ ছেপে জল ঝরা, — কপোলের স্বেদ
মুছিবার ছলে আঁখিজল মোছা সেই —,
নেই বন্ধু, আজি তার স্মৃতিও সে নেই!

থরথর কাঁপে আজ শীতের বাতাস,
সেদিন আমার ছিল যে দীরঘশ্বাস

যাক্ তাহা নিরাশায় কেঁদে বলে, হায়,
ওরে মূঢ় — যে যায় সে চিরতরে যায়!
যাহারে রাখিবি তুই অন্তরের তলে,
সে যদি হারায় কভু সাগরের জলে --
কে তাহারে ফিরে পায়? নাই ওরে নাই-,
অকূলের কূলে তারে খুঁজিস বৃথাই! ---

যে ফুল ফোটেনি ওরে তার উপবনে
পূবালী হাওয়ার শ্বাসে বরষা-কাঁদনে
সে ফুল ফুটিবেনা রে আজ শীতরাতে;
দু ফোঁটা শিশির আর অশ্রুজল পাতে! —

আমার সান্ত্বনা নাই, জানি বন্ধু জানি,
শুনিতে এসেছি শুধু — যদি কানাকানি
হয় ওর কূলে কূলে— আমার সে জন্য!
এ কূলে বিরহ-রাতে কাঁদে চক্রবাক,
ও কূলে শোনে কি তাহা চক্রবাকী তার?
এ বিরহ এ কি শুধু বিরহ একার?

কুহেলি-গুণ্ঠন টানি' শীতের নিশীথে
ঘুমাও একাকী যবে, নিশব্দ সঙ্গীতে
ভরে ওঠে দশ দিক, সে নিশীথে কি জাগি'
ব্যথিয়া ওঠেনা বুক কভু কারো লাগি'?
গুণ্ঠন খুলিয়া কভু সেই চাঁদরাতে
ফিরিয়া চাহনা ওর কূলে কল্পনাতে?

চাঁদ সে ত আকাশের, এই বীরা-কূলে
যে চাহে তোমায় তারে চাহনা কি ভুলে?
ওর তীরে অগস্ত্যের সম লয়ে তৃষা,
বসে আছি,
চলে যায় কত দিবা নিশা!

যাহারে করিতে পারি চুমুকেতে পান,
তার পায়ে বসি' গাই শুধু গান!

আপনি বন্ধু, এ চিরার মৃৎপাত্রখানি
ভরিতে নারিল যাহা, তারে আমি মানি।
ধরিবনা এ বধিরে, এ মম হিয়ার
বিপুল শূন্যতা আছে নাহি ভরিবার!

আসিয়াছি কূলে আজ, কাল ঘুরে-
কূল ছাড়ি চলে যাব দূরে বহুদূরে! ---

বল বন্ধু, বল জয় বেদনার জয়!
যে-বিরহে কূলে কূলে নাহি পরিচয় –
কেবলি অনন্ত জল অনন্ত বিচ্ছেদ,
হৃদয় কেবলি হানে হৃদয়ে নিষেধ!
যে-বিরহে গ্রহতারা শূন্যে নিশিদিন
ঘুরে মরে। গৃহবাসী হয় উদাসীন।

উল্কা সম ছুটে যায় অসীমের পথে;
ছোটে নদী দিশাহারা গিরিচূড়া হ'তে!

বারে বারে যেথা ঢেউ দুলে ~~যে বেদনা~~ [illegible] শাখায়,
~~[illegible]~~ বারে বারে ছিঁড়ে যায় তবু না ফুরায়—
সাধ না মিটিল যে-বিরহে! যে বিরহে জাগে
চকোরী আকাশে, সাগর কুমুদী তড়াগে,
তব বুকে লাগে নিতি জোয়ারের টান,
যে বিষ পিইয়া কণ্ঠে ফুটে ওঠে গান, —
~~যে বিরহে [illegible] আঁখি~~
বন্ধু, তার জয় হোক!— এই শুধু চাহি'
হয়ত আসিব পুনঃ তব কূল বাহি',
হেরিব নতুন রূপে তোমারে আবার,
গাহিব নতুন গান! নব ~~[illegible]~~ অশ্রুহার
~~[illegible] গাঁথিব [illegible]~~ গেঁথে
গাঁথিব গোপনে বসি, নয়নের ঝারি—
তোমার করিয়া, দিব তব-তীরে ডারি!

হয়ত আসিবে পুনঃ তব তীরে তীরে—
~~কুসুমকলিকা [illegible]~~
ফুটিবে ~~[illegible]~~ মঞ্জরী নব শুষ্ক তরু-শিরে।
আসিবে নতুন পাখী— শুনাইতে ~~[illegible]~~ গীতি,
আসিবে না শুধু এ ~~[illegible]~~ একা এ অতিথি!

যেদিন ও-বুকে ওর শুকাইবে জল,
নিদারুণ রৌদ্র-দাহে দূর দূর মরুতল
পুড়িবে একাকী তুমি, মরুচারী হয়ে
আসিব সেদিন বন্ধু, মম প্রেম লয়ে!...

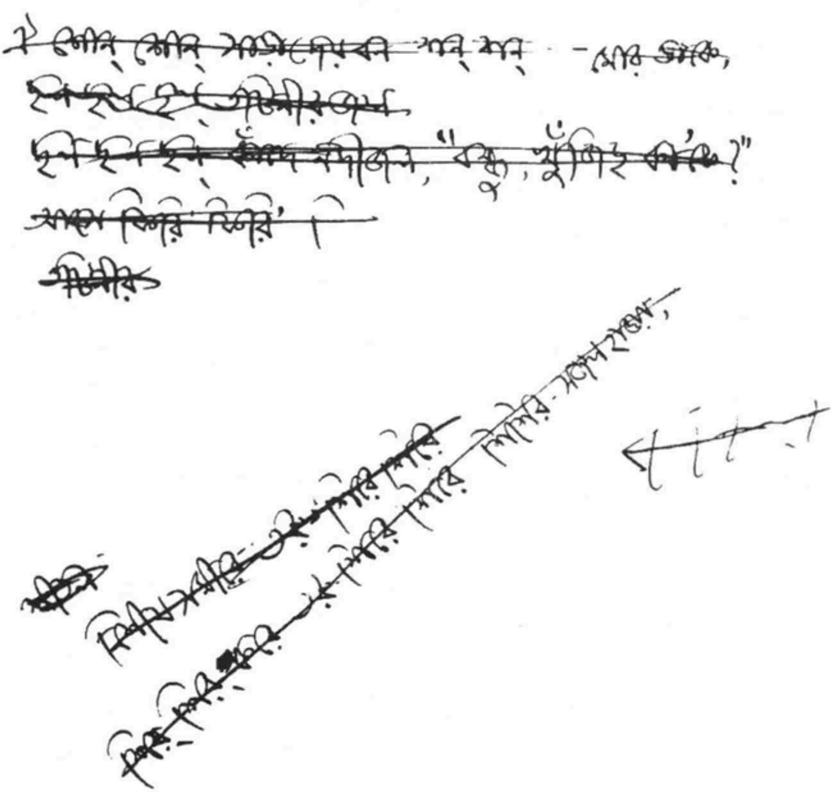
আঁখির দিগন্তে মোর কুহেলি ঘনায়,
বিদায়ের বংশী বাজে, বন্ধু গো, বিদায়!

[illegible]-মাহবুবুল
চট্টগ্রাম
১৫-৭-১৯২৬
কাজী

চক্রবাক

ওগো ও চক্রবাকী!
তোমারে খুঁজিয়া অন্ধ হ'ল যে চক্রবাকের আঁখি!
কোথা কোন্ পারে রহিলে গো তারে ভুলে?
হেথা সাথী তব ডেকে ডেকে ফেরে বিরহীর কূলে কূলে!
দিবসে ঘুমালে সব ভুলে যার পাখায় বাঁধিয়া পাখা,
চঞ্চুতে যার আজিও তোমার চঞ্চুর চুমা আঁকা,
"রোদ লাগে" বলে যার ডানাতলে লুকাইত নানা ছলে,
থাকিয়া থাকিয়া উঠিতে কাঁপিয়া তবু কেন পলে পলে,
আদরের পাওয়া সাদরের বাঁধা যাচিয়া যাহার কাছে
কায়ার পিছনে ছায়াটির মত ফিরিত পাছে পাছে,

আজ সে যে হায় কাঁদিয়া তোমায় দিকে দিকে খুঁজে মরে;
ভীরু মোর পাখী! আঁধারে একেলা কোথা কোন্ বালুচরে?



~~শোনি শোন~~ সাড়া দেয় বন শন্ শন্, এ শোন, ঘোর ডাকে —
তটিনীর জল ছল্ছল্ কাঁদে ফিরে চায় বাঁকে বাঁকে।
~~ঝিরি ঝিরি কাঁদে ঝিরি ঝিরি~~
ফিরায়ে যাযার প্রতিধ্বনিরে সান্ত্বনা দেয় গিরি,
ওপারের তীরে ঝাউ-শাখা ঝুরিতেছে ঝিরিঝিরি,
ঝিঁঝিঁরি হায় ঘুম ভেঙে যায় বিহগ-শাখী-কুটে,
বলে, "বিরহীরে মোর সুখ-নীড়ে যায় যায় যায় টুটে!
~~জুড়াইব ব্যথা কাঁটা বিঁধে~~
~~ঐ কাঁটা লয়ে বিবাগিনী হয়ে তোর সাথে যাব উড়ি,~~
জুড়াইব ব্যথা, কাঁটা বিঁধে যথা সেথা দিব বুক পেতে,
ঐ কাঁটা লয়ে বিবাগিনী হয়ে উড়ে যাব আকাশেতে।"

ঐ তো বধূ হাসে কুলবধূ বলে, "সাঁঝতারা আঁখি
নিশীথ নিঝুম চোখে নাই ঘুম, কারে এ ডাকাডাকি?"
চল তরুতলে এই বকুলে, দিব ঘুম-শেজ পাতি,
ফুলের কাননে ফুলে ফুলে মোরা কাটাইব সারারাতি।"

অসীম আকাশ যায় মোর পাশ, তারার দীপালি জ্বালি',
বলে, "পরবাসী! কোথা কাঁদ আসি'? হেথা শুধু চোরাবালি!
তোমার কাঁদনে আমার গগনে নিভে যায় তারা-বাতি,
এ নিখিল শূন্য আঁখিতে শূন্য, এস হব মোরা সাথী!"
মানে না পরান, গেয়ে গেয়ে যান কূলে কূলে ফিরি' ডাকি',
কোথা কোন্ কূলে রহিলে গো ভুলে আমার চক্রবাকী?

চাহি ওপারের তীরে,
কভু না পোহায়, বিরহের রাতি এই দারুণ কি রে?

~~না মিটিতে সাধ বিধি সাধে বাদ,~~
~~পড়ে যায় মাঝে, নিভে যায় সাঁঝে মিলনের মরু-শিখা~~!

না মিটিতে সাধ বিধি সাধে বাদ, বিরহের যবনিকা
পড়ে যায় মাঝে, নিভে যায় সাঁঝে মিলনের মরু-শিখা!
মিলনের কূল ভেঙে ভেঙে যায় বিরহের বন্যায়,
অধীরের হাসি বাসি হয়ে ওঠে বুক-ভাঙা বেদনায়!

একা নদীতীরে গহন তিমিরে আমি কাঁদি মনোদুখে,
হয়ত কোথায় কাঁদিয়া ঘুমায় তুমি ঘুম যাও সুখে।
~~হয়ত এ রাতি কাটিবেনা আর এই আমাদের মাঝে,~~
আমাদের মাঝে বহিছে যে নদী এ জীবনে দুস্তর পারাবার,
কাটিবে এ নিশি, আসিবে প্রভাত, জীবনের ... চেনা
আসিবে সবাই, আসিবেনা তুমি এ চির-চেনা নীড়ে;
এপারের ডাক ওপারে ঘুরিয়া এপারে আসিবে ফিরে!

হয়ত জাগিয়া দেখিব প্রভাতে; আমারি আঁখির আগে
তুমি যাইতেছ নবীন সাথীর প্রেম নব অনুরাগে।
~~হয়ত এ নিশি কাটিবেনা মোর~~
জানিগো, আমার কাটিবেনা আর এই বিরহের নিশি,
কোথায় খুঁজিবে তোমায় দশ দিকে দশ দিশি।
~~হয়ত প্রভাতে থাকিবনা আমি বসে এই বালুচরে~~
~~ক্লান্ত পাখায় উড়ে যাব দূর সরোবরে~~

যখন প্রভাতে থাকিবনা আমি এই সে নদীর তীরে,
ক্লান্ত পাখায় উড়ে যাব দূর বিস্মরণীর পারে,
খুঁজিতে আমায় এই কিনারায় আসিবে এখন তুমি
খুঁজিবে সাগর প্রান্তর গিরি দরী বনভূমি,

তোমারি আশায় রেখে যাই প্রিয় ঝরা পালকের স্মৃতি —
এই বালুচরে ক্রন্দনের স্বরে আমার বিরহ-গীতি!

যদি পথ ভুলে আস এই কূলে কোনোদিন রাতে রানী,
প্রিয় ওগো প্রিয় তুলে নিও এ ঝরা-পালক খানি!

বাংলার "আজীজ" *

পোহায়নি রাত, আজান তখন দেয়নি মুয়াজ্জিন,
মুসলমানের রাত্রি তখন, আর সকলের দিন।
অঘোর ঘুমে ঘুমায় তখন বঙ্গ-মুসলমান,
সবার আগে জাগলে, তুমি, গাইলে জাগার গান!
ফজর-বেলার নজর ওগো উঠলে মিনার-'পর
ঘুম-টুটানো আজান দিলে — "আল্লাহু আকবর!"
কোরান শুধু পড়ল সবাই বুঝলে তুমি একা
লেখায় যত ইস্লামী-জোশ তোমায় দিল দেখা!
খাপে রেখে অসি যখন খাচ্ছিল সব মার,
আলোয় তোমার উঠল নেচে দু-ধারী তলোয়ার।
চমকে সবাই উঠল জেগে, কচ্লে গেল চোখ,
নৌ-জোয়ানীর খুন-জোশীতে মস্ত হ'ল সব লোক!
আঁধার রাতের যাত্রী যত উঠল গেয়ে গান,
তোমার চোখে দেখল তারা আলোর অভিযান।
বেরিয়ে এল বিবর হতে সিংহ-শাবক দল—
যাদের প্রতাপ-দাপে আজি বাংলা টলমল!
এলে নিশান-বরদার বীর দুশ্মন্ দর্দার,
লায়লা চিরে আনলে শাহার — রাতের তারা-হার!
শীতের জরা দূর হয়েছে ফুটছে বাহার-ফুল,
গুলশানে ফুল ফুটল যখন, নাই তুমি বুলবুল!

* অবসর-প্রাপ্ত স্কুল-ইন্সপেক্টর মরহুম খান বাহাদুর আবদুল আজিজ বি. এ. সাহেবের ; মৃ —

বাতায়ন-পাশে গুবাক-তরুর সারি

বিদায়, হে মোর বাতায়ন-পাশে নিশীথ-জাগার সাথী!
ওগো বন্ধুরা, পাণ্ডুর হয়ে এল বিদায়ের রাতি।
আজ হতে হ'ল বন্ধ আমার জানালার ঝিলিমিলি,
আজ হতে হ'ল বন্ধ মোদের আলাপন নিরিবিলি।—

অস্ত-আকাশ-অলিন্দে তার শীর্ণ কপোল রাখি'
কাঁদিতেছে চাঁদ, "মুসাফির জাগো," নিশি আর নাই বাকী!
নিশীথিনী যায় দূর বন-ছায় তন্দ্রায়-ঢুলুঢুল,
ফিরে ফিরে চায়, দু'হাতে জড়ায় আঁধারের এলোচুল।
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~

চমকিয়া জাগি, ললাটে আমার কাহার নিশাস লাগে?
কে করে বীজন তপ্ত ললাটে, কে মোর শিয়রে জাগে?
জেগে দেখি, মোর বাতায়ন-পাশে জাগিছে স্বপন-চারী,
নিশীথ-রাতের বন্ধু আমার গুবাক-তরুর সারি!

সারারাত মোরা কয়েছি যে কথা, বন্ধু, পড়িছে মনে,
তোমাদের আর আমার আঁখির পল্লব-কম্পনে।

জাগিয়া একাকী জ্বালা করে আঁখি এসেছে যখন জল
তোমাদের পাতা মনে হ'ত যেন সুশীতল করতল
আমার প্রিয়ার! — তোমার শাখার পল্লব-মর্মর
মনে হ'ত যেন তারি কণ্ঠের আবেদন সকাতর।
তোমার পাতায় দেখেছি তাহারি আঁখির কাজল-লেখা,
তোমার দেহেরই মতন দীঘল তাহার দেহের রেখা
তব ঝিরঝির মিরমির যেন তারি কুণ্ঠিত বাণী,
তোমার শাখায় ঝুলানো তারির সাড়ির আঁচলখানি।
— তোমার পাখার হাওয়া
তারি অঙ্গুলি-পরশের মত নিবিড় আদর-ছাওয়া। —

ভাবিতে ভাবিতে ঢুলিয়া পড়েছি ঘুমের শ্রান্ত কোলে,
ঘুমায়ে স্বপন দেখেছি — তোমারি সুনীল ঝালর দোলে
তেমনি আমার শিথানের পাশে। দেখেছি স্বপনে, তুমি
গোপনে আসিয়া গিয়াছ আমার তপ্ত ললাট চুমি'।

— বল তবে কার ক্ষতি ?

তোমারে লইয়া সাজাব না ঘর — সৃজিব অমরাবতী

বুকে বুকে শুধু বাজাইবে বীণা বেদনার বীণাপাণি।

হয়তো তোমারে দেখিয়াছি — তুমি যাহা নও তাই করে।

ক্ষতি কি তোমার — যদি গো আমার তাতেই হৃদয় ভরে।

সুন্দর যদি করে গো তোমারে আমার আঁখির জল

মৃত মোমতাজে লয়ে কারো প্রেম রচিলে তাজমহল

— আজি বিদায়ের আগে —

আমারে জানাতে তোমারে জানিতে কত কি যে সাধ জাগে!

মর্মের বাণী শুনি তব, তবু মুখের ভাষায় কেন-

জানিতে চায় ও বুকের ভাষারে লোভাতুর মন হেন।

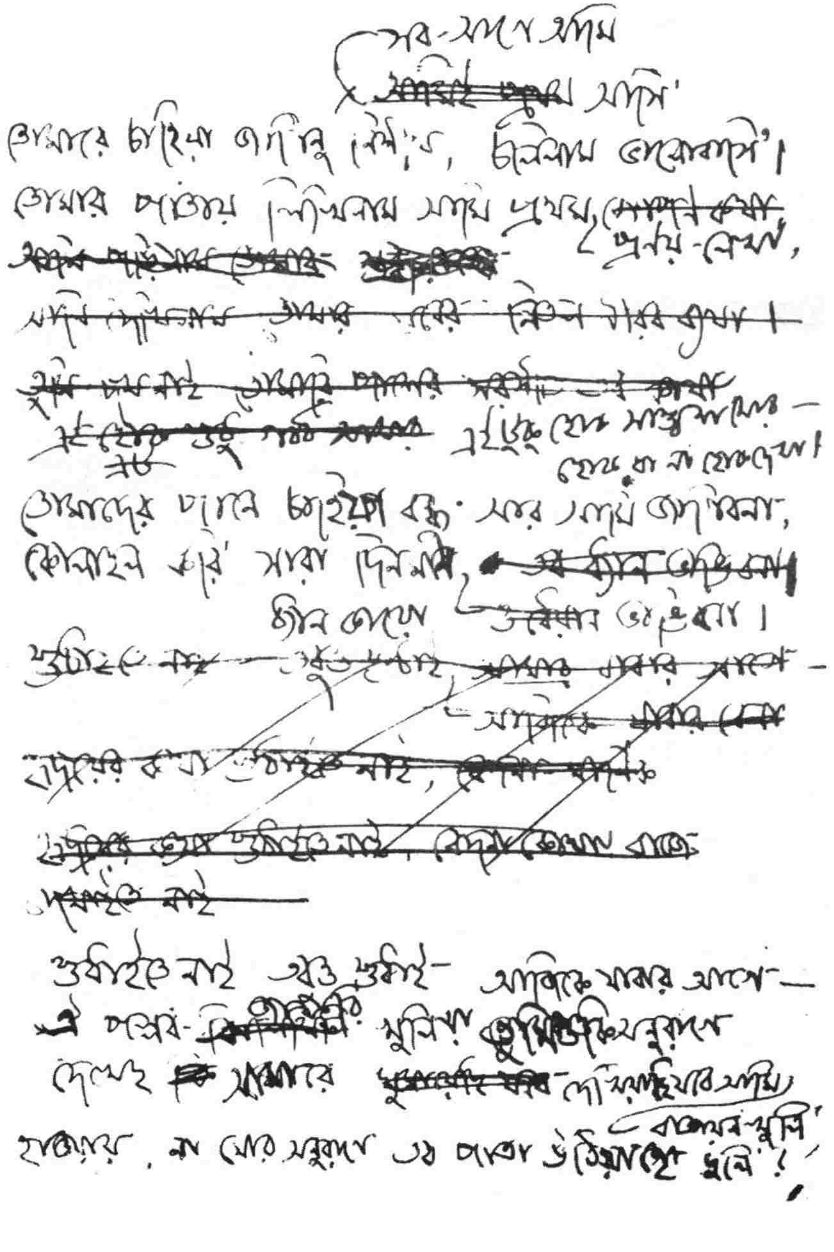
জানি — মুখে মুখে হবে না মোদের কোনোদিন জানাজানি,

~~একলাই বাহিরের বন্দিনী শাখা মোর, ... তোমাদের হায়!~~

হয়ত স্বপনে বাড়ায়েছি হাত লইতে পরশখানি,
বাতায়নে ঠেকি ফিরিয়া এসেছে লইয়াছি লাজে টানি।

~~[illegible]~~ বন্ধু এখন রুদ্ধ করিতে হবে সে বাতায়নে,
~~[illegible]~~
~~বন্ধু, এখন [illegible]~~ ডাকে পথ, হাঁকে যাত্রীরা — ওরে বিদেশী।
~~আজ হইতে~~ বন্ধু ~~মোদের~~ রুদ্ধ সে বাতায়ন, [illegible]।
~~আকাশে বাতাসে [illegible] বিদায়ের হাহাকার~~।

হয়ত তোমার শাখায় কখনো বসেনি আসিয়া শাখী,
তোমার কুঞ্জে পত্র-পুঞ্জে কোকিল ওঠেনি ডাকি,
শূন্যের পানে তুলিয়া ধরিয়া পল্লব-আবেদন
~~ঝিমুনির নিঁদ ভুলিয়া করেছ~~
জেগেছ নিশীথে, জাগেনিক সাথে খুলি' কেহ বাতায়ন।
~~তোমাদের চোখে আমারি মতন নাই ঝিমুনির নিঁদ,~~
~~তোমাদের আঁখি আমারি মতন ঝিমুনির নিঁদ হারা~~


তোমারে চাহিয়া জাগিনু নিশীথ, চলিলাম
তোমার পাতায় লিখিলাম আমি প্রথম প্রণয়-লেখা,
তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু আর আমি জাগিব না,
কোলাহল করি সারা দিনমান

তোমার পাতায় হিরণ-ঝালরে চাঁদনী ঘুমাবে যবে -
মূর্ছিতা হবে সে সুখের আবেশে! সে আলোর উৎসবে -
মনে কি পড়িবে এই ক্ষ্যাপাটের খ্যাপামির কথা আর,
তোমার [illegible] অধীরে করিবে কি হাহাকার?
চাঁদের আলোক বিস্বাদ কি গো লাগিবে সেদিন চোখে,
ঝিলিমিলি খুলি' চেয়ে রবে দূর অস্ত অলখ-লোকে?

দাঁড়ায়ে বাহিরে যখন ফিরিবে অথবা এমনি করি' সারা দিনমান ভরি'?
মলিন মাটির বন্ধনে-বাঁধা হায় অসহায় তরু!
পদতলে ধূলি, ঊর্ধ্বে তোমার শূন্য গগন-মরু,
দিবসে পুড়িছ রৌদ্রের দাহে, নিশীথে ভিজিছ হিমে,
কাঁদিবারও নাই শক্তি — মৃত্যু-আফিমে পড়িছ ঝিমে!

আমার দুঃখ তোমাদেরই যদি, বন্ধু, ব্যথা না হানে:
কি হবে রিক্ত চিত্ত ভরিয়া আমার ব্যথার দানে ?

ভুল করে কভু আসিলে স্মরণে অমনি তা' যেয়ো ভুলি'।
যদি ভুল করে কখনো এ মোর বাতায়ন যায় খুলি'
বন্ধ করিয়া দিও পুনঃ তায় ! তোমার জাফরি-ফাঁকে
খুঁজো না তাহারে গগন-আঁধারে,—
মাটীতে পেলে না যাকে !

হাবিবা মঞ্জিল
চট্টগ্রাম

শিশু যাদুকর*

পার হয়ে কত নদী কত সে সাগর
এই পারে এলি তুই শিশু যাদুকর।

কোন্ রূপ-লোকে ছিলি রূপকথা তুই,
রূপ ধরি এলি এই মমতার ভুঁই।

নবনীত-সুকোমল লাবনী লয়ে
এলি কি রে যবনীত দিগ্বিজয়ে।

কত সে তিমির-নদী পারায়ে এলি
নির্মল নভে তুই চাঁদ পহেলি।

সবুজ প্রজাপতি মনোবনে
উড়ে এলি শ্যাম কান্তার-কাননে।
পাখা-ভরা মাখা তোর ফুল-ধরা ফাঁদ
কাঁদে আলো চোখে কালো — কলঙ্কী চাঁদ।

* নজরুলের হস্তাক্ষরে কবিতার নাম লেখা ছিল না, তবে এই নামেই 'পুতুলের বিয়ে' (১৯৩৩) গ্রন্থে প্রকাশিত।

কালো দিয়ে করি তোর আলো তোলো-
ললাটেতে টীপ দিয়ে নয়নে কাজল

তারা-যুঁই এই ভুঁই আসিলি যবে
একটি তারা কি কম পড়িল নভে ?
বনে কি পড়িল কম একটি কুসুম,
ধরণীর চুরি চুম !

স্বর্গের সব কিছু চুরি করে, চোর
পালাইয়া এলি এই আমাদের ক্রোড় !
নিয়ে এলি হুরীদের গুলগুলে গাল,
পরীদের রাঙা ঠোঁট টুকটুকে লাল ।
কিন্নরী কণ্ঠ ও নার্গিসী চোখ,
ললাটেতে প্রভাতের অরুণ আলোক ।
চকোরের চোখ ভরে সুধা অমিয়া,
কন্দর্পের ধনু ভুরুতে নিয়া ।

অন্ধকারের প্যাঁচা

ওরে অন্ধকারের-প্যাঁচা!
তুই দেখনাক দিনের রবি তাই কেন চ্যাঁচা ॥
ঝরছে রসের পাগলা-ঝোরা
তা কি ~~[illegible]~~
তাড়িখানার মাতাল তোরা
বুঝবি না সে রসের

স্তব্ধরাতে

থেমে আসে রজনীর গীত-কোলাহল,—
ওরে মোর সাথী আঁখিজল,
এইবার তুই নেমে আয়
অতন্দ্র এ নয়ন-পাতায়!

আকাশে শিশির ঝরে, বনে ঝরে ফুল,
রূপের পালঙ্ক বেয়ে ঝরে এলোচুল,—
কোন্ গ্রহে কে জড়ায়ে ধরিছে প্রিয়ায়

উল্কার মানিক ছিঁড়ে ঝরে পড়ে যায়,—
আঁখিজল তুই নেমে আয়
বুক ছেড়ে নয়ন-পাতায়!...

ওরে সুখবাদী!
অশ্রুতে পেলিনে যারে, হাসিতে পাবি কি তার সাদি?
আপনারে কতকাল দিবি আর ফাঁকি?
অন্তহীন শূন্যতারে কত আর রাখিবি রে কুয়াশায় ঢাকি?

ভিখারী সাজিলি যদি, কেন তবে দ্বারে
এসে এসে ফিরে যাস নিতি অন্ধকারে?
পথ হ'তে রাজপথে কেঁদে যাস লয়ে ভিক্ষা-ঝুলি,
প্রসাদ যাচিস যার তারেই রাখিলি শুধু ভুলি?
সকলে জানিবে তোর ব্যথা,
শুধু সে-ই জানিবেনা কাঁটা-ভরা ক্ষত তোর কোথা?
ওরে ভীরু, ওরে অভিমানী,
যাহারে সকল দিবি তারে তুই দিলি শুধু বাণী?
সুরের সুরায় মেতে কতটুকু কমিল রে মর্মদাহ তোর,
গানের গহীনে ডুবে কতদিন লুকাইবি আঁখি-লোর?

কেবলি গাঁথিলি মালা, কার তরে কেহ নাহি জানে,
অকূলে ভাসায়ে দিস, ভেসে যায় মালা শূন্য পানে।
সে-ই জানিলনা শুধু যার তরে এত মালা গাঁথা,
জলে আঁখি তোর, ঘুমে ভরা তার আঁখি-পাতা।
কে জানে কাটিবে কিনা আঁধারের অন্ধ এ নিশীথ,
হয়ত হবেনা গাওয়া অর্ধ-গাওয়া গীত,
হয়ত হবেনা বলা বাণীর বুদ্বুদ যাহা ফোটে নিশিদিন,
সময় ফুরায়ে যায়,
ঘনায়ে আসিল সন্ধ্যা কুহেলি-মলিন।

সময় ফুরায়ে যায়, চল্ ওরে, বল্ আঁখি হলি,'—
ওগো প্রিয়, আমি যাই, এই লহ মম ভিক্ষা-ঝুলি!
ফিরেছি সকল দ্বারে, শুধু তব ঠাঁই
ভিক্ষাপাত্র লয়ে করে কভু আসি নাই!
ভরেছে ভিক্ষার ঝুলি মানিকে মণিতে,
ভরে নাই চিত্ত মোর; তাই শূন্য চিতে
~~এসেছি [illegible] তব! ওগো রাজ-রানী,~~
~~চাহিতে আসিনি কিছু! এই শুধু লোক জানাজানি~~
এসেছি বিবাগী আজি! ওগো রাজ-রানী,
চাহিতে আসিনি কিছু, সঙ্কোচে অঞ্চল মুখে দিওনা টানি!
~~জানাতে এসেছি শুধু — অন্তরে যারে~~
~~ভালবেসেছি, ইহজীবনে তারে নাহি চাহিয়াছি করে।~~
জানাতে এসেছি শুধু,— অন্তর-আসনে
সব ঠাঁই ছেড়ে দিয়ে যাহারে গোপনে
চলে গেছি বন-পথে একদা একাকী —
বুক ভরা কথা লয়ে জল ভরা আঁখি,
চাহিনিক হাত পেতে তারে কোনোদিন,
বিলায়ে দিয়াছি ওরে সব, যাচিনিক ঋণ। ফিরে পেতে
ওগো উদাসীন
এ সমাজ নাহি চলে, হাটে বিকি-কিনি!
কারো প্রেম ধরে টানে, কেউ অবহেলে
ভিখারী করিয়া, দেয় বহু দূরে ঠেলে।

জানিতে পারিনি আমি — নিমেষের ভুলে
কখনো বসেছি কি না সেই নদীকূলে
যার ঢেউ-জলে
ভেসে যায় তরী মোর শূন্য পানে।

তবু কেন রয়ে রয়ে ব্যথা করে বুক,
সুখ ফিরি করে ফিরি তবু নাহি যায়, এ দুখের দুখ।
আমি যারে ভুলিয়াছি
তোমারে ভুলিনি কোনোদিন,
আমি যাই, তোমারে আমার ব্যথা
দিয়া গেনু যখন

আমার নজরুল
চট্টগ্রাম
২০-১-১৯২৯
রাত্রি ২টা

দার্জিলিঙে রচিত কবিতাগুচ্ছ

১

সুন্দর তুমি, নয়ন তোমার মানস-নীলোৎপল,
তনু-ভরা কাল রূপ-তরঙ্গ চন্দ্রমা-ঢলঢল।
চাহিছে আকাশ অনন্ত-নয়ন সুন্দর তব চোখে,
রজনী-গন্ধা তব মুখে চেয়ে বিকশে কানন-লোকে।
আকাশ-গাঙে নামিয়া এসেছে সন্ধ্যা-রানীর রূপে,
তব রূপ-শিখা চুরি করে চায় প্রভাতী তারকা চুপে।
টলটলে তব লাবনী- কোমল কমল-পরাগ মাখা,
জোড়া ভুরু যেন গাঙ্-চিল ওড়ে — নয়নে সাগর ঢাকা।
শুভ্র তোমার ললাটে শোভিছে ওটি কি সন্ধ্যা-তারা,
নয়নে তোমার কাজল পরাতে ঘোরে মেঘ দিশাহারা?
তুমি সুন্দর স্রষ্টার যেন মানসী কন্যা প্রিয়,
গোধূলি আলোকে দোলে কি গগনে তোমারই উত্তরীয়?
নামিয়া আসিলে দিবালোকে ভুলে, হে স্বপন-বিহারিণী।
মম গানে মম সুরে ও বীণায়, হে রাণী, তোমারি ছবি।

দার্জিলিং
১৪-৬-৩১

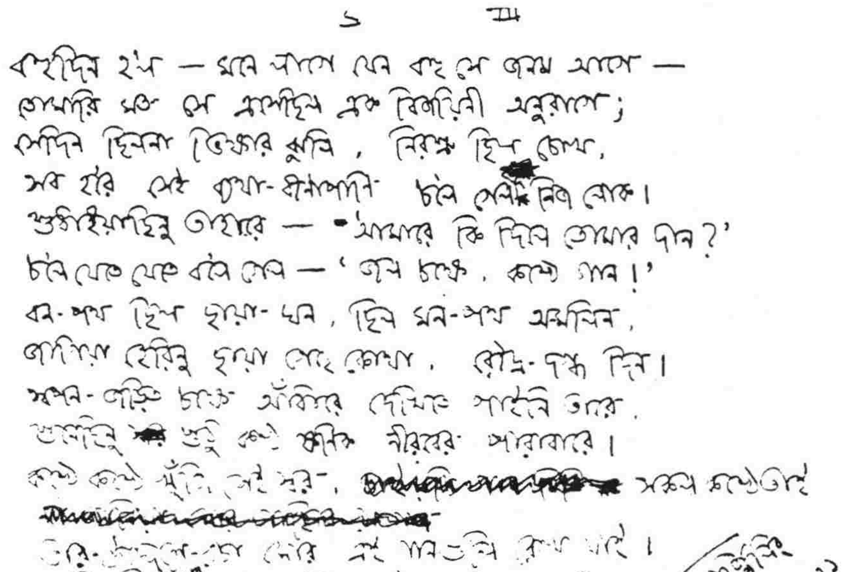
* কবিতাটিতে কবির হস্তাক্ষরে কোনো নাম দেয়া ছিল না। তবে এটি অগ্রন্থিত রচনা হিসেবে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল রচনাবলী' নবম খণ্ডে 'দার্জিলিঙে রচিত কবিতাগুচ্ছ' নামে প্রকাশিত।

২

আমার হিয়ার-কমলে আলতো রাঙিয়া চরণখানি-
উদিলে বিশ্ব-রমা কি গো আজ, রূপ ধরি এলে বাণী?
কত বিনিদ্র বরষ মাস অদেখা যে লক্ষ্মীরে
রচিয়া তুলেছি কবিতায় গানে — সে কি আজ এল ফিরে?
আমারে বেদনা হানিয়া যাহারা চলে গেছে দূর পথে,
তাদের গোপন বেদনা তুমি কি এনেছ উজান স্রোতে?
গানের দীপালি জ্বালিয়া, ছিলাম যার পথ পানে চাহি'
দীপ নিবে যায় — হায় এতদিনে সে এল স্বর্গ বাহি'?
নয়নের জল গিয়াছে শুকায়ে, বুকে দাহ সাহারার,
আজ কেন এলে হে শেষ অতিথি পার হয়ে পারাবার?
নয়নের কূলে অশ্রুর চরে গানের চখা ও চখী-
ডাকে অনুখন — অনন্ত নিশি! তার মাঝে তুমিও কি
ডুলি-[illegible] মোর কোন জনমের সাথী এলে সেই তীরে
প্রভাত হলো, হেথা শুধু রাতি, পাখী মোর, যাও ফিরে!

২　II

তব সুখ-নীড়ে যাও ফিরে, এযে বেদনা-বিহার-লোক,
অশ্রু কাহারে কয় জানেনা ও আজও ও চোখ!
কিরণে ঝরিতে যারে — মনে হয় বুঝি ওর তৃষ্ণা জাগে
সে কেন আসিবে দিনের আলোকে এই কণ্টক-বাসে? ...
তুমি ত তোমারে জাননা, তুমি যে কবির প্রথম গান,
নীহারিকা-লোক হ'তে ভাসিয়াছি ধূম, পাইনি সে গান।
আমার বাণীর পদ্ম-দলে, হে ভোরের হিম-কণা,
আনমনে আস আনমনে যাও — চঞ্চল কল্পনা!
চোখে লাগে বড় দিবসের দাহ স্বপ্ন-দুলানো আলো,
অন্তর-ছায়ালোক-বিহারিণী-! আঁধারেই আমার ভালো।
চিনিতে-না-দেওয়া চির-হৃদয়-জন মায়া-লোকে থাক তুমি
কল্প-লোকের কুঞ্জে পাখীর ঘুমানো ঘাটেই চুমি'।
গানের প্রদীপ হাতে করে খুঁজি বেদনা-আঁধারে পথ,
এ মোর নিয়তি। হে রাণী, ফিরিয়া যাও যাতে এ রথ।



১

বহুদিন হ'ল — মনে লাগে যেন কত সে জনম আগে —
তোমারি মত সে এসেছিল এক বিজয়িনী অনুরাগে;
সেদিন ছিলনা ভিক্ষার ঝুলি, নিরশ্রু ছিল চোখ,
সব হারি সেই ক্ষ্যাপা-খ্যাপামি চলে গেছি নিঃশোক।
শুধাইয়াছিনু তাহারে — 'আমারে কি দিবে তোমার দান?'
চলে যেতে যেতে বলে গেল — 'জল চক্ষে, কণ্ঠে গান!'
বন-পথ ছিল ছায়া-ঘন, ছিল মন-পথ অমলিন,
জাগিয়া হেরিনু ছায়া গেছে কোথা, রৌদ্র-দগ্ধ দিন।
স্বপন-জড়িত চোখে আঁধারে দেখিতে পাইনি তারে,
ভাসিনু শুধু মোর আঁখি নীরবের পারাবারে।
কণ্ঠে কণ্ঠে খুঁজি সেই সুর, সকল চক্ষে তাই
[illegible] সেই [illegible] রূপ নাই।
তুমি [illegible] সেই মানসীর [illegible]?
[illegible] এতদিনের স্মৃতি, তবু [illegible]!

দার্জিলিং
১৩-৬-৩১

সুন্দর তনু, সুন্দর মন, হৃদয় পাষাণ কেন?
সেই ভুলে-যাওয়া অবহেলা এলে সুন্দর রূপে যেন!
নারী কি দেবতা? তেমনি কি তারা পাষাণ নির্বিকার?
পদতলে তার- পূজার অর্ঘ্য নিতি হয়ে ওঠে ভার।
কত সে হৃদয় দলিয়া চরণে আলতা পরেছ, রানী?
ফিরে নাহি দিলে, তোমারে খুঁজিছে কত সে কবির বাণী?
আমার গানের একা তরণীতে- আলো আছে আছে ঠাঁই,
~~[illegible]~~
তোমার পরশে সোনা হয়ে যাবে, এড়ায়ে চলিছ তাই?
আমার- সুরের শতদলে তব চরণ রাখিলে কেন,
না ছুঁতেই যদি চলে যাবে দূর- ভুলে-যাওয়া লোকে হেন?
না[illegible] থাকুক আমার — সে মোর বন্ধু প্রিয়,
থাক [illegible]র গান — যদি মনে লাগে গানেরে ভালোবাসিও।

নজরুল
[illegible]

৪

আমার অশ্রু-বর্ষার শেষে ইন্দ্রধনুর মায়া-
কেন এলে, যদি তুমিও লুকাবে গগনে রচিলে কায়া ?
আমি ত তোমারে চাহিনি আমার সাজাতে বাসর ঘর,,
আমি চেয়েছিনু করিতে তোমারে আরো সুন্দরতর।
যত রঙ আছে মোর মনে, প্রাণে আছে মোর যত গান,
রঙে রূপে-গানে সুরে ও লেখায় তোমারে করাব স্নান —
ইহার অধিক চাহিনিক কিছু; আমার কাব্যে গীতি-
আমি চেয়েছিনু তোমারে হে প্রিয় চির-অমরতা দিতে।
চলে যাব যবে এই ধরা ছাড়ি অজানা ~~[illegible]~~ গ্রহের দেশে
রবে শুধু মোর কবিতা ও গান, মোর স্মৃতি যাবে ভেসে —
সেদিন সকলে খুঁজিবে আমার অতীত কাহিনী কথা,
গাহিয়াছে কে গান আমার সোনালী-বীণায় হানিয়া ব্যথা।
অশ্রুমতী কে কবির প্রিয়া সে — যার তরে মন ফিরে-
গেয়েছে কবি এ গান বসি' কোন্-সিন্ধু-তীরে।

আমি জানি তব নিরুদ্ধ চোখে সেদিন নামিবে ঢল,
দূর তারা-লোকে খুঁজিবে আমায় বাণীহীন অচপল।...

কানন যখন ভ'রে ওঠে রাঙা ফুলে ফলে পল্লবে,
বিহগ-কণ্ঠ ভ'রে ওঠে, কেন কে জানে, গানের সুরে।
বাণী ত হানেনা কানন তাহারে। আমিও তেমনি করি'
তোমার শাখায় বসেছিনু তারে গানে গানে দিতে ভরি'।
চৈতী নিশীথে আকাশে যখন ওঠে গো পূর্ণ শশী,
চকোর-কণ্ঠে তারো অজানিতে ওঠে গীত উচ্ছ্বসি'।
ঘন ঘটা ঘোর ঘিরিলে গগন চাতক ফুকারি' ওঠে,
ধরণী ভরিয়া সেই আনন্দে কত না কুসুম ফোটে।
তেমনি পুলকে তোমারে হেরিয়া গেয়ে উঠেছিনু গান,
সুন্দরে হেরি' বীণা সম বেজে উঠেছিল মোর প্রাণ।
কোনো ক্ষতি তব করিনিত প্রিয়, বহু সে উর্ধ্বে তব—
তোমার উদয়ে ভক্ত পাখীর মত গেয়েছি স্তব।

কেন আমারে সে গান শোনায়, কেন দিলে অবহেলা?
তুমিও কি মোর সন্ধ্যা-আকাশে ক্ষণিক রঙের খেলা?

আমি জানি, তব বন্ধু যাহারা আছে তব মন ঘিরে,
কোলাহল করি' বায়সের মত নিজ নীড়ে যাবে ফিরে।
সেই কোলাহলে ডুবে যায় মোর ক্ষীণ কণ্ঠের গান,
তবু এই গান করিবে তোমারে চির-অমরতা দান।
কোলাহল তারা জানে শুধু, তারা জানেনা অমৃত-সুধা,
তাহারা মিটাতে পারিবেনা তব অন্তরতর ক্ষুধা।

তোমারে ঘিরিয়া গুঞ্জন করি' ফিরিছে মোর যে গীতি,—
কমল-কাননে মধুপ যেমন গান করে ফেরে নিতি,—
সে গান বাজিবে আমাদেরও পরে বাণীর কমল-বনে,
অনাগত যুবা যুবতী প্রেমিক প্রেমিকা ধ্যানে মগনে
গাহিবে সে গীতি; আমার সহিত স্মরিবে তোমারে তারা,
হয়ত মোদেরি স্মরিয়া তাদের ঝরিবে নয়ন-ধারা।
আমরা বাঁচিয়া থাকিব তাদের প্রণয়ে — অশ্রুজলে।
[illegible]

দার্জিলিং
[illegible]-৬-৩১

৩

ওপারে হইতে আসিয়াছে ভোর, বাজিছে বিদায়-বাঁশী,
প্রিয়তম, ওগো প্রিয়তম মোর, আজ তবে আমি আসি!
কত সে দিবস নিশীথ ধরিয়া কত শত অপরাধ
করেছি আমারো অজানিতে, কত হানিয়াছি সুখে বাদ।
কত অশান্তি সৃজিয়াছি, করি' দিবানিশি কোলাহল
শান্ত তোমার কুলায়-মন্দিরে করিয়াছি চঞ্চল।
আজ চলে যাই — রাখিও না মনে অপরাধ যত মোর,
ঝড় এসেছিল নিশীথে, আবার আসিবে তোমার ভোর।
দুঃস্বপ্নের সম এসেছিনু, স্বপ্ন টুটায়ে যাই,
ভুলে যেয়ো যদি সে দুঃস্বপ্ন যায় ব্যথা হানিয়াই!
যদি ভুল করে মোরে মনে পড়ে ব্যথা করে ওঠে বুক,
সে ব্যথা ভুলিও — আমি এসেছিনু কেবলি হানিতে দুখ।
আমি চলে যাই — রাখিয়া গেলাম আমার ক্লান্তি শ্বাস,
শ্বসিয়া ফিরিবে সে শ্বাস আমার গিরি-র চারিপাশ।

আকাশ নিঙাড়ি' ঝরিবে যখন আকুল বরিষা-ধারা,
মনে করো, প্রিয়, জল নয় — মোর অশ্রু-সলিল তারা।
পুবালী বাতাস হু হু করে এসে আঘাত হানিবে দ্বারে,
মনে করো আমি লুটাইয়া পড়ি' কাঁদিতেছি হাহাকারে!
আমার রচিত কোনো গান যদি শোনো গো কাহারো কাছে
মনে করো — ঐ কণ্ঠে আমারি ব্যথিত কাঁদন আছে!
না জানিয়া আমি না জানি তোমার পায়ে কত হানিয়াছি,
রাহুর মতন তোমারে কেবলই চাহিয়াছি কাছাকাছি।
আজ ভুলে যেয়ো সে সব, আজিকে বিদায়-বিধুর ক্ষণে
ভুলে যাও এই রাহুর প্রণয় রেখোনাকো কিছু মনে।
আজ রাহু হ'তে মুক্তি আমার, মাধবী রাতের শশী!
ধরে এ পাপে হানিবো না বাধা, হাসিবে গগনে বসি'।
নিশীথে যখন ঘুমাবে এ ধারে, রবো না কেহ ও ধারে,
আমারে ডাকিয়া পাইবে না সাড়া, তখনো আকুল স্বরে—

ডাকিবে কি আর? হয়ত ডাকিবে, পাবেনাকো উত্তর,
হয়ত আমার স্মৃতি-কণ্টক ঝিঁঝির ও অন্তর।
কত সে গানের পাখী আসে, এসে গান গায় বন-কাননে,
উড়ে যায় পুনঃ অজানা অদূরে — কে কবে তাদের ধরে?
আমি এসেছিনু তোমার কাননে তেমনি গানের পাখী,
গান-শেষে পুনঃ উড়ে যাই দূরে, সে গানের স্মৃতি রাখি
তোমার কণ্ঠে দিয়ে যাই মোর গানের কণ্ঠহার,
তারপর যদি বহে গো বুকের মাঝে সাত পারাবার।
ও কূলে থাকিয়া তোমার স্মরণে গাহি নিতি নব গীতি-
তোমারে স্মরিব। এপারে তোমার থাকুক শুক্লা তিথি।
হৃদয়ে তোমার না-ই যদি পাই, কণ্ঠে দিলাম মালা,
সেই সুখে প্রিয় ভুলিব আমার নীল কণ্ঠের জ্বালা!
থাকুক আমার আঁধার নিশীথ, কণ্ঠে শিবের বিষ,
তুমি সুখী হও, মম প্রেম রবে ঘিরিয়া অহর্নিশ!

দার্জিলিং
২৯-৬-৩১.

৬

স্বপন- — তুমি বুঝিবে না মোরে,
কুমার- স্বপ্নে আসিয়া চলে যাই ঘুম-ঘোরে।
গানের বিহগ এসেছিনু — ফুল ফুটেছিল তব বনে,
ডেকেছিলে তুমি তোমার ফুলের সুরভি-নিমন্ত্রণে।
মিটিয়াছে সাধ — শুনিয়াছ গান, ফুরায়েছে প্রয়োজন,
বাসি লাগে আজ তব কানে মোর সঙ্গীত-গুঞ্জন।
ধরার মানবী — অমরাবতীর তুমি ত অমরা নহ
ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছ তাই শুনি' নিতি অহরহ।
হে আমার ভীরু! আমার সঙ্গীত উচ্চ সপ্তকে জানি'
উঠিত তোমার ভয় জাগে মনে, তাই মোর অবহেলি'
চলেছি নিয়ে মাটীর-দেশের ভঙ্গুর প্রেম মানি'
তুমি দেবীর — নাই তব ক্ষুধা স্বর্গ-অমৃত পানি'।
হে প্রিয়, বিদায় দাও!
স্মৃতির উদাস গোধূলি মোর বিদায়-পথে বিছাও।...

স্বপ্ন তোমার রঙীন করেছি আমার স্বপন দিয়া
জীবনে তোমার উঠিয়াছে রবি — স্বপ্ন যায় টুটিয়া।
যে ফুল মালা দিয়াছিলে তাহা শুকাইয়া যদি গেল,
সে স্মৃতি-ফুলে রাখিয়া তবু যাবার সময় এল।
আমারে প্রাণের রক্তে রাঙায়েছি তব বন্ধুর পথ,
নীরবে এসেছি — নীরবে ফিরিয়া যায় যাক মোর রথ।
কাব্য আমার, সঙ্গীত মোর — যাহারে খুঁজিয়া ফিরি,
সেই মানসীর ছায়া হেরেছিনু ছিল তব তনু ঘিরি।
তোমারি মতন মায়া নিয়া, প্রিয়, এল সে কল্পনা,
হে কল্পনা আমি কি চাই — চলিয়া গেল তাই আনমনা।
শরতের শেষ সম তারা হয় কার্তিক কাঁদিয়া শেষে
চাঁদ সে দূর গ্রহ-তারা গিরিতে শিশিরের দেশে।
মোরেই ভুলেছি — মাটীর মায়ায় শ্যামল মাদের সনে,
মাতোয়ারা মোর সাথে নীলাকাশে রবে তারা কত-না!

তার কপোলের মত তব গালে দল-কমলীর আভা,
ভুরু দুটী যেন গগনের রেখা দূর দিগন্তে নাবা।
তোমার কপোলে পরাগ মাখাতে বত বন উপবন
~~[illegible]~~ যুগ যুগ ধরি' যেন গো কুসুম ফোটায় অনুখন।
তোমার ও রাঙা কপোল-পরশ নাহি পেয়ে অভিমানে
ফুটিয়া তাহারা ঝরে ~~[illegible]~~ ঝরে পড়ে যেন গো হতাশ প্রাণে।
অধরে তোমার আঁকিত যেন গো অমরার সুধা মাখা,
কোন্ সে দেবতা-কবির গভীর রাঙা অনুরাগ-আঁকা।
চৈতী সাঁঝের পাণ্ডুর চাঁদের মত সে রুচির শুচি
তোমার শুভ্র হাসিখানি, তাহে ঝরে জোছনার রুচি।
নিশ্বাসে তোমার ফেনিল মদির অমরার তীব্রতা,
মদালস করে তবু মন প্রাণ সে সুরভি-বিধুরতা।
তোমার ভাষায় ভালো যে বাসায় চির-উদাসীরে, প্রিয়!
কবির হৃদয়-রক্তে ছোপানো তোমার উত্তরীয়।
মেঘলা-সাঁঝের তমাল-বনের গভীর-কাজল-ছায়া
তোমার দীঘল আঁখি-পল্লবে বিছায়েছে তার মায়া।

দৃষ্টি তোমার সৃষ্টিরে যেন করে সুন্দরতর,
সে যেন কুসুম ফুটাতে পারে গো বন্ধ্যা তরুর 'পর।
বিষাদ-বরষা নামে যবে মোর শ্রাবণ-গগন ভরি'
ঈষৎ চাহিয়া ফোটাও ইন্দ্রধনু সে মেঘের 'পরি।
মৃত্যু-বিধুর বিশ্ব যেন গো ভয়ে উড়ে যেতে চায়,
তব সুন্দর বাহুর বাঁধনে বাঁধিয়া রেখেছ তায়।
শুভ্র শিশির-রাশি কে যেন গাঁথিয়াছে গোড়ে মালা,
গলায় পরেছ দুধারে তোমার — তব দুটী বাহু, বালা!
আনিয়াছ তুমি নব পারিজাত-কোরক করিয়া চুরি-
স্বর্গ হইতে, রাখিয়াছ তাহা গোপনে বক্ষে পুরি'।
ও যেন তোমার সোনার হৃদয়-দেউলের হেম-চূড়া,
অথবা কুসুমে ঢেকেছ তোমার বক্ষ বেদনাতুরা।
চরণে তোমার অলক্ত পরাতে মেঘে ও রং ফোটে,
তোমারে হেরিতে তারাদল নভে উল্কা হইয়া ছোটে।
নিষ্কলঙ্ক তব রূপ হেরি' কলঙ্ক হ'ল চাঁদে,
হিংসায় সে-গো কৃষ্ণপক্ষে মুখ ঢাকি' যাতো কাঁদে।

এ রূপ যার শোভা-সম্ভার বিশ্বের বিস্ময়,
~~[illegible]~~ মৃন্ময়ী ধরা ধরিয়া যাহারে হইয়াছে চিন্ময়,
যাহার রূপের জ্যোতিতে বুঝিবা দেব-লোক হয় ম্লান,
কে জানিত হায় সে অপরূপায় শুধু রূপ, নাহি প্রাণ!
সুন্দর এই সোনার দেউলে, কে জানিত, দেবী নাই,
এ শুধু রূপের মরু-শিখা — হানে ছলনা সর্ব্বদাই।
রূপ নয় এযে রূপের শিখা গো, কেবলি দাহন করে,
দলিত হৃদয়ে রাখিয়া চরণ নেচে চলে লীলা-ভরে! ....

মনে পড়ে সেইদিন—
মেঘ-লোক হ'তে তুমি নেমে এলে মায়া-কুহেলিকা-লীন।
তুষার-মাখানো তনুতে তখনো শুভ্র মেঘাবরণ,
রহস্য-লোক পার হয়ে এলে — রহস্য-ভরা মন।
চাঁদের কিরণ জমাট বাঁধিয়া তোমার ও তনু গড়ি' —
পথ ভুলে ~~[illegible]~~ যেন নামিল ধরায় চাঁদের সতীন পরী!

চোখ-ভরা শুধু জিজ্ঞাসা যেন, খোঁজে কোন বন্ধুর-
আসিয়াছ যেন দাঁড়িয়া [illegible]
পাখনা নয়নে মেঘের কাজল, পল্লব-মাখা মায়া,
রূপের সিন্ধু-তরঙ্গ যেন তোমাতে পেয়েছে কায়া।

— সহসা ডাকিলে মোরে
আঁখি ঘুমে আঁখি জাগরণে ডাকে স্বপন যেমন করে।
না-দেখা তোমার বন্ধুর দেখা পাইলে কি মোর মাঝে?
শুধাইতে যাই — ভাষা নাহি পাই, মরি মনে মনে লাজে।
রূপের কুমার আমি নই, আমি রূপের দেশের পাখী,
রূপের কুমারী হেরিলে তাহারে সঙ্গীতে শুধু ডাকি।
সুন্দরে হেরি' কণ্ঠে আমার গানের জোয়ার জাগে,
তবে কি আমারে ডেকেছিলে তুমি মোর গীত-অনুরাগে?
সুরের দেশের পথ-ভোলা পরী — হয়ত কণ্ঠে মম
তোমার দেশের সঙ্গীত-রেশ শুনিয়াছ নিরুপম।
বুঝিলাম — মোরে বাস নাই ভালো, ~~তুমি~~ ভালোবাসিয়াছ তুমি
কণ্ঠের মোর সঙ্গীত, মোর কবিতা-কানন-ভূমি।

বুক-ভরা ব্যথা অভিমান লয়ে তবু গাহিলাম গান,
আমার সে সুর-সুরধুনী-স্রোতে তোমারে করানু স্নান।
তোমার রূপের শিখারে স্নিগ্ধ করিলাম আঁখি-জলে,
বসালাম মোর কবিতা-কুঞ্জে- ঘন চূত-বীথি-তলে।
বলিলাম — "প্রিয়, রূপ নাই আজ, রূপের ভস্ম-শেষ,
আসিয়াছ শেষ অতিথি আমার- ভগ্নাবশেষ দেশ!
রূপ নাই, আছে রূপের তৃষ্ণা, রূপ-সৃষ্টির প্রাণ,
বুক-ভরা আছে অ-লেখা কবিতা, কণ্ঠে না-গাওয়া গান।"
তবু তুমি এলে, বসিলে কাননে, তব কর-ইঙ্গিতে-
কানন আমার কাঁদায়ে তুলিনু সকরুণ সঙ্গীতে।
যত ফুল ছিল গানের কাননে — তারা সব ঝরি' ঝরি'
সঙ্গীত মোর- পড়িল তোমার রাঙা চরণের 'পরি।
কোনোটিরে তব- আদর করিয়া খোঁপায় তুলিয়া নিলে,
কোনোটিরে লয়ে ছোঁয়ালে অধরে, কোনোটি ফেলিয়া দিলে।
গানের নেশায় গাহিলাম গান — খুঁজিয়া সে দোষ নাই-
সে গান আমার পাইল আশায় অথবা গাহি বৃথাই।

আমার গানের সুর-হিন্দোলে, বাণীর পুষ্প-রথে
তোমারে লইয়া উধাও হ'লাম অমরাবতীর পথে।
সহসা পিছনে চাহি —
তুমি নাই — কবে নামিয়া গিয়াছ ধরণীর পথ বাহি'! —
গন্ধর্ব্ব-দেশের কুমার সে কাহার অভিশাপে
ধরা-মার কোলে লভেছি জনম, যেথা দিবা-দাহ-তাপ
কল্পনা মোর ম্লান হয়ে যায়, সারা-মনে লাগে ধূলি,
কত না যতনে বাঁচাই কল্প-লোকের কুসুমগুলি,
সে কুসুম লয়ে যারে দিতে চাই সে-ই হানে অনাদর,
হায় রে ধরণী — চাহে নাকো ফুল, চাহে শুধু ফুল-শর! —
আমার পুষ্প-রথ চলে একা অমরাবতীর পথে,
তোমার ধরণীর-কন্যার নাই নাই ঠাঁই সেই রথে।
গানের দেশের যে-সাথীরে খুঁজি ধরণীর কূলে কূলে,
দেখি নাই তারে, হয়ত জীবনে দেখিব না তারে ভুলে।

তুমি হেরি শুধু ভুল করি — এই পারিজাত মোর বুঝি,
ঝরে যায় ফুল, ভেঙে যায় ভুল, আবার সাথীরে খুঁজি।
বন্ধু, করিও ক্ষমা!
আমি উড়ে যাই — কণ্ঠে তোমার মোর গান থাক জমা।
দূর আকাশের উদাসী বিহগ — গাহিতে আসিয়া গান
আহত কণ্ঠে চলিলাম ফিরে আমার দূর বিমান!
হয়ত নিশীথে, ম্লান সন্ধ্যায়, সকরুণ নিশিভোরে —
~~[illegible]~~
সহসা হেরিবে আমারে আমার করুণ কণ্ঠস্বরে।
হয়ত পড়িবে মনে — কোনোদিন এই যে গানের পাখী
~~[illegible]~~ তোমার চাঁপার ডালে বসে গেছে কত প্রিয় নামে ডাকি'
চোখে জল ভরে আসে যদি, ওর বন্ধুর দশা স্মরি'
তুমিও ভালোবাসিয়া আদর ~~[illegible]~~ আরো আরো বেশী করি'।
হৃদয়ের তীর- ~~[illegible]~~ পান্থ-শালায় কত মুসাফির আসে,
কেহ গাহে গান, ~~[illegible]~~ কারো অভিমান, কেহ আঁখি-জলে ভাসে।

মুসাফির চলে যায় নূতন পথে, হৃদয়-পান্থশালা
নূতন পথিকে লয়ে খেলিবে পুনঃ হাসিকান্নার পালা।
কি হবে কাঁদিয়া মিছে —
সুমুখে হাসিছে সুখ-ইঙ্গিত, দুঃখ কাঁদুক পিছে।
আমার মনের রাঙা রঙ দিয়ে তোমার শুভ্র রূপ
রাঙায়ে গেলাম বিদায়-গোধূলি-মেঘ সম নিশ্চুপ।
আসিবে নতুন পথিক তোমার এই রাঙা রূপে ভুলি',
মানুষ-তোমারে আঁকিয়াছে নব রূপে সে আমার তুলি।
হয়ত জাননা তুমি, জানে সবে — আজিকার রূপ তব
শুধু তব নয় — উহারে দিয়াছি আমি রঙ রূপ নব।
বেদনার দিনে স্মৃতি যদি বিঁধে — করিও অহংকার,
কাব্য-আসনে বসেছে কবির লভেছ কণ্ঠ-হার!

৮-৮-'৩১.

৭

রৌদ্রোজ্জ্বল দিবসে তোমার আসিনি সজল মেঘের ছায়া,
তৃষ্ণা-আতুর হরিণীর চোখে কি হবে হানিয়া মরীচি-মায়া!
আমি কালো মেঘ — নামি যদি তব বাতায়ন-পাশে বৃষ্টি-ধারে,
বন্ধ করিয়া দিবে বাতায়ন, যদি ভিজে যাও নয়নাসারে!
সুখ-বিলাসিনী পারাবত তুমি, বাদল-রাতের পাপিয়া নই,
তব তরে নয় বাদলের ব্যথা — নয়নের জল দুর্বিষহ।
ফাল্গুন-বনে মাধবী-বিতানে যে পিক নিয়ত কুহরি' ওঠে,
তুমি চাও সেই কোকিলের ভাষা তোমার রৌদ্র-তপ্ত ঠোঁটে।
জানিনা সে ভাষা, হয়ত বা জানি, ছল করে তাই হাসিও চাই,
সহসা নিরখি — নেমেছে বাদল রৌদ্রোজ্জ্বল গগন বাহি'।

ইরানী-গোলাব-আভা আনিয়াছ চুরি করি ওরি ও রাঙা তনু,
আমি ভাবি — বুঝি আমারি বাদল-মেঘশেষে এল ইন্দ্রধনু।
ফনীর ডেরায় কাঁটার কুঞ্জে ফোটে যে কেতকী; তাহার ব্যথা
বুঝিবে না তুমি; বিরহীর তব ঘর নহে, এলে প্রথিতে হেথা।
ভ্রম ক'রে তুমি প্রথিতে ধরায় এসেছ ফুলের দেশের পরী,
জানিতে না হেথা সুখ-দিন শেষে আসে দুখ-রাতি আঁধার-করী
রাঙা প্রজাপতি উড়িয়া এসেছ, চপলতা-ভরা চিত্র-পাখা
জানিতে না হেথা ফুল ফুটে ফুল ঝরে যায়, কাঁদে কানন ফাঁকা।
যে লোনা-জলের সাত সমুদ্র গ্রাস করিয়াছে বিপুল ধরা,
সেই সমুদ্রে জনম আমার, আমি সেই মেঘ সলিল-ভরা।
ভাসিতে যে আসে আমার সলিলে, তাহারে ভাসায়ে লইয়া চলি,
সেই অশ্রুর সপ্ত-সাগরে, পাষাণ ব্যথার শতেক গলি।
ভুল করে প্রিয়া এ ফুল-কাননে এসেছিলে, জানা ছিল না তব
এ বন বাদল-অশ্রু ঝুরির; এ নহে মাধবী পুষ্প সব।

সাকীর করুণা-সিক্ত এ মন, হেথা নিশিদিন যে ফুল ঝরে-
তারি বেদনায় ভরে আছে মন, হাসিতে তাদেরি অশ্রু ঝরে।
সেই বেদনায় এসেছিলে তুমি ক্ষণিক স্বপন, ভুলের খেলা,
জাগিয়া তাহারি স্মৃতি লয়ে কাটে আমার সকাল সন্ধ্যা-বেলা।

এ মোর নিয়তি, অপরাধ নাই আমারও তোমারও — স্বপন-রাণী!
আমার বাণীতে তোমার মূরতি বীণাপাণি [?] নয় — বেদনা-পাণি [?]।
তোমার নদীতে নিতি কত তরী এপার হইতে ওপারে চলে,
কাণ্ডারীহীন ভাঙা তরী মোর ডুবে গেল তব অতল-জলে।
ওরা শুধু ও বুক বেয়ে যায় সুখের আশার বণিক ওরা,
আমি ডুবে তব দেখিলাম তল — তল-শেষ চোরাবালুতে ভরা।
ভয় নাই প্রিয়, মগ্ন এ তরী — তব বিস্মৃতি-বালুকা-তলে
দু দিনে পড়িবে ঢাকা, উদাসিনী তুমি বয়ে যাবে চলার ছলে [?]।

কুড়াতে এসেছ দুখের ঝিনুক ব্যথার আকুল সিন্ধু-কূলে,
আঁচলে ভরিয়া কুড়ায়ে হয়ত ফেলে দিবে কোথা মনের ভুলে।
তোমাদের ব্যথা কাঁদন যে বুক সে শুধু বিলাস, পুতুল-খেলা,
পুতুল লইয়া কাটে চিরদিন, আদর করিয়া ভাঙিয়া ফেলা।

মোর দেহ মনে নয়নে ও প্রেমে অশ্রু-সজল নীরদ মাখা,
কি হবে ভিজিয়া এ বাদলে, রানী, তব ধ্যান ঐ চন্দ্র রাকা।
সে চাঁদ উঠিছে গগনে তোমার, আমার সন্ধ্যা-তিমির-লোকে,
আমি যাই সেই নিশীথিনী-পারে যেথা সকল আঁধার মেশে।
আমার প্রেমের বরষায় ধুয়ে তব হৃদি হ'ল সুনীলতর,
সে গগনে যবে উঠিবে গো চাঁদ — উজ্জ্বলতর তাহার কর।
যদি সে চন্দ্র-হাসি নিলাজে বিষাদ জাগে তোমার চোখে,
তোমার একা-তোমারে খুঁজিও আমার বিষ্টি গানের লোকে।

সেথা ব্যথা রবে, রবে সান্ত্বনা, রবে চন্দন-সুশীতলতা,
যে ফুল-জীবন ঝরেনা — সে ফুল হইয়া ফুটিবে তোমার ব্যথা।
আমার গানের বিষ-দাহ যাহা সে আছে মোর নীলকণ্ঠে, ধর্মে,
বিষ-শোধে এল যে অমৃত-বাণী, দিনু তা তোমারে হে প্রিয়তম!
আমার শাখায় কণ্টক থাক, কাঁটার ঊর্দ্ধে তুমি যে ফুল,
আমি ফুটায়েছি তোমারে কুসুম করিয়া, সে মোর সুখ অতুল।
বিদায়-বেলায়, এই শুধু চাই, হে মোর মানস-কানন-পরী,
আমার চেয়েও এ বন্ধুরে ভালোবাসিস যেন অধিক করি'!

এপারেতে একলা আমি, মধ্যে আমার বাণীর ধারা,
বন্ধু আমার বাণীর পারে একলা জেগে সঙ্গীহারা।
তোমরা সবাই তরী নিয়ে ভাস আমার বাণীর স্রোতে,
দেখেছ কি — সে বাণী বয় কোন্ বেদনার উৎস হতে?
আমার বাণীর কূলে কূলে শ্যামল ছায়া কুঞ্জবীথি,
সেই সে উদাস বালুচরে একলা ঘুরে আমার সাথী।
লেখার রেখায় রইল আড়াল আমার আমি হারায় যেথা,
ইন্দ্রধনুর রঙের পিছে যেমন বাদল-দিনের ব্যথা।
আমার বাণীর আকুল স্রোতে যে ফুল ভাসে সেই সে ফুলে
হয়ত পরিচয় পাবে মোর — সে ফুল যদি লহ তুলে।

কাজী নজরুল ইসলাম

কলিকাতা
১৫-৭-৩১।

কল্যাণীয়া
শ্রীমতী মীরা চৌধুরী
চিরায়ুষ্মতীষু

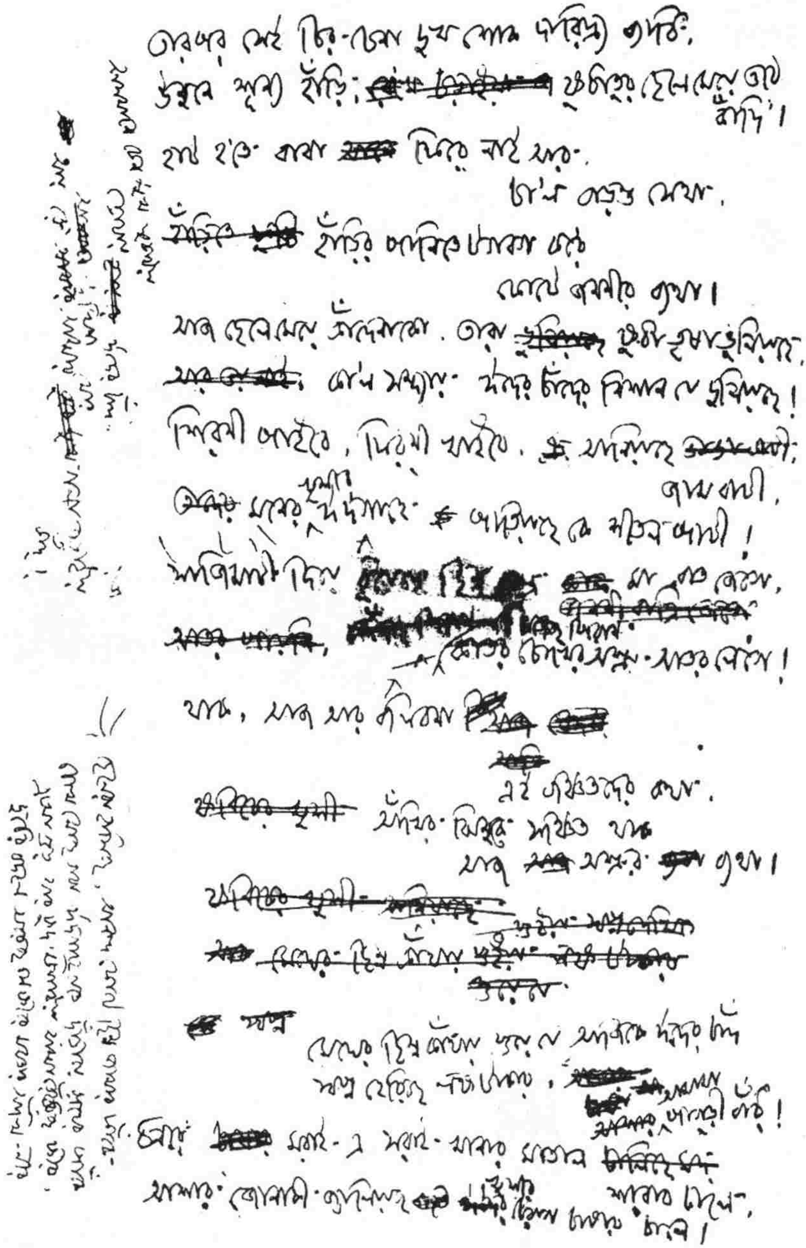
'শুভার্থী — কবিদা'

নজরুল হস্তাক্ষরে কবিতাটির কোনো শিরোনাম ছিল না।

জাকাত লইতে এসেছে
ডাকাত চাঁদ

জাকাত লইতে আসমানে এল সবার ডাকাত চাঁদ,
গরীব [illegible] হইতে পারে, ধনী রইস্ সবাই কাঁদ! —
ঈদের হেলাল, ও কি বেহেশ্তী বোনের কাঁকন হাসি?
দীন আসমানী মিনারে দাঁড়ায়ে আজান দেয় কি হাসি'?
না, না, — শহীদদের সনে গরীব [illegible]-
[illegible] মুসা [illegible] [illegible] [illegible],
তাহারি একটা টুকরা লইয়া আসমানী [illegible]
বাঁকিয়া আঁখিয়া [illegible] সৃষ্টি দেখ আজো [illegible]। —

এই সে ডাকাত চাঁদেরে দেখিতে [illegible] মাস রোজা রেখে
পথ চাহিয়াছি উপবাসী থেকে এই দুনিয়ার লোক।
এল দুরন্ত [illegible] [illegible] খুশীর [illegible]
এইবার বুঝি দুনিয়া লইতে আসে আসমানের দাবী।
এইবার তুমি [illegible] [illegible] দুনী লুকাইয়া তারে—
আমিরের বাগানী বিত্ত, সোনালী আমদের মজুদ।
উপোসী চিত্ত কেন [illegible] [illegible] এক টুকরো,
কেন সুখীর ভাগে হইবে [illegible] [illegible]?
চাঁদ না ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তারে—
একটী [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] বসে তারে।

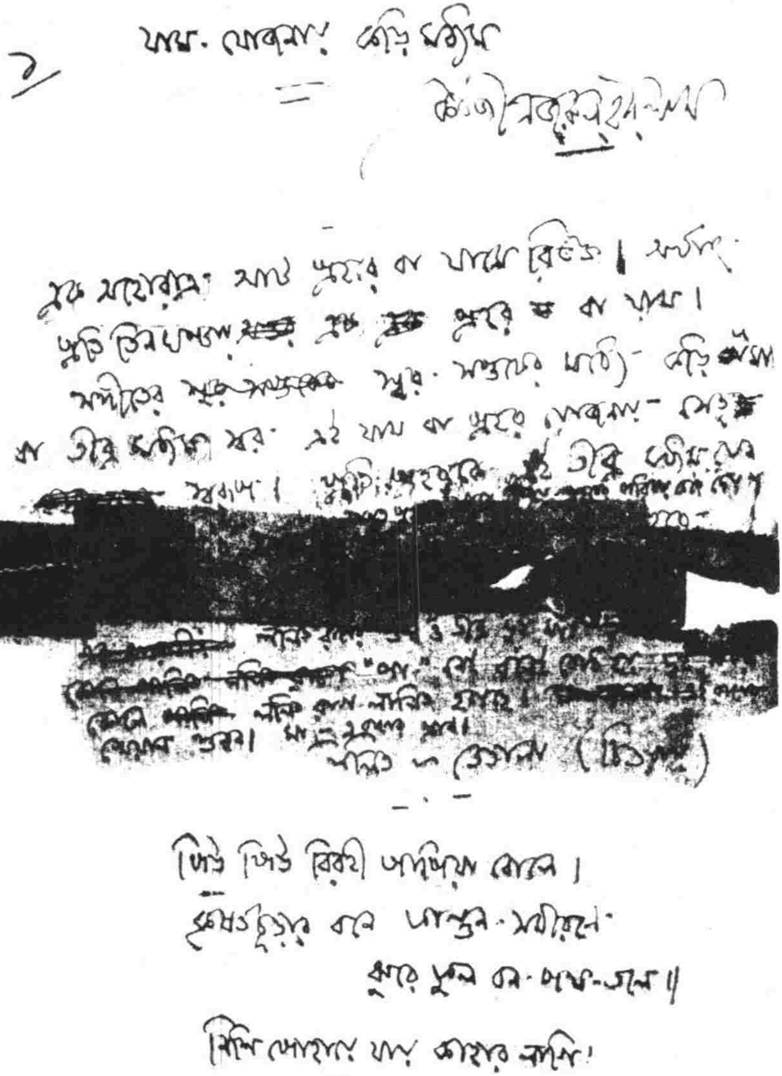


জাকাত লইতে
ডাকাত- [illegible]- এসেছে ঈদের চাঁদ ?
এনেছে কি সখা [illegible] হাতে [illegible] লুঠ
[illegible] চাঁদ ।
[illegible] ইঙ্গিত [illegible] -
ধরে ধরে [illegible] লুঠ [illegible] সঙ্গীতে দেহ মুক্তি ?
তুমি আল্লার আদেশ লইয়া আসিছ [illegible],
[illegible] [illegible], [illegible] জাকাত দেওয়া যে ?
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] -
এই পৃথিবীর [illegible] এ যে [illegible] আল্লার !
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible]
[illegible] জান [illegible] ?
হাতের নিকটে [illegible],
[illegible] ?
হাত [illegible] কি সাহস, হাত কি [illegible] ?
ডাকাত এসেছি জাকাত লইতে
[illegible] !
আমি আল্লার ঈদের চাঁদের [illegible],
[illegible] দৌলত দিয়ে এবার হবে [illegible] !
সবই [illegible] ফকির, আসিতে ঈদের খুশী,
লুঠ [illegible] আল্লার দান, [illegible] ।

=



সংগীত-গবেষণা



যাম-যোজনায় কড়ি মধ্যম

কাজী নজরুল ইসলাম

পিউ পিউ বিরহী পাপিয়া বোলে।
ফুলঝুরির বনে ফাল্গুন-সমীরণে
ঝুরে ফুল বন-পথে-জলে॥
নিশি পোহায়ে যায় কাহার লাগি!
নয়নে নাহি ঘুম, বসিয়া জাগি,
আমারই মত হায় চাহিয়া আশা-পথ
নিশীথের চাঁদ পড়ে গগনে ঢলে॥

তোড়ি রাগিণী- দ্বিতীয় প্রহরে গীত হয়। ~~হুঁ [illegible] সম্পূর্ণ~~ ।
~~[illegible]~~ ভৈরবী আশাবরী
সাবেরী প্রভৃতি রাগিণীর মত- এই রাগের তীব্র মধ্যম তীব্র সুরে জানিয়ে
দেয় যে, দিনের দ্বিতীয় প্রহর এল। [illegible] তোড়িতে দুই মধ্যম লাগে।
শুদ্ধ তোড়ির এই মত। আরোহণের সময় [illegible]।
আরোহণের সময় [illegible] ও [illegible] [illegible]।
অবরোহণের বেলায় [illegible] ~~[illegible]~~ সা [illegible] যায়।
তোড়ির [illegible]
তোড়ি [illegible] ~~([illegible])~~

— · —

উদার প্রভাতে কে [illegible] উদাসী এলে।
প্রশান্ত দীপ্ত নয়ন মেলে॥
[illegible] অরুণ রবি
[illegible] সাথে॥
আশাবরী সম তব গৌর মূরতি
মোর বুকে বিষাদের ছায়া কেন ফেলে॥
উদার ভিখারী গো, এলে মোর কাছে
শূন্য ঝুলি তব জোড় হাত যাচে।
অরুণ-উষার ঘন বিধুর তব
~~[illegible]~~ গলিয়া পড়িবে প্রেমে মোর মানস মেলে॥

টোড়ির পরে যে সব সারং গীত হয় তাতে শুদ্ধ সারং ও গৌড় সারং ছাড়া অন্য কোনো তীব্র মধ্যম নেই। ~~[illegible]~~ গৌড় সারংকে ~~[illegible]~~ দিনের কেদারাও বলা হয়। দুপুর বেলায় এই রাগ গাওয়া হয়। এতেও দুই মা। এর দুই ~~[illegible]~~ মা-র উপরেই সমান জোর। এর ~~[illegible]~~ চলন ~~[illegible]~~ প্রায় কেদারা। এর মেজাজ ভোর গাওয়া হবে. তবেই এর কেদারা সাদৃশ্য থাকবে না।

গৌড় সারং — [illegible]

— · —

ওরে আজিকে অতিথি সুদূর।
সহসা উঠিল বাজি রুমু ঝুমু ঝুমু
নীরব অঙ্গনে চঞ্চল নূপুর॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
"কে মোর কে" বলে বন-ময়ূর॥

দগ্ধ হিয়ার জ্বালা জুড়ায়ে
সজল মেঘের শীতল চন্দন কে দিল কে দিল বুলায়ে।
বকুল-কেয়া-বীথি হতে
ছুটে এল সমীরণ চঞ্চল স্রোতে,
চাঁদিনী নিশীথের আকাশ আনে
মিলন-উৎসবের মধুর সুর॥

—

গৌড়সারং-এর আরো যখন প্রহরকে পেরিয়ে কড়ি দেখিয়ে দেয় সমের মুখড়ার, বাদের তীব্র মধ্যম। মুখড়ার বাদের এর সা — সমস্ত ইমনের কড়ি মা আসে। সকালের টোড়ি আর বিকেলের মুলতানী এরই ধরো- ছেলে মেয়ে। শুদ্ধ- চার চারের তফাতের জন্য- দুর্বলের সময়ে [illegible] 2 ঘণ্টা হয়ে গেছে। টোড়ি শুনেছেন. এখন- মুলতানের মেজাজ শুনুন. তা হলেই এদের চারের তফাৎ বুঝতে পারবেন। টোড়ির কড়ি সমস্ত রে গা ধা নি শ্রুতি- প্রবল. আর দুর্বল। মুলতানীর আর তেমন প্রবল। কড়ি শ্রুতি মুক্ত হল। মুলতানী ও টোড়ী

—

মুকুরের নয়ে কে গো বসি'
হেরিছে আপন মান মুখ-শশী॥
[illegible]
[illegible]
মুদিতে সুধায় কমলের কলসী॥
হেরিয়া তারি মনোছবি
ডুবিতে নারে সাঁঝের রবি।
কমল-কলি নয়ে আঁচলে
ঢাকিছে তারে সাঁঝের সরসী॥

—

বিকেলের মুলতানীর পরে [illegible] প্রকৃতি পূরবীতে
শুদ্ধ কড়ি মা নেই। সান্ধ্য প্রহর নেই এল, অমনি কড়ি মা
আবার 'পূরবী'তে চড়ে; পূরবী এল কেঁদে কেঁদে।
দুই মা'র সঙ্গ কড়িতে এর বেশ [illegible] অতি সহজেই।

পূরবী — ত্রিতাল

বিদায়ের বেলা মোর ঘনায়ে আসে।
দিনের চিতা জ্বলে অস্ত-আকাশে॥
দিনশেষে শুভদিন এলে তুমি হায়
মরণের রথে এলে মোর [illegible]
[illegible] রঙে তাই দুখ লিপি [illegible]
দিন ওগো নিভাবার আগে [illegible]
প্রাণে এ জীবনের আশা রাখি জড়ায়ে
উষার হাতে যে আসে জরী [illegible]
হেরিলাম সুন্দর। সব ভুল নাহি
আঁধারে তার রাঙা চাঁদ-মুখ ভাসে॥

—

পূরবী, পূরিয়া প্রভৃতি রাগের রাঙা পায়, রাত্রি যেন ঘনিয়ে এল
আমি চাঁদের চাঁদ-মুখ দেখে রাতের জেগে [illegible] উজল হাসি।
তীব্র কোমল নিয়ে এল চঞ্চল হৃদয়াবেগ চড়ে। সন্ধ্যার মত
এর আঁকা-বাঁকা গতি, মুক্তি সর্ব-ভেদী কী আবেগ
তার আবেগ আসে এই সুরের সাথে। —

ছায়ানট — ত্রিতাল

বিরহী বেণু কেন বাজে সখি ছায়ানটে।
উথলি উঠিল কাঁদি আঁখি যমুনা-তটে ॥

নীরে জাগে ঢেউ
গেহে ওঠে দুলে
[illegible]
সহসা [illegible] হ'ল বিরস বৃন্দাবন।
চন্দ্র-যামিনী হাসে খুলি মেঘ-গুণ্ঠন।
সে এলে তারে নিরখি
পরান কি রবে সখি ?
ভাবিলে যদি মন থরথর কেঁপে ওঠে ॥

৭ বেহাগে এর আসে নিঝুম নিশি। বিহগ যখন ঘুমায়, বিহগী তখন জাগে। শুধু মধ্যমই এর আসল মা। কড়ি মা — এর সংগে। দুই মধ্যমে এর যে সমাবেশ শ্রী ফুটে ওঠে তার বুঝি তুলনা নেই।

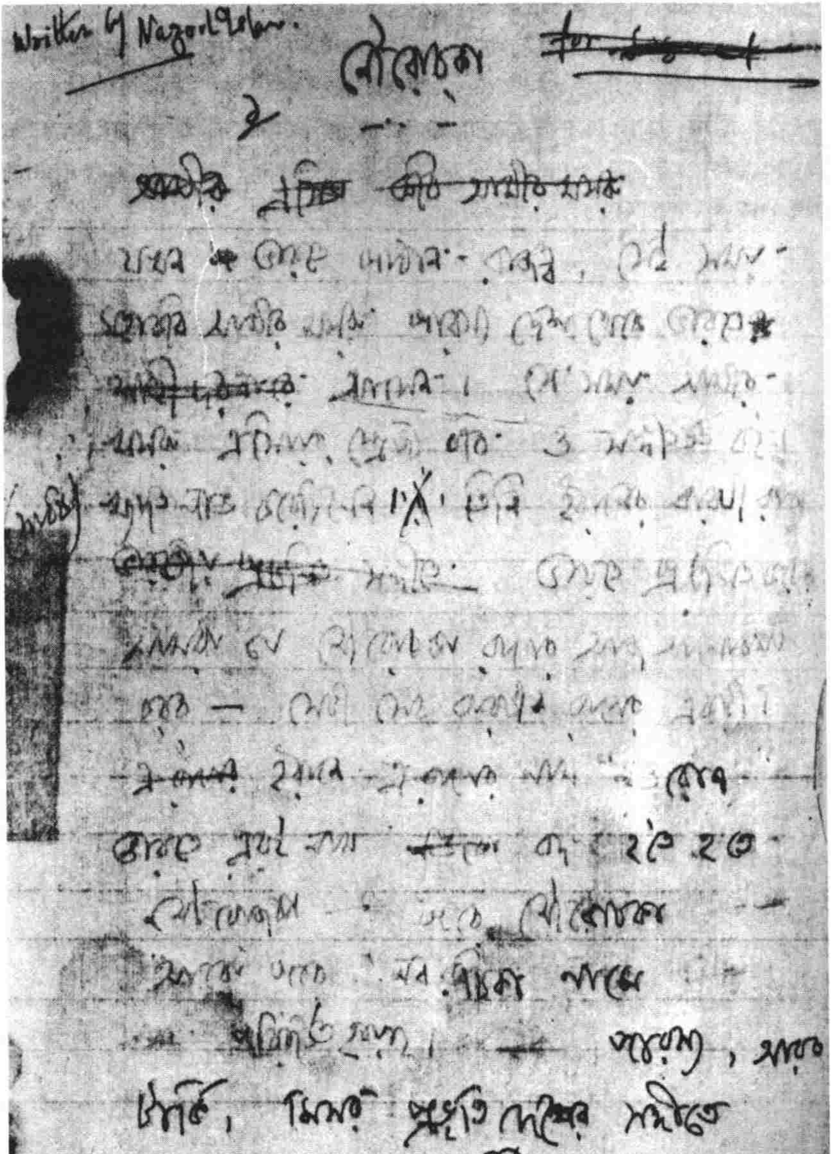
বেহাগ – ত্রিতাল

নিশি নিঝুম, ঘুম নাহি আসে।
হে প্রিয়, কোথা তুমি দূর প্রবাসে॥
বিহগী ঘুমায় বিহগ-কোলে
ঘুমায় [illegible]
[illegible]
ফুরায় দিনের কাজ, ফুরায় না রাতি;
শিয়রের দীপ হায় অভিমানে নিভে যায়
নিভিতে চাহে না নয়নের বাতি॥
জাগিতে নারি গো ঢুলিছে আঁখি,
বিষাদ-মগন ঘুম জাগিছে চোখে,
দিন যায় দিন গুনে, নিশি যায় নিরাশে॥

বেহাগের পর নিশীথের তৃতীয় প্রহরে- কড়িমধ্যমের ঠাঁট হলেও উজ্জ্বল 'পরজ'কে । ইঁহার মেল হচ্ছে প্রথম — কোমল কড়ি মধ্যম ও নিখাদে ~~[illegible]~~ ইঁহার অত্যন্ত প্রীতি । এর তীব্র নিখাদ ও মধ্যম পুরাতের সুর থেকে ~~[illegible]~~ দেয় । এর ভিতর দেব চিনেছি । বসন্তের সাথে এর হচ্ছে প্রীতি ।

পরজ — ত্রিতাল

পরজনমে যদি আসি এ ধরায় -
ফাগুনি বসন্ত যেন না ফুরায় ॥
ডিঙায়ে যেন নাহি আসে অকাল
[illegible]
[illegible]
ঢলিয়া না পড়ে যেন, নিশি না পোহায় ॥
বাঁশি নাহি হয় যেন রাধার সাধনা,
ভরা থাকে যৌবন-রস-পিয়ালা ।
~~জীবনে থাকে না মরণ স্মৃতি~~ -
~~মুকুল~~
জীবনে না রহে যেন মরণ-স্মৃতি,
পুরাতন নাহি হয় প্রেম প্রীতি ।
রহে অভিমান, রহিবে না বিরহ
ফিরে যেন আসে প্রিয় মাগিয়া বিদায় ॥



Written by Nazrul Islam.

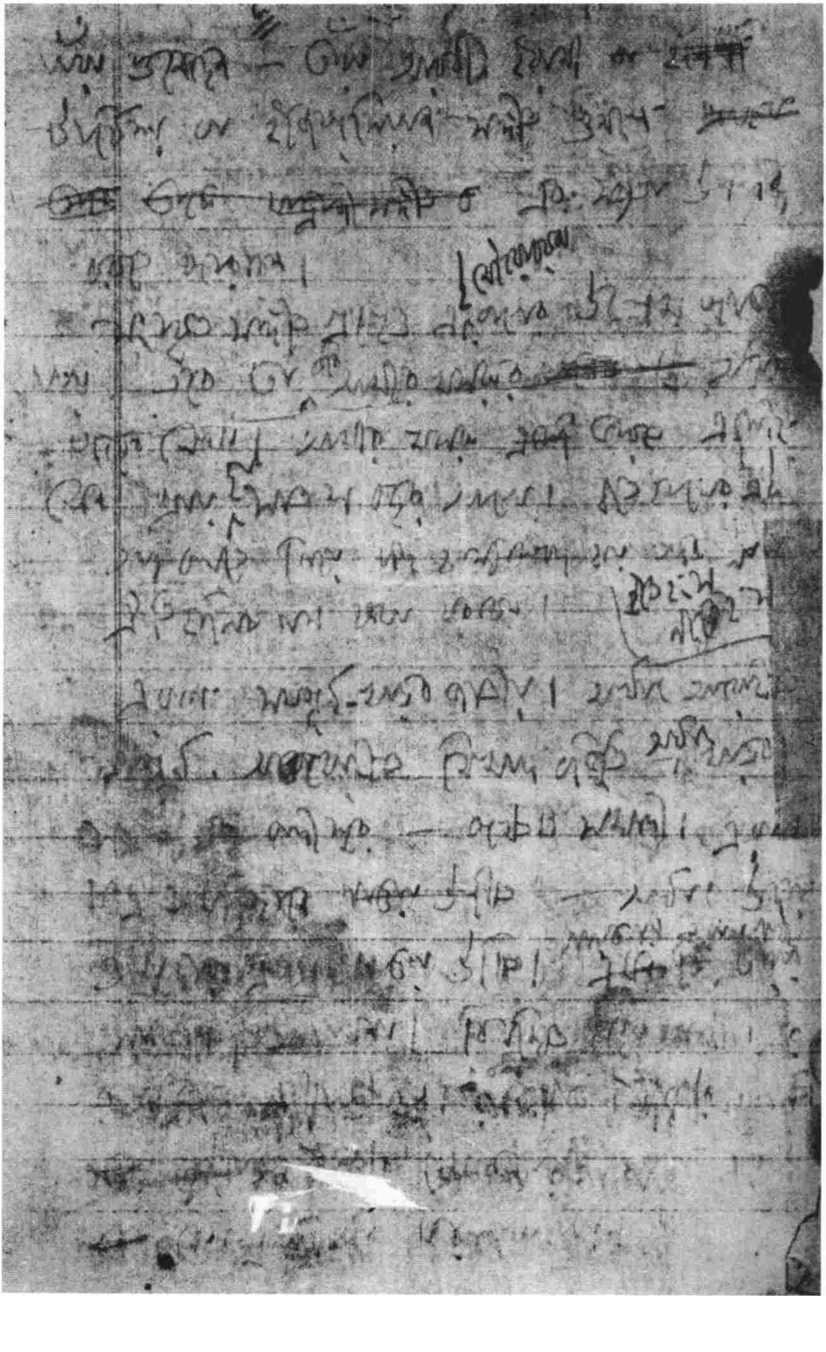
নৌরোচ্‌কা

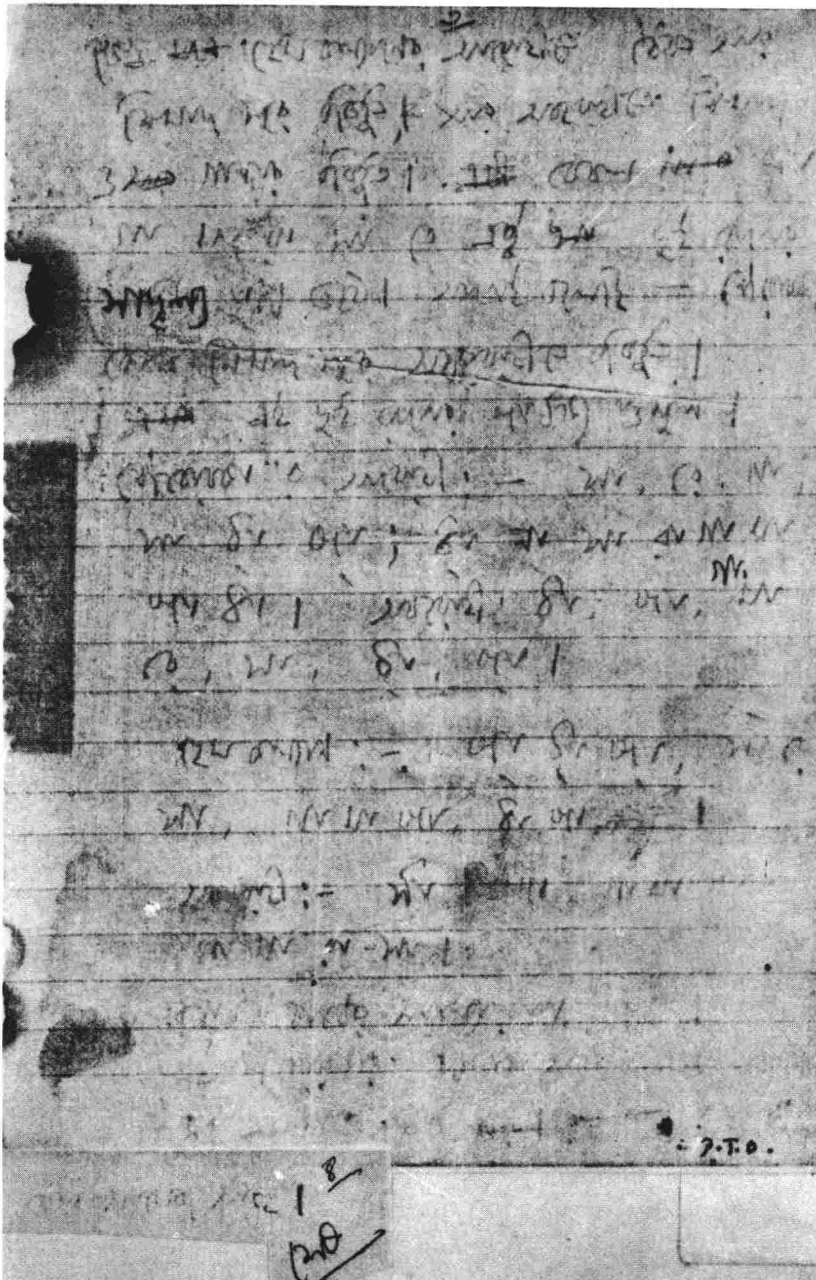
[illegible]

তুর্কি, মিশর প্রভৃতি দেশের সঙ্গীতে

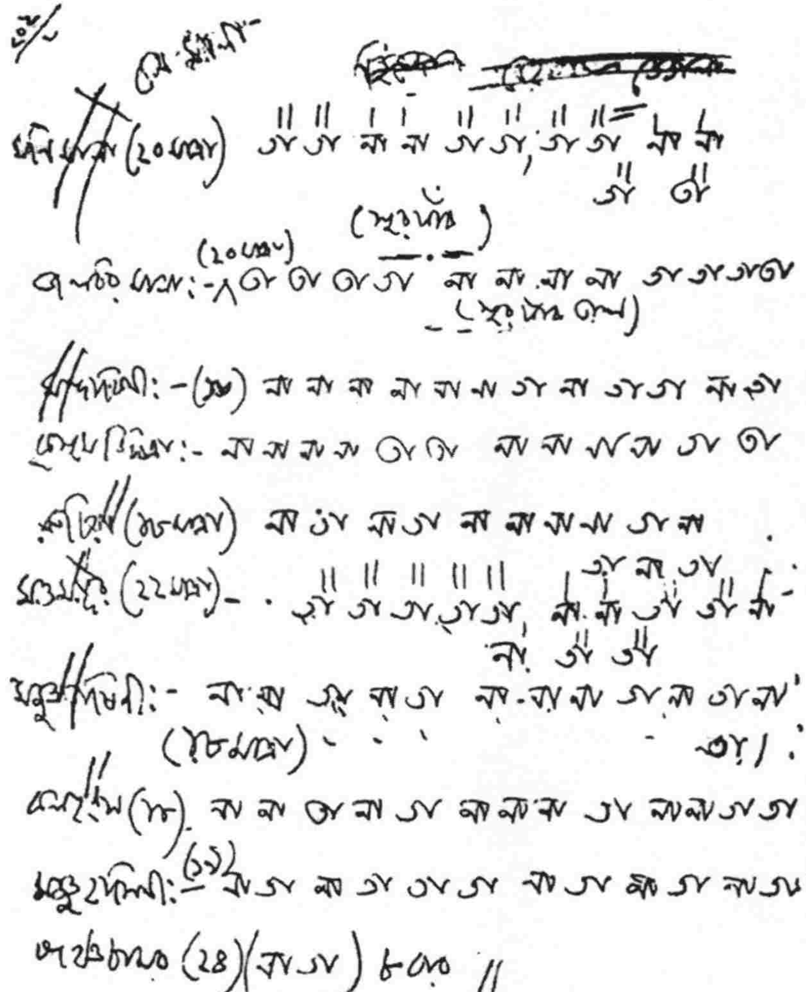
আমাদের দেশের দক্ষিণী ২৫ ৩০ বছরের

মিল দেখা যায়। মাদ্রাজ প্রদেশের সাথে





কবির তবলা-চর্চা





গীতি-আলেখ্য

ঈদজ্জোহা

[প্রথমে দূরাগত আজানের ধ্বনি — Fade in.
তারপর fade out —]

গান

ঈদজ্জোহার তকবীর শোন্ ঈদগাহে।
(ওরে) কোরবানির সামান নিয়ে চল্ রাহে॥
কোরবানীর রক্তে রঙীন পর লেবাস
শিরাজীর মস্ রে তাদের খুন-সুবাস
দে মোবারকবাদ দীনের বাদশাহে॥
খোদারে দে প্যারের চিজ, শোন্ এ ঈদের মানেরা
যেমন পুত্রে বিলায়ে দিলেন খোদার রাহে হাজেরা,
ওরে কুর্বান দিস্নে চাঁদি আল্লাহে॥
ওরে [illegible]
[illegible]
[illegible]
নাই হিসাব [illegible] উম্মিদ
শোন্ [illegible] কেঁদে কেঁদে বোলেছে হ'য়ে
হজরত আজ কী চাহে॥

Music 1 minute.

আজ ঈদজ্জোহা — বকরীদ। আজ পরম ত্যাগের পরম উৎসব। হজরত মোহম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হিসাল্লামের আবির্ভাবের সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে হজরত ইবরাহিম আলায়হিস্সালাম * নবুয়ত পান — অর্থাৎ আল্লাহ্ কর্তৃক নবীরূপে প্রেরিত হন। আল্লাহের নামে তিনি তাঁর সবকিছু সমর্পণ করেন বলে তাঁকে খলিলুল্লাহ্ বা আল্লার বন্ধু — সখা বলা হয়। তাঁর এই পরম গৌরবে গৌরবান্বিত [illegible] বেহেশ্‌ত ফেরেশতারা আল্লাহ্‌কে [illegible] নিজের [illegible] প্রথম পুত্র ইসমাইল এবং [illegible]

তোমার সমান বলে তিনি অতিথি হলেন?
আল্লাহ বললেন — "তার সকল উপরে তা নির্ভর, ও অথচ
অতিথিকে তোমার দেখে।" এর পরে ইব্রাহিমকে স্বপ্নে বললেন
"ইব্রাহিম, আল্লাহর নামে কোরবানী দাও।"
হজরত ইব্রাহিম তাঁর পরদিবস তাঁর উটগুলি কোরবানী
দিয়ে গরীব দুঃখীদের বিলিয়ে দিলেন। আল্লাহ আবার
স্বপ্নে বললেন, "ইব্রাহিম উৎসর্গ কর।" ইব্রাহিম
আবার উট কোরবানী দিলেন। আল্লাহ আবার
স্বপ্নে ইব্রাহিমকে বললেন, "ইব্রাহিম! তোমার সবচেয়ে
প্রিয় যা তাকে আল্লাহর নামে কোরবানী দাও।" ইব্রাহিম
বুঝলেন — তাঁর একমাত্র পুত্রই এই দুনিয়ায় তাঁর সবচেয়ে
প্রিয়। ইসমাইল তখন তাঁর মাতা হাজেরার সাথে থাকতেন
মক্কার কাছে প্রায় জনহীন জীবন যাপন করছেন। ইব্রাহিম
গিয়ে তাঁর পুত্রকে আল্লাহর আদেশ শোনালেন। ইসমাইল-
আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললেন; "আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ, আমার
স্বীয় নেয়ামত যে আল্লাহ তাঁর এই বান্দাকে তাঁর পবিত্র নামে
কোরবান হওয়ার জন্য কবুল করেছেন।" ইসমাইলের মাতা বিবি-
হাজেরাও আনন্দ-অশ্রু ফেলে আল্লাহকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন,
"আমার সত্যই অতুল সৌভাগ্য। যেহেতু আল্লাহ তাঁর এই-
বাঁদীর পুত্রকে তাঁর নামে উৎসর্গ করার জন্য মঞ্জুর করলেন।"
মা কাঁদতে কাঁদতে পুত্রকে তাঁর পিতার হাতে দিলেন। ইব্রাহিম
ইসমাইলকে আল্লাহর নামে কোরবানী দেবার জন্য অদূরে মিনায় নিয়ে তাঁর
হাত পা বেঁধে বিসমিল্লাহ বলে তাঁর গলায় ছুরি চালালেন।
আল্লাহর আরশ কুরসী এমন কি সবাই কেঁদে উঠল। ফেরেশতা হুর
পরী মালায়েক আসমান জমিন; সব কেঁপে উঠল —
সাত সাগর উথলে উঠল। সূর্য মেঘে মুখ ঢাকল।
আশ্চর্য! মহাত্যাগী ইসমাইলের শির কেটে গেল না। ছুরি যত চালান
ইসমাইলের গলার একটি লোম-পর্যন্ত কেউ কাটতে পারছে না।
তখন ইসমাইল তাঁর পিতাকে বললেন, "পিতা বোধ হয় পিতৃ
বৎসল্য মায়ায় হাত দুর্বল হয়ে পড়েছে তাই হাত
চলছে না। আপনি আপনার চোখ বেঁধে নিয়ে ছুরি
চালান।" ইব্রাহিম পুত্রের কথা অনুযায়ী হয়ে —

নিজের চোখ বেঁধে ছুরি চালালেন। এইবার ছুরি-
খানা রেখে বসেন। আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিয়ে চোখের ঠুলি-
খুলে ইব্রাহিম দেখলেন — [illegible] —
কোরবানী করেছেন — যার গলায় তাঁর ছুরি চলেছে —
সে ইসমাইল নয় — সে একটি দুম্বা মেষ। তাঁর পাশে
দাঁড়িয়ে হাসছেন পুত্র ইসমাইল ও ও হজরত জিব্রাইল। আল্লাহ্‌র
বাণী-বাহক ফেরেশতা হজরত জিব্রাইল বললেন — "আল্লাহ্ তোমার
কোরবানী কবুল করেছেন — এ মেষ [illegible]
ফেরেশতারা [illegible] তোমার কোরবানের জন্য দিয়েছেন। আজ থেকে
তোমার পুত্রের নাম হল ইসমাইল জবীহুল্লাহ্ — !"
এমনি কঠিন ছিল এমনি দিনে হজরত ইব্রাহিম তাঁর প্রিয়তম
পুত্রকে আল্লাহ্‌র নামে উৎসর্গ করেছিলেন। আজ এই কঠিন যে
আজ মুসলমান — যে মুসলমান মানে আল্লাহ্‌র নামে নিজ তাঁর
সর্বস্ব সমর্পণ করেছে উৎসর্গ করেছেন — কোথায় সেই সর্ব-
ত্যাগী মুসলমান যিনি তাঁর সব-কিছু ধন-দৌলত
বিলিয়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রিয় হয়েছেন? [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] — [illegible]
বলে কাঁদছে: —

[গান]

এই হল মা কন্যা ভূষণ এই হল মা আমার—।
আল্লাহ্ আমার মাথার মুকুট, রসুল গলার হার ॥
নামাজ রোজার ওড়না শাড়ী
ওতেই আমায় মানায় ভারি।
কলেমা আমার কপালে টীপ, নাই তুলনা তার ॥
হেরা গুহার হীরার তাবিজ কোরান বুকে দোলে
হাদিস ফেকা বাজুবন্ধ
হাতে সোনার চুড়ি [illegible] দেখে জগৎ ভোলে।
হাসান হোসেন মোর [illegible]
মোর অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী মোর নবীর [illegible] ॥

এই ঈদজ্জোহার চাঁদ যে পথ কোরবানী দেখিয়ে গেল [illegible] আল্লার বান্দাকে — সে পথ ত্যাগের কোরবানী - ভোগীদের সুখ ঐশ্বর্য্য আনন্দ কুড়িয়ে তোর হাতে আছে। সে পথ যে পথ উল্টো মনে [illegible] নিরুদ্দিষ্ট আনন্দ ভোগের দুনিয়া ভোগ করেন. তারা যেথায় ভোগ — ইত্যাদি। এই পথ কোরবানী দিয়ে মুসলমান পার হলে আল্লাহর দিদার হয়। এই পথে [illegible] সব ঐশ্বর্য-বিভূতি, ত্যাগ। এই দুনিয়ার [illegible] যে কোরবানী দেয়; সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু আল্লাহর দিদার মেলেনা। এই দুনিয়ার উর্দ্ধে আল্লাহর দিদার তার. সেই মুমিন জানেন. সুখ বৈভব এই পথে — সুখী যে সাধক যে পরমৈশ্বর্য্য পায়. এই তাঁর পথে সর্ব কোরবানির আনন্দ [illegible]. যে শান্তি-তত্ত্ব তিনি বহু মানবেরে দেখতে পাবেন. সেই কোরবানী ও শান্তি ও বিভূতি, আল্লাহর সাথে উপলব্ধি অথবা তা হলে দুঃখ দৈন্য ও বিভূতি (ঐশ্বর্য্যের) শেষ করিয়া পার হয়। আল্লাহর দিদার পাওয়া যায়। এই দুনিয়ার [illegible]

[illegible]

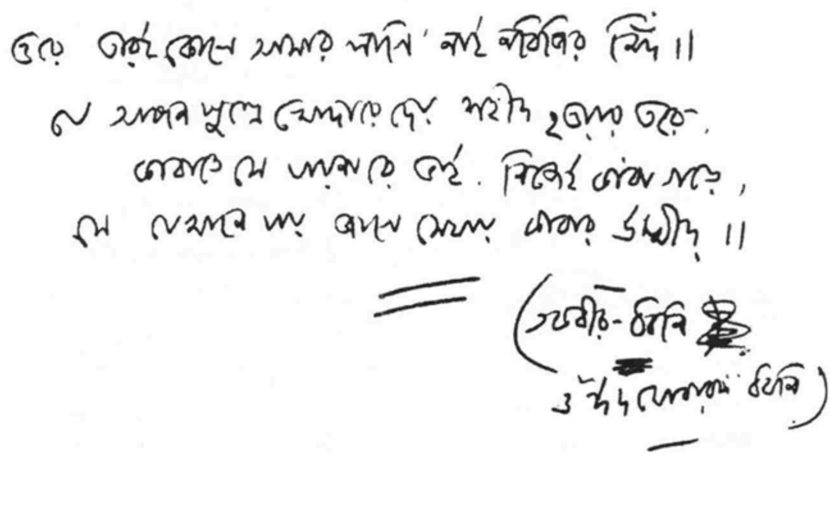
সেই আল্লাহ [illegible] সাথে উদ্ভাসিত দেখে — সুখী হবে *

ইয়া খাতুনে জান্নাত ! — এই গান মানবের কাছে, মানুষের কল্যাণে।

(গান)

ইয়া খাতুনে জান্নাত আমার আমেনা মাদার।
তোমারি সাথে আছে বাবা — আলেক দুলালীর ॥
যত হজরতের সাথ জাগি তবু -
হাসান হোসেন আমার আর্জ,
মোর জীবন মরণ দুই উদয় তবু দিই দেখা তোমার ॥
আমি দূর আরবে সুর শুনে তবু প্রেম বন্দেগানি
মানবের মূলে আমি হেরো পথে চলি।
হজরতের কাছে তুমি দিলে আমরা
ইব্রাহিমের মত চলে দেখি সবে চলি,
মোরে ঘোরে দেখা হয়ে - হয়
জিন্দেগি তোমার ॥

[illegible]



Love-Lane
(অতনুর দেশ)

কাজী নজরুল ইসলাম

~~অতনুর দেশ [illegible]~~

~~তরুণ তরুণী~~

যৌবনের তীর্থ-ক্ষেত্র অতনুর দেশে [illegible] তরুণ-তরুণীর নিত্য সমারোহ। কারো চোখে জল, কারো চোখে আশা; কারো হাতে ফুল, কারো হাতে কাঁটা; কারুর হৃদয়ে অমৃত, কারুর হৃদয়ে বিষ। [illegible] এই মহা-তীর্থে তরুণ তরুণী অতনু দেবতার [illegible] পূজা দেয়। কামনার-ফুল সেখানে [illegible] কি ফোটে, [illegible] হৃদয়-সুধায় [illegible] আর [illegible] তাদের জল। যে তরুণীর বুকে আমার বাতি জ্বালিয়ে এই গীত গেল, সে গেয়ে যায় —
[illegible]

(ওগো) সুন্দর, হাসি আঁখিরে কহিয়া
বন-পথে পথ ধরি
কন্যা অশোকের মঞ্জরী॥
হাসে বন-দেবী বেণীতে জড়ায় মাধবীর মঞ্জরী,
নব কিশলয় পরি'॥
কুমুদী-কলিকা অধর হেরিয়া
চাঁদের কোমরি হাসে মুচকিয়া,
মহুয়ার বনে ভ্রমর ভ্রমরী গিরিকারে উজরি'॥
যাহা কিছু হেরি, ভালো লাগে সব,
লুকাতে নারি হাসি
কাজ করি আর শুনি যেন কানে
মিঠে পাহাড়িয়া বাঁশী।
এক শাড়ি খুলে পরি আর-শাড়ি
বারবার মুখ মুকুরে নেহারি,
দুরুদুরু হিয়া উঠে চমকিয়া,
অকারণে লাজে মরি॥

বিজড়িত রহিত স্মৃতির সাথে ॥

কুসুম-সুরভি হয়ে এসো নিশি-পবনে।
রাতের পাপিয়া হয়ে পিয়া পিয়া ডাকিও
বন-ভবনে।
আঁখি-জল হয়ে আঁখিতে আসিও,
বেণুকার সুর হয়ে শ্রবণে ভাসিও
বিরহ হয়ে এসো হে চির-বিরহী
আমার অন্তর-বেদনাতে ॥

=

অন্তরে এই রস-যোগে বয়ে যায় সমস্ত দেহের প্রবাহিনী।
~~মুখের হাসি আর চোখের পানি~~
মুখে হাসি, চোখে জল — যেন রোদে রোদে বৃষ্টি। অন্তরে অনুরাগ বাইরে রূপ — যেন আলো-ছায়ার জড়াজড়ি। ~~[illegible]~~
~~ঠিকরি ফুটে ওঠে কোনো তরুণের দেহে~~ — ব্রীড়া-সঙ্কুচিত এইটুকু মেয়ে ওস্তাদের সামনে কোনো তরুণের চেয়ে অধিক ঠিকরি ফুটে ওঠে: — —
—[Samaresh)

মেঘ ওড়ে ওড়ে গগনে, ধূলা ওড়ে না ঝুম ঝড়ে।
মোর নয়নে হের কোন বৃষ্টি ঝরে। ঝরিয়া ফুল ঝরে ॥
ধীর সমীরণ বাহির হতে যদি জাগে
ঝরে যে না কুসুম, নাহি দোলে বন-এলা,
মেলে মেলেনা দল, যদি ভ্রমর না গুঞ্জরে।
ঝরিয়া ফুল ঝরে ॥
শোনো, আষাঢ়ের মেঘে তোমারি কি কথা কহে,
পাহাড়ের ধীর ভাঙি ঝুমুর ঝর্ণা বহে।
আমার দেহের অধু মেঘে ভরি হায়
জাগে হিয়া হয়ে যায় তোমার নীরবতায়,
এসো আরো কাছে এসো
মোর নূপুর বাজে।
ঝরিয়া ফুল ঝরে ॥

~~ভৈরবী~~ হৃদয়ের এই তীর্থ-ক্ষেত্রে সব-চেয়ে বিস্ময়কর দৃশ্য — উদাসীন পুরুষ আর বিরহিণী নারীর — অশ্রুমতী নদীর তীরে মিলন। চির বিরহের বেদনায় পুরুষ হয় বিশ্ব-সংসার-উদাসীন বৈরাগী সেই চির বিরহ নারীকে করে প্রেমময়ী। পুরুষ যে বিরহে হয় মরুভূমি, নারী সেই বিরহে হয় যমুনা। তরুণ প্রেম-পথ-যাত্রী সেই বিরহ-যমুনার কূলে দাঁড়িয়ে গায় —

(গান) — [Samaresh]

আমার চোখ লুকিয়ে থাকে আমার গানের আড়ালে।
সেই গোপন কান্নার লাগি কে গো এসে দাঁড়াবে॥
শূন্য মনের নাই কেহ মোর সাথী
মালা গেঁথে তাই কাটাই দিবা রাতি
সেই হৃদয়ের গভীর বনে
কে তুমি পথ হারাবে॥
হৃদয় দিয়ে [illegible] হয় যেথায় পরিচয়।
তেমনি [illegible] আমার মনের পরিচয়।
যে বেদনার আগুন বুকে নিয়ে
জ্বলি আমি প্রদীপ-শিখার ন্যায়
সেই বেদনা জুড়াতে মোর
কে তুমি হাত বাড়াবে॥

এই তীর্থ-ভূমির গোপন বেদনা-কুঞ্জে বসে তার কিশোরী-তাপসী তার প্রিয়তমকে — রাতের রজনী-গন্ধা যেমন চাঁদকে অন্তরালে কাঁদে। সবাই যখন ঘুমায়, সে তখন জাগে। সবাই যখন জাগে, তার প্রেম তখন লজ্জায় অবগুণ্ঠন টেনে লুকিয়ে থাকে। নীরব আর্তি-ভরা ডাকে শোনা যায় তার কুণ্ঠিত প্রেমের সুর :— (গান) [Kusum Goswami]

চাঁদের মত নীরবে এস প্রিয় নিশীথ রাতে।
ঘুম হয়ে পরশ দিও, হে প্রিয়, নয়ন-পাতে॥
তব তরে বাহির-দুয়ার মম
খুলিবে না এ জনমে প্রিয়তম,
মনের দুয়ার খুলি' গোপনে এস.

সুর দেশ

মৃদুভাষিণী স্বামী মৃদু মৃদু হাসে — এবং বলে —

(গান) (Ila Ghose)

খুঁজিতে চেয়েছিনু আমার মনের দেশ।
দখিনা বাতাস হাসিতে হেসে
কহে যাহা বন-মরু॥
ফুলে ফুলে চাঁদ, সুদূর গগনে
মহা-সাগরের ক্রন্দন শোনে,
ভ্রমর কাঁদিয়া কহিতে আসে
কুসুমের নীরবে॥

আঁখি কি দেখিতে পায়
আকাশে বাতাসে বাঁশি বাজে বা,
বিহগ-মিথুন কোন কথা কয়,
মনটির পরে ফুলে মধু পায়
রহেনা উন্মনা॥

অভিমানী সুরের গতি অকারণে অকরুণ হয়, তবে মনে মনে। তার কোনটাই মনে হয়, হৃদয়ের এই অনাহূত নিশীথ-রাতে যে আলো দেখা যায় — তা আলো নয় — আলেয়া। এই প্রেম-তীর্থে সে এসে বসে থাকে উদাসীন সন্ন্যাসীর মত। সর্বত্যাগী নিঃস্ব যদি আসে কোনো নিবেদিতা — তবে সে দেয় দিক্ষা। সে যে বলতে চায় — (গান) — (Chitta Ranjan)

আমায় নহে গো, ভালোবাসো মোর গান।
বনের পাখীরে কে চিনে রাখে, গান হলে অবসান॥

চাঁদেরে কে চায় · জোছনা সবাই যাচে।
গীত-শেষে বীণা পড়ে থাকে ধূলির কাছে।
তুমি বুঝিবে না · আলো দিতে কত ·
পোড়ে প্রদীপের প্রাণ।।
যে কাঁটা-লতার আঁখি-জল হায়
ফুল হয়ে ফুটে ওঠে।
ফুল ছিঁড়ে তার, দিয়েছে কি কিছু শূন্য বৃন্ত-মূলে ?
সবাই তৃষ্ণা মিটায় নদীর জলে,
কী তৃষ্ণা জাগে সে নদীর হিয়া-তলে
বেদনার মহা-সাগরের কাছে
করো তার [illegible]

গিরি-দরী [illegible]
[illegible] নির্বেদিতা নারী —
(গান) — [Kusum Goswami]

আমি জানি তব মন · আমি বুঝি তব ভাষা।
(তব) কঠিন হিয়ার তলে কী গভীর ভালোবাসা।।
ওগো উদাসীন · আমি জানি তব ব্যথা
আছে পাষাণীর বুকে বন নির্ঝর কোথায় :
কোন্ অভিমানে ভুলিয়াছ তুমি
ভালোবাসিবার আশা।।
তুমি কেন হানো অবহেলা
অকারণে অনাদরে ?
বঁধু যে হৃদয়ে থাকে প্রিয়
সেই হৃদয়েই ব্যথা থাকে।
(তব) যে-বুকে জাগে প্রলয়-ঝড়ের জ্বালা,
(আমি) দেখেছি সেথা সজল মেঘের মালা,
ওগো ধূর্জটি ! আমারে আহুতি দিলে
মিটিবে কি তব অন্তরের পিপাসা।।

[illegible]

মিলনের বুকে কেঁদে ওঠে অসুরের বিদায়-বাঁশী। [illegible] সে হেসে যায় [illegible] সেই বিরহের [illegible]। [illegible] সেই মেয়েই [illegible] [illegible]

মিলনের [illegible] বিলাস-[illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] সে [illegible] নিরুদ্দেশের পথে। [illegible] [illegible]

[illegible]

(গান) (চিত্রগুপ্ত)

যদি হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই

কেন মনে রাখো তারে

ভুলে যাও মোরে ভুলে যাও একেবারে ॥

আমি গান গাহি আপনার দুখে

তুমি কেন আসি' দাঁড়াও সুমুখে

আলেয়ার মত ডাকিও না আর

নিশীথ-অন্ধকারে ॥

দয়া কর, মোরে দয়া কর

আর আমারে লইয়া খেলো না নিঠুর খেলা।

শত কাঁদিলেও ফিরিবে না আর

(সেই) শুভ লগনের বেলা ॥

আমি ফিরি পথে তাহে কার ক্ষতি

তব চোখে কেন সজল মিনতি?

আমি কি ভুলেও কোনোদিন এসে

দাঁড়িয়েছি তব দ্বারে।

ভুলে যাও মোরে ভুলে যাও একেবারে ॥



নাটক

"জাগো সুন্দর চির-কিশোর!"

(কোরাস গান)

জাগো সুন্দর চির-কিশোর!
জাগো চির-যৌবন দুর্জয় ভয়হীন—
~~[illegible]~~
আসুক শুভদিন, হোক নিশি-ভোর॥
~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~
অগ্নি-শিখার সম, সূর্যের প্রায়—
~~[illegible]~~ জ্বলে ঐ দিক তোমার তেজের গরিমায়—
দূর হোক সংশয়, ভীতি, নিরাশা
ভয়-ম্লান আঁধারের কাটে ঘুমঘোর॥

কোরাস॥ উঠেছ! উঠেছ! ~~[illegible]~~ মেয়েরা মেয়েরা
আমরা এ কোথায় এসে পড়েছি? কে আমাদের এখানে আনলে?

কিশোরদল॥ আমি — তোমাদের দিদি কল্যাণী।

২

কই।। ভাল করে চেয়ে দেখ দেখি, আমাকে-
চিনতে পার কিনা।

কিশোর।। না — হঁ্যা — তোমায় যেন কোথায় দেখেছি।
অথচ ঠিক মনে করতে পারছিনে।

কল্পনা।। আচ্ছা, আমি মনে করিয়ে দিই।
কাল রাত্রে ছাদে বসে চাঁদের দিকে
চেয়ে চুপ করে কি ভাবছিলে, মনে আছে?

কিশোর।। হঁ্যা, মনে পড়েছে। ভাবছিলাম, আমি যদি
ঐ চাঁদের দেশে এক নিমিষে উড়ে যেতে
পারতুম, তো হ'লে কী মজাই না হ'ত! তারপর
মনে হ'ল, আমার মনের ভিতর কে যেন-
এক ডানা-ওয়ালা সুন্দরী পরী আছে, সে যেন
যাদু জানে, সে যেন এক-নিমেষে আমায়
যেখানে ইচ্ছা সেইখানে নিয়ে যেতে পারে।

কল্পনা।। ঠিক ধরেছ! এখন চেয়ে দেখ দেখি,
আমি সেই পরীর মত কিনা।

কিশোর।। আরে, ঠিক সেইত! একেবারে হুবহু
মিল! আমার মনের সেই পরী তুমি।
তোমার নাম কি বল্বে?

৩

কেশোরা॥ আমার নাম কেশোরা। আমায় খোকা-দি বলে ডেকো!

কঙ্কন॥ ছিঃ! তুমি যে আমায় আমারই মত করে। তোমাকে — আচ্ছা দিদি বললে যদি খুশী হও, তাই বলব। কিন্তু —

কেশোরা॥ বুঝেছি — আর বলতে হবে না। তুমি যেখানে যেতে চাইবে — আমি সেইখানেই তোমায় নিয়ে যাব। এখন চল — সাগর - জলের তলে। (Sound of Sea)

কাজল॥ এই কঙ্কন! আমিও যাব! ও মধু-কাকা, মোটর বাড়ী উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। — এই যাঃ! তোর মাদুলিটা ফেলে এসেছিস বুঝি? — দেখি, আমার তাবিজটা আছে কিনা! এ্যা, আমার তাবিজ — তাবিজ কে নিলে?

কেশোরা॥ এখন আর কোনো তাবিজই কিছু কর-হবে না কাজল! আমি তোমাদের দুজন-কে নিয়ে সমুদ্র-জলে নামতে শুরু করেছি। ওকি, ওখানে এখন তোমাদের ভয় করছে কেন?

উইলিং॥ ও: খেলে আমি চোখ বুঁজে বসে থাকি। ~~[illegible]~~ চিমটি মারলে চেঁচিয়ে সারা হই।

কেশব॥ ~~[illegible]~~ এই চোখ বুজে তবে শিখলি?

উইলিং॥ ভেড়ার কাছে!

কেশব॥ ভেড়ার কাছে!

উইলিং॥ হুঁ. আমাদের গাঁয়ে একখানা ভেড়ার মধ্যে দেখিছিলুম. একটা বেতো-ঘোড় এসে পড়ল। তাই-বেতো-ঘোড় দেখে, আর অমনি ~~ভেড়ার দল~~ ~~চোখ~~ কাঁপতে সব ভেড়া গোল হয়ে মাথায় মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে রইল।

কেশব॥ আর. তাই দেখে তুমি বেতো ঘোড়া ভাবিলে গেল!

উইলিং॥ দূর! সে হবে কেন? বেতো ঘোড় ভেড়াদের এক একটাকে ধরে চিবিয়ে খেয়ে আসে, এসে আবার একটাকে ধরে চিবিয়ে নিয়ে যায়!

~~[illegible]॥ (হাসিয়া)~~

[illegible]॥ ওরে বাবারে! গেছি রে, গেছি রে, গেছি রে — একেবারে মারা গেছি রে মা!

৩ হেড সহকারী আলোকের অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করতে গিয়ে এই সর্বনাশটা হল (অন্ধকার 'স'-এর উচ্চারণ দন্ত্য স দিয়ে)!

কাম্পুনাথ ।। ও কে চাইছে ওরে এমন করে? কে ওই ভীতু?

কেষ্ট ।। ওর নাম ন্যাড়া। আমরা ওর নাম রেখেছি ভোম্বল-দুলাল! ও বড় ভীতু ছিল! একটু-কিছু হলেই যেন অন্ধকারে ওর দুলাল উঁকি দিয়ে চলে যায় ভয়!

কামাল ।। আর দুষ্টু ইস্কুলে, ভোম্বল-দুলাল ডাকে — ওই ওস্তাদ ওর নাম রেখেছে ভোম্বল-দুলাল!

ওস্তাদ ।। উঃ! কী ভীষণ সর্দি!

কামাল ।। কি ঝঞ্ঝা হিমেল বাতাস! আমার সব সিরসির করছে!

ভোম্বল দুলাল ।। আমার দাঁত-দাঁত লাগছে! এ সর্বনাশটা হল! হি হি হি হি!
(দাঁতের শব্দ)

কেষ্ট ।। আমার কিন্তু ভালোই লাগছে, কিন্তু এত অন্ধকার কেন? সূর্যি কি ঘুমোচ্ছে?

২/

ফেরদৌস ॥ সাগর-জলের নীচে মণি-মুক্তার আলো।
আর দেরী নেই, ঐ আমরা এসে পড়েছি —
সাগর-জলের পাতাল-তলে! কেমন
সুন্দর! *

* (সহসা music, ও সাগর-ঝর্ণা-
সহসা বন্ধ হয়ে গেল)!

কাঞ্চন ॥ (হাত তালি দিয়ে) ফেরদৌস দি, দেখ দেখ
কি সুন্দর আলো! ঐ হীরে মানিক
মুক্তো! সোনা! জহরত!

কামাল ॥ এই কাঞ্চন, খবরদার! ওসব হীরে
মানিক ছুঁয়ো না! আমাদের গাঁয়ে একবার
খুঁটি পড়েছিল, তাতে লেখা আছে — ওসব
পরীদের জিনিস। ~~ছুঁলে~~ ছুঁলে পাথর
হয়ে যাবি!

ওস্তাদ ॥ হায়-আল্লাহর আলোতে এ কী হয়ে গেল
* হীরে মানিক! আর কিছু দেখেছ? আমার
তোমারে বললাম, না, হায় আল্লাহ চুপ চুপ-
থাকো ধরে দাও, তা আমি শুনলেনা! ~~[illegible]~~
সাগরের পানীতেও ~~[illegible]~~
ডুবে এলুম!

২

চম্পা।। ওহে, ভাইরে! এ সর্বনাশ
হ'ল! এ যে মর্ত্য দুনিয়া হীন মানুষে
ভরিয়া গেছে! কিসের অভাবে মানুষের এ
~~...~~ সাঁওতালী দিশেহারা ভাব ত?

পারুল।। শোনো ভাই, ওহে, কমল!
তোমায় বড় হ'তে আমার এই সাগর-জলে
এই সাগরের ন ~~...~~ ঠিক বা কেন — সেই
জলে এই সাগর-তলের হীরা মণিমুক্তা।
এই সাগরজলে সপ্তম তেজ উঠে - তবে
~~...~~ শুধু সাগরজলী-বাতি! কমল, তুমি
কি হবে?

~~কমল~~

কমল।। আমি সাগর পাড়ি দেব, হব সওদাগর।
সাত সাগরে ভাসবে আমার সপ্ত মধুকর।
আমার ঘাটের সওদা নিয়ে যাব সবার ঘাটে,
চলবে আমার বেচা-কেনা বিশ্ব-জোড়া হাটে।
ময়ূর-পঙ্খী বজরা আমার ~~...~~
লাল বাদাম পাল তুলে
ঢেউ-এর দোলায় ~~...~~ হাঁসের মতন চলবে
দুলে দুলে।

৮

১. রূপালি মোর নাও - বিদেশে এসে লাগে ভিড়ি
হাতছানিতে ডাকছে আমায় নতুন দেশের তীর।

কোরাস।। আর কেউ?

কেউ।। সপ্ত সাগর রাজ্য আমার, সিন্ধু নদী - রেবা
আমার রাজ্যে ঐ [illegible] ইরাবতী।
কত সিন্ধু ভাগীরথী।।
রক্ত-রাঙা ওপার দ্বীপে রাজধানী মোর হয়।
ও-পার মোর উঠছে বিপুল সাগর-ঢেউয়ের
সুরে।

সপ্ত দ্বীপের পৃথিবীর বাইরে সাত তীরে -
[illegible] এর কোলের ঢেউয়ের মত আমার
সাগর-তীরে!
সাগর-গর্ভে সপ্ত-পাতাল: [illegible]
নাই [illegible] সন্ধানী দাঁড়
[illegible] দেখাও, আমি তার
[illegible] অধিকার!

(সাগরতলে মোর স্বপ্ন — [illegible]
সাগরে [illegible] উঠিছে
[illegible])

২

II

(ভোরের effect — আবছায়া কেয়ার ঝাড়)

বেণু ॥ কেষ্ট দা'! উৎপল দা'! ~~[illegible]~~ চেয়ে দেখো. আমরা সমুদ্দুর থেকে উঠে পৃথিবীতে এসে পড়েছি। ঐ দেখ, সূর্যি উঠছে।
~~আবছায়া~~

উৎপল ॥ বাংলাদেশের সূর্যি নয় ও! ~~[illegible]~~ জেলেদের মাথায় সব যে রূপ দেখছি মনে হচ্ছে।

কমলা ॥ খুকী তুমি কোথেকে এলে? তোমার নামটি?

বেণু ॥ আমার নাম বেণু। আমি কোথাও থেকে আসিনি. এই সাগরে নৌকাডুবি হয়ে ডুবেছিলুম। সব ডুবেছি, সব দেখেছি। ওরা কোথাও নেই!

জেলেনী ॥ ও বেণু, আমরা এখন চাঁদের দেশে, সমীন দ্বীপে ~~[illegible]~~ মাছ ধরতে যাব। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে?

বেণু ॥ (ঘাড় নেড়ে) না! আমাকে ~~[illegible]~~ হেথায় কত কাজ দিও. আমি ~~[illegible]~~ ইচ্ছে করি আবার!

৪০ ওস্তাদ।। তোর [ঝাঁপলে] কি রে বেণু? না! আমার হৃদয়-
আকাশের অন্তর থেকে এক মুক্তো-কবিতা চুরি
করেছিস তুমি? ও না, আমার মুক্তোটা!

বেণু।। না রে, তোমার দুটো অন্তর নয় উস্তাদ
আকাশ থেকে আমার চোখে এসেছে। আমি
চুরি করেছি কেন? আচ্ছা, ওস্তাদ দা, তোমার
গানটা শোনো, তোমায় ও দিয়ে কি হবে?
[illegible] এখন ওস্তাদ আমার মনে হয়,
তোমার সেই এক মেঘ-কেশের মুখখানা দেখো।

চন্দন।। শোন-নন্দী দিদি! ঐ মাথার অন্ধকারে
সোনালি চাঁদ যাচ্ছে — ওর হাতে আমার
চুম খেয়ে গেল প্রথম। আমি সঁপে দেই
[illegible] সোনার সাথে আজি! ও মহিমা
ছেড়ে দিল আমায়!

কেশবর।। তোমার-ও দূর না হয়ে আর্যপুত্র নন্দিনী
ও জেনিয়ে দিলে তোমায়। ও-কিছু
ওদের মাথা থেকে তোমার ও দূর হেথা!
আচ্ছা বেণু, তোমার দুটি চোখের পাশে?
চাঁদের দেশ, না, মাটির পৃথিবী!

মেনু ।। মাটির পৃথিবী। আমি এই পৃথিবীকে খুব-ভালোবাসি। একে ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। ~~আমার ইচ্ছে করে~~ ← [illegible]

কম্পিউটার ।। যাচ্ছি। এই পৃথিবীতে তোমার কী হতে ইচ্ছে করে?

মেনু ।। আমার ইচ্ছে করে —

আমি হব সকাল বেলার পাখী।
সবার আগে কুসুম-বাগে উঠব আমি ডাকি'।
সূর্যি মামা জাগার আগে উঠব আমি জেগে,
"হয়নি সকাল, ঘুমো এখন", মা বলবেন রেগে।
বলব আমি, "আলসে মেয়ে, ঘুমিয়ে তুমি থাক,
হয়নি সকাল, তাই বলে কি সকাল হবে না ক'?
আমরা যদি না জাগি মা, কেমনে সকাল হবে?
তোমার মেয়ে উঠলে গো মা রাত পোহাবে তবে।"
ঊষা দিদির ওঠার আগে উঠব পাহাড়-চূড়ে
দেখব নীচে ঘুমায় শহর শীতের কাঁথা মুড়ে!
ঘুমায় সাগর বালুচরে নদীর মোহানায়
বলব আমি, ভোর হল যে, সাগর ছুটে আয়!
ঝর্ণা-মাসি বলবে হাসি' "খুকি এলি নাকি?"
বলব আমি, "নই ক' খুকী, ঘুম-জাগানো পাখী!"

সুর //

ঊর্মি ।। লেখন দি! [illegible] নবীন সুর না
চাঁদের দেশে [illegible] যেতে চেয়েছিলেন?
সমুদ্রের জলে ভিজে আমার জীবন আর্দ্র
হয়েছে — তাই চেয়েছিলুম

লেখন ।। বুঝেছি — তুমি এই পৃথিবীতেই
থাকতে চাও। তুমি [illegible] এখানে কী করো?

ঊর্মি ।। যা খুশি লোকে লেখন দি, তাই তুমি
দেখলুম, আমার এবার [illegible] হতে যাচ্ছে।
ও কবিতার মেয়ে থাকব কেন —
আমি হব মাঠের রাখালছেলে!

আঁচল ভরে মুড়ি বেঁধে হাতে লাঠি বেণু,
নদীর পারে মাঠের তীরে নিয়ে যাব ধেনু।
বাবুইপাখির [illegible] থাকব হব দিন যাবে
বটের ছায়ায় জুড়তে এলে রাখাল-ছেলের পাশে।
আমি হব রাখাল-রাজা মাঠের তেপান্তরে —
তুমি ওই [illegible] আমার মধ্যে পারে।
ধানের [illegible] [illegible] তোর,
সিংহাসনে আসতে এলে নবীন ঠিকের ভোর।
সন্ধ্যা হলে [illegible] ধেনু [illegible]
ফিরব ঘরে মাঠের রাখাল [illegible] হয়ে!

১৩/

কেতকী ॥ কোয়েলিয়া দি! তোমার কথা থামিও। চল হিমালয়ের গৌরী-শৃঙ্গের চূড়ায়, উত্তর-মেরু দক্ষিণ-মেরুর [illegible] পেরিয়ে না-জানা দেশে। চল উড়ে চলি [illegible]।

কোয়েলিয়া ॥ তোমায় নিয়ে যাব কেতকী, আমাদের মাঝে মুক্তি — বন্ধনের রূপ দেখাতে। ওর মানে তোমার পৃথিবীর কাজ শেষ হতে। কিন্তু, পৃথিবীতে যদি তোমায় কাজ করতে হয় — তুমি কী করবে? —

কেতকী ॥ আমি গাইব গান — এবং সারা পৃথিবীর মানুষ গাইবে ওই সুর।

(গান)

চল চল চল!
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণী-তল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল, চল রে চল রে চল!
চল চল চল॥
ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির-রাত

গাহিবে চিরদিন।
যত বন্দীরে গাহিয়া যাবে
সবারে প্রীতি মহাসম্মেলন,
আমার দীপিত নূতন স্বপন
গাহিবে বন্দীর দল।
চল রে নৌ-জোয়ান, শোন রে পাতিয়া কান
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে দুয়ারে জীবনের আহ্বান।
ভাঙরে ভাঙ্ আগল চল রে চল রে চল॥
= চল্ চল্ চল্॥

কোয়েল॥ তুমি গান গাইবে? বেশ। গেয়েছ?
কমলি॥ শোনাই এ আমার প্রাণে। কেউকিছু বলতে গেলে শোনায়।
আমি হয় দিনের সহচর —
বলতো, 'ওরে, রোদ উঠেছে, সাড়ল গাঁয়ে রে।
তোদের চোখে উঠল জোনাক, ও কানে তার বাঁশী,
জানল দুলাল বনের রাখাল, ওইরে মাঠের চাষী।'
"শ্যামলা" "হাঁসা" দুই না বলদ দুই দিকেতে জুড়ে -
লাঙলে ঐ বলদ দিয়ে মাটির কাপড় খুঁড়ে
নিয়ে সবুজ-রোদ আসি। আমি মাঠের পথে
ওপার হতে এসে আশীষ দীপ্ত রাঙা রবি।
চাষা ডেকে বলে, "ওগো শ্যামল বসুন্ধরা,
আমায় দিলে মানুষেরে এবার ধান-ভরা।

১৪ জংলী মেয়ে ছিলে তুমি ছিন্নবাস ছিরি
মরুর বুকে থাকতে শুয়ে শিয়রে দরী গিরি।
আমরা তোমায় বোধ মানিয়ে দিয়েছি ঘর বাড়ী,
সাত-ভরি তোর সোনা মাগো, ময়নামতীর শাড়ি।
বাংলা দেশে খেত করেছি, ফসল দেখে ফলে;
যাহারে তোর বাংলা হবে দ্বীপ বাঁধছি জলে।
বন্য মেয়ে! আমরা তোরে করেছি রাজরানী,
দুনিয়া তোর দেখেছি মা তোমার আসমা যাবি।

মাটির তরে রাখব ফসল, সোনার তরে চীন,
পুরুষ-দেশের ভাইবোনেরে আমি দেখে সুখ।
এই পুরাতন পৃথিবীতে রাখব চির-যৌবন,
আমি হব পুরুষের মানিক, আমি মাটির যৌবন॥

কোরাস॥ ~~[illegible]~~

সকল সখা "ছিঃ ছিঃ বেশ বেশ" ধ্বনি
চীৎকার করিয়া উঠিল। ([illegible] – [illegible] চীৎকার।)

উর্বশী॥ কোথায় ছি, কোথায় ছি, ছিঃ ছিঃ
মেয়ে-পুরুষ মেশে আর মাটিতে আছে!

বেনু॥ ~~[illegible]~~ (কাঁদিতে ২) [illegible] [illegible] [illegible]
চুড়ি করে দিলে আমিনুরেতে!

কাপালিক ॥ (হাসিয়া) হো: হো: । ও [illegible] সাঁতারে
[illegible] উঠবে ওদের দিকে [illegible] দেখো ।
তবে নৌকো আনালে কেমন ? মরণ মরণ
[illegible] ঠিক হিসেব হবে ! — ও কি [illegible]
কাঁদছ ? [illegible] ~~[illegible]~~ মৃত্যুমালিকা
নয় । তোমার শুধু সিঁদুর মুছিয়ে ~~[illegible]~~ [illegible] ।
যেদিন সাবিত্রীর তোমার [illegible] সাগর-জল
এই সাগরে সব ~~[illegible]~~
তোমার — তোমার ওদের সাগরের [illegible] এ
সাগর-অতিথিরে — সেইদিন সাবিত্রীর মৃত্যু-
মালিকা পাবে — তার আগে নয় ।

[illegible] ॥ ওদের নামিয়ে দিও সমুদ্র নিয়ে চলল, [illegible]
[illegible] দেখে । [illegible]
কাপালিক ॥ তাই হবে চল । (ওদের ধরে [illegible])

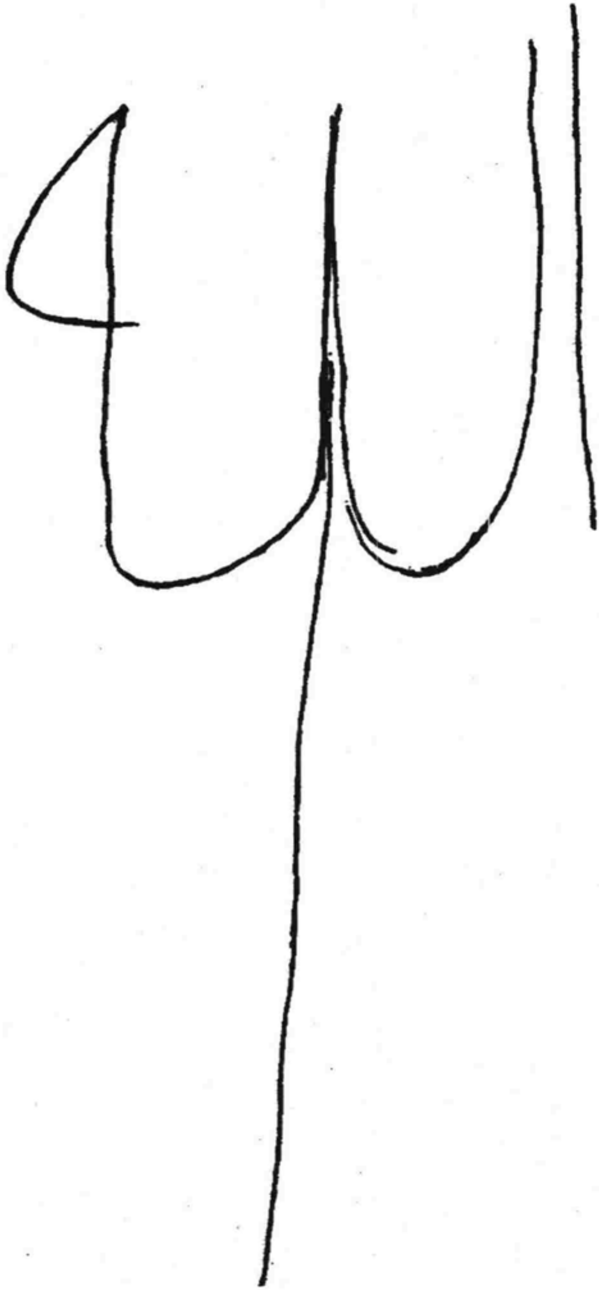
(উঠে সাগরের জল) —

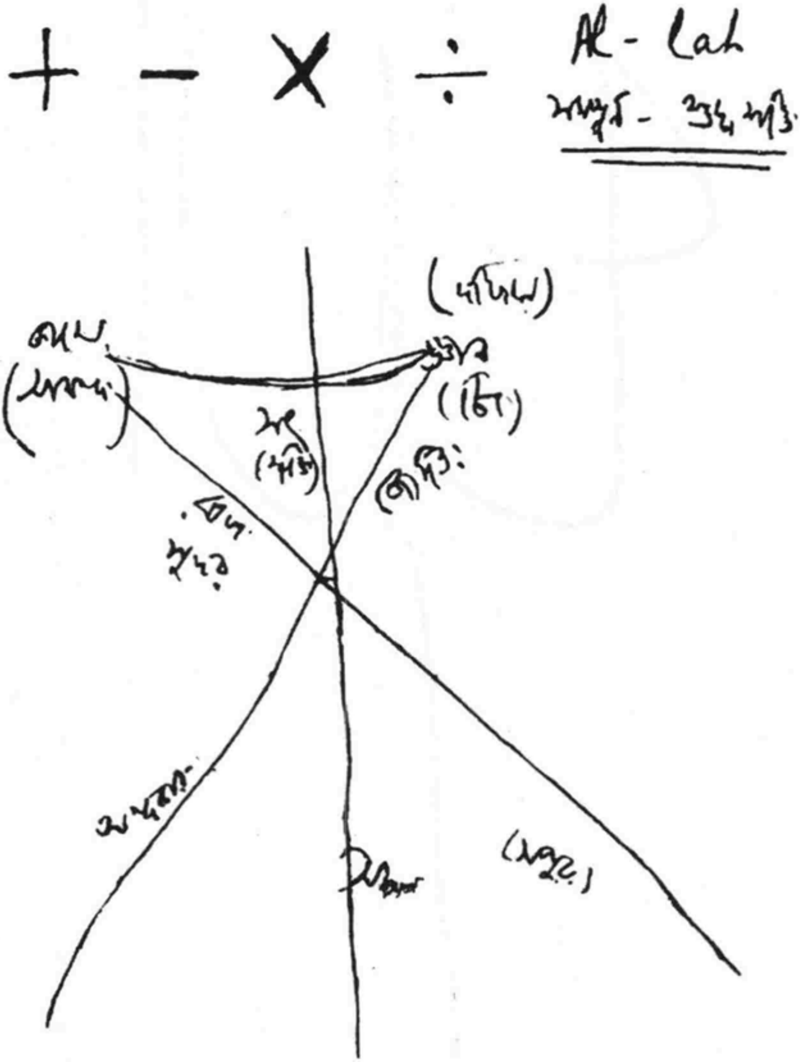
[illegible] সব ~~[illegible]~~ উঠ উঠ ।
আমার [illegible] কি হলো [illegible] । [illegible]
থামিও না ! উঠ ! উঠ !
[illegible] ॥ [illegible] — ও [illegible]

[illegible] ~~[illegible]~~
আমি [illegible] !



আধ্যাত্মিকতা




Al - Lah

"Ruyat" Continued

If He is Omnipotent. He is potent to manifest Himself in any manner anywhere & at any time He likes.

"Mutazila" & the "Shia" doctors are opposed to "Ruyat" (beholding).

Ruyat-i-tam (তাম) = Complete beholding.

Light of Essence = His pure & colourless self.

Beholding of God is of five kinds. (1) in dream with the eye of heart. (2) beholding Him with his ordinary eyes. (3) Beholding in an intermediate state of Sleep & wakefulness. (4) Beholding in Special determination. (5) beholding the One Self in the multitudinous determinations of the internal & external worlds.

Perfect manifestation = Mazhar-i-Alam

[illegible] = Wahi. Divine revelations.

Saluk = (Journey) - Tarikat (Path)

Absolute = Mutlak. Determined = মুকাইয়্যদ।

Arif = Knower of Allah. Ma'rifat = [illegible] Knowledge of Allah

Sufi-ism

"[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]."

"If a drop can be ocean. Why should it then be pearl?"

([illegible])

[illegible] = (Anasir) عناصر

1st :- ~~[illegible]~~ Ansari-Azam (عنصر اعظم) } বোঝায়

or ~~[illegible]~~ Arshi Akbar → The great Throne

The great element

2nd Baid (بعد) ~~[illegible]~~ দূরত্ব

3rd آتش (আগুন) তেজ

4th آب water জল

5th خاک : মাটি।

[illegible] = [illegible]. [illegible]. [illegible]।

[illegible] = [illegible] [illegible]। (Surrounding element)

[illegible] = [illegible] (Emotion) [illegible]।

[illegible] = is enveloping all + covering every thing.

↳ is permanent i.e. it is not transitory.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। ([illegible])

সিদ্ধান্তবাদের মুসলমান ধর্ম Love (ইশ্ক)
সম্প্রদায়ের মতে যেমন, 'ইশ্ক' (?) "ইশ্ক" বা Love থেকে ধর্ম
রুহোলআজম (Ruh-i-Azam / রূহ-ই-আজম) The great Soul. | [illegible]

Ruh-i-Azam is understood a reference to the soul of Mohamad and (further) to the "complete soul" of the Chief (of the Faithful)
অর্থাৎ সম্প্রদায়ের মতে (Ruh-i-Azam) থেকে "হিরণ্যগর্ভ" + "Avasthatman" (?)

তাঁহার থেকে ধর্ম "নফস" (?) - which is said to be the breath of the Merciful (Rahman) from which springs air mundane.

কোরান:-
"Everything is perishable but His face ("wajh)
"কুল্লু শাইয়িন হালিকুন ইল্লা ওয়াজহাহু"

অর্থাৎ ওয়াজহাহু ছাড়া সবই ধ্বংস হবে। ওয়াজহু = His face.
হিরণ্যগর্ভ?

ওয়াজহ is the fine body of the Holy Self.

[illegible]

পঞ্চ ইন্দ্রিয় = (~~Hawa~~ Hawas
হাওয়াস

নাসা, জিহ্বা, চক্ষু, ~~[illegible]~~, ত্বক, শ্রোত্র
গন্ধ রস রূপ ~~[illegible]~~ স্পর্শ শব্দ
ক্ষিতি অপ্ তেজ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ব্যোম
(শাম্মা) (জায়কা) (বাসিরা) (লামিসা) (সামিয়া)
شامه، ذائقه، باصره، لامسه، سامعه
=
Shaghli Pusi Antus = চার।

অন্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় (Internal Senses)
(বুদ্ধি, মন, অহংকার, চিত্ত) = অন্তঃকরণ।
বুদ্ধি:—
হুসসে মুশতারেক = (সাধারণ জ্ঞান / Common) কুওয়াত-ই-মুতাখাইয়ালা (imaginary)
কুওয়াত-ই-মুতাফাক্কিরা (Contemplative)
হাফিজা (Retentive)
ওয়াহমিয়া (Fancying)
চিত্তের সংস্কার [illegible]
[illegible]

[illegible] = [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]।
Evil

[illegible] – [illegible] – [illegible] ও [illegible]
Determination – abandonment (doubt).

[illegible] message [illegible]। [illegible]
[illegible]।

[illegible] : [illegible] —
[illegible]। [illegible]
[illegible]।

([illegible] Love [illegible] –
[illegible])

[illegible] — [illegible]।

[illegible]। [illegible]),
[illegible]

[illegible] = (middle stage) [illegible]।
[illegible]। [illegible] my self
[illegible]। –

[illegible] = [illegible]। [illegible]
[illegible]।

"[illegible]" [illegible] = perfect wisdom [illegible]।

[illegible] – [illegible]
[illegible]।
[illegible]।

২৮৩ আবুল আরওয়াহ = Abul Arwah. "[illegible]"।
এই [illegible] [illegible] এই সব [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] "[illegible]"। [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] —
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। "[illegible]"-এ [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]।

=

আশগাল (Ashghal) شغل / اشغال

একবচন শোগল। বহুবচন = [illegible]।

হু ≡ (He) [illegible]। [illegible] = (আল্লাহ্‌) [illegible]।

হুয়া = He is G. = হু আল্লাহ ≠ He is God.

=

[illegible] ([illegible]-ই-আল্লাহ [illegible]) ।

সুফিদের আল্লাহর দুই বিশেষণ — Beauty + Majesty অর্থাৎ "জামাল" ও "জালাল"। এই দুই attributes [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible]।

[illegible] = তিন গুণ — সত্ত্ব. রজঃ. তমঃ। = [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]।

সুফিরা [illegible] [illegible] [illegible] "কামাল" নাম দেন।

[illegible]. হিন্দু [illegible] = [illegible], [illegible], [illegible]

ব্রহ্ম = জিব্রাঈল = ব্রহ্মা
বিষ্ণু = মিকাঈল = বিষ্ণু | Superintending angels.
মহেশ = ইস্রাফিল = মহেশ

এই তিন অর্থ "ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও মহেশ" [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible]।

ব্রহ্ম = কালাম জ্ঞান = ব্রহ্মা = বাণী শক্তি + Divine utterance
সরস্বতী + সাবিত্রী অন্তর্যামী শক্তি।

বিষ্ণু = চলৎ জ্যোতিঃ = সমস্ত জ্যোতিষ্ক ও [illegible]।

মহেশ = [illegible] [illegible] = Two blowing horns সৃষ্টি
ও বিনাশ = [illegible] [illegible] [illegible] or [illegible]।

ঐ তিনজনের <u>শক্তি</u> = শক্তি or দেবী or মূর্তি।
Potential Power.

অর্থাৎ <u>শক্তিই</u> ঐ তিন দেবের জননী or মাতা।

ব্রহ্মার সরস্বতী শক্তি। বিষ্ণুর লক্ষ্মী শক্তি।
মহেশের পার্বতী শক্তি।

আত্মা

আত্মা = রূহ. Common Soul = জীবাত্মা
পরমাত্মা = রূহুল আরওয়াহ = The Soul of Souls.

জীবাত্মা হচ্ছে এই Pure Self when determinate & fettered
[illegible] in respect of [illegible] or [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] = "[illegible]" [illegible]

The self that was determined in eternity past [illegible]
known as Ruh-i-Azam (Supreme Soul)
& is said to possess uniform identity with the
Omniscient being.

Now the soul in which all the souls are
included is known as Paramatma or
Abul Arwah.

[illegible] inter-relation
body & soul [illegible]
[illegible]।

[illegible] ± August
[illegible]

[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible]।

=

[illegible] ([illegible]) : [illegible]

[illegible]।

[illegible]।

[illegible] = from the buttocks to the special organ — is
encircling the navel & is the [illegible] of life.
[illegible] — [illegible]
[illegible]।

[illegible] = moves inside the breast to the navel. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

=

The four worlds (Awalim-i-Arba'a) عوالم اربعه

[illegible]

১। নাসুত (The human world) ২। মালাকুত (The invisible world) ৩। জাবারুত (The Highest world) ৪। লাহুত (The Divine world). [illegible] 'Alami-mithal' [illegible]. The world of similitude. = Invisible world!

অবস্থা: জাগ্রত. স্বপ্ন. সুষুপ্তি ও তুরীয়।

= নাসুত // মালাকুত // জাবারুত // লাহুত

জাগ্রত or নাসুত = world of manifestation & wakefulness.

স্বপ্ন or মালাকুত = " " souls & dreams.

জাবারুত সুষুপ্তি = in which the traces of both the worlds disappear [illegible]

Tasawwuf "[illegible]" ([illegible]) consists in sitting for a moment without an attendant i.e. finding without seeking, beholding without seeing.
[illegible]

[illegible] = Pure Existence encircling including & covering all the worlds.
[illegible] means progress in his path [illegible] —
[illegible] = ultimate [illegible] = [illegible] ॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] ([illegible]) [illegible] ।
[illegible] - from the same breath of the merciful
[illegible] "[illegible]" [illegible] Be or "23"
[illegible] ।

[illegible] = [illegible] "[illegible]" ([illegible]) [illegible]
[illegible] ।
[illegible] "[illegible]" (the sound of the Absolute) or "[illegible]" (the Sultan of all devotional exercises)
this sound is eternal & [illegible]
[illegible] ।

২। [illegible] = [illegible]
— [illegible] ।

৩। [illegible] = [illegible] । = [illegible]
: [illegible] " = The great name.

Ism-i-Azam = Al-Hayy-ul-Kayyum. [illegible]
Ar-Rahman. Ar-Rahim.
[illegible] = [illegible]।

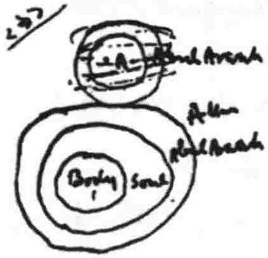
'হ' মানে 'উ' মানে ও 'হু' মানে।
[illegible] , ~~[illegible]~~ Same

নূর = জ্যোতি।

Jalal (Majesty) Sun coloured. Ruby-coloured. fire coloured.
Jamal (Beauty) moon-coloured, Pearl coloured. or water-coloured.
Lastly the "Light of the Essence" which, is devoid of all colours. is the Light of Allah.
[illegible] = জ্যোতি [illegible]

Vision of God = Ruyat. [illegible]
[illegible] = Vision of God. ([illegible])

Men of the Book = Ahli Kitab.
[illegible] = (Pure Self) : ([illegible] ?), which can be beheld, is an impossibility. Pure Self is undetermined whereas He cannot be determined He is manifest in the veil of elegance





[illegible]

[illegible]

He is manifest in all. And every thing has emanated from Him. He is the first & the last & nothing exists except Him.

"In the name of one, who hath no name with whatever name thou callest Him, upliftest His Head."

=

ওগো চির-সুন্দর! তব [illegible]

মূর্তি [illegible] সূর্যের মত

'বিশ্বাস' আর 'অবিশ্বাসের' [illegible]-

দুটি ধারা তোমার

তুমি বিশ্বাস-অবিশ্বাস-মাঝে

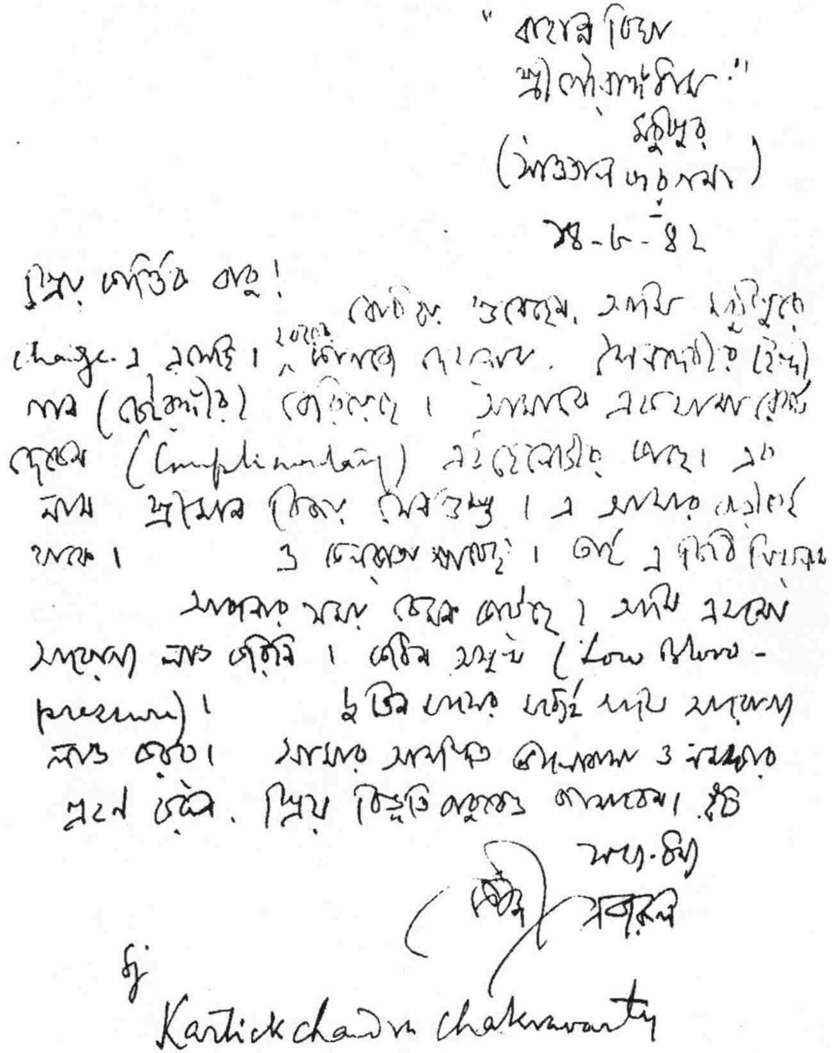
তোমারে দেখিনু, দেখিলাম, আমি,

অবিশ্বাসী ও দেখে অশ্রু

হাসিমুখে তোমার আলো॥



চিঠি



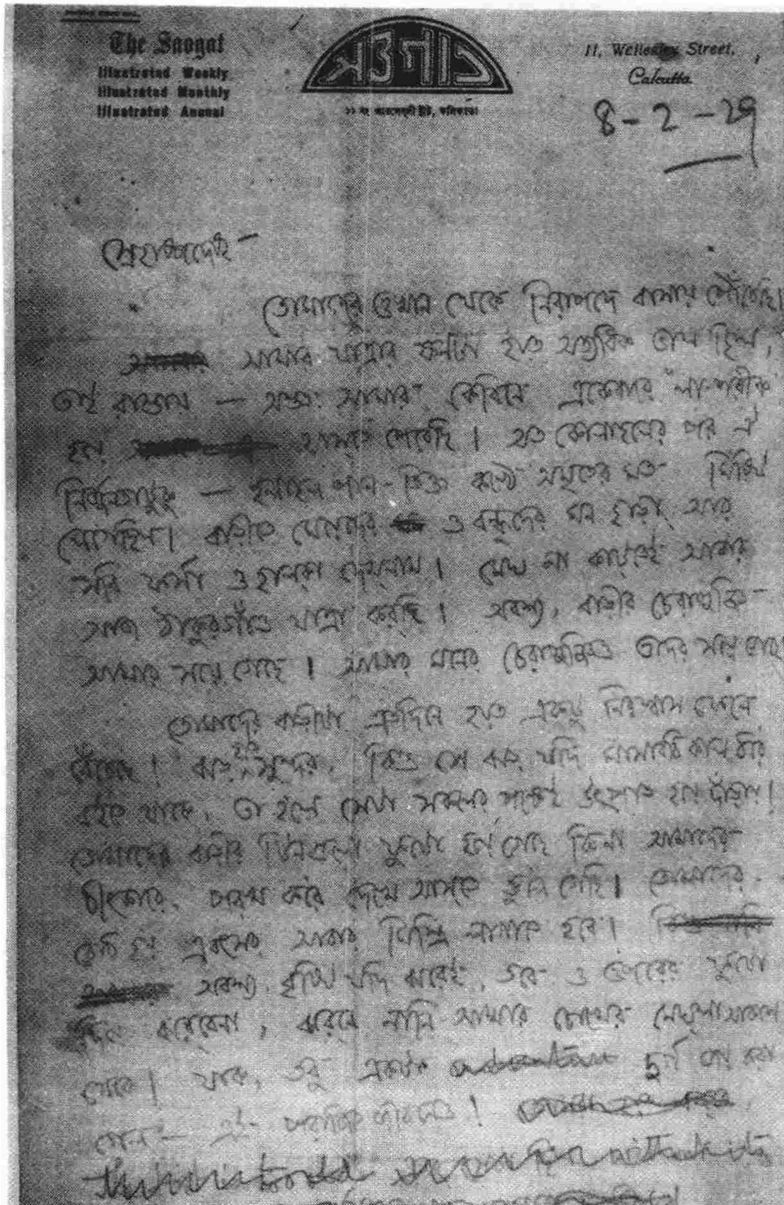
"[illegible]
শ্রী গৌরাঙ্গ মন্দির"
মধুপুর
(সাঁওতাল পরগনা)
১৪-৮-৪২

প্রিয় কার্তিক বাবু!
[illegible] আমি মধুপুরে change-এ এসেছি। [illegible] (Complimentary) [illegible] (Low Blood-pressure)। [illegible]

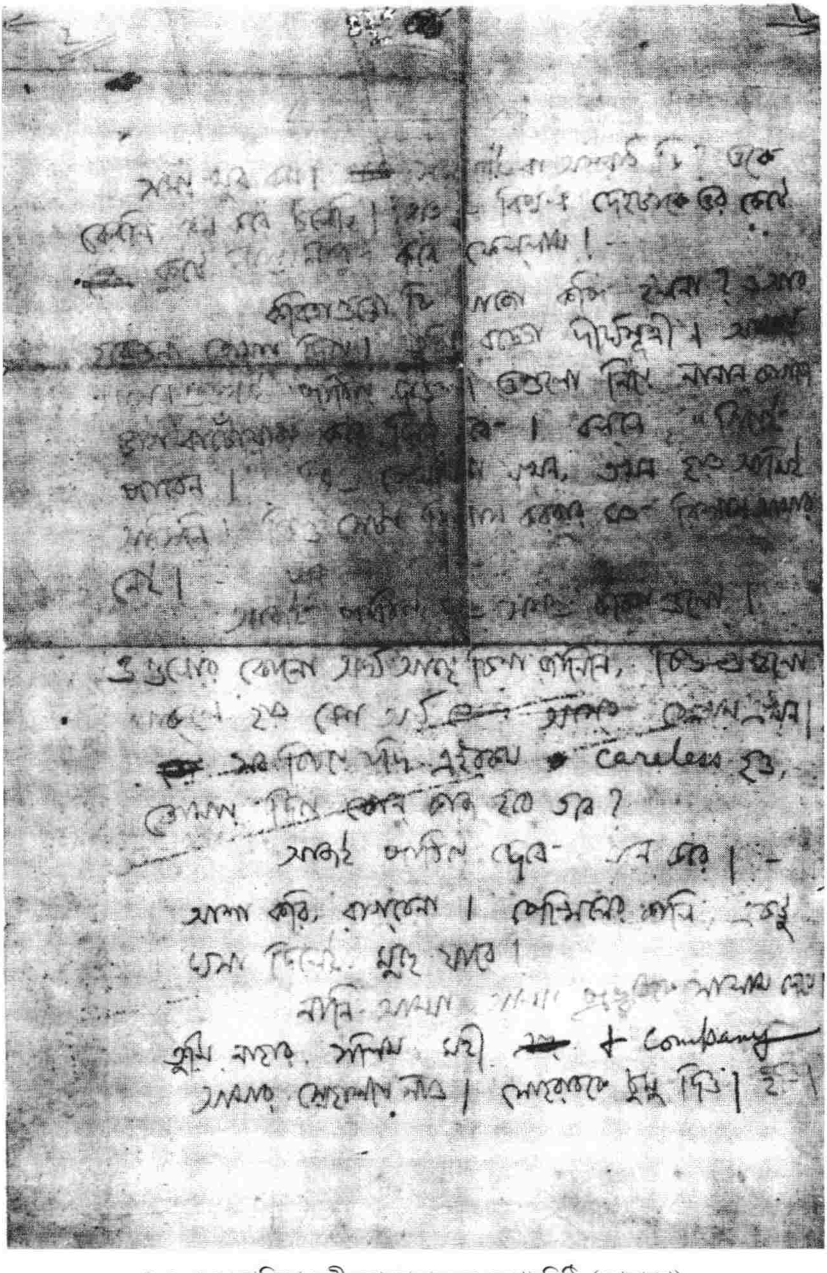
[illegible]

Kartick chandra chakravarty

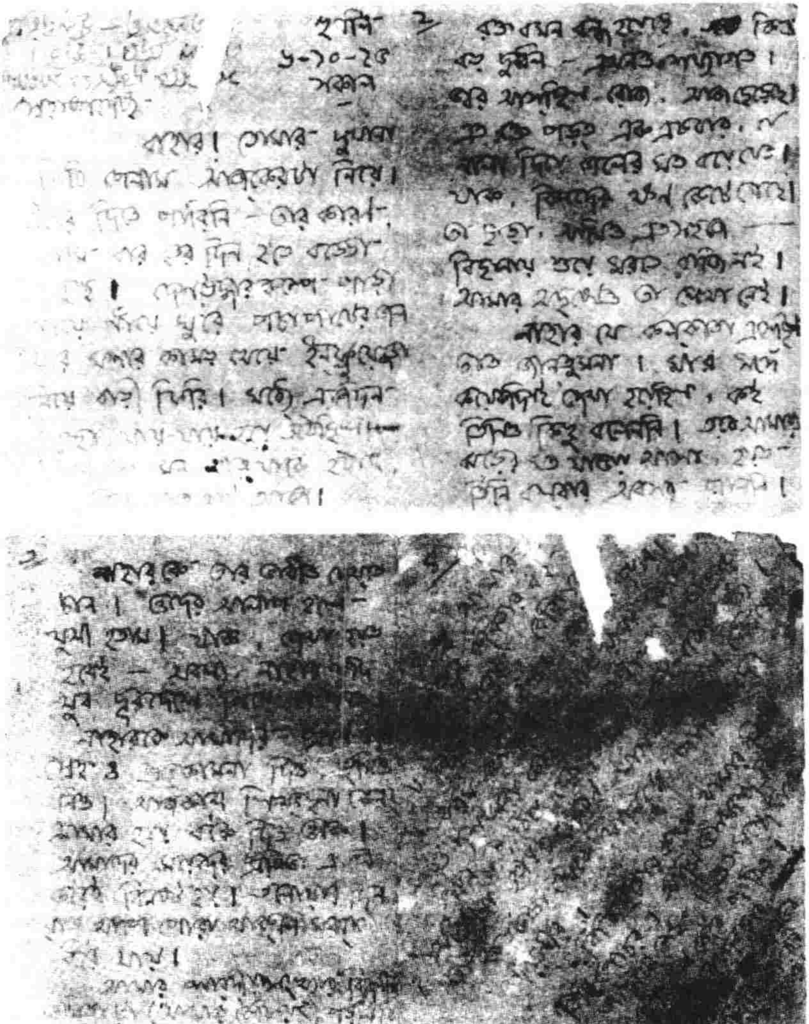
সেনোলা কোম্পানির ম্যানেজারকে লেখা চিঠি



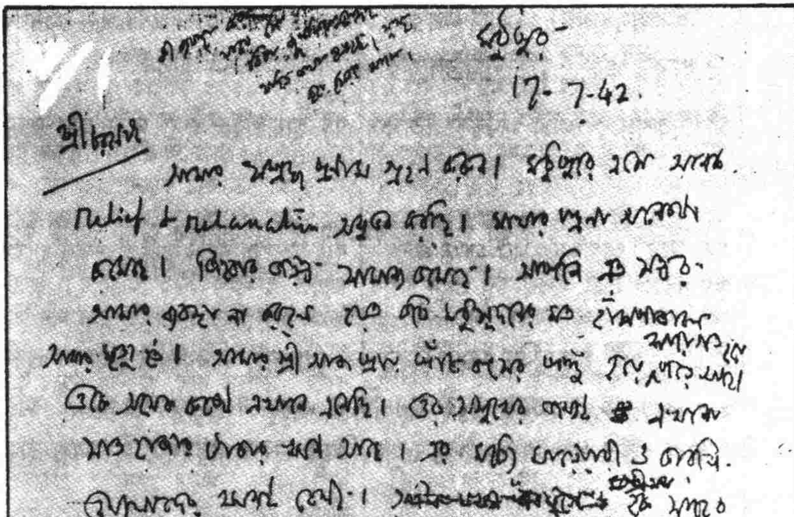
৪-২-২৭ তারিখে হবীবুল্লা বাহারকে লেখা চিঠি



৪-২-২৭ তারিখে হবীবুল্লা বাহারকে লেখা চিঠি (শেষাংশ)



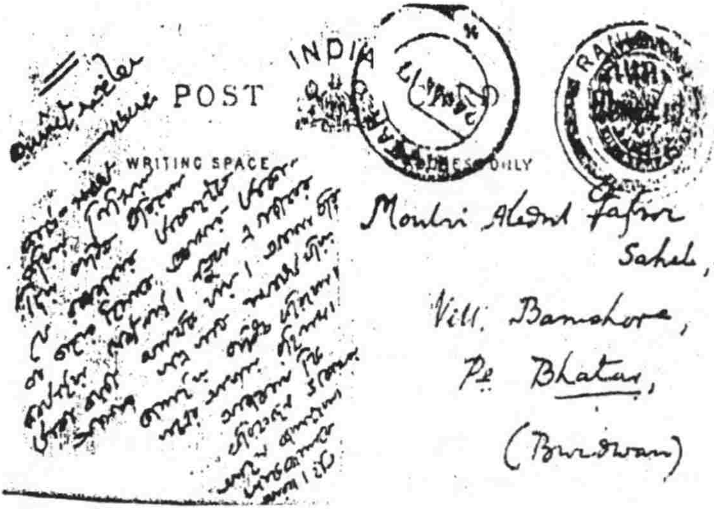
হবীবুল্লা বাহার এবং শামসুন নাহারকে লেখা চিঠি

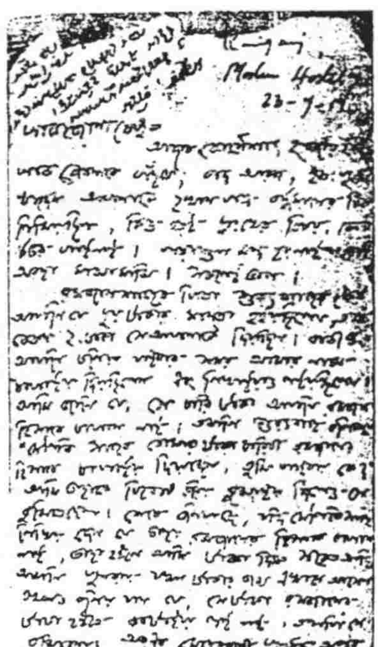


17-7-42.

শ্রীচরণেষু

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে লেখা চিঠি





মৌলবি আবদুল গফূরকে লেখা চিঠি



বেতার ভাষণ

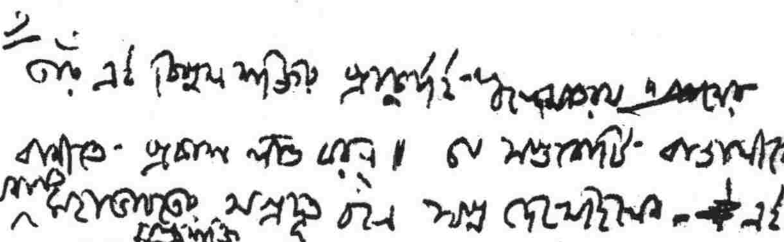
বঙ্কিম-চন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ যদি আমাদের আকাশের সূর্য্য-তিমির-লোক অধ্যায়ের কবি হন, বঙ্কিম-চন্দ্র ছিলেন সেই তিমির-রাত্রি-প্রভাতের পূর্বাকাশ-, সেই রবির অগ্রগামী উদয়-তারা। আজ বাংলা দেশে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি যে সব প্রতিভার বরতনুর আবির্ভাব হয়েছে — বঙ্কিম-চন্দ্র তাঁদের আদি স্রষ্টা বললে অত্যুক্তি হবেনা — এই সব জ্যোতিষ্কের সৃষ্টির বীজ তাঁতেই লুকিয়েছিল। বঙ্কিম চন্দ্র তাঁর পরবর্তী সমস্ত কবি সাহিত্যিকের পিতামহ ব্রহ্মা।

কোকিলের চিত্তে আনন্দের যেমন মধুপ, পিক-বধূর যে দীপ্তি যেমন তাদের চক্ষু-তারার না হয়, তেমনি বঙ্কিম চন্দ্রের জ্যোতিষ্ক-প্রতিভা সমসাময়িক সাহিত্যিকদের চোখ ঝলসে দিয়েছিল — তাই তাঁরা তাঁর সমসাময়িক মহত্ত্বকে ঠিক বিশেষ করেই দেখেছিলেন। যে সময় বাংলা দেশে সাহিত্য-ক্ষেত্রে আসতে হ'লে সংস্কৃতের টীকা, মিশনারীর অনুবাদ এবং দুর্বোধ্য সমস্ত অনুসরণ করতে হ'ত। সে ভাষায় যে রূপ — তাকে প্রাণহীন বলে মনে হ'ত, নীরস, রস-হীন রূপহীন অসংস্কৃত- তাকে বাংলা তথা বাঙালীর বঙ্কিম-চন্দ্রই প্রথম বাংলার ভাষা-

২

[illegible] থেকে এই [illegible] [illegible] করেন। [illegible]
[illegible] বাঙলা ভাষার এঁরই প্রসাদ [illegible]-
[illegible] ও পূর্ণ শ্রীর প্রথম প্রসাদ পেল। ইনিই
[illegible] [illegible]-
থেকে বাঙলা ভাষার রস-[illegible] [illegible] করেন।
বাঙলা [illegible] [illegible]। শ্রী সরস্বতীর [illegible]
এঁরই [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] পূর্ণ [illegible] প্রেম-ঘন রস-ঘন
আনন্দ-ঘন পূর্ণ রাধা শ্রী [illegible] [illegible] বিশ্ব-
[illegible] শ্রী [illegible] দেখা দেন।
[illegible]। এঁরা [illegible] [illegible] পদাবলী
রচনা করে গেছেন ... [illegible] আনন্দ-বৃন্দাবনের [illegible]
[illegible] পূর্ণ প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের রাধাই
প্রকাশ পেয়েছে। [illegible] ছিলেন [illegible] [illegible] — [illegible]
[illegible]! [illegible] এ [illegible] [illegible],
তাঁরা এই [illegible] গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁরা [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] — [illegible] রাধা [illegible]। [illegible]
[illegible] রাধাকে [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]! [illegible]-[illegible] এই [illegible] [illegible]!
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] — [illegible] [illegible]
[illegible] ও [illegible]।



৮

হইয়াছে দিন উঠেছিল। রসহীন স্বাস্থ্যজীবনে নিয়ত
বাঙালী নূতন রস আনন্দ পেয়েছিল। সাহিত্য কাব্য-
প্রকৃতি সকল সুকুমার শিল্পই (বিশেষ করে কাব্য),
দেশ-প্রেম মানব-আনন্দ দিয়ে তাদের প্রাণে এই
আনন্দ-রস। জীবনে নিত্য নিত্যই প্রয়োজন আছে।
কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই রস-শিল্পই সব নয়কো,
শক্তিহীন জাতিকে শক্তি দিয়েছিলেন, [illegible]
প্রাণের আগে চৈতন্যের আগে, মুক্তির আগে দিয়ে দেশের
প্রথম প্রয়োজন দিয়ে এসেছিলেন।

এই [illegible] সেই অবস্থায় অবস্থায় আনন্দ-
দান দিয়ে ছিল। তাঁদের পুনর্জাগরণ এই দেশের [illegible]
[illegible] পুরিত হয়েছিল — তাই এখন ঐ

[illegible]

তিনি পেয়েছিলেন, শুনেছিলেন! তাই [illegible]
তাঁদের পুরোহিত হলেন, হলেন। সবচেয়ে ঐ [illegible]
উনিশ, সোনার কুঠার, দেবী চৌধুরাণী, বিষবৃক্ষ বাঙালীর
পুরোহিত হলেন। তবু দেখি, তাঁর আনন্দ রস তাঁকে নয়।

এইজন্য হয়ত তিনি বাঙলার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক
সাহিত্যিক সাহিত্যিকদের যেমন প্রভাব রবীন্দ্র-শরৎ-, বিশেষ-
ভাবে অনুবিত্ত- চেয়ে অধিক প্রভাব রয়েছে:
বঙ্কিমচন্দ্র; (যেমন সে তাঁর আজও (আজ) রয়েছে। তিনি
মানুষের অনুভূতির ক্ষেত্রে দিয়ে মানব যাত্রে — যেমন
দেশের মুক্তি [illegible] দেশকে দেব আদর্শে। [illegible]
রবি, শরৎচন্দ্রের [illegible] সেবায় না রেখে-ছুটে গেছে —
দেশের এই [illegible] (কি)।



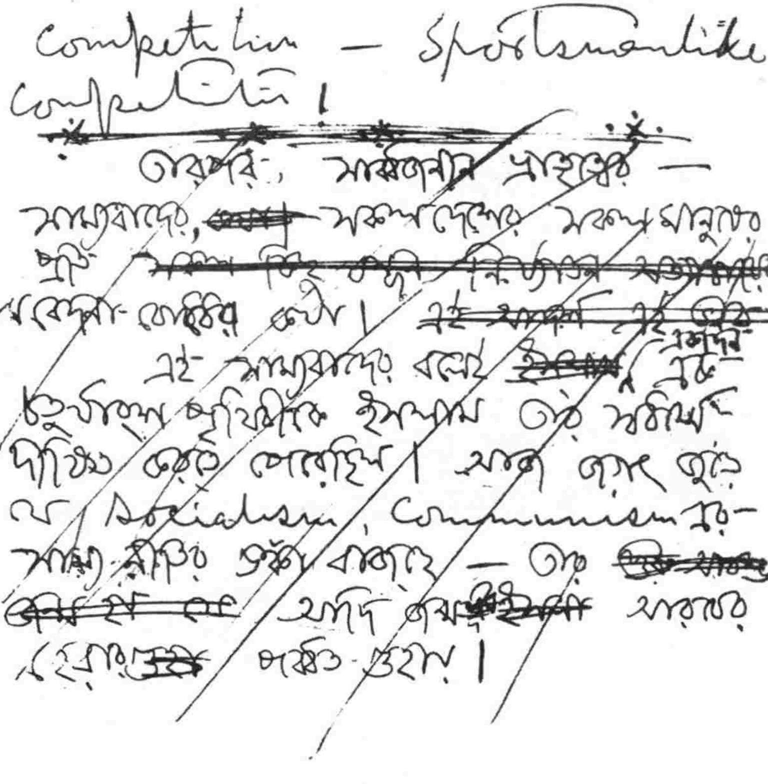
বিবিধ

আলো ও মুক্তি

আলোর মত জ্বলে ওঠ। ঊষার মত ফোটো।
তিমির চিরে জ্যোতির মত প্রকাশ হয়ে ওঠ।

নজরুল
১০-৭-২৯

'সিন্ধু-হিন্দোল' কবিতাগ্রন্থের শুরুর পৃষ্ঠায় লিখিত দুটি পঙ্‌ক্তি



Competition — Sportsmanlike competition!

তারপর, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের — সাম্যবাদের, সকল দেশের সকল মানুষের সৃষ্টি [illegible] ভেদাভেদ-বিহীন [illegible]। এই সাম্যবাদের বলেই একদিন [illegible] পৃথিবীকে ইসলাম তার অধিকারে দাখিল করতে পেরেছিল। আজ যাদের জোরে যে Socialism, Communism প্রভৃতি সাম্য নীতির ডঙ্কা বাজছে — তার আদি [illegible] [illegible] [illegible] ঘোষিত হয়।

একটি পত্রের খসড়া

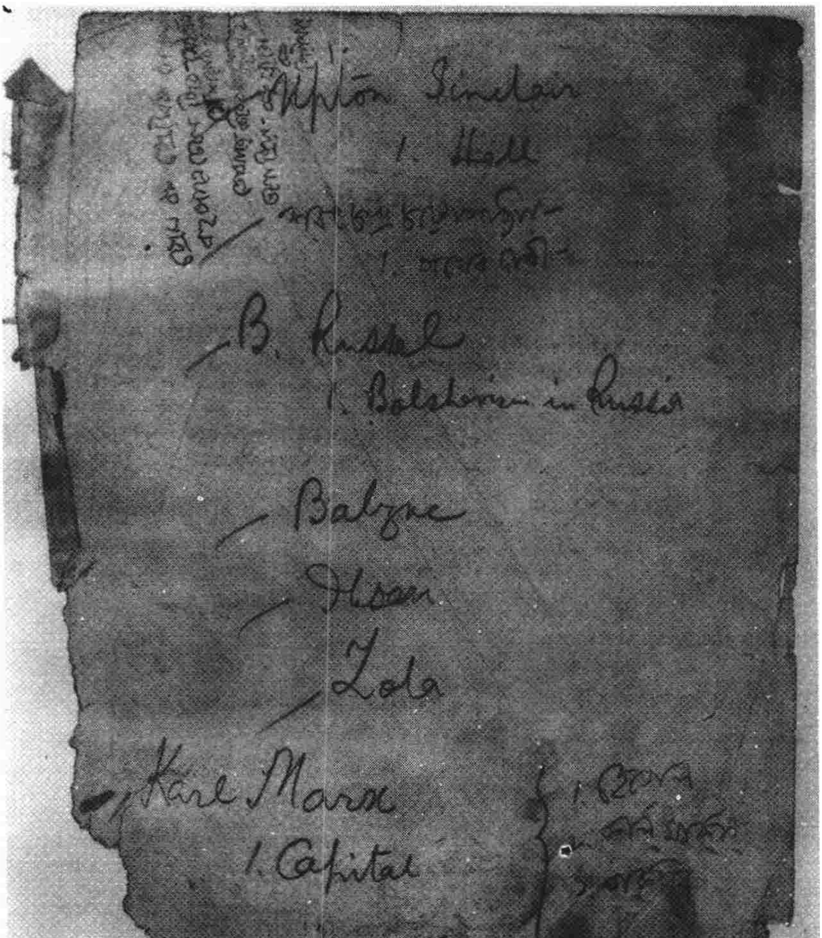
আমার এই লেখাগুলি— আমার আদরের—
ভাই-বোন বাহার ও নাহার কে
দিলাম।

কে তোমাদের ভালো?
বাহার আনে গুলশানে গুল, নাহার আনে আলো।
বাহার এলে মাটির রসে ভিজিয়ে সবুজ প্রাণ,
নাহার এলে রাত্রি চিরে জ্যোতির অভিযান!
তোমরা দুটী ফুলের দুলাল, আলোর দুলালী,
একটী বোঁটায় ফুটলি এসে – নয়ন ভুলালি।
নামে নাগাল পাইনে তোদের, নাগাল পেল বাণী;—
তোদের মাঝে আকাশ ধরা করছে কানাকানি!

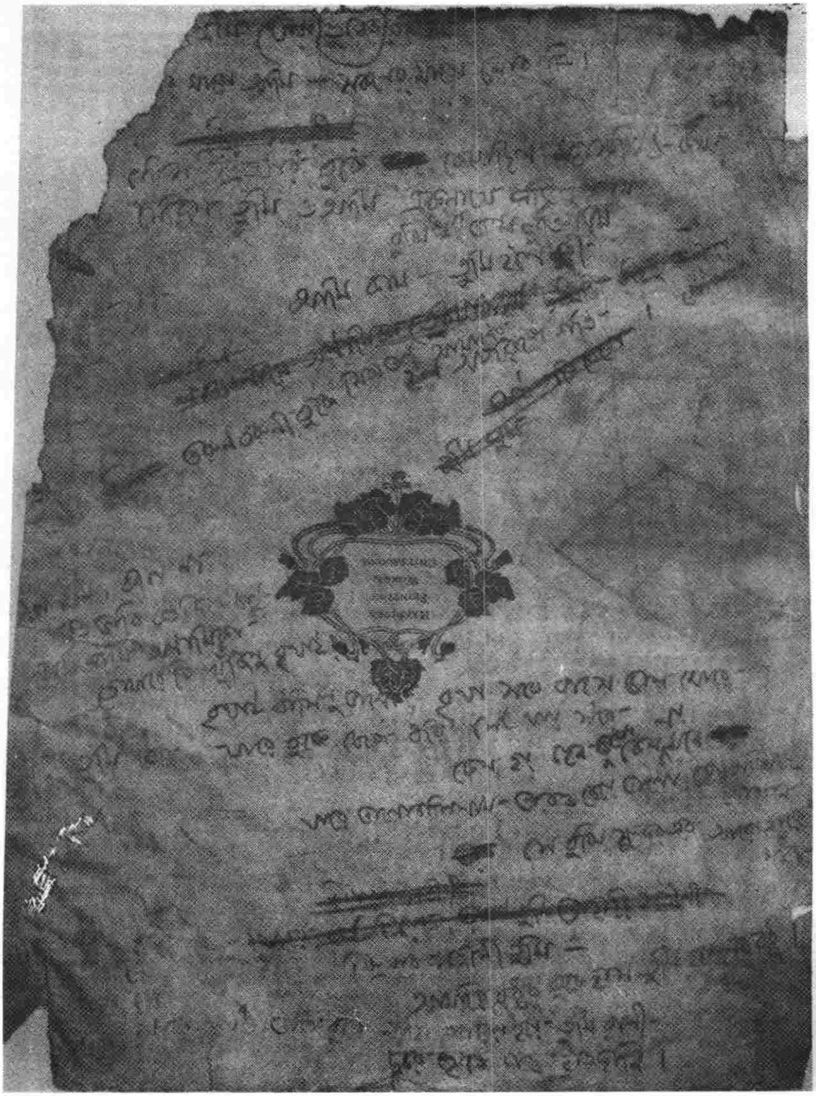
নজরুল ইসলাম

চট্টলা—
৩১-৭-২৬

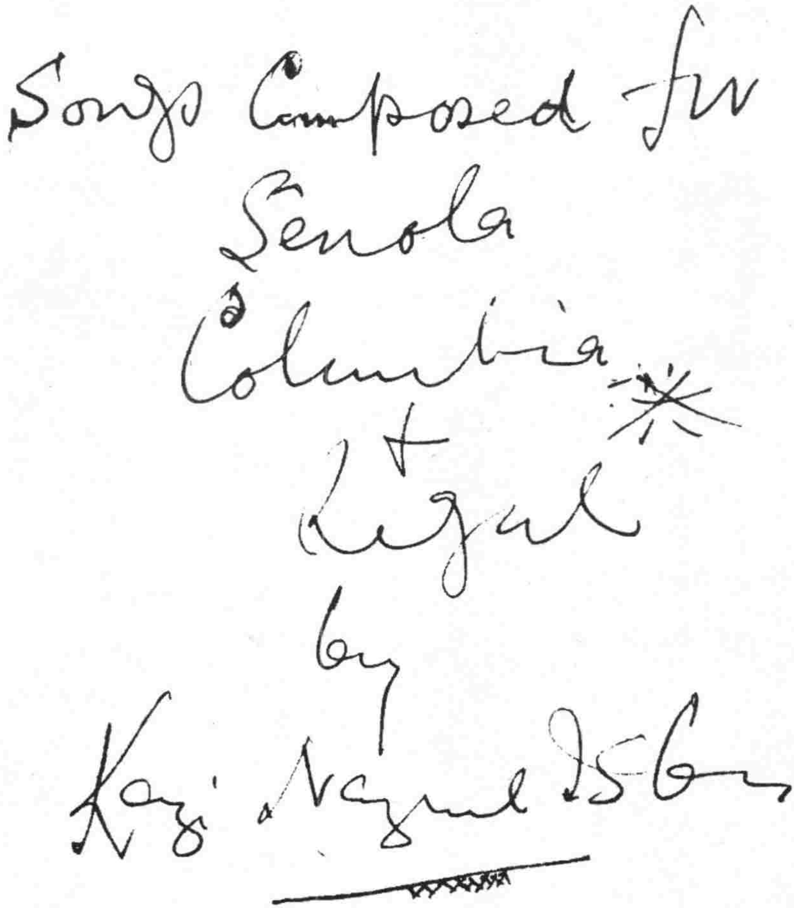
'সিন্ধু-হিন্দোল' (১৯২৭) গ্রন্থের উৎসর্গপত্র



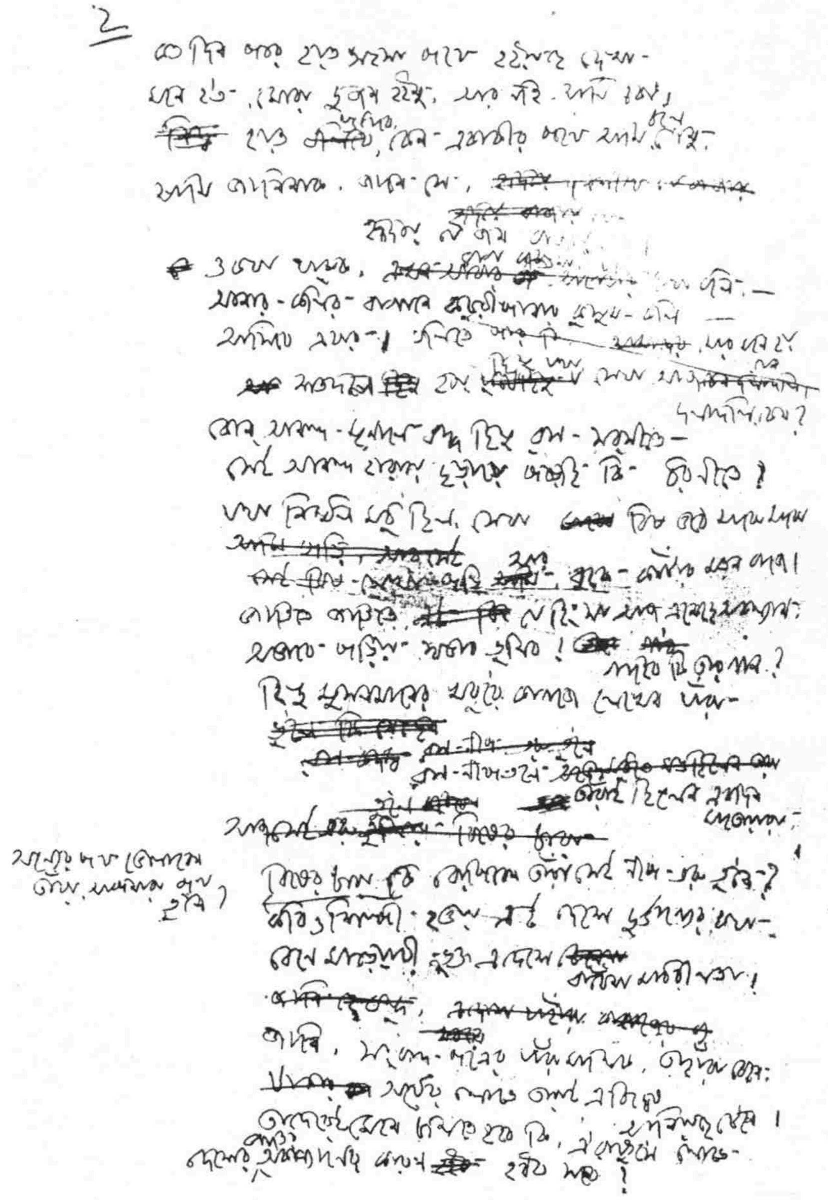
কবিতার খাতার তৃতীয় পৃষ্ঠা



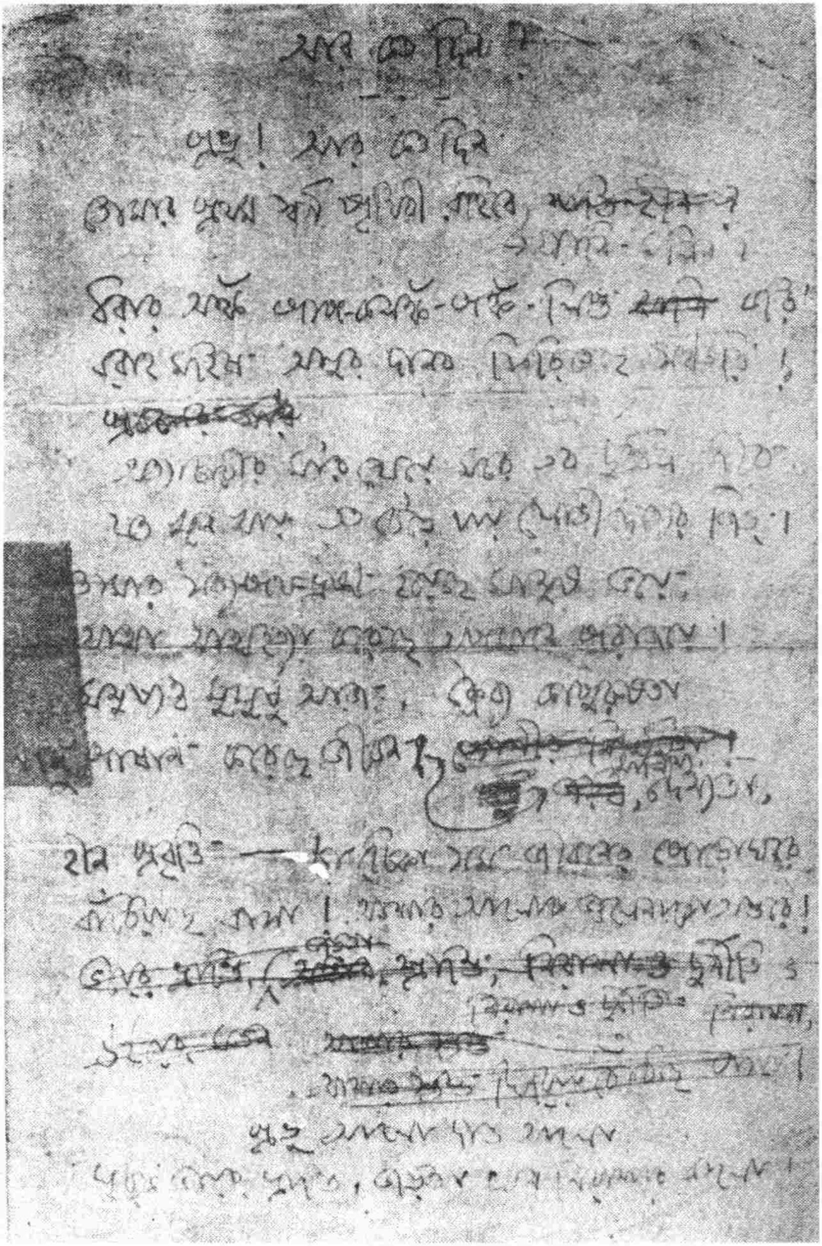
কবিতার খাতার চতুর্থ পৃষ্ঠা


Songs Composed for
Senola
Columbia
+
Regal
by
Kazi Nazrul Islam

ইংরেজি গানের খাতার প্রথম পৃষ্ঠা

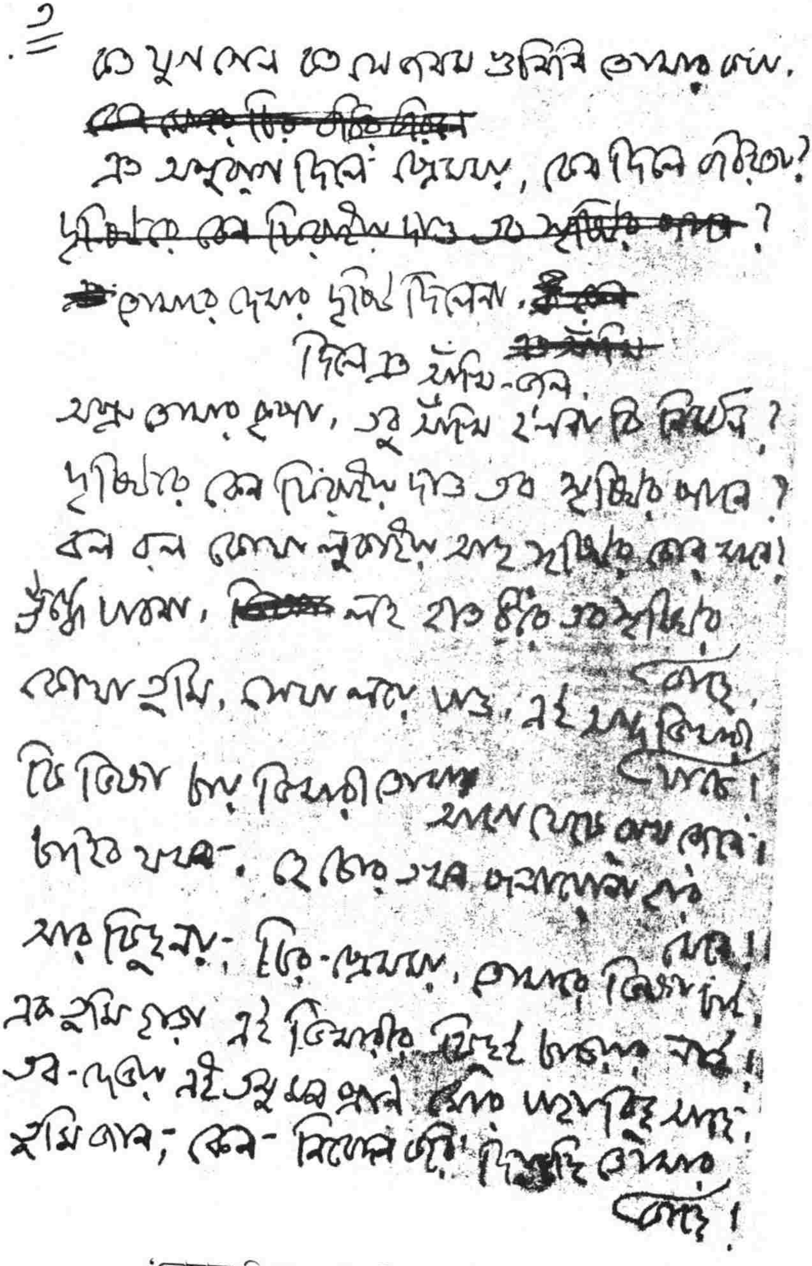


'বন্ধুরা এসো ফিরে' কবিতার অংশ বিশেষ

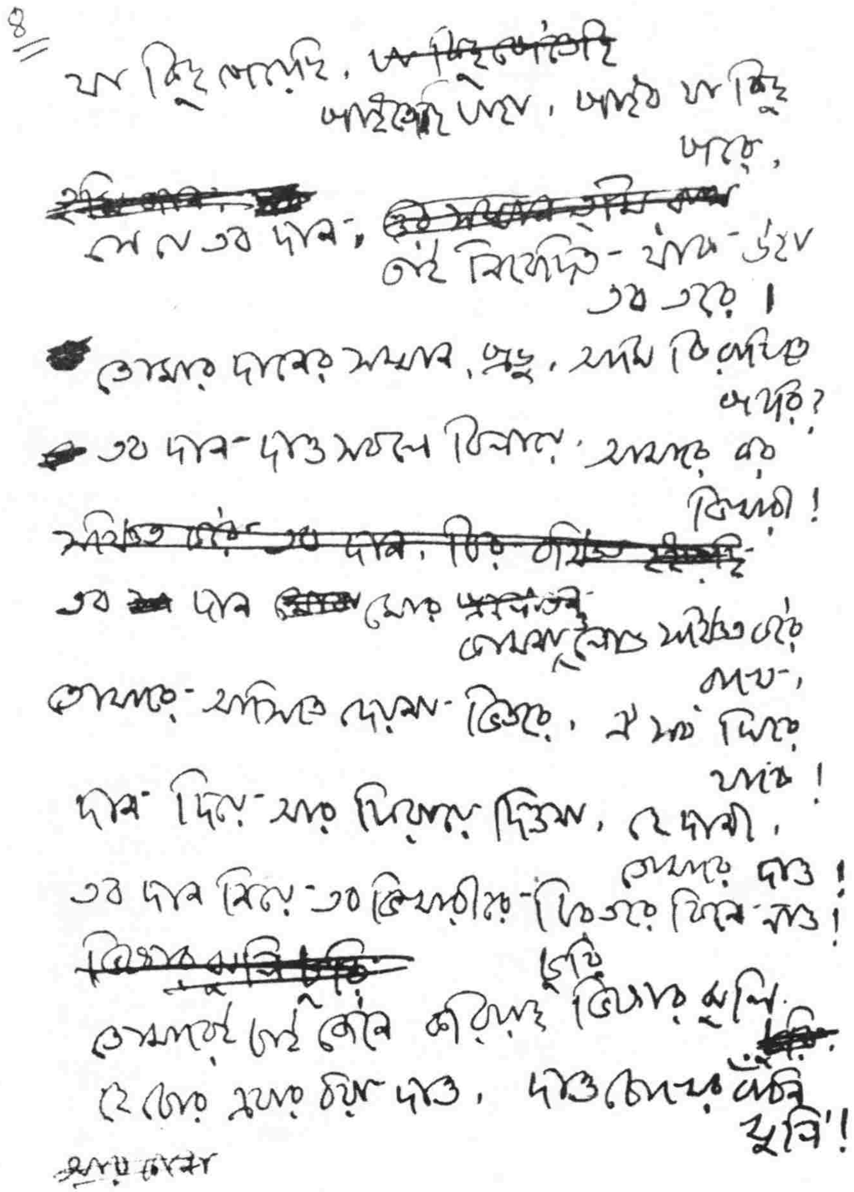

আর কতদিন?

প্রভু! আর কতদিন

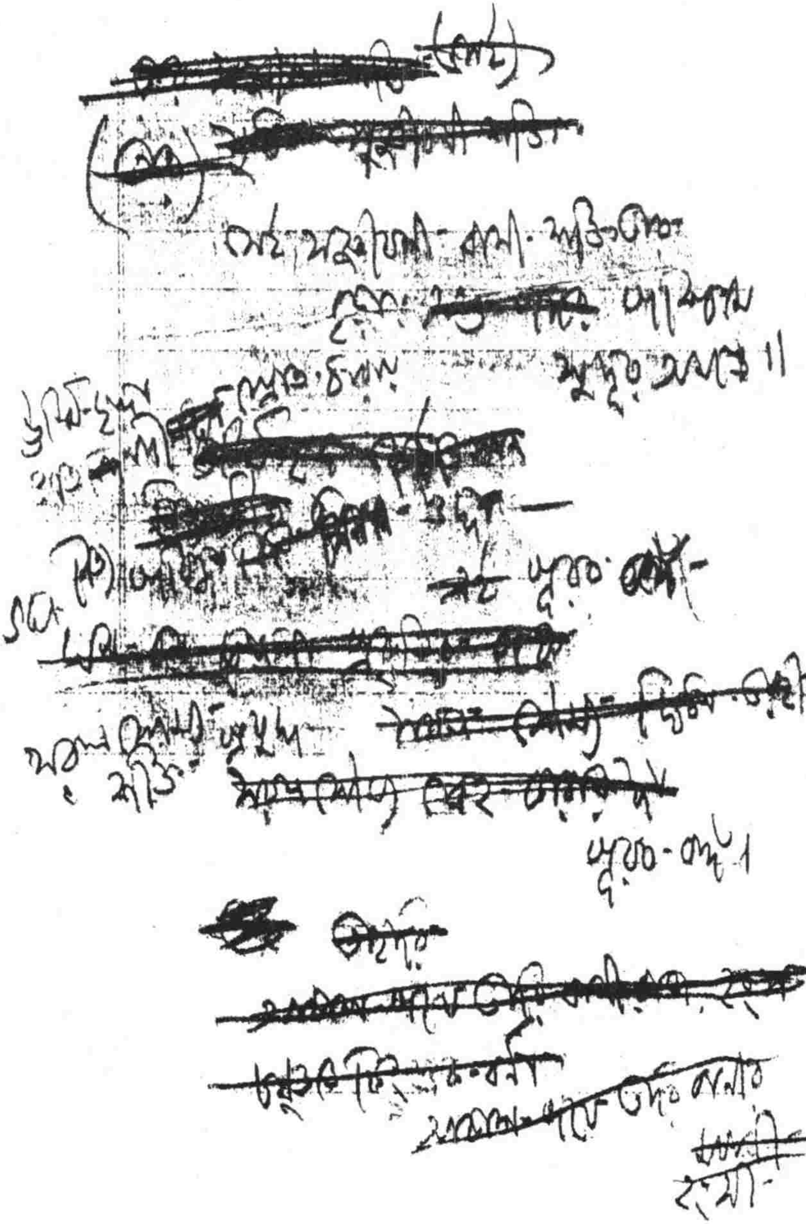
'আর কতদিন?' কবিতার অংশ বিশেষ



'তোমারে ভিক্ষা দাও' কবিতার অংশ বিশেষ



'তোমারে ভিক্ষা দাও' কবিতার অংশ বিশেষ



'পূরববঙ্গ' রচনার অংশ বিশেষ

২। এই অঙ্কে ~~শ্রীমতী শৈলদেবী গাহিবেন~~ [বলা হইতে] "শুদ্ধ সারং"।
এর আরোহী :— সা, শুদ্ধ রেখাব, শুদ্ধ মধ্যম, শুদ্ধ রেখাব, কড়ি মধ্যম, পঞ্চম, তীব্র নিখাদ, সা।
অবরোহী :— সা, তীব্র নিখাদ, তীব্র ধৈবত, পঞ্চম, কড়ি মধ্যম, পঞ্চম, শুদ্ধ মধ্যম, শুদ্ধ রেখাব, সা।
রেখাব বাদী, পঞ্চম সম্বাদী। ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ সকল প্রকার সারং রাগ ~~[illegible]~~ দিবা দ্বিপ্রহরে গাহিতে হয়।

~~শুদ্ধ~~ "শুদ্ধ সারং" রাগের গান শুনুন শ্রীমতী-শৈল দেবীর কণ্ঠে।

গান :—

তুমি-বিহীন বাতায়ন মেলে-
আমার প্রভাত-সুন্দর এলে।।

সারং রঙ্ গীতি আলেখ্যর 'শুধু সারং' রাগের বর্ণনা

পুষ্পধনু কুঙ্কুম সাথী মোর। -

১। "সাওন্ত সারং" সারঙ্গের প্রকৃতি শৈল দেশী। এর: সারং সকল সারঙের মেল, শ্রুতি-সুরি। এর আরোহী:— সা, রে, মা, পা, নি (তীব্র), সা। অবরোহী:— সা, কোমল নিখাদ, শুদ্ধ ধৈবত, পঞ্চম, শুদ্ধ মধ্যম, শুদ্ধ রেখাব, সা। মেঘ ইমন সারঙে অবরোহীতে ধৈবত লাগে — অবরোহে সা, কোমল নিখাদ, পা, মা, পা — এইভাবে স্বর প্রয়োগ হয়। কিন্তু "সাওন্ত সারং"-এ অবরোহে ধৈবত লাগবে। অবরোহীতে: সা, কোমল নিখাদ, শুদ্ধ ধৈবত, পঞ্চম লাগে। এর বাদী পঞ্চম, সম্বাদী রেখাব। ঐ সারঙে নজরুল গীতিগুলিতে সুবিশেষ আরোপ হয়।

সারং রঙ্ গীতি আলেখ্যর 'সাওন্ত্ সারং' রাগের বর্ণনা

১

ষট্ কল্যাণ

— কাজী নজরুল ইসলাম

শুদ্ধ-কল্যাণ

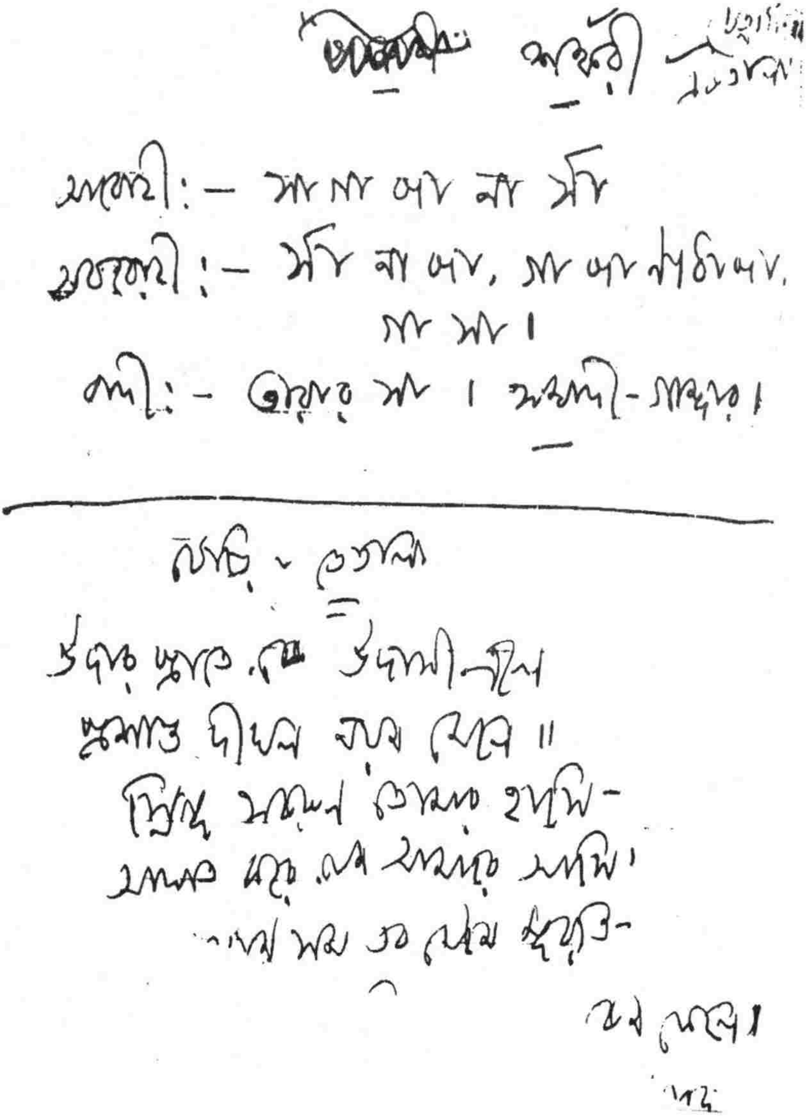
কল্যাণ রাগ সন্ধ্যার সময় গীত হয়। কল্যাণ নামেই প্রকাশ এই রাগ শান্ত, স্নিগ্ধ, মধুর, উদার। প্রথমে "শুদ্ধ-কল্যাণ" অথবা "শুধ্-কল্যাণ" রাগ গাওয়া হচ্ছে।

এর আরোহী :— সা, রে, গা, পা, ধা, র্সা।

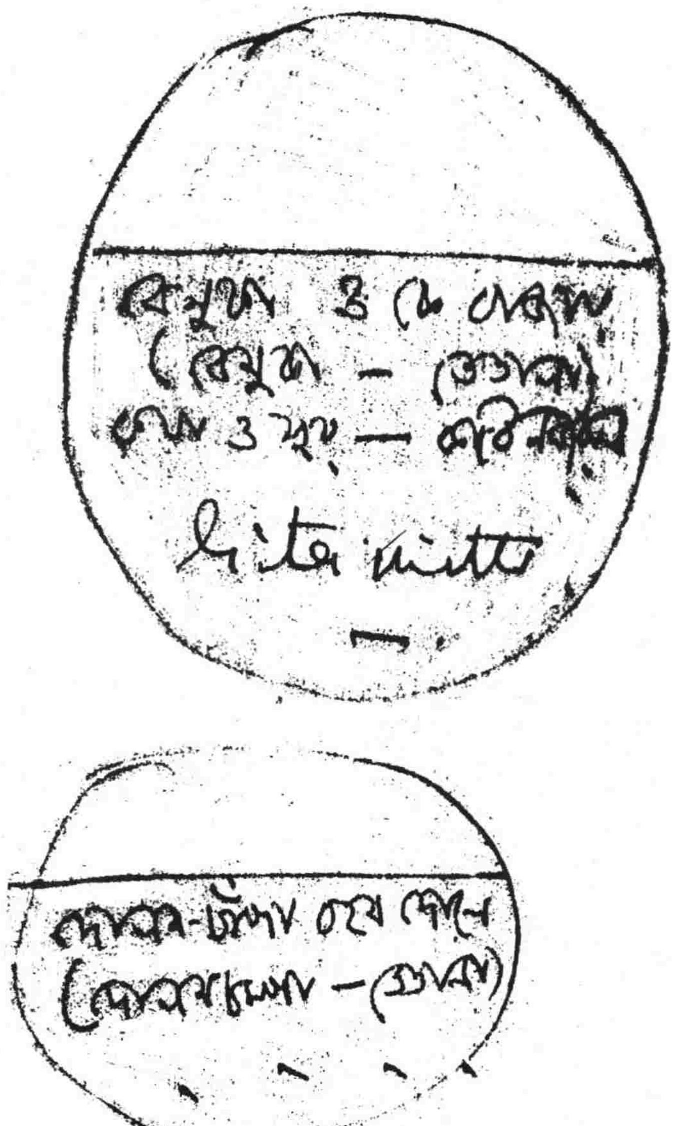
অবরোহী :— র্সা, (নি) ধা, পা, (কড়ি মা) গা, রে, সা।

অবরোহীতে কড়ি মা ও নি-র ব্যবহার বিবাদী ভাবে লাগে। পঞ্চম থেকে মধ্যমের মীড় লাগে। কেউ গান্ধারকে বাদী, ~~[illegible]~~ ধৈবত সম্বাদী করেন। কেউ রেখাব বাদী পঞ্চম সম্বাদী করেন। কল্যাণকে পূর্বাঙ্গ প্রধান অর্থাৎ সপ্তকের নিচের সুরেই কাজ বেশী করতে হয়।

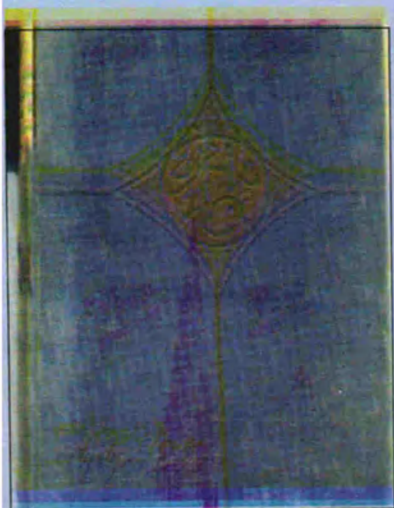
'ষট্ কল্যাণ' গীতি আলেখ্যর 'শুধ্-কল্যাণ' রাগের বর্ণনা

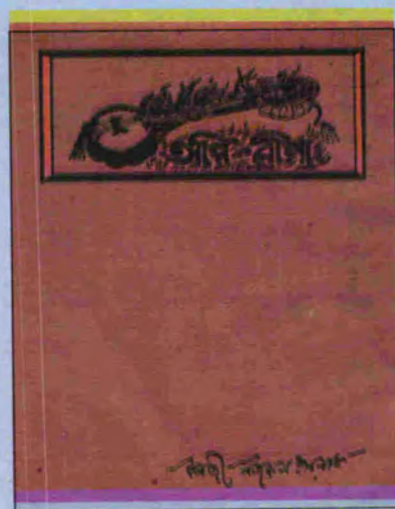


শঙ্করী রাগের বিষয়ে কিছু কথা এবং
টৌড়ি রাগে তেতালা ছন্দে রচিত একটি গানের কয়েকটি লাইন

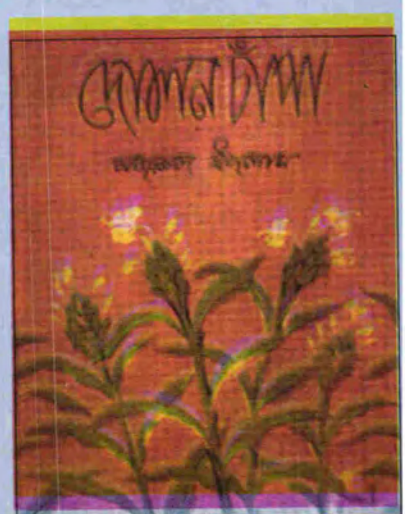


রেকর্ডের কাভারে লেখার একটি নমুনা

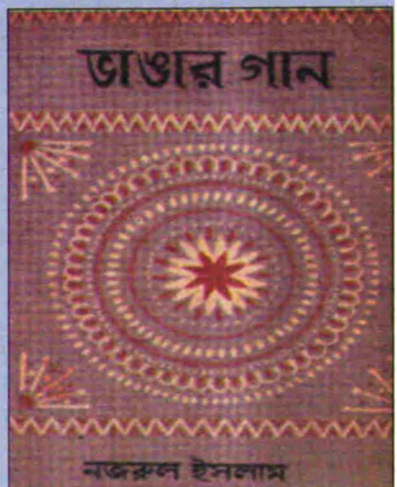



অগ্নি-বীণা



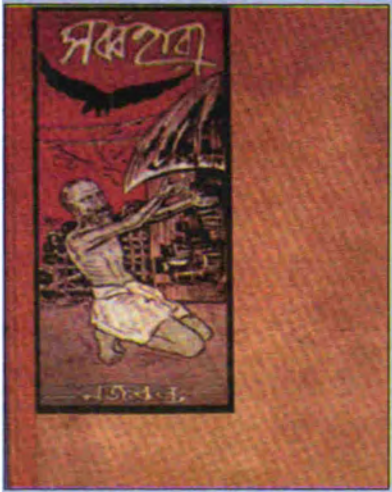

দোলন চাঁপা

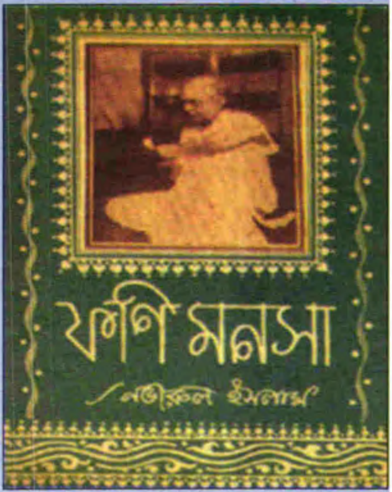


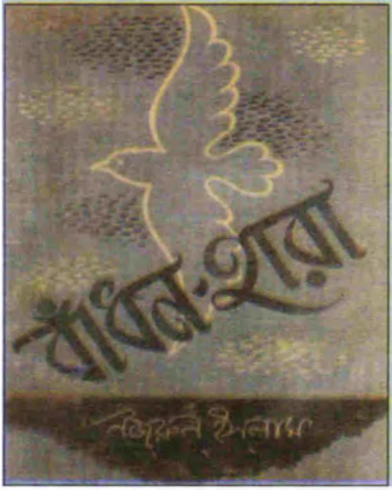

ভাঙার গান
নজরুল ইসলাম

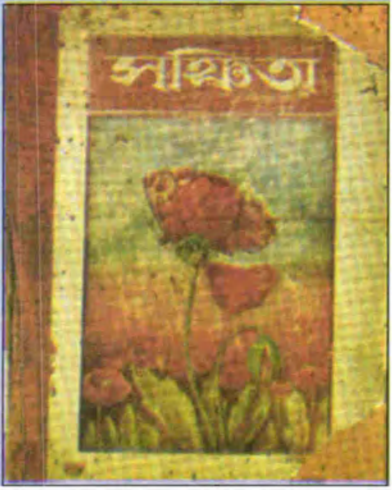



ছায়ানট


সর্বহারা

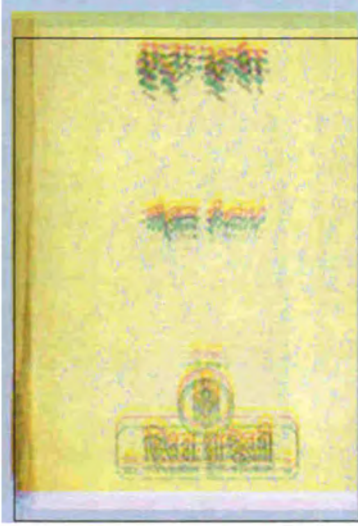

ফণি মনসা
নজরুল ইসলাম


বাঁধন-হারা
নজরুল ইসলাম

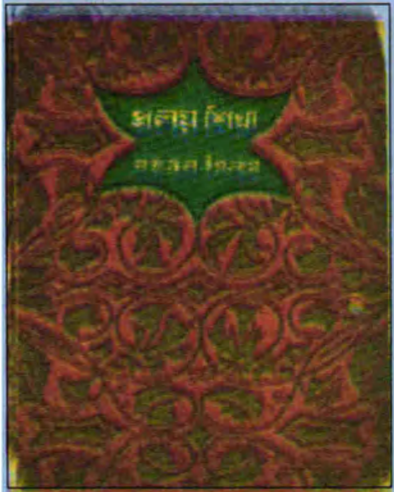

সঞ্চিতা

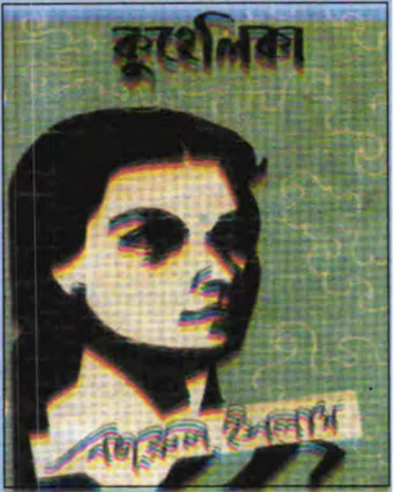








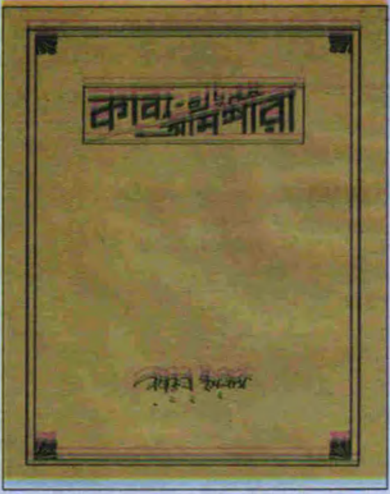

প্রলয় শিখা


কুহেলিকা
নজরুল ইসলাম

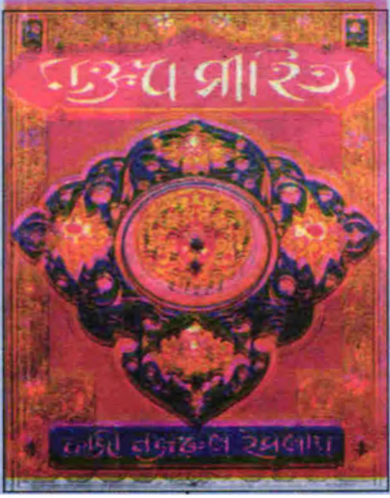

শিউলি-মালা


আলেয়া

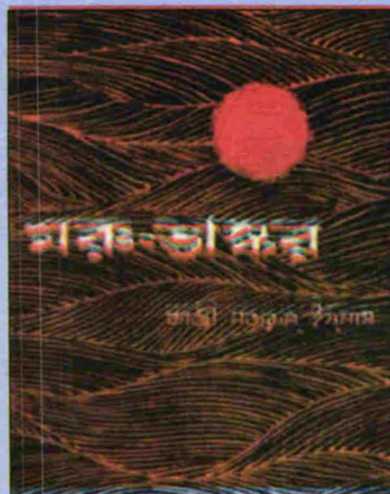




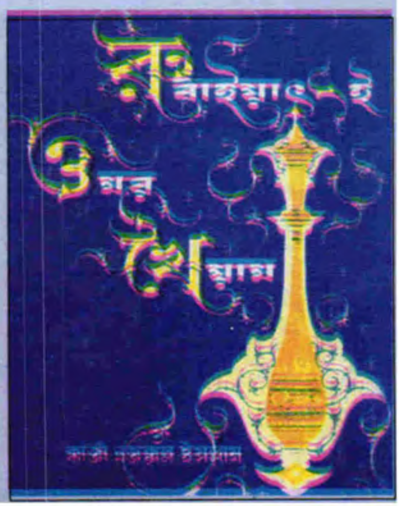




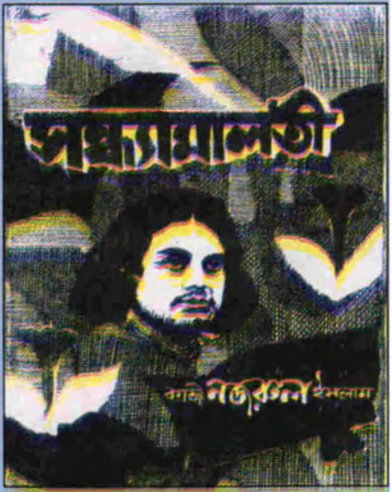



মরু-ভাস্কর


বুলবুল


কাজী নজরুল ইসলাম




সন্ধ্যামালতী
কাজী নজরুল ইসলাম

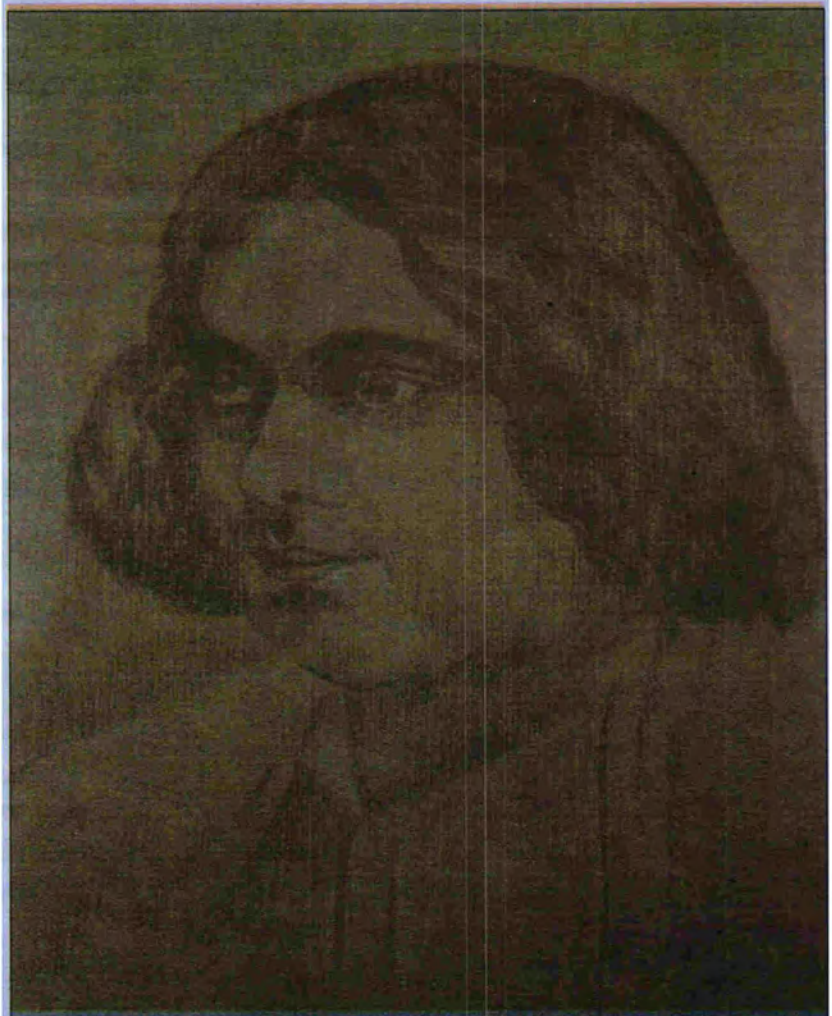

মায়ামুকুর
কাজী নজরুল ইসলাম



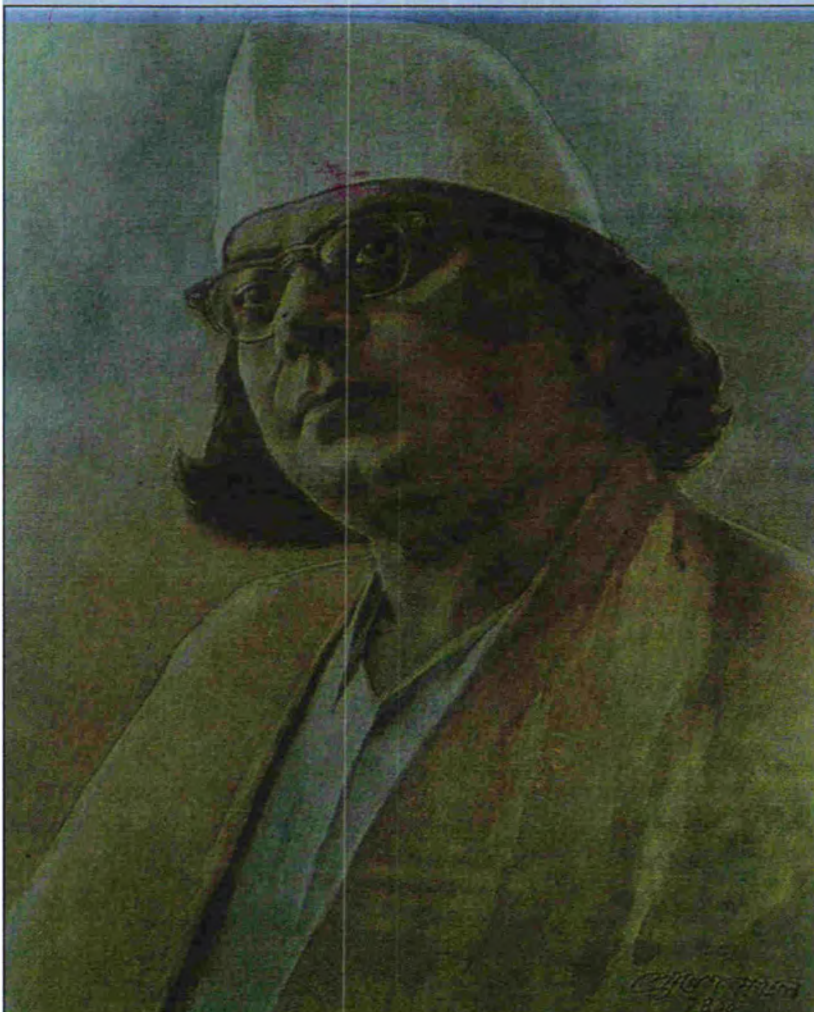
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি



শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি



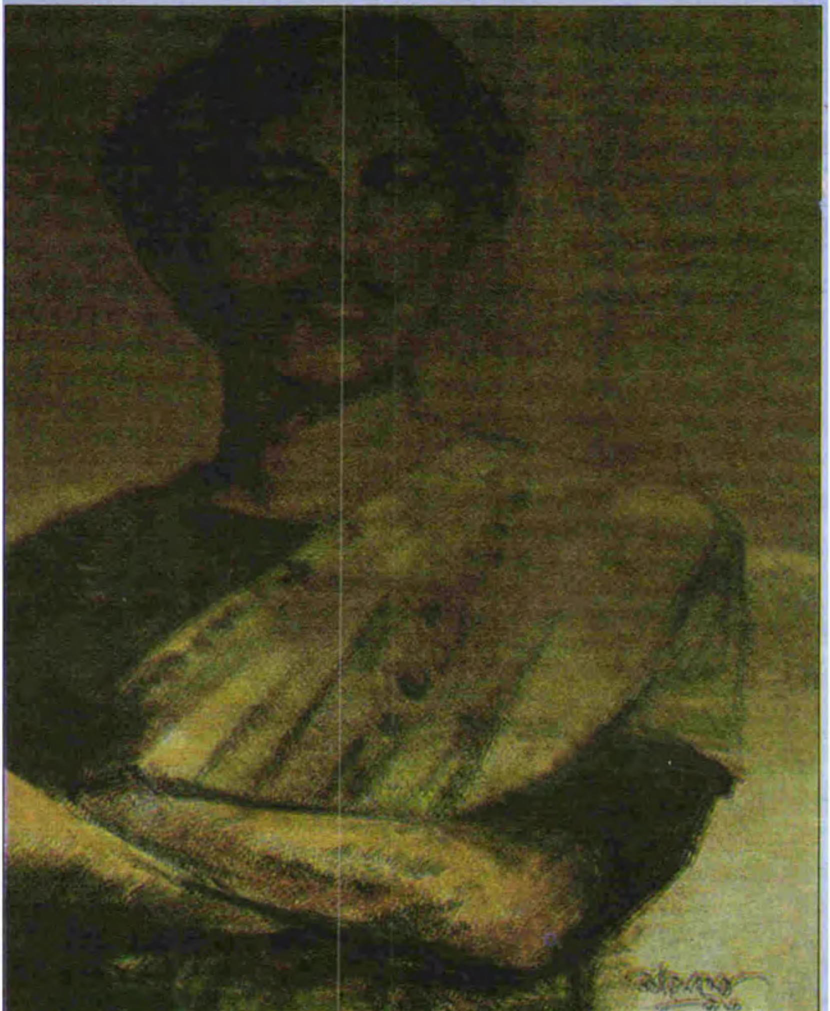
শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি



শিল্পী প্রাণেশ মণ্ডল অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি



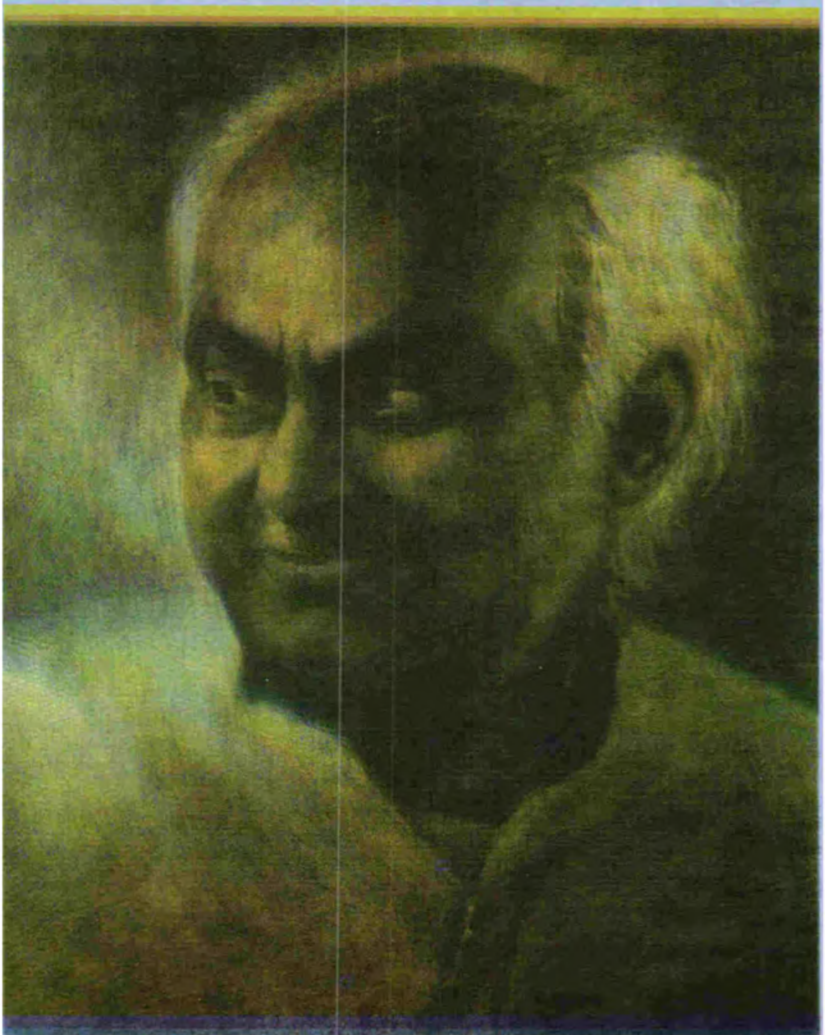
শিল্পী রফিকুন নবী অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি



শিল্পী বীরেন সোম অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি



শিল্পী চন্দ্রশেখর দে অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি



শিল্পী আলপ্তগীন তুষার অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি